গ্রন্থাগার

৬ষ্ঠ খণ্ড ॥ ১৩৬৩

নির্ঘণ্ট

: সম্পাদক :

শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (বৈশাখ হইতে অগ্রহায়ণ)

সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় (পৌষ হইতে চৈত্র)

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার :: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় :: কলিকাতা-১২

গ্রন্থাগার

৬ষ্ঠ খণ্ড : ১৩৬৩

নির্ঘণ্ট

প্রবন্ধ

লেখকের নাম অনুসারে বর্ণানুক্রমে বিন্যস্ত

অভয়কুমার সরকার
জেলা গ্রন্থাগার ১৫৪
পুরুলিয়ার সাধারণ গ্রন্থাগার ২৬৭
আদিত্য ওহদেদার
গ্রন্থবিস্তার ভূমিকা ১৮৩
গ্রন্থাগার ও স্থানীয় ইতিহাস ২৯৩
এস, আর, রঙ্গনাথন
গ্রন্থ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক ২২৩
গোপিকামোহন ভট্টাচার্য
সংস্কৃতের গবেষণা ও গ্রন্থাগার ২৮৭
গোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায়
হাওড়া জেলা পাঠাগার সঙ্ঘের
ভ্রাম্যমান বিভাগের পরিচালন
ব্যবস্থা ১৫
গৌরীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়
গ্রন্থাগারিকের বিড়ম্বনা ১৮৬
চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরি-
কল্পনায় গ্রন্থাগার উন্নয়ন ১৩৫
চৈতালী সেন
গ্রন্থ প্রদর্শন ১০৭
গ্রন্থাগারে অবাধ-অধিগম্য
ব্যবস্থা ২৮৩
চ্যাঙ যুনলী
সমাজ শিক্ষায় চীনের একটি
গ্রাম ২৬৫
তিনকড়ি দত্ত
ডক্টর সয়ালী রামামৃত
রঙ্গনাথন
পারিজাত রায়চৌধুরী
সূত্র সন্ধান
বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়
গ্রন্থাগার নিয়মাবলী ১৪১
গ্রন্থাগার ভবন ২১৩
গ্রন্থাগারের সজ্জা ও
আসবাব
জীর্ণোদ্ধার
সাময়িক সমস্যা

বিমল কুমার দত্ত
গ্রন্থাগারিকের মান ও মর্যাদা ১৭৭
মন্মথ নাথ রায়
সদ্য সাক্ষরদের বই
মিহির বন্দ্যোপাধ্যায়
পশ্চিমবঙ্গ জেলা গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে ২৮৯
রাজকুমার মুখোপাধ্যায়
গ্রন্থাগার ও প্ল্যানিং
রাধাগোবিন্দ বিশাল
কাঁথি পরিচয়
রাধারমণ দত্ত
গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকের কথা ২৪৭
সত্যকাম
কলিকাতার শিশু গ্রন্থাগার পরিকল্পনার ভূমিকা ৭৪
সিরাজুল রহমান
পেঙ্গুইন সিরিজের একবিংশ জয়ন্তী ১১১
সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়
গ্রন্থপঞ্জীর ভূমিকা ২৫৯
সুশীল কুমার ঘোষ
বাংলা দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের গোড়ার কথা ১০১
সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়
সমাজ শিক্ষায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা ৫৭

সাধারণ সংবাদ

দশম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন
অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণ ২২
উদ্বোধন ভাষণ ২৩
পশ্চিম বঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—সম্মেলনের মূল আলোচ্য প্রবন্ধ ৩
প্রদর্শনী উদ্বোধকের ভাষণ ২৪
মুখবন্ধ ২১
মূল সভাপতির ভাষণ ২৫
সম্মেলনে বিভিন্ন দলের আলোচনার সংক্ষিপ্ত ভাষণ ৩৭
সম্মেলনে প্রাপ্ত শুভেচ্ছাবাণী ৪৫
সম্মেলনী কথা—শক্তিপদ পণ্ডা ৪৯
পশ্চিম বঙ্গে গ্রন্থাগার দিবস
বিভিন্ন স্থানে গ্রন্থাগার দিবস অনুষ্ঠানের সংবাদ
মুর্শিদাবাদ জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন ২২২
নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলন ৫১
ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন অব স্পেশাল লাইব্রেরীজ এণ্ড ইনফরমেশন সেন্টারের সম্মেলন ৫৩
একাদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন
'গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপন পরিকল্পনা' সম্মেলনের মূল আলোচ্য প্রবন্ধ ২৯৯
হাওড়া জেলা পাঠাগার সম্মেলন ২২১

গ্রন্থাগার সংবাদ

॥ পশ্চিম বঙ্গ ॥

কলিকাতা

এসিয়াটিক সোসাইটি ২৫২
কালিঘাট তরুণ সঙ্ঘ ২৫৩
ছাত্র সংহতি ২৭৬
জ্ঞানতীর্থ গ্রন্থাগার ৫৪
প্যারীমোহন মেমোরিয়াল লাইব্রেরী ৬৭
বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী ২৫২
ভারতী পরিষদ ১৯০
দক্ষিণ কলিকাতা তরুণ সমিতি ১১৭
তরুণ সঙ্ঘ পাঠাগার ২৫৩,৬৬
দেশবন্ধু পাঠাগার ৬৮
চেতলা নিত্যানন্দ লাইব্রেরী ৬৭
মাইকেল মধুসূদন লাইব্রেরী ৮৯
রামকৃষ্ণমিশন ইনষ্টিট্যুট অব কালচার ২৫২
শশিপদ ইনষ্টিটিউট ১৯১
শান্তি ইনষ্টিট্যুট ২৫৩

চব্বিশ পরগণা

ইছাপুর, ইছাপুর অনুশীলনী ২৫৪
জয়নগর, বান্ধব লাইব্রেরী ৬৮
দক্ষিণেশ্বর, রামকৃষ্ণ লাইব্রেরী ও রিডিং ক্লাব ১৪৩
বহড়া, জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ২৫৪
বনগাঁ, বনগ্রাম পাবলিক লাইব্রেরী টাউন হল ১৪৩
জামনগর, মূলাজোড় ভারতচন্দ্র গ্রন্থাগার ৬৬
শ্রীধরকাটি, গোবিন্দকাটি সাধারণ পাঠাগার ২৫৪, ৮৮
সিঁথি, বনমালী বিপিন পাবলিক লাইব্রেরী ৫৪
হাড়োয়া, গৌরগোবাচাঁদ সাধারণ পাঠাগার

নদীয়া

কাশিয়াডাঙ্গা, তরুণ সমিতি
দোগাছি, নেতাজী গ্রন্থাগার
ধর্মদা, বিবেকানন্দ পাঠাগার
নবদ্বীপ, নবদ্বীপ সাধারণ পাঠাগার
নবদ্বীপ, গ্রন্থাগার প্রদর্শনী
শান্তিপুর, শান্তিপুর পাবলিক লাইব্রেরী ২৫৪
মদনপুর, আদর্শ সঙ্ঘ পাঠাগার ৬৭

বর্ধমান

করন্দা, ভারতী পাঠাগার ২৫৪, ১৯০
কুচুট, কুচুট শান্তি বাহিনী ১৯০
আড়গ্রাম, মাখনলাল পাঠাগার ১৪৪
মন্তেশ্বর, করন্দা সাধারণ পাঠাগার
মানকর, পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী ২৭৫, ৭৪, ৮৭

লিঙ্গারকোন, বাদলা পল্লী উন্নয়ন
পাঠাগার ২৭৪

বাঁকুড়া

বালসী, ধ্রুব সংহতি

মির্জাপুর, নেতাজী গ্রন্থাগার

বীরভূম

পাইকর, সত্যেন্দ্র পাঠাগার ও
বান্ধব সমিতি ২৫৬

সাঁইথিয়া, টাউন হল ১১৭

সিউড়ি, জুবিলী
গ্রন্থাগার ১১৬, ২৭৫, ১৭০

মালদহ

কোতুয়ালী, তরুণ লাইব্রেরী ২৭৬

পুরাতন মালদহ, বাণীভবন
লাইব্রেরী ২৭৬, ১৮১

মুর্শিদাবাদ

বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ জেলা
গ্রন্থাগার সমিতি

মেদিনীপুর

কমলপুর, দেশরত্ন কিশোর
পল্লী পাঠাগার ২৫৬

গড়বাসুদেবপুর, চৈতন্য
শহীদ পাঠাগার

মৃগবেড়িয়া, বিরজাচরণ
গ্রন্থ-মন্দির

মেদিনীপুর, জেলা পরিষদ
গ্রন্থাগার

মেদিনীপুর, রাজনারায়ণ বসু
স্মৃতি পাঠাগার ২৫৬

সোনাখালি, তাজপুর বীণাপাণি
গ্রন্থাগার ১৬৯, ১১৬

হাওড়া

বালী, পূর্বাশা গ্রন্থাগার ২৭৫

বালী, আশুতোষ গ্রন্থাগার ১৪১

বালুহাটি, আনন্দময়ী
সাধারণ পাঠাগার ১৮৯

হরিশপুর, রায়গুনাকর ভারতচন্দ্র
স্মৃতি সাহিত্য মন্দির ১৮১

শালিখা, মাধব স্মৃতি পাঠাগার ১৬৯

হাওড়া, হাওড়া জেলা
পাঠাগার সঙ্ঘ ১৪১

হুগলী

ওড়াপ, সুরেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার ৮৭

গোস্বামী মালিপাড়া সাধারণ
গ্রন্থাগার ১১৭

বদনগঞ্জ, প্রফুল্ল পাঠাগার ১৪২

বৈচিগ্রাম, বৈচি কালীপতি স্মৃতি
সাধারণ পাঠাগার ৮৮

ভদ্রেশ্বর, ভদ্রেশ্বর সাধারণ পাঠাগার ৬৮

ভানকুনী, মনোহরপুর পল্লীমঙ্গল
পাঠাগার ৮৮

ত্রিবেণী, ত্রিবেণী হিতসাধন
সমিতি পাবলিক লাইব্রেরী ২৭৫

মগরা, মগরা সাধারণ পাঠাগার ১৭০

মানকুণ্ডু, মানকুণ্ডু সাধারণ
পাঠাগার ১৪২

শ্রীরামপুর, মিলন সঙ্ঘ ২৭৬

লক্ষ্মণপুর, সোনামাওরী,
উদয়ন সঙ্ঘ ১৪২

সালেপুর, নগেন্দ্র সাধারণ
পাঠাগার ১৪২

সেওড়াফুলী, বৈদ্যবাটি যুবক
সমিতি ৬৭

॥ অন্যান্য রাজ্যের খবর ॥

আসাম, গ্রন্থাগার পরিকল্পনায় আসাম সরকার

আসামে গ্রন্থাগার আন্দোলন

উত্তর প্রদেশ, উত্তর প্রদেশে গ্রন্থাগার পরিষদ গঠন

ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন গ্রন্থাগার সঙ্ঘ ৬৯

দিল্লী, নেহরুজী কর্তৃক দিল্লীতে গ্রন্থাগারের দ্বারোদ্ঘাটন ১৯১

পাঞ্জাব, পাঞ্জাবে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পুনর্গঠন

পাঞ্জাব ও পেপসু গ্রন্থাগার পরিষদের সংযুক্তিকরণ ২৭৭

পেপসু পেপসুতে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার উদ্বোধন ১৪৪

বিহার, গ্রন্থাগার আন্দোলনে বিহার

মহীশূর, মহীশূরের গ্রামাঞ্চলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ২৭৭

মাদ্রাজ, মাদ্রাজ গ্রন্থাগার পরিকল্পনায় ইউনেস্কোর সহযোগিতা ১৫৫

রাজস্থান, রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ভবনের ভিত্তি স্থাপন ১৯১

হায়দ্রাবাদ, তৃতীয় নিখিল হায়দ্রাবাদ গ্রন্থাগার সম্মেলন ১৭০

হায়দ্রাবাদ গ্রন্থাগার সঙ্ঘ ৯০

॥ অন্যান্য দেশের খবর ॥

ইউ, এস, এস, আর, পৃথিবীর বৃহত্তম গ্রন্থাগার—লেনিন গ্রন্থাগার ১৭২

ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোনেশিয়ায় উজ্জীবিত গ্রন্থাগার আন্দোলন ১১৮

ইরাক, মোজুল পাবলিক লাইব্রেরী ১৯৩

জাপান, জাপানে উজ্জীবিত গ্রন্থাগার আন্দোলন ১৭১

শ্যামদেশ, গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় শ্যামদেশের অগ্রগতি ১৪৭

পাকিস্তান ৯১

বর্মা ৯১

মালয় ও সিঙ্গাপুর ১৪৬

সিংহল ৯২

সুইজারল্যাণ্ড, সুইস গ্রন্থাগারের গ্রন্থ বিনিময় ব্যবস্থা ৬৯

পরিষদ কথা

অভিজ্ঞানপত্র বিতরণ ২২৫

একাদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন ২৭৩

গ্রন্থ নির্বাচন ৮৬

গ্রন্থাগার সংযোগ ও সংগঠন উপসমিতি ২৭৪

গ্রন্থাগার দিবস ১৬৮, ১৮৮

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ ১৬৭
গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পরিভাষা (২) ৬৫
গ্রন্থাগারিকের সম্মাননা ২৫১
গ্রন্থাগার সংযোগ ও সংগঠন উপসমিতি ২৫১
গ্রীষ্মকালীন গ্রন্থাগারিক-শিক্ষণের উদ্বোধন ৬৪
ডক্টর আর, এল, শ'কে সংবর্ধনা জ্ঞাপন ২৫০
নবদ্বীপ গ্রন্থাগার শিক্ষণ শিবির ১৪৩
পশ্চিমবঙ্গ লাইব্রেরী ডাইরেক্টরী ৮৬
পরিষদ লাইব্রেরী ১১৫
পুরুলিয়ার জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ স্থাপন ২৭৩
বার্ষিক সাধারণ সভা (সংবাদ)
বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন ১৮৮, ১৬৮
৺বিজয়ার শুভেচ্ছা ১৬৮
বিদায়ী শিক্ষার্থীগণকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন ১১৫
মাধ্যমিক বিদ্যালয় গ্রন্থাগার উন্নয়ন
রুশীয় কিশোর গ্রন্থাগার কর্তৃক আলেখ্য গ্রন্থ দান
লাইব্রেরী ডাইরেক্টরী
সংসদের প্রথম অধিবেশন

বিবিধ বার্তা

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শিক্ষার ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার
কলিকাতায় মিউনিসিপ্যাল পাবলিক লাইব্রেরী
কলিকাতায় জাতীয় গ্রন্থাগারের সম্প্রসারণ ১১৭
কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটি ১৯৪
গান্ধী রচনাবলীর পূর্ণ সংস্করণ ১৪৮
গ্রন্থাগারিক শিক্ষার্থীদের প্রীতি সম্মেলন ২১৮
গ্রন্থাগারিকের বদান্যতা ১১৫
গ্রন্থাবরণ প্রদর্শনী ৯৩
গ্রামাঞ্চলে দু'শ গ্রন্থাগার স্থাপন ১১৯
জ্ঞানের উপর শুল্ক ৭৩
ডিউই বর্গীকরণের ষোড়শ সংস্করণ ১২১
দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রসার ১৭১
ন্যাশনাল বুক ট্রাষ্ট ৯৩
পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ১২০
মস্কো গ্রন্থ প্রদর্শনীতে ভারতীয় গ্রন্থ ১২০
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সফরে এগারজন ভারতীয় গ্রন্থাগারিক ১৪৭
রবীন্দ্র পুরস্কার ২৯৭
বইয়ের হাসপাতাল ১৪৮
সিকিমকে ভারতের গ্রন্থাগার সাহায্য

গ্রন্থ সমালোচনা

আচার্য বিনোবা ॥
বিধুভূষণ দাসগুপ্ত

উপজাতির কথা ॥
অধ্যাপক শ্রীমীনেন্দ্রনাথ বসু
ও শ্রীপ্রবোধকুমার ভৌমিক ১২

গ্রামের সমাজ ॥
চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস ২২৭

জনসাধারণের গ্রন্থাগারে পুস্তক
নির্বাচন ।
শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায় ১৯৬

ক্রিকেট খেলার অ, আ, ক, খ ।
ডন ব্র্যাডম্যান ২২৮

বঙ্গবিজেতা ॥ রমেশচন্দ্র দত্ত ১২

পরাধীন প্রেম ॥
মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

পুরাণ কথা ॥
বাণী গুপ্ত

ভূদান-যজ্ঞ কি ও কেন ।
শ্রীচারুচন্দ্র ভাণ্ডারী

মোরগ ও মুরগী ॥
শ্রীশচন্দ্র দাশগুপ্ত ২২৭

লেখাপড়া শেখানর নূতন পদ্ধতি ॥
বিজ্ঞান ভিক্ষু ২২৭

শরীর ভাল রাখতে হলে ॥
অশোককুমার সেনগুপ্ত ২২৭

সাধনা ॥ বিনোবা ১২২

Manual of Reference Work ..
by Ajit Kumar Mukerjee ২৭৮

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগার দিবসের তারিখ পরিবর্তন ১৯৪
গ্রন্থাগার দিবসের সঙ্কল্প ১৯৭
গ্রন্থাগারিক নির্বাচন ২৮১
গ্রন্থাগারিকের মান ও মর্যাদা ২৫৭
দশম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন ২
নব পর্যায়ে গ্রন্থাগার ১

বর্ষশেষের হিসাব-নিকাশ ৭৫
মনীষী হরেন্দ্রকুমার ৯৯
মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৮
রূপকথার রাজা দক্ষিণারঞ্জন ৩১০
শালতামামী ৩০৮
সুনির্মল বসু ২৮২

গ্রন্থাগার

৬ষ্ঠ বর্ষ]　　বৈশাখ : ১৩৬৩　　[নব-পর্যায় ১ম সংখ্যা

সম্পাদকীয়

নব পর্যায়ে "গ্রন্থাগার"

গ্রন্থাগার আন্দোলনের আপনজন যাঁরা তাঁদের নিজেদের কথাকে পরস্পরের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য মুখপত্রের প্রয়োজন ঘটে। আমাদের পরিষদের ত্রৈমাসিক মুখপত্রটি এতদিন সে কাজ সাধ্যমত পালন করবার চেষ্টা করে এসেছে। কিন্তু আন্দোলনের গতিবেগ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এক অঞ্চলের বিশেষ খবরকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার, একজনের বিশেষ চিন্তাকে সকলের কাছে অনতিবিলম্বে পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। তিন মাসের ব্যবধান তাই পরিষদ কর্তৃপক্ষের কাছে কিছুটা দীর্ঘ বলে বোধ হয়েছে। পরিষদের মুখপত্রকে মাসিক পত্রিকায় রূপান্তরিত ক'রে সেই ব্যবধানকে তাই সংক্ষিপ্ত করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। আমাদের সকল সভ্যের সক্রিয় সহযোগিতা লাভ করলে আমরা আমাদের মুখপত্রটিকে সংবাদে, তথ্যে ও চিন্তায় সমৃদ্ধতর করে তুলবোই—একথা বোধ হয় শপথের মতো উচ্চারণ করা চলে।

"গ্রন্থাগার" মুষ্টিমেয় কয়েকজনের পরিচালিত কোনও পত্রিকা নয়। এটি একটি রাজ্যব্যাপী সংগঠনের মুখপত্র। তার সমস্ত ত্রুটিকে অপসারিত করে তাকে তার আদর্শে অবিচল রাখার দায়িত্ব আমাদের প্রতিটি সভ্যের। সকল সভ্যের কাছে তাই আমরা নূতন করে আবেদন জানাবো:—"আপনাদের সংগঠনের মুখপত্র নববর্ষে নূতন কলেবর লাভ করার সময়ে আপনাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা লাভ করুক। তার সমস্ত ত্রুটি আপনাদের নির্দেশে নির্দেশিত হোক, নিশ্চিহ্ন হোক। তার যা' কিছু গ্রহণযোগ্য তা' আপনাদের সমর্থনে অভিনন্দিত হোক। তার ভবিষ্যতের পথ সকলের সম্মিলিত চিন্তার আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠুক।"

দশম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

এই নূতন কলেবর লাভ করেই "গ্রন্থাগার"-এর উপর দায়িত্ব পড়েছে আগামী বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের আলোচনার বিষয়বস্তুকে যথাসময়ে সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার। দেশের ইতিহাসের সঙ্গে তা'র গ্রন্থাগার ব্যবস্থাও অত্যন্ত দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। কাজেই যে-কোনও কর্মধারাই গ্রহণ করা যাক না কেন তার লাভ বা অলাভ অত্যন্ত দ্রুত পুঞ্জীভূত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ফলে সমাজ-সচেতন প্রতিটি ব্যক্তির অত্যন্ত সজাগ হওয়ার প্রয়োজন ঘটেছে। দেশের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে আগামী দিনের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পথনির্দেশ করা তাই দশম সম্মেলনের মুখ্য চিন্তা হিসাবে নির্ধারিত হয়েছে।

এ পথনির্দেশ যত ব্যাপক কর্মীদলের মতামতের ভিত্তিতে রচিত হবে ততই তার পক্ষে ত্রুটিহীন এবং লক্ষ্যাভিমুখী হওয়ার সম্ভাবনা। কাজেই গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতিকামী সকলের কাছেই আমরা আবেদন জানাবো,—এই সম্মেলনে যোগ দিয়ে সম্মেলনকে আপনার চিন্তায় সমৃদ্ধ করে তুলুন, আমাদের গতিপথ নির্ধারণে আপনার সক্রিয় সমর্থন থাক। পরিষদ-সদস্যদের কাছে পরিষদের আহ্বান আরও সুনির্দিষ্ট। অন্যের কাছে পরিষদের আবেদন কম বেশী অনুরোধের মধ্যেই সীমায়িত; কিন্তু সদস্যদের কাছে তার আবেদন দাবীর কম নয়। অত্যন্ত দ্রুত পরিবর্তনশীল অবস্থার মধ্যে এসে পরিষদ তার সদস্যদের কাছে এই সম্মিলিত সভায় পথের নির্দেশ চায়। যত অধিক সংখ্যায় সম্ভব সমবেত হয়ে আগামী দিনের এই পথকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া আমাদের অবশ্য কর্তব্য। যাঁরা নানা কারণে একান্তই এতে যোগ দিতে পারবেন না, তাঁদের নিজেদের মতামতকে লিখিতভাবে পরিষদ অফিসে পাঠিয়ে দিতে পারলে, তাও অত্যন্ত সাহায্যকর হবে, তা বলাই বাহুল্য। কোনও চিন্তা না করে নিষ্ক্রিয় থাকার প্রশ্নই উঠে না, কারণ তা গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের মুখে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকার মতই অপরাধকর।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে, কাঁথি ক্লাবের আমন্ত্রণে আগামী ১৩ই-১৪ই এপ্রিল কাঁথি ক্লাব (কাঁথি, মেদিনীপুর) প্রাঙ্গনে দশম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। সম্মেলনে আলোচ্য মূল-প্রবন্ধ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পশ্চিম বঙ্গের গ্রন্থাগার-ব্যবস্থার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

কোনও দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা তার সামাজিক পরিবেশের মধ্যে জন্মলাভ করে। ফলে সমস্ত সংগঠনটির মধ্যে সমাজের ঐতিহাসিক অবস্থার ছাপ বিশেষ ভাবেই বর্তমান থাকে। একদেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সঙ্গে অন্য দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পুরোপুরি মিল না থাকা তাই অস্বাভাবিক নয়। এমনকি একই দেশের বিভিন্ন সময়ের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মধ্যে ও বিবর্তনের স্তরের প্রভেদ থাকাও খুবই স্বাভাবিক।

বর্তমান উপলব্ধি মতে আমরা মেনে নিই যে দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-সংস্কৃতিকে ব্যাপক এবং গভীর ভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার অন্যতম প্রধান উপায়। কোনও দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ভবিষ্যতকে গড়ে তুলতে হ'লে তাই তার শিক্ষা-সংস্কৃতির ইতিহাসকে সুস্পষ্টভাবে জানা দরকার। এই শিক্ষা-সংস্কৃতির ব্যাপক প্রসারই সমাজবদ্ধ মানুষকে আরও উন্নততর সংগঠনের দিকে টেনে

> বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে এই প্রবন্ধ দশম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে মূল-প্রবন্ধরূপে আলোচনার্থ রচিত হইল।

নিয়ে চলেছে। সমাজকে উন্নতির পথে নিয়ে যাওয়ার যে কোনও পরিকল্পনাই আজ গড়ে তুলতে হ'লে মানুষের এই ব্যাপক শিক্ষা-সংস্কৃতির শুভবুদ্ধিকে দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করতেই হবে। না হ'লে ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী।

মানুষের এই শুভবুদ্ধিকে বাড়িয়ে তোলার অন্যতম প্রধান উপায় গ্রন্থাগার। দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে সার্থক করে তোলার জন্য সেই পরিকল্পনারই পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ভবিষ্যতের পথনির্দেশ করার দায়িত্ব আজ সমাজ সচেতন প্রতিটি মানুষের। সকলের সম্মিলিত চিন্তায় সেই নির্দেশকে যতদূর সম্ভব নির্ভুল করে তুলতে পারলে অনর্থক সময় কেটে যাবে না, দেশের অর্থের অপব্যয় হবে না, পরিশ্রম বাঁচবে। নীচের আলোচনার খসড়াটিতে তাই চিন্তাকে জাগিয়ে, সমস্যাকে জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা আছে। সমাধানের সম্ভাবনা কোন্ পথে এর

কি উপায়ে তা' সম্মেলনে সকলের বিশদ আলোচনার মধ্য দিয়ে সুপারিশ হিসাবে গড়ে তোলা হবে। যুগ পরিবর্তনের মুখে দাঁড়িয়ে কোনও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার প্রতি উদাসীন থাকা সামাজিক অর্থে অনুচিত। এই সম্মেলন তাই সমাজ-সচেতন ও সমস্যা-সচেতন সকলের সক্রিয় চিন্তায় সমৃদ্ধ হওয়ার দাবী রাখে।

আমাদের প্রথম প্রশ্ন তাই :—

কোন ধরণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আমাদের কাম্য? আমাদের বর্ত্তমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সে লক্ষ্য হ'তে কতদূরে এবং কেন? সে লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথ কোথায়?

আমরা চাই এমন গ্রন্থাগার ব্যবস্থা—

(১) যা সকলের উপযোগী—

স্ত্রী-পুরুষ, সাক্ষর-নিরক্ষর; ধনী-নির্ধন—সকল বয়সের ও সকল শ্রেণীর লোকই যে গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে সক্ষম।

(২) গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ যেখানে অবাধ—

চাঁদা দেওয়ার প্রশ্ন যেখানে নাই। নিজের সুবিধামত, নিজের সাধ্যমত এবং নিজের রুচিমত নিজেকে গড়ে তোলার সুযোগ যেখানে উন্মুক্ত। সংগঠন ব্যবস্থা যেখানে ত্রুটিহীন।

দেশে সাক্ষর লোকের সংখ্যা যখন শতকরা ৩.৫ তখন দেশের বর্ত্তমান গ্রন্থাগার-ব্যবস্থাকে সকলের উপযোগী বলা চলে কি না? চাঁদা দেওয়ার প্রশ্ন বা বইয়ের দাম জমা রাখার প্রশ্ন যেখানে বর্ত্তমান সেখানে গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগকে অবাধ বলা চলে কি না? ন্যূনতম সময়ে পাঠকের দাবীকে পূর্ণ ক'রে, বিভিন্ন পুস্তক আদান প্রদানের মধ্য দিয়ে দেশব্যাপী সংগঠনকে ত্রুটিহীন করা হয়েছে কি না? বর্ত্তমান ব্যবস্থা সকল বয়সের স্ত্রী-পুরুষের ব্যবহারযোগ্য কি না?

উপরের সমস্যাগুলির বিচারে বর্ত্তমানে গ্রন্থাগারগুলির তরফ হতে কি কি করা সম্ভব?

(১) নিরক্ষরতার বাধাকে কাটিয়ে ওঠার জন্য :—

দেশের অজ্ঞ জনসাধারণকে সাক্ষর করে তোলার যে ব্যবস্থা দেশে আছে তা কি দেশের প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট? বর্ত্তমানে দেশের নিরক্ষর লোকের সংখ্যা ১৮৭ লক্ষ। মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বছরে গড়ে দেড় লক্ষ করে বাড়ছে। এই শিক্ষার ব্যয় ১৯৫১-৫২ পর্য্যন্ত ৪ বছরে বেড়েছে গড়ে ১৬০ লক্ষ টাকা করে। কাজেই শুধুমাত্র এর

সাহায্যে দেশকে সাক্ষর করে তোলা মন্থরগতি হ'বে নাকি? দেশে নূতন শিক্ষিতদের উপযোগী সাহিত্য এখনও দুর্লভ। কাজেই প্রাপ্ত-বয়স্ক যাঁরা সমাজশিক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষা লাভ করছেন তাঁরাও কি আবার চর্চ্চার অভাবে শিক্ষাহীনে পরিণত হবেন না?

এই পরিস্থিতিতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার স্বরূপ কি হবে? তার কর্ত্তব্য কি হবে? দেশের অবস্থায় লিপিবদ্ধ গ্রন্থ আজ সকলের মনকে স্পর্শ করতে সক্ষম নয়। গ্রন্থাগার যদি সম্পূর্ণ রকমে সামাজিক প্রতিষ্ঠান হয়, তবে দেশের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে যুগোপযোগী ভাবে বিবর্ত্তিত হয়ে ওঠার দায়িত্ব গ্রন্থাগারের আছে কি না? বইয়ের লেনদেন ছাড়াও শিক্ষা সংস্কৃতি বিতরণকে আশ্রয় করে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা কিভাবে নূতন প্রয়োজনকে স্বীকার করে গড়ে উঠতে পারে?

(২) চাঁদার বাধাকে কাটিয়ে ওঠার জন্য—

জন-প্রচেষ্টায় চালানো সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির অধিকাংশ খরচ ওঠে চাঁদার মধ্য দিয়ে। চাঁদা বন্ধ করতে হ'লে এই গ্রন্থাগারগুলিকে চালানোর কি ব্যবস্থা হবে? সরকারী সাহায্য এই চাঁদাকে বন্ধ করে গ্রন্থাগারগুলি চালানোর ভার সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে পারে কি না? বর্ত্তমানে সম্পূর্ণভাবে সেই ভার গ্রহণ করতে না পারলে সেই ভারকে ক্রমশঃ গ্রহণ করার কোনও উপায় আছে কিনা?

দাম জমা রেখে বই ধার দেওয়ার যে পদ্ধতি আছে তাকি একান্তই প্রয়োজন? অন্য কোনও উপায়ে দাম জমা রাখার প্রশ্নকে এড়িয়ে যাওয়া যায় কি না?

(৩) অসংগঠনকে কাটিয়ে ওঠার জন্য—

কেবলমাত্র সংগঠিত গ্রন্থাগারই পাঠকের কাছে আপনাকে সম্পূর্ণভাবে মেলে ধরতে পারে, ন্যূনতম সময়ের মধ্যে পাঠকের দাবীকে তৃপ্ত করে তাঁর গ্রন্থাগার ব্যবহারের উৎসাহকে বাড়িয়ে তুলতে পারে। কেবলমাত্র সংগঠিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পক্ষেই এক সমবায় ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে নিজের গণ্ডীর বাইরের বহু জিনিষ অকলের পাঠকের কাছে পরিবেশন করা সম্ভব।

পাঠককে অল্প পরিশ্রমে গভীরতম ভাবে তৃপ্ত করতে হ'লে, পুস্তক ক্রয় ও আনুষঙ্গিক খরচার অপব্যয়কে রুখতে হ'লে, জাতীয় জীবনে গ্রন্থাগারের প্রভাবকে আরও ব্যাপক ও গভীর করে তুলতে হ'লে, জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়নের পথকে সুগম করে তুলতে হ'লে—প্রতিটি গ্রন্থাগারের পক্ষে সংগঠিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

এ প্রয়োজন যদি এতই অধিক তবে গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে সে কাজে উপযুক্ত উৎসাহ দেখা যায় না কেন? সে কি শুধু উপযুক্ত কর্ম্মীর অভাবে? না অর্থের অভাবেও? যদি দুইই হয় তবে সে সমস্যা সমাধানের পথ কোথায়?

গ্রন্থাগার শিক্ষা-সংস্কৃতি বিতরণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হিসাবে সম্প্রতি সরকারের স্বীকৃতি পেয়েছে। সমাজ শিক্ষার অন্যতম অঙ্গ হিসাবে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এর জন্য ব্যয়ের বরাদ্দ হয়েছে ৩২০ কোটি টাকা। কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় সরকারী সাহায্য প্রায় সম্পূর্ণভাবেই গ্রন্থাগারগুলিকে আর্থিক সাহায্য দানের ভিতরই সীমাবদ্ধ ছিল। জেলা গ্রন্থাগার সংগঠন পরিকল্পনার (যেটুকু প্রকাশিত হয়েছে) মধ্য দিয়ে আর এক কর্ম্মপ্রচেষ্টার রূপ দেখা যায়। সরকারী অর্থ সাহায্য ছাড়াও জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার হ'তে বই ধার দেওয়ার কর্ম্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

কিন্তু বর্ত্তমানের গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে এই ভাবেই চালিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে এমন কোনও গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় কি পৌঁছানো সম্ভব (১) যা সকলের উপযোগী (২) সুযোগ যেখানে অবাধ ?

আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন :—

গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে এই বিরাট পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কি ধরণের কর্ম্মীর প্রয়োজন ? প্রয়োজনানুযায়ী কর্ম্মীদল সৃষ্টির দ্রুততম পথ কোথায় ?

সমাজে গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের ভূমিকা চাহিদাকারের মত, আর গ্রন্থাগার কর্ম্মীদের ভূমিকা যোগানদারের মত। চাহিদাকারের ইচ্ছাটিকে ভালভাবে বুঝে তাঁর রুচিকে কল্যাণের পথে চালিত করবার দায়িত্ব গ্রন্থাগার কর্ম্মীর। কাজেই যে-সব গ্রন্থাগার কর্ম্মী বিশেষভাবে জনসাধারণের সংস্পর্শে আসবেন তাঁদের পক্ষে জনসাধারণকে পুরোপুরিভাবে জানা একান্ত দরকার।

শিক্ষিত পাঠকের সংখ্যা যেখানে বেশী, পাঠকের চাহিদা যেখানে বিশেষ ধরণের কুশলী কর্ম্মীর সাহায্যের অপেক্ষা রাখে সে সকল গ্রন্থাগারে, এবং গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিতে উচ্চমানের কুশলী কর্ম্মীর প্রয়োজন অনস্বীকার্য্য। কিন্তু দেশের বর্ত্তমান পরিপ্রেক্ষিতে সর্ব্বস্তরের গ্রন্থাগারে এই ধরণের কুশলী কর্ম্মী নিযুক্ত করার পরিকল্পনা একান্তই অবাস্তব।

শ্রদ্ধেয় রঙ্গনাথনের হিসাব মতো পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে সর্ব্বসাকুল্যে ৮ হাজার শিক্ষিত গ্রন্থাগার কর্ম্মীর প্রয়োজন হবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে বছরে গড়ে ১৫—২০ জনের মতো ডিপ্লোমা পান। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ হ'তে অপেক্ষাকৃত নিম্ন মানের শিক্ষা পান বর্ত্তমানে বছরে ৫০—৬০

জন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে আজ পর্য্যন্ত শিক্ষা পেয়েছেন প্রায় ১২৪ জন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ থেকে ৩৮৪ জন। এঁদের অধিকাংশ কর্ম্মনিরত। এঁদের ধরলেও উপরের চাহিদা মত ঐ ধরণের লোক সৃষ্টি করতেই আরও ৯৪ বছর দরকার।

আমাদের তাই বিচার করতে হবে—এই কয়বছরের কাজ কি ভাবে চলবে? বর্ত্তমান গ্রন্থাগারগুলিকে যদি আমাদের কল্পিত ব্যবস্থার মধ্যে টেনে নিই তবে সেই সব গ্রন্থাগারের কর্ম্মীদের প্রয়োজনমত অল্পাধিক কুশলী বিদ্যায় শিক্ষিত করে কাজে লাগানো যায় কিনা? যদি যায় তবে কিভাবে?

তাঁদের অধীত বিদ্যাকে অবিলম্বে কার্য্যকরী করার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব? আর্থিক প্রশ্নই যদি গ্রন্থাগারকে সংগঠিত করে কুশলী বিদ্যাকে কাজে লাগানোর প্রধান অন্তরায় হয় তবে সে সমস্যাকে কাটিয়ে ওঠার উপায় কি? সংগঠনের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম কি ভাবে সব চেয়ে সুবিধায় পাওয়া সম্ভব?

আমাদের তৃতীয় প্রশ্ন :—

দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার এই বিরাট পরিবর্ত্তন যদি একান্ত প্রয়োজনীয় হয়, সেই পরিবর্ত্তনকে সহজ করার জন্য কর্ম্মীদল সৃষ্টিকরা যদি সম্ভব হয়—তবে সমগ্র প্রচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত করে তাকে স্থির ভাবে লক্ষ্যাভিমুখী করার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন কা'রা? কি ভাবে কর্ম্মপদ্ধতি নির্দ্ধারিত হবে?

গ্রন্থাগার মানুষের সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনের অপরিহার্য্য অঙ্গ একথা মেনে নিলে সমাজ সচেতন মানুষের ভূমিকা এ'তে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ কথা স্বীকার করতেই হবে। তা'ছাড়া শিক্ষিত জনপ্রধান অঞ্চলে মানুষ অপেক্ষাকৃত অভাব সচেতন। নিজের মানসিক ক্ষুধার খাদ্য সংগ্রহ করার তার আগ্রহ থাকবে, চেষ্টা থাকবে। কিন্তু যেখানে জনসাধারণ যথেষ্ট পরিমানে শিক্ষিত নয় সেখানে তাকে সচেতন করে তোলার প্রয়োজন আছে, দায়িত্ব আছে। কাজেই শেষোক্ত অঞ্চলে সমাজকর্ম্মীর অনেক ব্যাপক এবং গভীর কর্ম্মপদ্ধতি অবলম্বন প্রয়োজন।

বহুদেশের এবং দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ের মধ্যে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান জন্মলাভ করেছে। এ বিজ্ঞানের সার্থকতা কাম্য ব্যবস্থাকে সব চেয়ে সহজ পথে সম্ভব করে তোলায়। সময়ের, অর্থের এবং উৎসাহের অপব্যয়কে রোধ করে কাম্য ব্যবস্থাকে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হ'লে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীর সাহায্য তাই অপরিহার্য্য।

ইতিহাসের পথে অতীতের সমাজ ব্যবস্থাকে পার হ'য়ে ভারতবর্ষের সমাজ আজ

রাষ্ট্রকে আশ্রয় করেই অবস্থান করছে। কাজেই সেই রাষ্ট্রের সক্রিয় সমর্থন ছাড়া কোনও সামাজিক ব্যবস্থাকেই আজ যথেষ্ট পরিমানে ফলপ্রসূ করে তোলা সম্ভব নয়। বাঞ্ছিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে সার্থক করে তুলতে হ'লে তাই রাষ্ট্রের সক্রিয় সমর্থন অবশ্য প্রয়োজনীয়।

গ্রন্থাগার ব্যবস্থা যদি সমাজে শিক্ষা সংস্কৃতি বিতরণের অন্যতম প্রধান উপায় হয় তবে দেশের অন্যান্য শিক্ষা বিতরণ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই গ্রন্থাগারের কর্মপদ্ধতি নির্দ্ধারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। শিক্ষাব্রতীদের সক্রিয় সহযোগিতা লাভ করাও তাই একান্ত প্রয়োজনীয়।

লক্ষ্য যদি আমাদের স্থির হয়ে থাকে এবং সে লক্ষ্যে পৌঁছানোর যাঁদের সাহায্য একান্ত প্রয়োজন তাও যদি আমরা স্থির করতে পেরে থাকি—তবে তাঁদের সম্মিলিত উপদেষ্টা পরিষদের সাহায্যে কাজ চালানোই কি সবচেয়ে কাম্য পথ নয়? তা' যদি হয়, তবে সে উপদেষ্টা পরিষদ গঠনে কি রীতিনীতি অনুসৃত হবে? জনমতের কষ্টিপাথরে বিচার করে গড়া কোনোও আইনের ব্যবস্থার কি প্রয়োজন আছে?

• দশম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন •

১৩ই-১৪ই এপ্রিল ॥ ১৯৫৬ ॥ কাঁথি ॥ মেদিনীপুর

সম্মেলন উদ্বোধন করিবেন :
ডক্টর নীহার রঞ্জন রায়

মূল সভাপতি :
শ্রীপ্রমীল চন্দ্র বসু

প্রদর্শনী উদ্বোধন করিবেন
শ্রী বি, এস, কেশবন

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি :
শ্রীঈশ্বর চন্দ্র মাল

সহঃ সভাপতি :
শ্রীখগেন্দ্র নাথ শাসমল ও শ্রীদুর্গাদাস রায়

সম্পাদক :
শ্রীশরদিন্দু দাস

কোষাধ্যক্ষ :
শ্রীসত্যব্রত মাইতি

কাঁথি পরিচয়

রাধাগোবিন্দ বিশাল
গ্রন্থাগারিক, কাঁথি প্রভাতকুমার কলেজ

সাগর বেষ্টিত কানন কুন্তলা কাঁথি ভূমির পরিচয় প্রদান করিতে গেলে সুদূর অতীতের শত স্মৃতিকথা মানস পটে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠে। ইতিহাসের পুরাতন পাতা হইতে উদ্ধার করা যায় যে মহাভারতের যুগে প্রাচীন সুহ্ম রাজ্যের রাজধানী ছিল তাম্রলিপ্ত নগর বা বর্তমান তমলুক। কিন্তু কাঁথি ভূমি খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে এক ভীষণ জলপ্লাবনের পর সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়াছে। অর্থাৎ চিল্কা হ্রদ সৃষ্টির সমসাময়িককালে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে অনুমান করা যায়। পূর্বে রসুলপুর নদীর মোহানা হইতে পশ্চিমে সুবর্ণরেখা নদীর মোহানা পর্যন্ত কাঁথি

> এ বৎসর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের দশম অধিবেশন কাঁথিতে অনুষ্ঠিত হইবে। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও নব-জাগরণ আন্দোলনে কাঁথি মহকুমা তথা মেদিনীপুর জেলার অবদান অপরিসীম। সম্মেলন উপলক্ষে কাঁথির এই অবিস্মরণীয় ইতিহাস জনসাধারণের নিকট প্রকাশার্থ এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ মুদ্রিত হইল। —সম্পাদক

মহকুমার যে দিকে মাইল প্রশস্ত এবং প্রায় ২৬ মাইল দীর্ঘ বিস্তীর্ণ বালিয়াড়ি আছে, তাহা হইতে এই অনুমান সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। পরবর্তীকালে এই অঞ্চল কলিঙ্গ রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছিল এবং আরও পরে উড়িষ্যা প্রদেশের জলেশ্বর সরকারের অধীনে এই স্থান শাসিত হইত। পাঠান রাজত্বের সময় এবং আকবর প্রমুখ মোগল শাসনকর্তাদের আমলেও এই মহকুমার হিজলীতে অর্থাৎ বর্তমান খেজুরীতে একটি জেলা ছিল এবং ব্যবসা বাণিজ্যে এই হিজলী সবিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। ১৫০৫ হইতে ১৫০৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তাজ খাঁ নামক জনৈক আফগানের দ্বারা হিজলীতে এক সুশাসিত রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। হিজলীর মসনদ ই-আলী রাজবংশ তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। মোগল রাজত্বের সময়েই হিজলীতে মগ ও

পর্তুগীজ জলদস্যু এবং ইংরেজ ও ফরাসী বণিকদের আগমন হয়। ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা মহানগরীর প্রতিষ্ঠাতা জব-চার্নক-এর নেতৃত্বে ইংরাজগণ বাংলার নবাব শায়েস্তা খাঁকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া হিজলী অধিকার করেন এবং হিজলীতে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্থায়ী বাণিজ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এইভাবে হিজলী এবং খেজুরীতে ধীরে ধীরে বন্দর গড়িয়া উঠে। কলিকাতা হইতে হিজলী পর্য্যন্ত ছিপ নৌকায় করিয়া প্রত্যহ ডাক চলাচলের ব্যবস্থা হইয়াছিল এবং ১৮৫১।৫২-খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে হিজলী পর্য্যন্ত ভারতের সর্বপ্রথম টেলিগ্রাফ লাইন প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ত্তমান খেজুরীতে যেসব পাশ্চাত্য দেশীয় নরনারীর সমাধিক্ষেত্র, কটখালির বাতিঘর, হিজলীর মদনদ-ই-আলীর মসজিদ ও সমাধি আছে, তাহা হইতে এই স্থানের অতীত গৌরব প্রমাণিত হয়। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের এক সর্বগ্রাসী সামুদ্রিক জলোচ্ছাসে খেজুরী বন্দর ও হিজলী রাজ্যের শ্রীসৌভাগ্য সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়।

অতীতের শত শত কীর্ত্তি বিজড়িত কাঁথি মহকুমা ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার অধীনে কাঁথি, রামনগর, পটাশপুর, ভগবানপুর, ও খেজুরী এই ছয়টি থানা আছে। আয়তনে এই মহকুমা হাওড়া জেলার প্রায় দ্বিগুণ অর্থাৎ প্রায় ৯১২ বর্গমাইল। সমগ্র বাংলা দেশে শ্রীরামপুর মহকুমার পরেই কাঁথির আয়তন ধরা যায়, কাঁথি মহকুমার অধিবাসী সংখ্যা ৮ লক্ষের কিছু বেশী। কাঁথির উত্তরে হলদী ও কেলেঘাই নদী, পূর্বে ও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে উড়িষ্যা প্রদেশের বালেশ্বর জেলা অবস্থিত। এই মহকুমায় জল নিকাশ ও নৌ চলাচলের উপযোগী উড়িষ্যা কোষ্টক্যানেল, হিজলী টাইডেল ক্যানেল, পিছাবনী খাল প্রভৃতি এবং রসুলপুর, বাবদা ও বরোজ প্রভৃতি নদী রহিয়াছে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর হইতে এই মহকুমার কয়েকটি সুবৃহৎ রাজপথ সুগঠিত হইয়া যোগাযোগ ব্যবস্থার বিশেষ উন্নতি হইয়াছে।

এই মহকুমায় সাধারণতঃ বেলে এঁটেল, দো-আঁশলা তিন রকমের ভূমি প্রকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। এই ভূমিভাগ নানা শস্য উৎপাদনের উপযোগী ও উর্ব্বরতা সম্পন্ন। কৃষি এখানকার অধিবাসীগণের প্রধান উপজীবিকা, এই মহকুমায় আমন, আউস, ও বোরোধান, বিরি, মুগ, খেসারী, তিল, সরিষা, পাট, তিসি, শন, তুলা, লঙ্কা, হলুদ, পিঁয়াজ, গোলাদু, কপি, টম্যাটো ও নানাপ্রকার শাক সবজী উৎপন্ন হয়। সমুদ্র তীরবর্ত্তী স্থানে নারিকেল ও বালিয়াড়ি অঞ্চলে বাদামের চাষ বিশেষ লাভজনকভাবে চলিয়া আসিতেছে। সমুদ্রতীরে লবন উৎপাদন শিল্প ও সামুদ্রিক মৎস্যের ব্যবসা প্রাচীনকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত অনেক

বিস্তার লাভ করিয়াছে, এখানে লবনের উৎপাদন ও ব্যবসা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল হইতে চলিয়া আসিতেছে, কাঁথির বর্তমান ফৌজদারী আদালত শত বর্ষ পূর্বে একটি নিমক কুঠি ছিল।

এখানকার গ্রাম্য শিল্পের মধ্যে তাঁত, মাদুর, সুতা মথর, কাঁসা ও পিতলের বাসন, মৃৎ শিল্প, বেত, বাঁশ, নারিকেল ছোবড়া, জুন দড়ি, খড়ি ও হোগলা শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অধুনা তাল ও খেজুর গুড়ের কাজও বিস্তার লাভ করিতেছে।

এই মহকুমায় উচ্চ শিক্ষা লাভের আগ্রহ কিকিদ্‌ধিক ত্রিশ বৎসর পূর্ব হইতে আরম্ভ হইয়াছে বলা যায়। তখন হইতে ধীরে ধীরে বিদ্যালয় ও কলেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। অবশ্য প্রাচীনকাল হইতে গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা এবং চতুষ্পাটীতে সংস্কৃত শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা ছিল। মহকুমায় বর্তমানে কাঁথি প্রভাত কুমার কলেজ, সংস্কৃত কলেজ, আয়ুর্বেদ কলেজ, ৬০ টী বালক উচ্চ বিদ্যালয় ৮ টী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ৬৬ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও প্রায় ১৫০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় চলিতেছে।

এই মহকুমায় মূল্যবান প্রত্নকৃতি বিজড়িত বহু দ্রষ্টব্য স্থান আছে। তন্মধ্যে এগরা থানায় এগরা হটনাগর শিবের মন্দির, কৃষ্ণ সাগর পুষ্করিণী, প্রাচীন নেগুয়া মহকুমার কাছারির ধ্বংসাবশেষ, আলিসিরি শিবের মন্দির, কুদীগ্রাম মন্দির, গড়বাসুদেবপুর রাজবাটী, পটাশপুর থানায় অমারষিতে মরহুম সাহেবের মসজিদ, মঙ্গলামাড়োকালি পুষ্করিণী, পঁচেটগড়, ভগবানপুর থানার কাজলাগড়ে বর্দ্ধমান রাজ কাছারি ও কবি বিজেন্দ্র লাল রায়ের স্মৃতিস্তম্ভ, অর্জুনগর ও কিশোরপুরের মন্দির কৃষ্ণনগর ও ভুখিয়ার দেবালয় সমূহ, মুগবেড়িয়ার গঙ্গাধর স্মৃতি প্রতিষ্ঠান সমূহ, কাঁথি থানায় বাহিরি গ্রামের টিকরী বা বৌদ্ধস্তূপ সমূহ, বৌদ্ধযুগের প্রস্তরমূর্ত্তি, মঠ, মন্দির, ভীম সাগর, হেমসাগর, ও লোহিত সাগর নামক পুষ্করিণীগুলি, জাহাজ বাঁধা তেঁতুল গাছ ইত্যাদি। জুনপুট ও মাজনায় বাতিঘর, সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের অমর উপন্যাস কপালকুণ্ডলার পরিকল্পনাক্ষেত্র দারিয়াপুরে বঙ্কিম স্মৃতি স্তম্ভ, মহারাজ নন্দকুমার খনিত কাঁথি সহরে নন্দকুমার পুষ্করিণী, কিশোর নগর রাজবাটী, খেজুরী থানার খেজুরী বন্দরের ধ্বংসাবশেষ, ইউরোপীয়গনের গোরস্থান কাউখালি বাতিঘর, হিজলীর মসনদ-ই-আলির মসজিদ ও সমাধি ক্ষেত্র, ধ্বংসাবশিষ্ট জাহাজ ঘাট প্রভৃতি ; রামনগর থানায় চাঁদপুর ও দীঘা স্বাস্থ্যনিবাস, বালিসাই দুর্গা গড়, জুকির বাতিঘর ও মৈতানার মঠ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

কাঁথি সহরে ও কাঁথি মহকুমায়—সর্বত্র বহু সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। বঙ্গ ভাষার উন্নতি ও প্রসারের জন্য কাঁথি মহকুমার বহু সন্তান শ্রম করিয়া

গিয়াছেন। ৺যোগেশচন্দ্র বসুর মেদিনীপুরের ইতিহাস, ৺মহেন্দ্রনাথ করণের হিজলীর মসনদ-ই-আলী প্রভৃতি পুস্তক বাংলা দেশের বিদগ্ধ সমাজে বিশেষ সমাদৃত হইয়াছে। কাঁথি সহর হইতেই প্রতি সপ্তাহে ৪খানি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয় ও এতদ্ভিন্ন সময়ে সময়ে সংকলন পত্রিকা প্রভৃতি অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত হইয়া থাকে। এগরা থানার অন্তর্গত পটেট্ট নামক স্থানে স্থানীয় জমিদার চৌধুরী বংশ পরিচালিত সঙ্গীত বিদ্যালয় সমগ্র মহকুমার-সংগীত চর্চ্চার একটি কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে মেদিনীপুর জেলার দান অতুলনীয়। স্বাধীনতা লাভের উগ্র আকাংখা এবং মুক্ত জীবনের আকর্ষণ মেদিনীপুরবাসীর মজ্জাগত। ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল হইতে বা তাহারও পূর্বে নবাবী আমল হইতে মেদিনীপুরের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে বহু বিদ্রোহ দেখা দিয়াছে। তন্মধ্যে—১৬৬৭ ও ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরের চুয়াড় বিদ্রোহ ; ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ এবং ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে নায়েক ফাজাদা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বাংলার প্রখ্যাত মনিষীগনের অন্যতম স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ১৮৫১—৬৯ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরে জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশবাসীর মনে জাতীয়তাবোধ উন্মেষের সূচনা করেন। ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে ভারতবর্ষে জাতীয় মহাসভা (Congress) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০১ সালে মেদিনীপুর সহরে কংগ্রেসের প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলন, বঙ্গ ভংগের প্রতিক্রিয়ায় বয়কট ও বিদেশী বর্জন আন্দোলন মেদিনীপুর জেলায় সাফল্যের সহিত পরিচালিত হয়। এই সম্বন্ধে জাতীয় আন্দোলনে কাঁথিবাসীর আগ্রহ ও সহযোগিতা সর্বজনবিদিত। বৈপ্লবিক আন্দোলনেও কাঁথিবাসীর বিশেষ সহযোগিতা ছিল। অগ্নিযুগের প্রথম শহিদ তরুণ বিপ্লবী—ক্ষুদিরাম বসুর এই কাঁথি অঞ্চলে অনেক সহকর্মী ও বিশেষ যোগাযোগ ছিল। ১৯২১ সালে মহাত্মা প্রবর্ত্তিত অসহযোগ আন্দোলনে কাঁথিতে মেদিনী মাতার সুসন্তান দেশপ্রাণ বীরেন্দ্র নাথ শাসমল মহাশয়ের নেতৃত্বে কাঁথিবাসী অভূতপূর্ব উদ্দীপনার সহিত সংঘবদ্ধভাবে অংশ গ্রহণ করেন। তারপর ইউনিয়ন বোর্ড বর্জনের আন্দোলন একমাত্র মেদিনীপুর জেলাতেই দেশপ্রাণের নেতৃত্বে পরিচালিত হইয়া সাফল্যমণ্ডিত হয়। ১৯৩০ সালে মহাত্মাজীর লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে কাঁথি মহকুমার বহু স্থানে বিপুল উদ্যমের সহিত কাজ হয় এবং জনসাধারণ ব্রিটিশ সরকারের অমানুষিক অত্যাচার, লাঞ্ছনা ও নিগ্রহ বরণ করেন। এই বিষয়ে সরকার গ্রেপ্তার ব্যতীত বহু গৃহ লুণ্ঠন, বাজেয়াপ্ত, পাইকারী জরিমানা এবং গুলীবর্ষণ পর্য্যন্ত করিয়াছেন,

কিন্তু জনগণের অসীম প্রতিরোধশক্তি ও সহনশীলতা শেষ পর্য্যন্ত জয়ী হইয়াছে। ১৯৩৯ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে এবং দেশপ্রাণ পরিচালিত মেদিনীপুর ব্যবচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলনেও কাঁথিবাসী সমান উৎসাহে কার্য্য করিয়াছেন সর্বশেষ ১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনে কাঁথি মহকুমায় যেরূপ সাফল্যের সহিত আন্দোলন পরিচালিত হইয়াছিল ভারতের ইতিহাসে তাহা অবিস্মরণীয়। এই আন্দোলনে কাঁথি মহকুমার কংগ্রেসকর্ম্মী ও জনসাধারণ শান্তিপূর্ণভাবে তমলুক ও পটাশপুরের থানা ও সরকারী অফিসসমূহ দখল করেন। ভগবানপুর, কাঁথি, রামনগর ও এগরা থানায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ও পোষ্টাফিস দখল প্রভৃতি কাজ তড়িৎগতিতে সম্পন্ন করা হয়। কয়েক স্থানে গুলিবর্ষণের ফলে শত শত ব্যক্তি নিহত হন। এই অভূতপূর্ব বিক্ষোভে সরকার যখন চরমভাবে বিচলিত এবং উন্মত্ত হইয়া গৃহদাহ, লুণ্ঠন ও পাশবিক অত্যাচার প্রভৃতি জঘন্য দুষ্কর্ম আরম্ভ করিয়াছেন তখনই মেদিনীপুর জেলার ভাগ্যাকাশে এক ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় নামিয়া আসিল। ১৯৪২ সালের ঘূর্ণিবাত্যা ও সামুদ্রিক জলপ্লাবনে কাঁথিবাসীর আর্থিক মেরুদণ্ড আগামী বহুকালের জন্য অবনত হইয়া গেল এবং প্রায় ত্রিশ হাজার নরনারী ও শিশু অকালে কালগ্রাসে নিপতিত হইল। গৃহপালিত গবাদি পশু একরূপ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। তারপরে আসিল পঞ্চাশের মন্বন্তর। এই মন্বন্তরে রাজনৈতিক ও প্রাকৃতিক বিপর্য্যস্ত ও নিঃস্ব কাঁথিবাসি ধনে প্রাণে বিনষ্ট হইতে লাগিল। পঞ্চাশের মন্বন্তরে বাংলা দেশের দুর্দ্দশা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তৎকালিন শাসক সম্প্রদায়ের নামকে মসিলিপ্ত করিয়াছে সত্য কিন্তু তুলনায় কাঁথিবাসির দুর্গতি আরও গভীরতর এবং পরিণাম আরও সুদূরপ্রসারী।

এই মহকুমায় জাতির জনক মহাত্মা গান্ধি দুইবার শুভাগমণ করিয়াছিলেন। কাঁথিতে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত কাঁথি জাতীয় বিদ্যালয় ও কলাগাছিয়া জাতীয় বিদ্যালয় দুইটি রাজনৈতিক আন্দোলনের পীঠভূমি ছিল এবং বর্ত্তমানে গঠনমূলক কার্য্যের কেন্দ্ররূপে পরিচালিত হইতেছে। দেশবন্ধু দাশ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, দেশপ্রিয় সেনগুপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান পশ্চিম বংগের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় পর্য্যন্ত বাংলার সমস্ত কৃতী সন্তান কাঁথিতে পদার্পণ করিছেন। কাঁথিবাসী তাঁহাদিগকে উচ্ছসিত অভিনন্দন জানাইয়াছে এবং তাঁহাদের নিকট হইতে অজস্র কর্মপ্রেরণা লাভ করিয়াছে। দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথের জন্মভূমি কাঁথি সহর হইতে পাঁচ মাইল উত্তর পূর্বে চণ্ডীভেটী গ্রামে অবস্থিত। তাঁহার অতুলনীয় রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও অসীম কর্মশক্তি সমগ্র মেদিনীপুরবাসীর হৃদয়ে তাঁহাকে অবিসংবাদী নেতা বা "মুকুটহীন রাজা" রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। প্রধানতঃ তাঁহারই নেতৃত্বে

কাঁথিবাসীর রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ হয়।

কাঁথি সহরে জ্ঞানী ও কর্মী ব্যক্তিগণের প্রচেষ্টায় অতীতকাল হইতে ধীরে ধীরে বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত দানের ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে। তন্মধ্যে কাঁথি হরিসভা মন্দির ও বিদ্যালয়, কাঁথি ব্রাহ্মসমাজ মন্দির ও ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়, কাঁথি ক্লাব গ্রন্থাগার, ভারতের একমাত্র সমবায়মূলক যানবাহন প্রতিষ্ঠান হিজলী কোঅপারেটিভ ট্রান্সপোর্ট সোসাইটি লিমিটেড, কাঁথি প্রভাতকুমার কলেজ, কাঁথি সেবা সংঘ, কাঁথি আয়ুর্বেদ কলেজ, কাঁথি সংস্কৃত কলেজ, বীরেন্দ্র মেমোরিয়েল টাউন হল, কাঁথি স্পোর্টস এসোসিয়েশন প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান গঠনের মূলে যে সমস্ত বিজ্ঞ ব্যক্তির প্রতিভা, কর্মীগণের নিরলস কর্মকুশলতা এবং দানশীল ব্যক্তিগণের বদান্যতা রহিয়াছে কাঁথিবাসি তাঁহাদিগকে সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করে। এই সকল ব্যতীত মহকুমাব্যাপী বহু দেবমন্দির, বিদ্যালয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, চিকিৎসালয় ও জলাশয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার মূলেও বহু প্রাতস্মরণীয় ব্যক্তির বিপুল অর্থদান রহিয়াছে। কাঁথির এই সকল মহদাশয় ব্যক্তির বদান্যতার কাহিনী, কাঁথির সত্যকারে ইতিহাস রচিত হইলে উজ্জ্বল অক্ষরে সুলিখিত থাকিবে। এই মহকুমার জনসাধারণের মধ্যে একদিকে যেমন বিত্তবান ব্যক্তিদিগের দানশীলতা, অন্যদিকে তেমনি মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র সাধারণের সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যে আশ্চর্য্য রকমের আগ্রহ ও শ্রমশীলতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। বিনোবাজীর ভাষায় বলিতে গেলে এখানকার লোকেরা সামাজিক স্বার্থে "বহু শ্রমদান" করিয়া থাকেন।

এই মহকুমার সমুদ্রতীরবর্ত্তী দীঘা বর্ত্তমানে একটি বিশিষ্ট স্বাস্থ্যনিবাসরূপে গড়িয়া উঠিতেছে। এই সংগঠনের জন্য দীঘা-সমবায় স্বাস্থ্যনিবাস সমিতি লিমিটেড্ নামক প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া কাজ আরম্ভ হইয়াছে। দীঘার বালুকাময় সমুদ্র সৈকত মোটর চালনা ও বিমান অবতরণের উপযোগী সুদীর্ঘ ও সুপ্রশস্ত বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। অতীতের ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায় যে এই দীঘাতে বঙ্গের তদানীন্তন গভর্ণর-জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংস সপরিবারে এবং সদলবলে বিশ্রাম লাভের জন্য বৎসরের কোন কোন সময় বাস করিতে আসিতেন। তৎকালে দীঘার নাম ছিল বীরকুল। অদ্যাপি দীঘা হইতে কয়েক মাইল দূরে বীরকুল নামে গ্রাম আছে এবং দীঘা অঞ্চল বীরকুল পরগণার অন্তর্গত। অবশ্য তখনকার দীঘা বা বেতনাডিহা—কুঠি ও বাঙ্গলো ইত্যাদি কালক্রমে সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে।

সুদূর অতীতের কুয়াসাচ্ছন্ন যুগের জঠর হইতে কাঁথি ধীরে ধীরে বর্ত্তমান

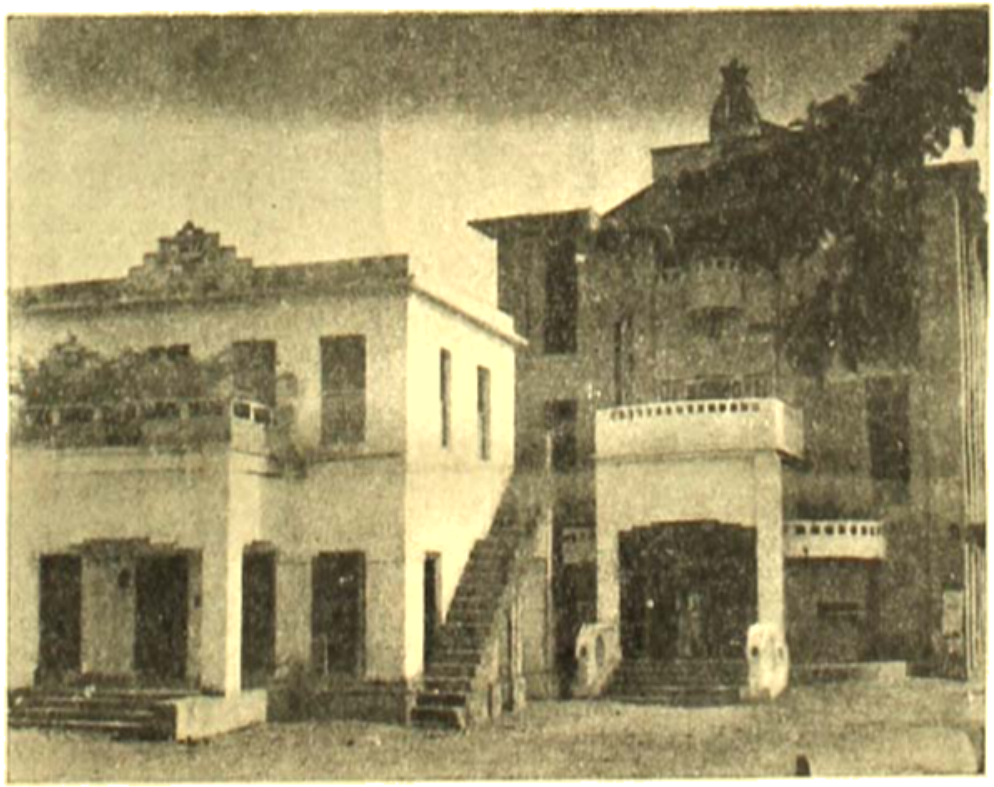

কাঁথি ক্লাব ও দক্ষিণ পার্শ্বে টাউন হল - বীরেন্দ্র স্মৃতি সৌধ। বঙ্গীয় প্রন্থাগার সম্মেলনের আগামী দশম অধিবেশন এইস্থানে অনুষ্ঠিত হইবে।

পশ্চিম বঙ্গের প্রথম গ্রন্থযান

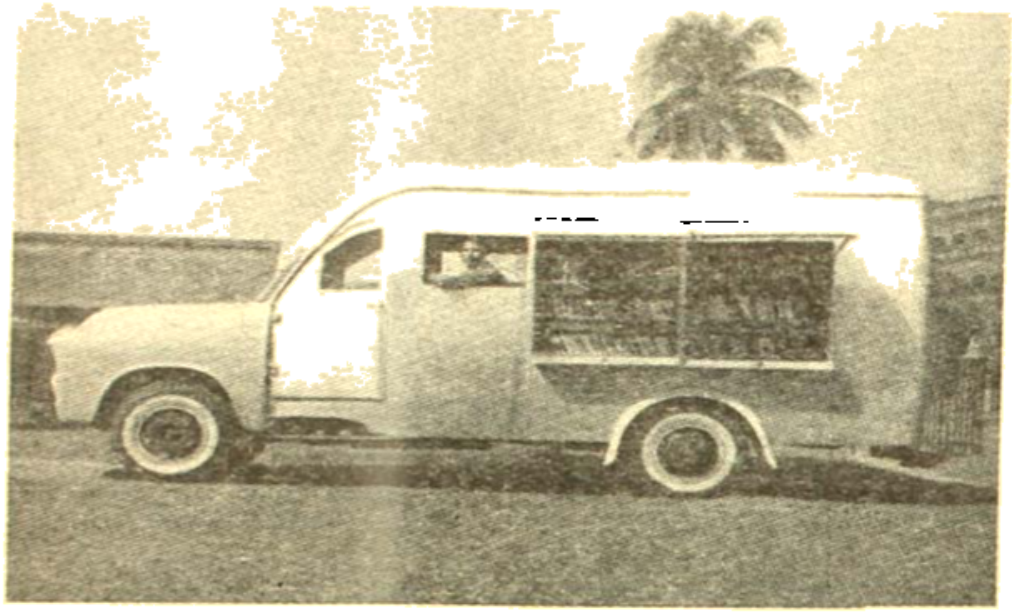

হাওড়া জেলা পাঠাগার সঙ্ঘের গ্রন্থযান। ডোমজুড় পাবলিক লাইব্রেরীর সম্মুখে কর্মরত অবস্থায় ও পরপৃষ্ঠায় বড়গাছিয়া সাধারণ পাঠাগারের সম্মুখে বিভিন্ন গ্রন্থাগার কর্মীদের সহিত জেলা সঙ্ঘের কর্মীদের একত্র গৃহীত ছবি।

প্রগতিশীলতার আলোকস্নাত রাজপথে পদার্পণ করিতেছে। ইহার সমৃদ্ধির দ্বারাবাহিক প্রকাশ ও প্রসারতা, সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে। কাঁথিবাসী এই বিশ্বাস পোষণ করে যে তাহাদের জন্য এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ প্রতীক্ষা করিতেছে।

কাঁথির এই আশা আকাংখা মরুভূমায় পর্যবসিত হইবে না এই বিশ্বাসে নির্ভর করা যায় কারণ কাঁথিবাসীর অফুরন্ত প্রাণপ্রাচুর্য্য এবং বিপুল সামুদ্রিক সম্পদ এখনও সুপরিকল্পিত উপায়ে নিয়ন্ত্রিত হয় নাই। ভারতে বর্তমানে দেশোন্নয়নের যে মহান কর্মযজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে চিরঞ্জন মুক্তি সংগ্রামের বিশ্বস্ত ও অক্লান্ত সৈনিক কাঁথি বাসী তাহার যথাযোগ্য দায় স্বীকার করিয়া অংশীদার হইতে ইচ্ছুক।

হাওড়া জেলা পাঠাগার সঙ্ঘের ভ্রাম্যমাণ বিভাগের পরিচালন ব্যবস্থা

গোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক, হাওড়া জেলা পাঠাগার সঙ্ঘ

হাওড়া জেলা পাঠাগার সঙ্ঘের কার্য্যের সূচনা হ'য়েছিল ইংরাজী ১৯৫২ সালের মে মাসে। এই সঙ্ঘের সূচনায় আমরা পেয়েছিলাম গ্রাম ও সহরাঞ্চল থেকে মোট ১০টী পাঠাগারকে। আজ সমগ্র হাওড়া জেলায় সেই সঙ্ঘের পাঠাগার সদস্যের সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে ১৮০টী।

প্রথম থেকেই আমাদের চিন্তা ছিল কি উপায়ে এই জেলার সুদূর পল্লীর ক্ষুদ্র পাঠাগারগুলিকে আমাদের জেলা সঙ্ঘের সহিত নানাভাবে সংযুক্ত করা যায়। হাওড়া পশ্চিমবঙ্গের একটী ক্ষুদ্রতম জেলা। ইহার আয়তন মাত্র ৫৬১ বর্গমাইল। পূর্ব ও দক্ষিণ সীমানায় ভাগীরথী। পশ্চিম সীমানায় রূপনারায়ণ ও মধ্যে দামোদর এবং এই তিনটী নদ ও নদীর ক্ষুদ্র শাখা ও অববাহিকাগুলি জেলাটীকে ছোট ছোট ভূখণ্ডে বিভক্ত ক'রেছে। ফলে ঐ ভূখণ্ডগুলি সহরাঞ্চল হ'তে দূরত্বের পরিমাণে সামান্য হ'লেও যথোপযুক্ত রাস্তাঘাট ও যানবাহনের অভাবে অত্যন্ত দুর্গম। কিন্তু এই জেলার লোক বসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে গ্রামাঞ্চলে ২০০৩, আর সহরাঞ্চলে ৩১,৪৬৮। এত অধিক ঘন বসতি ভারতের কোথাও নাই।

জেলাটী আয়তনে ক্ষুদ্রতম হ'লেও শিক্ষার ব্যাপারে অন্যান্য জেলার তুলনায় অগ্রণী বলা যায়। কারণ সমগ্র জেলায় বর্ত্তমানে ৯৩টী উচ্চ মাধ্যমিক ; ৬৮টী জুনিয়র হাই ও প্রায় ১৩০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষা বিস্তারের কাজে নিয়োজিত আছে। সাধারণ উচ্চ শিক্ষার ব্যাপারেও এই জেলায় ৫টী মহাবিদ্যালয় আছে। বিদেশী সরকারের আমল হ'তেই এই জেলায় যেমন সুবৃহৎ কল কারখানার প্রতিষ্ঠা হ'য়েছিল—সেইরূপ গ্রাম ও সহরাঞ্চলে নানারূপ কুটীর শিল্পের ও ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানেরও প্রসার হ'য়েছিল। ঐ সুবৃহৎ কল কারখানাগুলির সহিত বিভিন্ন কুটীর শিল্পের প্রতিষ্ঠানগুলি আজও হাওড়া জেলার চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে। এই কারণেই হাওড়ার গ্রামগুলি সহরাঞ্চলের বৃহৎ শিল্পের চাপ সত্বেও নিষ্প্রাণ হ'য়ে যায়নি। নিজেদের অস্তিত্ব আজও বজায় রেখে প্রাণবন্ত হ'য়ে বেঁচে আছে।

সুদূর দুর্গম পল্লীর পাঠাগারের সহিত আমাদের সঙ্ঘের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের যে সকল উপায় অবলম্বন করা হ'য়েছে তার মধ্যে একটী বিশেষ সুষ্ঠু উপায় ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার। আমাদের এই ভ্রাম্যমাণ পাঠাগারটী বর্ত্তমানে দু'রকম উপায়ে তার কার্য্য পরিচালন ক'রছে।

১) গ্রন্থযান (Book mobile) সাহায্যে। অর্থাৎ একটী ১২৬' wheel base এর মোটরগাড়ীর chasis কে একটী ভ্রাম্যমাণ পাঠাগারের উপযোগী ক'রে তৈরী করান হ'য়েছে। এই গ্রন্থযানটীর ভিতর ও বাহির থেকে পাঠকরা

যা'তে গ্রন্থ সমূহ ইচ্ছামত নির্বাচন ক'রে নিতে পারেন সেই মত বই সাজিয়ে রাখার তাকের (Shelf) ব্যবস্থা আছে। এই গ্রন্থযানটীতে বিভিন্ন বিষয়ের মোট ২৫০০ পুস্তক সাজিয়ে রাখা যায়। পল্লী অঞ্চলে যেখানে মোটরযান চলাচলের রাস্তা আছে আমাদের গ্রন্থযানটী সেই অঞ্চলের সদস্য পাঠাগারগুলির মাধ্যমে তথাকার জনসাধারণকে গ্রন্থ দান দিবার জন্য পূর্বনির্দ্দিষ্ট তারিখ ও সময় অনুসারে উপস্থিত হয়। গ্রন্থযানটী উপস্থিত হ'লে গ্রামের পাঠাগারের সদস্য ও অন্যান্য গ্রামবাসী পুস্তক নির্বাচন করেন। প্রত্যেক পাঠাগার ২৫ খানি পুস্তক নির্বাচন ক'রতে পারবেন। নির্বাচিত ২৫ খানি পুস্তকের ১৩ খানি উপন্যাস ও বাকী অন্যান্য বিষয়ের হওয়া চাই। যে সকল পাঠাগারের কিশোর বিভাগ আছে তাঁহারা ৬ খানি কিশোর বিভাগের উপযোগী পুস্তক পা'বেন। প্রত্যেক সদস্য পাঠাগারকে গ্রন্থ দান দিবার পূর্বে পুস্তক হারাণ বা পুস্তকের কোনরূপ ক্ষতি হ'লে দায়ী থাকার একটী স্বীকৃতি সহি ক'রে দিতে হয়। গ্রন্থযান হ'তে সদস্য পাঠাগারের উল্লিখিত সর্ত্তে ও নিয়মে পুস্তক নির্বাচন কার্য্য শেষ হ'লে পুস্তকগুলি একটী Triplicate challan বইএ নির্দ্দিষ্ট পাঠাগারের নামে challan লিখে সহি করিয়ে লওয়া হয়। এবং পরে ঐ নির্বাচিত পুস্তকগুলি একটী ছোট Steel এর Suit caseএ (যাহাতে সাধারণ সাইজের ৫০।৬০ খানি পুস্তক ধরে) ভর্ত্তি ক'রে দেওয়া হয়। সেইজন্য প্রত্যেক পাঠাগারকে নির্বাচিত পুস্তকের সহিত একটী করিয়া Steel Suit caseও দান দিবার ব্যবস্থা আছে।

(২) সঙ্ঘের ভ্রাম্যমাণ বিভাগের আর একটী ব্যবস্থা আছে। জেলার যে অঞ্চলে আমাদের গ্রন্থযান যাবার রাস্তাঘাট নাই সেই অঞ্চলের পাঠাগারগুলিকে গ্রন্থ দান দিবার ব্যবস্থা ট্রেণযোগেই করা হয়। যে অঞ্চল এই ব্যবস্থার এলাকায় পড়ে তথাকার সদস্য পাঠাগারগুলিকে নিকটবর্ত্তী এক একটী রেলের ষ্টেশনের সহিত সংযুক্ত রাখা হয়। এইরূপে এক একটী ষ্টেশনের সহিত প্রায় ৫ হইতে ৩০টী পাঠাগার পর্য্যন্ত সংযুক্ত থাকে। পাঠাগারগুলিকে গ্রন্থ দান দিবার তারিখ প্রায় ০।১৫ দিন পূর্বে নির্দ্ধারণ করা হয় এবং ঐ তারিখ ও ট্রেণের সময় পত্র দ্বারা প্রত্যেক পাঠাগা কে পূর্বেই জানিয়ে দেওয়া হয়। নির্দ্দিষ্ট তারিখে প্রত্যেক পাঠাগারের জন্য একটী Steel সুটকেশ পূর্ব নিয়মে বই ভর্ত্তি ক'রে লওয়া হয় এবং ঐ সকল সুটকেশ, একটী folding টেবিল ও কয়েকটী চেয়ার একটী লাল সালুর উপর লিখিত festoon, চালান বহি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় খাতাপত্র নিয়ে নির্দ্দিষ্ট ট্রেণে কর্মীর দল রওনা হয়। পূর্ব কার্য্যসূচী অনুযায়ী নির্দ্দিষ্ট ষ্টেশনে কর্মীরা সুটকেস ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি নামিয়ে লন। এই কাজে ষ্টেশনে উপস্থিত

বিভিন্ন পাঠাগারের কর্মীর দলও সাহায্য করেন। ট্রেণ হ'তে জিনিষপত্র নামিয়ে সুবিধামত প্ল্যাটফর্মে বা ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে festoonটি টাঙ্গিয়ে দিয়ে আমাদের ভ্রাম্যমাণ বিভাগের কাজ আরম্ভ করা হয়। সুটকেশ ভর্ত্তি ক'রে কিছু অতিরিক্ত পুস্তকও সঙ্গে রাখা হয় যাহাতে পাঠাগারের প্রতিনিধি ও পাঠকগণ তাঁহাদের জন্য পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট বইএর কিছু ইচ্ছামত অদলবদল ক'রতে সুযোগ পান। পুস্তক নির্ব্বাচন ব্যাপার শেষ হ'লে পূর্ব নিয়মানুযায়ী প্রত্যেক পাঠাগারকে Challan বহিতে সহি করে গ্রন্থ ঋণ গ্রহণ করতে হয়। বর্ত্তমানে যে অঞ্চলের পাঠাগারকে ট্রেনযোগে পুস্তক আদান প্রদান ক'রতে হ'চ্ছে তাঁহাদের পুস্তক নির্বাচনের সুযোগ খুবই অল্প হয়। সেইজন্য সকল সদস্য-পাঠাগারকে তাঁহাদের মনোনীত পুস্তকের তালিকা সঙ্ঘের কার্য্যালয়ে পূর্বেই পাঠিয়ে দিবার অনুরোধও জানান হয়।

যে সকল পাঠাগারকে গ্রন্থ ঋণ দেওয়া হয় তাঁ'দের পাঠকদের ঐ সকল পুস্তক আদান প্রদানের জন্য একটী নির্দ্দিষ্ট ছকে হিসাব রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়। ঐ ছকে রক্ষিত হিসাব থেকে কোন এলাকায় কোন বিষয়ের পুস্তকের চাহিদা কিরূপ তাহা বুঝিয়া পরবর্ত্তী গ্রন্থ ঋণের সময় নির্দ্দিষ্ট এলাকার গ্রন্থ চাহিদা অনুযায়ী পুস্তক সরবরাহের চেষ্টা করা হয়।

আশাকরা যায় আগামী ২।৩ বৎসরের মধ্যে হাওড়া জেলায় গ্রামাঞ্চলের দিকের বহু রাস্তা ঘাট তৈরীর কাজ শেষ হ'বে। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভ্রাম্যমাণ বিভাগের কাজের ক্ষেত্র আরও বিস্তৃতি লাভ ক'রবে এবং পাঠাগার ও পাঠকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সংযোগ স্থাপিত হ'বে।

এই গ্রন্থ যানের সঙ্গে কিছু ফিল্ম ও রেকর্ড ও একটী রেডিও সেট রাখার পরিকল্পনা আছে। ফিল্ম ও রেকর্ড খানি এমন ভাবে নির্বাচন করা হবে যাতে স্থান, কাল এবং দেশ ও সমাজের নানা বিষয়ে জ্ঞানের ব্যাপারে পাঠককে আকৃষ্ট করতে পারে। রেডিওর বিভিন্ন শিক্ষাপ্রদ আলোচনা ও অন্যান্য আনন্দদায়ক অনুষ্ঠানগুলিও সুদূর গ্রামের বহু শিক্ষিত অশিক্ষিত বালকবালিকা ও বয়োবৃদ্ধদের নিকট পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে। এই গ্রন্থ যান যেন একটা পুস্তক বহনকারী যানে পর্য্যবসিত না হয় ইহা যেন দেশের আবালবৃদ্ধ বণিতাকে জ্ঞানের সহিত আনন্দ পরিবেশনের মূর্ত্ত প্রতীক হ'য়ে উঠে ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা ও উদ্দেশ্য।

নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলন

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আমন্ত্রণে সুদীর্ঘ ২৩ বৎসরকাল পর নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলন কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হইতেছে। হিন্দি হাই-স্কুল ভবনে ৭ই এপ্রিল হইতে চারিদিনব্যাপী এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে।

ইতিপূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত, শ্রীক্ষিতিশ ঘোষ ও শ্রীতিনকড়ি দত্তকে যথাক্রমে সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ হিসাবে নির্বাচিত করিয়া ও কলিকাতার বহু বিশিষ্ট নাগরিকদের লইয়া এক শক্তিশালী অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে প্রাচীন পুঁথি ও ভারতে মুদ্রণের ইতিহাসের উপর জাতীয় গ্রন্থাগারে এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইয়াছে।

সম্মেলন উদ্বোধন করিবেন পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপাল মাননীয় ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক জনাব এস বসিরুদ্দিন সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। বিভিন্ন দিনের চারিটি কার্যকরী অধিবেশনের বিষয়গুলি হইল :

ভারতে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন

ভারতীয় বিষয়াদি অন্তর্ভুক্তির জন্য ডিউই বর্গীকরণ পদ্ধতির পরিবর্তন।

ভারতে গ্রন্থপঞ্জিক সংগঠন

বিদ্যালয় ও শিশু গ্রন্থাগার

শেষদিন ১০ই এপ্রিল ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বার্ষিক সভা ও নির্বাচন হইবে।

১০ই এপ্রিল মঙ্গলবার অপরাহ্ণ হইতে ১১ই এপ্রিল পর্যন্ত একই স্থানে Indian Association of special Libraries and Information centre এর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে।

—ঃ কাঁথি সম্মেলনের কার্য-সূচী ঃ—

১৩ই এপ্রিল, শুক্রবার ঃ

উদ্বোধন-অনুষ্ঠান	সকাল ৯টা—১০-৩০টা
প্রথম অধিবেশন	সকাল ১০-৩০টা—১১-৩০টা
(মূল প্রবন্ধ পাঠ এবং প্রবন্ধের প্রথম অংশের ব্যাখ্যা)	
মধ্যাহ্ন-ভোজন	মধ্যাহ্ন ১২টা - ১-৩০টা
প্রবন্ধের প্রথম অংশের আলোচনা (বিভিন্ন দলে)	অপরাহ্ণ ১-৩০টা—৩টা
দ্বিতীয় অধিবেশন	„ ৪টা - ৫টা
(প্রবন্ধের প্রথম অংশের সম্মিলিত আলোচনা এবং দ্বিতীয় অংশের ব্যাখ্যা)	
জলযোগ	„ ৫টা—৫-৩০টা
জনসভা	„ ৫-৩০টা—৭টা
প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশের আলোচনা (বিভিন্ন দলে)	রাত্রি ৭-৩০টা—৯টা
নৈশ ভোজন	„ ১০টা

১৪ই এপ্রিল, শনিবার ঃ

দীঘা ভ্রমণ	সকাল ৪টা—৮টা
তৃতীয় অধিবেশন	„ ৯টা—১০টা
(প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশের সম্মিলিত আলোচনা এবং তৃতীয় অংশের ব্যাখ্যা)	
প্রবন্ধের তৃতীয় অংশের আলোচনা (বিভিন্ন দলে)	সকাল ১০-৩০টা—১২টা
মধ্যাহ্ন-ভোজন	মধ্যাহ্ন ১২টা—১-৩০টা
চতুর্থ অধিবেশন	
(প্রবন্ধের তৃতীয় অংশের সম্মিলিত আলোচনা)	অপরাহ্ণ ২টা—৩টা
জলযোগ	„ ৫টা—৫-৩০টা
সমাপ্তি অধিবেশন	রাত্রি ৭টা—৮টা
বিচিত্রানুষ্ঠান	„ ৮টা—৯টা
নৈশ-ভোজন	„ ১০টা

১২ই এপ্রিল, বৃহস্পতিবার হাওড়া ষ্টেশন হইতে রাত্রি ১০-৩০ মিঃ পুরী প্যাসেঞ্জারে রওনা হইয়া ৩-৫২ মিঃ কন্টাই রোড ষ্টেশনে নামিতে হইবে। সেখান হইতে বিশেষ বাসযোগে কাঁথি পৌঁছিবার ব্যবস্থা থাকিবে। হাওড়া হইতে কন্টাই রোড ট্রেণ ভাড়া ২৷৷৵১৫ । যাতায়াত বাস ভাড়া ৩৲ ।

সম্মেলনে যোগদানেচ্ছু প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনা সমিতিকে ১০ই এপ্রিলের মধ্যে জানাইতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

গ্রন্থাগার

৬ষ্ঠ বর্ষ]　　জ্যৈষ্ঠ : ১৩৬৩　　[নব-পর্যায় ২য় সংখ্যা

দশম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

মুখবন্ধ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে, কাঁথি ক্লাবের ব্যবস্থাপনায়, কাঁথি ক্লাব সংলগ্ন 'বীরেন্দ্র-স্মৃতি-সৌধে' বিগত ১৩ই-১৪ই এপ্রিল দশম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের দূর-দূরান্তর হইতে দেড় শতাধিক প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছেন।

জাতির সমাজ-জীবনে আজ যে নতুন প্রেরণা ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হইতেছে, সাংস্কৃতিক জীবনে অনুভূত হইতেছে যে-নতুন প্রাণস্পন্দন তাহারই পটভূমিকায় আজিকার এই গ্রন্থাগার সম্মেলনের সাফল্য অসাফল্যের পরিমাপ করিতে হইবে। আনুষ্ঠানিক জাঁকজমক অপেক্ষা পারস্পরিক সহজ অন্তরঙ্গ পরিবেশ সৃষ্টি, অবাস্তব, তত্ত্বময় ভাবণ অপেক্ষা আশুসমস্যার বাস্তব উপলব্ধি আজ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের পরিচালনার নীতি হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। আলোচ্য সম্মেলনে পরীক্ষামূলকভাবে এই নতুন নীতি অনুসৃত হইয়াছে, এবং এই পরীক্ষার ফল যে সন্তোষজনক হইয়াছে—সম্মেলনে যোগদানকারী বহু প্রতিনিধি এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন।

সম্মেলনের ব্যবস্থাপনায় ত্রুটী-বিচ্যুতি অবশ্যই ছিল এবং তজ্জন্য আমরা সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট মুক্তকণ্ঠে ক্ষমা চাহিতেছি। যে-টুকু সাফল্যলাভ ঘটিয়াছে তাহার কৃতিত্ব যাঁহাদের প্রাপ্য তাঁহাদের উদ্দেশে শুধু মাত্র ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেই কর্তব্য শেষ হইবে না। রাত্রি জাগরণের গ্লানি, পথশ্রমের ক্লান্তি এবং আরও বহুবিধ অসুবিধাকে হাসিমুখে অগ্রাহ্য করিয়া যাঁহারা দুইদিবসব্যাপী আলোচনায় আন্তরিক নিষ্ঠা সহকারে অংশগ্রহণ করিয়াছেন—তাঁহারা গ্রন্থাগার আন্দোলনের একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী আপনজন। তাঁহাদের উদ্দেশে ধন্যবাদ জ্ঞাপন তাই নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন।

অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যবৃন্দের তথা কাঁথির নাগরিকবৃন্দের আন্তরিক সহযোগিতা এবং সহৃদয় আতিথেয়তার স্মৃতি প্রতিনিধিগণ দীর্ঘদিন সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করিবেন। তরুণ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সেবানিষ্ঠা সকল প্রশংসার

উর্ব্বে। ইহাদের সকলের উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি।

সম্পাদক, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির ভাষণ

সমাগত বিদ্বজ্জন মণ্ডলি!

গ্রন্থাগার পরিরক্ষণ ও পরিবর্ধনের মধুব্রত লইয়া আজ আপনারা বাংলা দেশের প্রত্যন্তভাগে অবস্থিত এই কাঁথিতে উপস্থিত হইয়াছেন। আপনাদের কেমন করিয়া অভ্যর্থনা করিতে হয় তাহা আমি জানিনা। শুধু এইমাত্র আকাংখা করি, আমার উক্তির ভিতর দিয়া যেন কাঁথির অগণ্য জনসাধারণের উৎসুক কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়।...

সমুদ্র-সঙ্কুল এই কাঁথি।...শুধু সংগ্রামে নয়, সংস্কৃতিতেও এই ভূ-খণ্ডের একটি গৌরবময় পরিচিতি রহিয়াছে।.....এই ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করিবারও একটি ইতিহাস আছে। এই প্রচেষ্টার প্রথম ধারাটি দেখা যায় এই অঞ্চলের বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকার প্রকাশনায়।.....দ্বিতীয় ধারাটি হইল এই অঞ্চলের ইতিবৃত্ত রচনা।.....আর, এই প্রচেষ্টার তৃতীয় ধারার বিশিষ্ট ভূমিকাটিতে অংশ গ্রহণ করিয়াছে এই অঞ্চলের ছোট ও বড় বিভিন্ন গ্রন্থাগার।

এই গৌরব অর্জনের পুরোভাগে যে প্রতিষ্ঠানটি রহিয়াছে—তাহার নাম রাজ নারায়ণ বসু স্মৃতি-পাঠাগার। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুর সহরে ইহার প্রতিষ্ঠা। বৈপ্লবিক মন্ত্রের দীক্ষাগুরু ঋষি রাজনারায়ণ বসুই ইহার স্থাপয়িতা ও প্রথম সম্পাদক।

উল্লেখ করিতে হয় কাঁথি ক্লাবের কথা। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ই মে কাঁথির সাংস্কৃতিক মিলন-কেন্দ্ররূপে কাঁথির জনসাধারণের উদ্যোগে এই ক্লাবের সূচনা হয়।... ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয় ক্লাবের নিজস্ব একতলা গৃহ; ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে উহা দ্বিতল গৃহে পর্যবসিত হয়। সেই ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আজ পর্যন্ত অর্ধশতাব্দীর অধিককাল কাঁথিবাসীর জীবন-বিকাশনার কার্যে ইহা এক বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়া আসিতেছে।.....

কাঁথি ক্লাবের কথা বাদ দিলে কাঁথি সহরে এবং মফঃস্বলের পল্লীতে পল্লীতে ছোট বড় অসংখ্য গ্রন্থাগার রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছে মীর্জাপুর সৎসাহিত্য সম্মিলনীর গ্রন্থাগারটি। প্রাচীনত্বায়, আয়তনে এবং কার্যকারিতায় যে কোন পল্লীর পক্ষে ইহা একটি গৌরবময় প্রতিষ্ঠান। কিন্তু দুঃখের সংগে বলিতে হয় যে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই জীবনীশক্তিতে দুর্বল ও অক্ষম। স্বল্প-গভীর প্রেরণার পাথেয় লইয়া ইহাদের জন্ম, কিন্তু নিত্য

অবস্থাতেই ইহাদের বার্ধক্য আসিয়া গ্রাস করে, নামমাত্র নিয়ম রক্ষা করাই তখন ইহাদের কাজ হইয়া উঠে। গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করিয়া অধ্যয়ন অনুধ্যানের যে উজ্জ্বল লক্ষণ—তাহা কেবল কল্পনারই চিত্র থাকিয়া যায়। আমার মনে হয়, এই ব্যর্থতার মূলে রহিয়াছে বর্তমানের কঠিন জীবিকা-সংগ্রাম, সংগঠন-শক্তির অভাব এবং নবতর আলোক-প্রাপ্তির অনুযোগ। এমনি করিয়া গ্রন্থাগারের মাধ্যমে সমাজের অগ্রগতি যেভাবে ত্বরান্বিত হইয়া উঠিতে পারিত, তাহা হইতে পারিতেছেনা উপরিউক্ত তিনটি কারণেই।

পরম সৌভাগ্য ও আনন্দের বিষয় যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ শেষোক্ত দুইটি অসুবিধা দূরীকরণের ব্রত লইয়া এই দশম সম্মেলনে উপনীত হইয়াছেন আমাদেরই দ্বারদেশে। কাঁথি তথা সমগ্র মেদিনীপুরের জনসাধারণকে, প্রত্যেকটি গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষকে আমি আহ্বান জানাইয়া বলি—আমরা যেন এই সুযোগকে বরণ করিয়া লইতে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহিত যুক্ত হউক কাঁথি এবং তাহার ছোটবড় যাবতীয় গ্রন্থাগার; সর্বোপরি পরিষদের এই আন্দোলন অচিরেই জয়যুক্ত হউক—আজিকার শুভ সজ্জনবাসরে এই আমার একান্ত কামনা.....

আপনাদের উদ্দেশে আমার শ্রদ্ধা-বিনম্র অন্তরের অর্ঘ্য নিবেদন করিতেছি।

—শ্রীঈশ্বরচন্দ্র মাল

উদ্বোধন-ভাষণ : ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়

সম্মেলনের উদ্বোধক ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় তাঁহার ভাষণে সম্মেলনের উদ্যোক্তাগণকে তাঁহার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন—এই সম্মেলনের আয়োজন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নিয়মিত কর্তব্য। এই সম্মেলন উপলক্ষে বাংলাদেশের গ্রন্থাগার কর্মিগণ এবং গ্রন্থাগারের উন্নতিকামী ব্যক্তিগণ সমবেত হইয়া বার্ষিক সালতামামী করেন; আগামী বৎসরের কর্মপদ্ধতি স্থির করেন। তাই, তাঁহার মতে, এই সম্মেলন উদ্বোধনের অপেক্ষা রাখে না।

কাঁথির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস, কাঁথিবাসিগণের সহৃদয় আতিথেয়তা ও বন্ধুবাৎসল্যের কথা সশ্রদ্ধচিত্তে উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন—এইস্থানে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের এই অধিবেশনে সকলের আন্তরিক সহযোগিতায় একটা নতুন কর্মপদ্ধতি গড়িয়া উঠিবে—এই আশা ও বিশ্বাস তাঁহার আছে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের অগ্রগতির ইতিহাস উল্লেখ-প্রসঙ্গে তিনি বলেন :—"এই প্রতিষ্ঠানটিকে এর বাল্যে ও কৈশোরে যাঁরা সেবা করেছেন

তাঁদের একজন ব'লে আমি আজ এর অগ্রগতি দেখে আনন্দিত। পরিষদের বর্তমান অবস্থাকে যদি আমরা objectively, অর্থাৎ বস্তুনিষ্ঠভাবে আলোচনা করি তা'হলে হয়ত খুব বেশী কিছু হয়েছে বলা যাবে না। কিন্তু পূর্বের অবস্থা যাঁরা জানেন তাঁরা নিশ্চয়ই এর বর্তমান প্রগতি লক্ষ্য করে আশার বাণী খুঁজে পাবেন।"

বাংলা দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ধারা, এবং গ্রন্থাগার-উন্নয়নের সরকারী পরিকল্পনার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন—সদ্যঃসাক্ষর, এমন কি নিরক্ষরদের জন্যও যে উপযুক্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা স্থাপন প্রয়োজন একথা আজ স্বীকৃত হইয়াছে—ইহা খুবই আনন্দের কথা। কিন্তু ভারতীয় ভাষায় সদ্যঃসাক্ষর এবং নিরক্ষরদের উপযোগী গ্রন্থের নিতান্ত অভাব রহিয়াছে। তিনি বলেন: আজ সময় এসেছে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সঙ্গে সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যিকদের ও প্রকাশকদের ঘনিষ্ঠতর সহযোগিতার। বই তৈরী না হ'লে আপনারা গ্রন্থাগারে রাখবেন কি? আপনারা যদি সম্মিলিত হয়ে পরিকল্পনা তৈরী করে সরকারের সমাজশিক্ষা বিভাগের সামনে উপস্থিত করতে পারেন তবে ফল হবে বলে আমার বিশ্বাস। রাজ্যসরকার যদি সাধারণ পাঠ্য-পুস্তক রচনা ও প্রকাশের ক্ষেত্রে সাহায্য দিতে কার্পণ্য না করে থাকেন তবে এই গুরুতর প্রয়োজনীয় বিষয়ে সাহায্য দিতে কার্পণ্য করবেন কেন?" প্রসঙ্গতঃ তিনি ১৯৩৭—৩৮ সালে বিহারের তদানীন্তন শিক্ষা-মন্ত্রী সৈয়দ মামুদের প্রচেষ্টার উল্লেখ করেন।

প্রদর্শনী-উদ্বোধন ভাষণ : শ্রী বি, এস্, কেশবন

সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত একটি মনোজ্ঞ প্রদর্শনীর উদ্বোধন প্রসঙ্গে শ্রীবি, এস্, কেশবন তাঁহার সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন—নির্মীয়মান এই "বীরেন্দ্র-স্মৃতি-সৌধের"ই মত আমাদের দেশও আজ গঠনের পথে; এবং গঠনমূলক কাজের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে নানা দিকে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাও আজ সংগঠনের দিকে অগ্রসরমান। দুই-দিবস-ব্যাপী এই গ্রন্থাগার সম্মেলনের জন্য এই সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা-সূচী নির্ধারিত হইয়াছে দেখিয়া তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন।

আয়োজিত প্রদর্শনীতে স্থানীয় সংগ্রহ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তাঁহার মতে ইহা খুবই সমীচীন। স্থানীয় সংস্কৃতির পরিচায়ক—স্থানীয় সংগ্রহগুলি প্রায়শঃই অবহেলিত। প্রদর্শনীর ব্যবস্থাপকগণ এই উপলক্ষে বহু মূল্যবান স্থানীয় সংগ্রহ প্রদর্শনের আয়োজন করিয়াছেন জানিয়া তিনি তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপনান্তে প্রদর্শনীর উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

দশম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন—১৯৫৬

মূল সভাপতির ভাষণ

শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু

বন্ধুগণ,

আপনাদের সাদর আহ্বানে বংগীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের দশম অধিবেশনে সভাপতির সম্মানিত আসন গ্রহণে স্বীকৃত হ'য়েছি একান্ত কুণ্ঠিতচিত্তে এবং সংকোচ সহকারে। এই আসনের সম্মান লাভের বা মর্যাদা রক্ষার উপযুক্ত যোগ্যতা আমার নেই, সে বিষয়ে আমি অবহিত আছি। আমাকে উপলক্ষ্য ক'রে বাংলাদেশের গ্রন্থাগারের কর্মীসম্প্রদায়কে আপনাদের প্রীতি ও অনুরাগ জ্ঞাপন যে এই আহ্বানের উদ্দেশ্য, অনুমানে তা' বুঝতে পারি। আর সেজন্য ব্যক্তিগত অযোগ্যতা সত্ত্বেও সহকর্মী ও সহপন্থী বন্ধুদের গৌরববৃদ্ধির আহ্বানকে উপেক্ষা ক'রতে পারিনি। আপনাদের সকলের সমবেত শুভেচ্ছা ও সহযোগিতায় আমি আস্থাশীল। সেই শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা সভাপতির দায়িত্ব পালনে আমাকে সহায়তা ক'রবে এ বিশ্বাস মনে দৃঢ়ভাবে পোষণ করি।

বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মেদিনীপুর জেলার দান সর্বজনবিদিত। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে মেদিনীপুরের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত। তাম্রলিপ্ত বন্দরের খ্যাতির প্রাচীনত্বে মেদিনীপুর গৌরবান্বিত। বাংলাদেশে বর্তমানে যে সকল সাধারণ গ্রন্থাগার আছে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এই জেলার রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার সম্ভবতঃ তা'র মধ্যে সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ। বৈষ্ণব সাহিত্যিক জ্ঞানানন্দ, বাংলা সাহিত্যের দিকপাল কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম, রামেশ্বর ভট্টাচার্য, ঘনশ্যামবন্ধু মহাপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বিপ্লবী শহীদ ক্ষুদিরাম, দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, বীর রমণী মাতঙ্গিনী হাজরা প্রমুখ মেদিনীপুর-সন্তানদের প্রতিভা, কর্মশক্তি ও দেশপ্রেম এই জেলার গৌরব বৃদ্ধি ক'রেছে। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, কবি রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি বাংলার বহু মনীষীর নামের সাথে মেদিনীপুরের নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলার কাহিনীতে দেখি, সমুদ্রতটে নিবিড় বনমধ্যে নবকুমারের যখন পথভ্রান্তি জন্মিল, তখন অনন্ত

সমুদ্রের জনহীন তীরে কপালকুণ্ডলা তাঁকে স্নিগ্ধকণ্ঠে শুধালেন, 'পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?' এবং কল্পনার কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে এই মেদিনীপুরে পথের সন্ধান দিলেন। কল্পনা রাজ্য ছেড়ে বাস্তবের রাজ্যে নেমে এলে আমরা দেখি জাতীয় জীবনে সমস্যাসংকুল বহু দুর্যোগের পথে মেদিনীপুর বহুবার এগিয়ে এসেছে কপালকুণ্ডলারই মত দেশবাসীকে পথ দেখাতে। একদা এই মেদিনীপুরের পথ বেয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নীলাচলের পথে অগ্রসর হ'য়েছিলেন। মহামনীষীদের পদধূলি-মণ্ডিত মেদিনীপুর জেলার ভূমি স্পর্শে নিজেকে আজ কৃতার্থ মনে করি। আর আশা রাখি বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের এক মহাসন্ধিক্ষণে কাঁথিতে অনুষ্ঠিত এই গ্রন্থাগার সম্মেলন মেদিনীপুরের পূর্ব কৃতিত্বের ধারা বজায় রেখে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সাফল্যলাভের নিশ্চিত পথের সন্ধান দিতে সমর্থ হবে।

ক্রমবিবর্তন প্রাণবন্ত গতিশীলতার নিদর্শন। ক্রমবিবর্তনের পথে আমাদের দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন আজ নবরূপ পরিগ্রহের দ্বারদেশে উপনীত। এক অবস্থা থেকে অবস্থান্তর যে সময়ে ঘটে সেই সময়কে আমরা বলি সন্ধিক্ষণ। এই সন্ধিক্ষণের পথ ঠিকমত বেছে নিতে পারা না পারার উপর বহুলাংশে নির্ভর করে এই প্রচেষ্টার সার্থকতা অথবা ব্যর্থতা। কাজেই আমাদের গ্রন্থাগার আন্দোলনের আজকের এই সন্ধিক্ষণের গুরুত্ব উপেক্ষণীয় নয়।

বাংলাদেশ তথা সমগ্র ভারতের বর্তমান গ্রন্থাগার আন্দোলনের যে রূপ এবং ধারার সাথে আমরা এযাবৎ পরিচিত, তার উৎপত্তি ও বিকাশের মূলে পাশ্চাত্য আদর্শের সক্রিয় প্রভাবের কথা অস্বীকার ক'রলে সত্যের অপলাপ করা হবে। ভারতবাসী পাশ্চাত্য জাতির সংস্পর্শে আসায় এবং এদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে আমাদের দেশে আধুনিক গ্রন্থাগার স্থাপনের উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। কোন দেশ বা জাতির পক্ষে বিচ্ছিন্ন ও অন্য-নিরপেক্ষ সত্তা নিয়ে বেঁচে থাকার যুগ বহুদিন গত হ'য়েছে। একের প্রভাব অন্যকে আজ বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত করে। এক দেশের আন্দোলন অন্য দেশে পৌঁছে আলোড়নের সৃষ্টি করে। এহেন অবস্থায় সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম বাহন, গ্রন্থাগার আন্দোলনের পাশ্চাত্য ধারা এদেশে যে প্রভাব বিস্তার ক'রেছে তা'তে ক্ষুণ্ণ বা আশ্চর্য হবার কারণ নেই কার্যকারণের স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবেই এটা ঘটেছে। আর এর প্রয়োজনও নিশ্চয় ছিল? কাজেই একে প্রসন্নমনেই আমাদের গ্রহণ করা উচিত। নানা বাধা বিঘ্ন ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে যাঁরা গ্রন্থাগার আন্দোলনের পাশ্চাত্য ধারাকে আমাদের দেশে এ পর্যন্ত

এগিয়ে নিয়ে এসেছেন তাই তাঁদের নিন্দাবাদ না ক'রে আজ কৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁদের প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করি। 'পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার, সেথা হ'তে সবে আনে উপহার' কবির এই উক্তি আমাদের দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কেও সম্পূর্ণ প্রযোজ্য। আমরা গ্রন্থাগার আন্দোলনে এতদিন যাবৎ পশ্চিমের আদর্শের উপহার উভয় করপুটে গ্রহণ করেছি। এবার কবির পরবর্তী উক্তির—'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে'—তাৎপর্য গ্রহণ করার সময় উপস্থিত হয়েছে। অন্ধভাবে শুধু পাশ্চাত্যের অনুসরণ না ক'রে আমাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সংস্কার ও উন্নতিসাধন করা সংগত ও সম্ভব কিনা এবং সম্ভব হ'লে কোন পথে তা' করণীয় এসব কথা এ দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনে উৎসাহী ব্যক্তিদের এবার স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা ও আলোচনা করার প্রয়োজন হয়েছে। এই সূত্রে প্রাচ্যের অন্যান্য দেশের গ্রন্থাগার সম্পর্কীয় বর্তমান অবস্থাও পর্যালোচনা ক'রে দেখা দরকার—এই সব দেশের কাছ থেকে আমাদের নূতনভাবে গ্রহণযোগ্য কিছু থাকলে যাতে তাকেও আমরা গ্রহণ করতে পারি এই উদ্দেশ্যে। প্রয়োজনের এই তাগিদ গ্রন্থাগার আন্দোলনের যুগ পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণের সূচনার আভাষ দেয়।

এক কালে গ্রন্থাগার ছিল মাত্র মুষ্টিমেয় বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির মনের বিচরণ ক্ষেত্র। গণতন্ত্রের উদ্ভব ও প্রসার এবং জনগণের সচেতন সমাজের আবির্ভাব ও ব্যাপক বিস্তৃতির সাথে সাথে গ্রন্থাগারের দ্বার উন্মুক্ত হ'তে লাগলো বহুতর ব্যক্তির জন্যে ধীরে ধীরে। আগেকার দিনের গ্রন্থাগার স্বল্প সংখ্যক জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তির মনের আনন্দ খোরাক যোগাত অথবা তাঁদের গবেষণার কাজে মালমসলা জুগিয়ে দিত। নবযুগের গ্রন্থাগার তার জ্ঞান ও আনন্দ মহলের দরদালানের দরজা খুলে উদাত্ত সুরে স্বাগত আহ্বান জানায় সর্বজনের উদ্দেশে। এই আহ্বান জানান হয় পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী-নির্ধন, স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ, অন্ধ-চক্ষুষ্মান, রোগী-নীরোগ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর সকল স্তরের লোককে—কারও সাথে কারও প্রভেদ না রেখে। বিশেষ শ্রেণীর কতিপয় ব্যক্তির ব্যবহারের জন্যে গ্রন্থাগারের আয়োজন ও ব্যবস্থা আর সর্বশ্রেণীর বহু সংখ্যক লোকের জন্যে আয়োজন ও ব্যবস্থা—এই উভয়ের মধ্যে ব্যাপকতা ও জটিলতা সংক্রান্ত যে বিরাট পার্থক্য আছে তা' সহজেই অনুমেয়। গভীর ও ব্যাপক পরিধি বিশিষ্ট এই বৈচিত্র্য ও জটিলতার সুষ্ঠু ও সুসমঞ্জস সামঞ্জস্য সাধন সহজ কথা নয়। পাশ্চাত্য দেশে এই দুরূহ সমস্যার সন্তোষজনক সমাধানের জন্য অব্যাহত চেষ্টা চ'লেছে। আর পাশ্চাত্য দেশের আদর্শ অনুসরণ ক'রে আমরাও আমাদের সীমাবদ্ধ গ্রন্থাগারের

ব্যবস্থা ও আয়োজনকে অতিক্রম ক'রে অধিকতর ব্যাপকভাবে অগ্রসর হবার চেষ্টা ক'রছি। এদিক দিয়েও আমরা গ্রন্থাগার আন্দোলনের যুগ পরিবর্তনের এক সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হ'য়েছি।

আমাদের দেশের আধুনিক গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূচনাকাল হ'তে স্বাধীনতার পর প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ সুরু না হওয়া পর্যন্ত গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রসারের মূলে কাজ ক'রেছে প্রধানতঃ বেসরকারী উদ্যোগ। অতঃপর কেন্দ্রীয় সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে রাজ্য সরকার সমূহ এবিষয়ে কিছুটা অগ্রণী হ'য়েছেন। ফলে আমাদের দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন এখন সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের সমন্বয় ও সংযোগ সাধনের সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হয়েছে। চতুর্দিকের অবস্থা পর্যালোচনা ক'রে দেখা যাচ্ছে যে বর্তমানে আমাদের দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের এক মহা সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হ'য়েছে।

এদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের এই বিচিত্র অবস্থার পটভূমিতে আমরা সম্মিলিত হ'য়েছি কাঁথিতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের দশম অধিবেশনে। আশা করি এই সম্মেলনে সমাগত প্রতিনিধিবৃন্দ সকল বিষয়ের বিচার বিশ্লেষণান্তে গ্রন্থাগার আন্দোলনের পরবর্তী অধ্যায়ের নিমিত্ত যুগোপযোগী এমন এক বাস্তব কার্যসূচী নির্ধারণ ক'রবেন যা' গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসে জটিল অবস্থাকে আয়ত্তে আনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসাবে ভবিষ্যতে চিরদিন প্রেরণা জাগাবে এই আন্দোলনের কর্মীদের মনে ও প্রাণে।

দেশের পরিবর্তিত অবস্থায় এ দেশের জীবনাদর্শ বা চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে এতদিনের অনুসৃত পাশ্চাত্য দেশের গ্রন্থাগার নীতির আশু পরিবর্তন সাধন, প্রয়োজন ও সম্ভব কিনা তা' আপনারা বিবেচনা করুন। বাহ্যিক চাকচিক্য অপেক্ষা অন্তর্নিহিত গুণের সমাদর করাই ভারতীয়দের সনাতন নীতি। বহু ভণ্ড তপস্বী গেরুয়া বসন ব্যবহার ক'রে জেনেও আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের গেরুয়াবসনের প্রতি এত শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ কেন? তার কারণ মানুষের অন্তরতম শ্রেষ্ঠগুণ ত্যাগকে ভারতবাসী অতি শ্রদ্ধার চোখে দেখে। আর গেরুয়া বসন এই ত্যাগেরই প্রতীক, সেজন্যে গুণের সমাদরের জন্যেই এই শ্রদ্ধা বা আকর্ষণ।

এদেশের সাধারণ মানুষ যা'কিছু ভাল যা'কিছু মহৎ তা'কে সবার উর্ধ্বে স্থান দিতে চায়। এই তাদের শিক্ষা, এই তাদের সনাতন ধর্ম। গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে কি তার ব্যতিক্রম হবে?

গ্রন্থাগারের সত্যিকারের শ্রেষ্ঠত্ব বা মর্যাদা কোথায়? তার অস্তিত্বের প্রকৃত সার্থকতা কিসে? সংগৃহীত গ্রন্থরাজীর স্ফীত কলেবরের পরিধি যদি এই মর্যাদা বা

অস্তিত্বের সার্থকতা নির্ণয়ের মানদণ্ড হয় তাহ'লে গ্রন্থাগার স্থাপনের অন্তর্নিহিত মৌলিক উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। গ্রন্থাগারের সংগৃহীত গ্রন্থের প্রকৃতি এবং তা'র পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহারের উপরে নির্ভর করে গ্রন্থাগারের অস্তিত্বের যথার্থ মূল্য। গ্রন্থাগারের সার্থক অস্তিত্বের এই সংজ্ঞা পাশ্চাত্যদেশে যে জানা নেই এমন নয়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ বড় একটা দেখা যায় না। কার্যতঃ সংখ্যাধিক্যই প্রধান বিবেচ্য বিষয়ের উপরেও আধিপত্য করে। যেখানেই আপনি যান, গ্রন্থাগারের কথা উঠলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখবেন প্রশ্ন হবে, 'আপনার গ্রন্থাগার কত বড় ?' (What is the size of your Library ?) ভাবের ঘরে চুরির অবকাশ না রেখে আমাদের দেশে গ্রন্থাগারের সার্থক অস্তিত্বের যথার্থ সংজ্ঞার কার্যকরী স্বীকৃতি দার সত্যই কি সম্ভব নয় ? রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'গৃধ্নুতা মানুষের একটা প্রধান রিপু। একবার যখন সে সংগ্রহ করতে আরম্ভ করে, তখন সংগ্রহের লক্ষ্য সে ভুলে যায়, তাকে সংখ্যার নেশায় পেয়ে বসে। ...সত্যের সম্মান বস্তুর পরিমাণে নয়, একথা মনে থাকে না।' আমার তো মনে হয়, ভ্রান্ত নেশার মোহ কাটিয়ে আমাদের দেশের সনাতন চিন্তা ধারার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমরা যদি আমাদের গ্রন্থাগার জগতে এই সংজ্ঞার বাস্তব স্বীকৃতি দিতে পারি যে, 'গ্রন্থাগারের আকার অপেক্ষা সেখানে সংগৃহীত গ্রন্থাদির প্রকৃতি এবং তার সম্যক সদ্ব্যবহারই গ্রন্থাগারের সার্থক অস্তিত্বের যথার্থ মাপকাঠি, তা'হলে শুধু সত্যকেই সম্মানের আসন দেওয়া হবে না, গ্রন্থাগারের অনেক সমস্যার সহজ সমাধান হবে এবং গ্রন্থাগারের জন্য যে সময়, শক্তি ও অর্থ নিয়োজিত হয় তার অনেক অপচয় নিবারণ হবে এবং ঐ উদ্বৃত্ত সময়, শক্তি ও অর্থ গ্রন্থাগারের সত্যিকারের উন্নতির জন্যে নিয়োগ করা সম্ভব হবে। গ্রন্থাগারের সার্থক অস্তিত্বের এই সংজ্ঞাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারলে গ্রন্থাগার আন্দোলনের যথার্থ হিতসাধন করা হবে বলে আমি মনে করি।

নীতির কথা ছেড়ে দিয়ে এবার গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা ও বিন্যাসের দিক দিয়ে পাশ্চাত্য রীতির সাথে আমাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের সামঞ্জস্য বিধানের কোন অবকাশ আছে কিনা আপনারা বিচার করে দেখতে পারেন। আমাদের দেশ এখনও পল্লী-প্রধান। আজকের দিনের গ্রন্থাগার সাক্ষর, নিরক্ষর, ধনী, কৃষক, শ্রমিক সকল শ্রেণীর লোকের জন্যই জ্ঞান ও আনন্দ পরিবেশনের আবশ্যক ব্যবস্থা রাখতে চায় নিজের তত্ত্বাবধানে। কিছুদিন পূর্বেও এ দেশের পল্লীতে পল্লীতে জ্ঞান, সংস্কৃতি ও আনন্দ পরিবেশন করা হতো যাত্রা, কথকতা, কবি গান ইত্যাদির মাধ্যমে। আমাদের দেশের পল্লী-গ্রন্থাগারের উদ্যোগে ও মাধ্যমে পল্লীর অর্ধশিক্ষিত অথবা নিরক্ষর

লোকদের জন্ত দেশের সেই পুরাণো পরিবেশ সৃষ্টি করা কি একেবারেই অসম্ভব? গ্রাম্য গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র ক'রে পল্লীবাসীর মধ্যে জ্ঞান ও আনন্দ বিতরণের উদ্দেশ্যে পল্লীর নিজস্ব প্রাচীন উপায়গুলিকে আবশ্যকবোধে আধুনিকরূপে পরিবর্তিত ক'রে গ্রহণ ক'রতে পারলে এবং পল্লীবাসীদের সামনে উপস্থিত ক'রতে পারলে গ্রন্থাগারকে পল্লীবাসীদের সকল সম্প্রদায় অধিকতর সহজ ও স্বচ্ছন্দচিত্তে পল্লীর নিজস্ব প্রতিষ্ঠান ব'লে অন্তর দিয়ে গ্রহণ ক'রতে পারবে এবং গ্রন্থাগার স্থাপনের উদ্দেশ্যও সহজে সফল হবে একথা উল্লেখ করা হয়তো বাহুল্য।

'সৎ চিন্তা এবং অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা' (Plain living and high thinking) এ দেশের আদর্শ ছিল। বর্তমান বস্তুতান্ত্রিক জগতে পার্থিব ঐশ্বর্যকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয় এবং সঙ্গতঃ সংগতও নয়। পার্থিব ঐশ্বর্য অর্জনের চেষ্টা সত্ত্বেও তার প্রতি যদি একান্ত আসক্তি না জন্মে তা' হলে মানুষ অনেক ক্ষোভ অনেক দুঃখের হাত থেকে অব্যাহতি পেতে পারে। বস্তুতান্ত্রিক জগতের জাঁকজমক ও জৌলুস সাধারণ মানুষকে অভিভূত করে ফেলে। এই জাঁকজমক ও জৌলুসের আড়ালে আসল বস্তুর পরিচয় অনেক সময় অজ্ঞাত থেকে যায়। পাশ্চাত্য দেশের গ্রন্থাগারের বাহ্যিক জাঁকজমক ও জৌলুসে আকৃষ্ট হয়ে আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায় আমরা যদি সর্বত্র পাশ্চাত্য আদর্শে চলবার চেষ্টা করি তা' হলে আমাদের দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সঠিক পথে পরিচালনা করা হবে কিনা সে বিষয়ে আমার মনে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আমাদের পল্লী গ্রন্থাগারে অথবা সহরের অনেক বিত্তহীন গ্রন্থাগারে পাঠকদের জন্ত ব্যয়বহুল টেবিল, চেয়ার অথবা অন্যান্য দামী আসবাবপত্র রাখা কি একান্তই অপরিহার্য? এদের পরিবর্তে অধিকতর সুলভ মূল্যে দেশীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন করা কি সম্ভব নয়? যেখানে ভাল রাস্তার পর্যন্ত ব্যবস্থা নেই, সেখানে ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগারের জন্ত মোটরচালিত মূল্যবান যানের ব্যবস্থা অপেক্ষা অন্য কোন সুলভ ব্যবস্থা কি অধিকতর বাঞ্ছনীয় নয়? গ্রন্থাগারের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সাজ-সজ্জায় বিদেশী অপেক্ষা দেশীয় প্রথা ও ব্যবস্থার প্রভাব স্থানীয় জনসাধারণের মনে গ্রন্থাগারকে নিজস্ব বস্তু বলে গ্রহণ করবার পক্ষে কি অধিকতর সহায়ক হয় না এবং ব্যয়ের দিক দিয়েও এই ব্যবস্থা কি সুলভতর হয় না? দেশে নানাস্থানে নানা দিক দিয়ে গ্রন্থাগারের আয়োজন ও ব্যবস্থা যাঁরা করছেন তাঁদের সকলের দৃষ্টি এ দিকে আকর্ষণ করি।

গ্রন্থাগার পরিচালনের বিদেশী বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে নানা ক্ষেত্রে আমাদের দেশের বিশেষ সমস্যা বা বাস্তব অবস্থায় উপযোগী করে তোলার প্রয়োজনের কথাও আপনারা ভেবে দেখবেন আশা করি। মোট কথা এতদিন গ্রন্থাগার আন্দোলনের

বিদেশী ধারার স্রোতেই আমরা ভেসে চলেছি। এবার কিছুটা আত্মস্থ হবার সময় এসেছে। বিদেশের যা কিছু ভাল এবং আমাদের গ্রহণযোগ্য তা' গ্রহণে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই বরং পরিপূর্ণ সমর্থন আছে। কিন্তু সংগে সংগে আমাদের নিজেদের নিজস্ব সত্তা, বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ প্রয়োজনের কথা একেবারে ভুলে থাকলে চলবে না। সেদিকেও সজাগ ও পূর্ণ দৃষ্টি রেখে উভয়ের মধ্যে প্রয়োজনমত সামঞ্জস্য সাধন ক'রে আমাদের অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয়—এই আমার অভিমত। আর সেজন্য মাত্র পাশ্চাত্য আদর্শে মোহগ্রস্ত না হ'য়ে প্রাচ্যের এবং বিশেষ ক'রে আমাদের নিজেদের বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ সমস্যার প্রতি অবহিত হবার কথা উল্লেখ করেছি। হয়তো আমার এই ধৃষ্টতার জন্য আমার অনেক উৎসাহী বন্ধুর বিরাগ ভাজন হ'লাম। তাই এবার গ্রন্থাগার আন্দোলনের পাশ্চাত্য প্রবাহের ভাল দিকগুলোর কিছু কিছু যা আমাদের দেশে গ্রহণযোগ্য হ'তে পারে তার কথা উল্লেখ ক'রবো।

বর্তমান যুগের গ্রন্থাগার আর সীমাবদ্ধ লোকের সেবায় আবদ্ধ থাকতে পারেনা। জগদ্ব্যাপী গণচেতনার ফলে গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগের দাবী আজ স্বাভাবিক ও সংগতভাবে দেশের সর্বত্র সর্ব শ্রেণীর মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অনুভূত হ'চ্ছে অথবা অনতিকাল মধ্যে অনুভূত হ'বে। শুধু গ্রন্থের সাহায্যে আজকের এই চাহিদা মিটান সম্ভব নয়। পাশ্চাত্য দেশের যেখানে কার্যতঃ নিরক্ষর ব্যক্তির অস্তিত্ব নেই ব'লে ধ'রে নেওয়া চলে, সেখানেও গ্রন্থ ব্যতীত চক্ষু ও কর্ণেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য আরও নানা বস্তুর সাহায্য নেওয়া হ'চ্ছে গ্রন্থাগারে—বিভিন্ন শ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান ও আনন্দ বিতরণের মাধ্যম হিসেবে। আমাদের দেশে যেখানে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন লোকের বহুগুণ বেশী সেখানে সর্বসাধারণকে গ্রন্থাগারের সুযোগ দিতে হ'লে গ্রন্থ ব্যতীত অন্যান্য বস্তু যথা ফিল্ম, গ্রামোফোন রেকর্ড, ছবির সংগ্রহ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদির সমাবেশের প্রয়োজন আরও বেশী। এদিক দিয়ে আমরা এখনও বেশীদূর অগ্রসর হ'তে পারিনি। আধুনিক গ্রন্থাগারের নানা-বিধ সাজ সরঞ্জাম ও উপায় যে পরিমাণে ও যেভাবে আমাদের গ্রহণ করা সম্ভব তা'র জন্য এখন হ'তেই অনুসন্ধান ও প্রস্তুতি প্রয়োজন—যদি গণতান্ত্রিক গ্রন্থাগারের সাফল্য আমাদের কাম্য হয়।

বিভিন্ন স্তরে ও বিভিন্ন ভাবে পারস্পরিক সাহায্য ও লেন-দেনের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে পাশ্চাত্যের ধনীর দেশের গ্রন্থাগারে। আমাদের দেশের মত দরিদ্র দেশে কত রকম ভাবে পারস্পরিক সাহায্যের লেনদেনের ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের মধ্যে তা' নির্ণয় ক'রে তদ্বিষয়ে আবশ্যক ব্যবস্থা অবলম্বনের চেষ্টা

ক'রলে তা' সময়োপযোগী হ'বে এবং এদেশে গ্রন্থাগারের যাবতীয় জনসেবার আয়োজন দ্রুত পরিপুষ্ট হ'বে ব'লে মনে করি। এ বিষয়ে আপনারা অবকাশমত চিন্তা ও আলোচনা ক'রে ব্যবস্থা ক'রলে গ্রন্থাগার আন্দোলন সার্থকতার পথে এগিয়ে যাবে সন্দেহ নেই।

সমাজের সকল স্তরের ও সর্বশ্রেণীর লোককে গ্রন্থাগারের সুযোগ দিতে হ'লে অন্ধদের গ্রন্থাগার, হাঁসপাতালের গ্রন্থাগার, গৃহাভ্যন্তরে শয্যাগত রোগী বা অশক্তের গ্রন্থাগার, ছোট শিশুদের গ্রন্থাগার, কিশোর বয়স্কদের গ্রন্থাগার, কয়েদীর গ্রন্থাগার, কৃষক ও শ্রমিকের গ্রন্থাগার, নিরক্ষর এবং সবেমাত্র অক্ষর-জ্ঞান লাভ ক'রেছে এমন লোকের গ্রন্থাগার, নারী সম্প্রদায়ের গ্রন্থাগার ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের ও প্রকৃতির যে অসংখ্য গ্রন্থাগার গ্রন্থাগার-আন্দোলনে অগ্রগামী দেশ সমূহে স্থাপিত হ'য়েছে সেরকমের গ্রন্থাগার আমাদের দেশের উপযোগী ক'রে স্থাপন করা যে প্রয়োজন একথা বলা বাহুল্য। দেশ স্বাধীন হবার পর কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে দেশকে যুগপৎ সমৃদ্ধ করার চেষ্টা হ'চ্ছে। এই প্রচেষ্টাকে সার্থক রূপ দিতে হ'লে দেশের চারিদিকে এই সব বিশেষ ক্ষেত্রের উপযুক্ত গ্রন্থাগার স্থাপন করা আবশ্যক এবং সেখানে ঐ সব বিশেষ বিশেষ বিষয়ের উপযুক্ত পুস্তক পত্রিকাদি রাখা প্রয়োজন যাতে ঐ সব বিষয়ে নিযুক্ত অনুরাগী ও আগ্রহশীল ব্যক্তি নিজ নিজ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় সকল সংবাদ অনায়াসে সংগ্রহ ক'রতে পারেন এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রে গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদির সাহায্য পেতে পারেন। গ্রন্থাগার আজ শুধু শিক্ষা, সংস্কৃতি ও আনন্দ পরিবেশনের প্রতিষ্ঠান নয়, দেশ ও সমাজ গঠনের সর্বপ্রচেষ্টার সহায়ক প্রতিষ্ঠানও বটে। একারণ দেশ ও জাতির জীবনে গ্রন্থাগারের মূল্য আজ অপরিসীম। কাজেই দেশব্যাপী সর্বাত্মক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিকল্পনা রচনা ও তাকে বাস্তব রূপ দান করার সময় উপস্থিত হ'য়েছে। গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হ'লে যে সকল শক্তি ও উপাদান ও পরিবেশের সমন্বয়ের উপর গ্রন্থাগারের অগ্রগতি নির্ভর ক'রে তা'র প্রতিটি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বিচার ও বিশ্লেষণ ক'রে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ণয় করা প্রয়োজন হ'য়েছে। এই সম্মেলনে এ বিষয়ে আলোচনা হ'বে এবং সম্ভবতঃ সম্ভব-মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হ'বে একথা জেনে আনন্দিত হ'য়েছি।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের সাফল্যের নিমিত্ত নানাদিকে করণীয় বহু উল্লেখযোগ্য কাজ আছে যা এখন এদেশে আদৌ অথবা যথাযথ ভাবে আরম্ভ করা হয়নি। এ ধরণের কাজগুলা সমস্তই যে গ্রন্থাগার বা গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রতিষ্ঠানের করণীয় এমন নয়—কিন্তু এদের অভাব অথবা এতৎসম্পর্কে অসন্তোষজনক পরিস্থিতি

গ্রন্থাগারের যথোচিত ব্যবহার অথবা গ্রন্থাগার আন্দোলনের গতিকে ব্যাহত করছে। ইতস্তত: দু'একটা বিষয়ের উল্লেখ একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হ'বে না ব'লে আশা করি।

এদেশে যেসব বই নিয়ত প্রকাশ হ'চ্ছে তার হদিশ পাবার ,কোন সহজ উপায় নেই। বিভিন্ন বিষয়ে প্রকাশিত সুনির্বাচিত গ্রন্থের সন্ধান পাবার উপায়ের কথাতো ছেড়েই দেওয়া যায়।

গ্রন্থাগারের পক্ষে প্রয়োজনীয় সংবাদ সহ এদেশে প্রকাশিত গ্রন্থের বিবরণের অভাব প্রতিটি গ্রন্থাগারে প্রতিদিন বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে প্রস্তাবিত জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশের আয়োজন সম্পূর্ণ হলে এ বিষয়ে একটা বড় অভাব পূরণ হবে—এটাই এখন আশার কথা। সরকারী পরিকল্পনায় এইভাবে প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের বিবরণ গ্রন্থ প্রকাশের পর অতি দ্রুত এই পঞ্জীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রচারিত হবার ব্যবস্থা হবে—ইহাই আমরা আশা করি। জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী ব্যতীত বিভিন্ন বিষয়ে নির্বাচিত গ্রন্থতালিকা নিয়মিতভাবে প্রকাশের কোন ব্যবস্থা হলে বহু গ্রন্থাগার ও গ্রন্থানুরাগী ব্যক্তির উপকার হয়। বংগীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বাংলা গ্রন্থ সম্বন্ধে এ বিষয়ে কখন কখন কিছু কিছু কাজ করেছেন বা করছেন। কিন্তু এ বিষয়ে কোন স্থায়ী বা নিয়মিত ব্যবস্থা নেই।

সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় কত মূল্যবান রচনা আত্মগোপন করে থাকে। সাময়িক পত্রের সূচী প্রণয়ন ও প্রকাশের কোন সন্তোষজনক স্থায়ী ব্যবস্থা হলে দেশের আর একটা বড় অভাব পূরণ হবে। সরকারী সাহায্য বা উদ্যোগ ব্যতীত দেশের বর্তমান অবস্থায় আর কারও পক্ষে এই কাজে হাত্ দিয়ে সফল হওয়া কঠিন। নিয়মিত সরকারী সাহায্য পেলে বংগীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষে হয়তো এ কাজের দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব হতে পারে।

দেশের অনেক প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির কাছে এমন অনেক গ্রন্থাদি থাকা সম্ভব যা' তাঁদের নিজের বিশেষ কোন কাজে আসে না—অথচ কোন গ্রন্থাগারে তাদের প্রয়োজন থাকতে পারে। কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি ঐ ধরণের গ্রন্থাদি বিতরণ করতে ইচ্ছুক হ'লে কোন গ্রন্থাগারে তার প্রয়োজন থাকতে পারে তা' নির্ধারণ করার জন্যে অথবা গ্রন্থগুলি উপযুক্ত স্থানে পৌঁছুবার জন্যে একটা যোগাযোগের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। আমাদের দেশে এখন সে রকম কোন ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। ব্রিটিশ ন্যাশনাল বুক সেন্টার (British National Book Centre) অথবা ইউনাইটেড ষ্টেট্স্ বুক এক্সচেঞ্জ করপোরেশন (United States Book Exchange Corporation) এর মত আমাদের দেশের উপযোগী কোন প্রতিষ্ঠান শীঘ্র গড়ে না উঠলে ও দেশের সর্বত্র বিচ্ছিন্নভাবে বিরাজমান গ্রন্থাগারগুলোর সুবিধার

জন্ত গ্রন্থাগার পরিষদের মত কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব কিনা তা' এ বিষয়ে উৎসাহী ব্যক্তিরা আলোচনা করে দেখতে পারেন।

পাশ্চাত্য দেশের মত এদেশেও উল্লেখযোগ্য এবং বড় বড় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত গ্রন্থাদির সম্মিলিত গ্রন্থসূচী (Union Catalogue) প্রণয়নের স্থায়ী কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব কিনা তা'ও ভেবে দেখার মত বিষয়। সম্ভব হ'লে অনেকেই উপকৃত হবেন সন্দেহ নেই। বর্তমান যুগোপযোগী বাহিত ব্যবস্থার ফিরিস্তি দীর্ঘতর না ক'রে এবার অন্ত বিষয়ে দু'একটা কথা ব'লতে চাই।

কয়েক বৎসর পূর্ব পর্যন্ত আমাদের দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রধানতঃ বেসরকারী উদ্যোগে পরিচালিত হ'য়েছে এবং গত কয়েক বৎসর যাবৎ এবিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার সমূহ কিছুটা উদ্যোগী হ'য়েছেন একথা পূর্বে উল্লেখ করা হ'য়েছে। বেসরকারী প্রচেষ্টার স্বতঃস্ফূর্ত নিষ্ঠা, উদ্যম এবং আন্তরিকতার অভাব ছিল না। পক্ষান্তরে এই প্রচেষ্টার স্থায়িত্বের নিশ্চয়তার অভাব এবং অর্থসংগতির দৈন্য পরিস্ফুট ছিল। সরকারী প্রচেষ্টায় এই অনিশ্চয়তার সম্ভাবনা অনেক কম। কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যম এবং আন্তরিকতার নিশ্চয়তা সবসময়ে থাকা সম্ভব নয়। সরকারী নীতি কার্যকরী করার জন্ত নিযুক্ত ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গী, গ্রন্থাগারের প্রতি মমত্ববোধ এবং ব্যক্তিগত খেয়ালের উপর গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অগ্রগতি বহুলাংশে নির্ভরশীল হ'তে বাধ্য। গ্রন্থাগার সম্পর্কীয় ব্যবস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত করার আর একটা সম্ভাব্য অসুবিধা আছে। বর্তমান গণতন্ত্রের যুগে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব আইন সভার গরিষ্ঠ রাজনৈতিক দলের উপর বর্তায়। সব সময়ে একই দলের আয়ত্তে এই কর্তৃত্ব থাকবে এমন কথা নেই। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দলের হাতে রাষ্ট্র পরিচালন ক্ষমতা আসতে পারে। গ্রন্থাগার এমন একটা প্রতিষ্ঠান যার প্রসার ও পরিচালনের জন্ত রাজনৈতিক দল নিরপেক্ষ একটা দীর্ঘস্থায়ী অব্যাহত নীতি নির্ধারণ ও অনুসরণ করা প্রয়োজন। বিভিন্ন সময়ে শাসন ক্ষমতা বিভিন্ন দলের করায়ত্ত হ'লে এবং তার ফলে গ্রন্থাগার সম্পর্কীয় সরকারী নীতির ঘন ঘন পরিবর্তন হ'লে অথবা ক্ষমতায় আসীন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিজ নিজ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত গ্রন্থাগার সমূহকে ব্যবহার ক'রলে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সমূহ অনিষ্ট হবার সম্ভাবনা। সম্পূর্ণ বেসরকারী তত্ত্বাবধানে পরিচালিত অথবা সরকারী ব্যবস্থায় পরিচালিত উভয়বিধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ভাল ও মন্দ দু' দিক আছে। উভয় ব্যবস্থার মন্দ দিকের সম্ভাবনাকে বর্জন ক'রে এবং ভাল দিকের সুবিধাকে গ্রহণ ক'রে গ্রন্থাগার সম্পর্কীয় নীতি নির্ধারণ ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার তত্ত্বাবধানের জন্ত সংখ্যালঘিষ্ঠ সরকারী এবং রাজনৈতিক দল নিরপেক্ষ

গ্রন্থাগার সম্পর্কীয় প্রতিনিধিমূলক সংখ্যাগরিষ্ঠ বেসরকারী সদস্য সমন্বিত কোন স্থায়ী সংস্থা গঠন করাই বোধ হয় বর্তমান অবস্থায় এই সমস্যা সমাধানের প্রকৃষ্ট উপায়। গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা স্থায়ী ও সুনিশ্চিতভাবে চালু রাখার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ ক'রে তার সাহায্যে ঐ অর্থ সংগ্রহ করার মত অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত সরকারী তহবিল হ'তে ঐ বাবদ পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দের নিশ্চয়তা থাকা বিধেয়। সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সাথে বিশদভাবে আলাপ আলোচনার পর এ বিষয়ে একটা নির্দিষ্ট নীতি নির্ধারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের জন্য বহুদিনের বিচ্ছিন্ন বেসরকারী প্রচেষ্টা ও সাম্প্রতিক কালের রাজ্য-সরকারের উদ্যম ব্যতীত গত অন্যূন ত্রিশ বৎসর যাবৎ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। ত্রুটি মানুষ বা মানুষের গড়া প্রতিষ্ঠানের থাকা সব সময়েই সম্ভব। সে হিসেবে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্য-কলাপে হয়তো ত্রুটি থাকতে পারে। কিন্তু নানা উত্থানপতনের মধ্যদিয়ে বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম ক'রে এবং দারিদ্র্যের কশাঘাত সহ্য ক'রেও নিজের আত্মসম্মান ও স্বাধীন সত্তাকে জাগ্রত রেখে বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসারের জন্য গত ত্রিশ বৎসর যাবৎ অসাধারণ ধৈর্য্য ও নিষ্ঠা সহকারে এই স্বেচ্ছামূলক ভাবে গঠিত পরিষদ যে পরিশ্রম ও কার্য ক'রে এসেছেন এস্থলে তার উল্লেখ না ক'রলে আমার কর্তব্যের হানি হ'বে বলে মনে করি। এই পরিষদের গঠনতান্ত্রিক কোন কোন ব্যবস্থা এর নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিক কাজের পক্ষে অসুবিধাজনক ব'লে আমার বিশ্বাস। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে পরিষদের গঠনতন্ত্রের বিধানমত নির্বাচিত কর্মীদল কার্যতঃ এক বৎসরের অনেক কম সময়ের জন্যে কর্মরত থাকতে পারেন। অধিকতর দীর্ঘকালের জন্য এক এক দল কর্মীকে একটানা কাজ করার সুযোগ না দিলে অল্প সময়ের মধ্যে পুনঃ পুনঃ কর্মীদল বদলের সম্ভাবনা কাজের অগ্রগতি ও ধারাবাহিকতার পথে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে বলে আমার ধারণা। এক এক দল কর্মীর কার্যকাল সুনিশ্চিতভাবে দীর্ঘতর করা সম্ভব ও সংগত কিনা পরিষদের সভ্যেরা তা' ভেবে দেখতে পারেন।

বাংলা দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ যে সচেষ্ট থাকবেন এটা পরিষদের পক্ষে স্বাভাবিক ও সঙ্গত কাজ। বেসরকারী প্রচেষ্টায় এপর্যন্ত গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসারে বাংলাদেশ ভারতবর্ষের মধ্যে এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। বাংলা দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের অগ্রগতির মূলে বাংলা দেশের শিক্ষিত জনসাধারণের আগ্রহ এবং গ্রন্থাগার পরিষদের প্রচেষ্টা ব্যতীত সংবাদপত্র সমূহের সহযোগিতার দানও অনস্বীকার্য। বাংলাদেশেও সংবাদপত্রসমূহ গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসার কল্পে

সকল প্রচেষ্টাকে এপর্যন্ত যেরূপ অকুণ্ঠিত চিত্তে এবং অকৃপণ ভাবে সাহায্য ক'রে এসেছেন তার জন্য তাঁরা গ্রন্থাগার আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট সকলের অশেষ ধন্যবাদার্হ।

পরিশেষে আমার সহকর্মী ও সহপন্থী বন্ধুদের অর্থাৎ যাঁরা বৃত্তি হিসেবে গ্রন্থাগারিকের কাজ গ্রহণ করেছেন তাঁদের উদ্দেশ্যে দু'এক কথা নিবেদন ক'রে আমার বক্তব্য শেষ ক'রবো। বৃত্তি হিসেবে গ্রন্থাগারিকের বৃত্তি আমাদের দেশে এখন তার উপযুক্ত মর্যাদা লাভ করেনি। তবে গ্রন্থাগারিকের বৃত্তি যে একটা বিশেষ বৃত্তি সে বিষয়ে ক্রমে সর্বত্র একটা সচেতন মনোভাবের সৃষ্টি হ'চ্ছে। গ্রন্থাগারিকদের নিজেদের কার্যকলাপের উপর এই বৃত্তির মর্যাদা বৃদ্ধির প্রশ্ন বহুল পরিমাণে নির্ভরশীল। যে পরিবেশ ও যে সুযোগ সুবিধার মধ্যে কাজ করার অধিকার পেলে আপনারা, অর্থাৎ আমার গ্রন্থাগারিক বন্ধুরা, আপনাদের কাজের মূল্য সম্বন্ধে অপরকে অধিকতর সহজে অবহিত ক'রতে পারেন সে পরিবেশ বা সুযোগ সুবিধা আপনাদের অনেকের নেই একথা আমি জানি। বর্তমান যুগের গ্রন্থাগার যে নানা জটিল ও বিচিত্র অবস্থার সম্মুখীন সে সম্বন্ধে অবহিত বা সচেতন না থেকে অনেকে আপনাদের কাছ থেকে অযৌক্তিকভাবে এমন বহু বিষয়ের প্রত্যাশা করেন বা বাস্তব অবস্থার বিবেচনায় আপনাদের পক্ষে মিটান সম্ভব নয়, একথা আমি জানি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপনাদের পারিশ্রমিক অপ্রতুল ইহাও সত্য কথা। এরকম অবস্থায় অনেকের মনে এই বৃত্তি সম্বন্ধে বিরক্তি ও হতাশার সঞ্চার হওয়া স্বাভাবিক; কিন্তু আমি আপনাদের ব'লব পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে ধৈর্য না হারিয়ে আপনারা সংঘবদ্ধ হোন। সংঘবদ্ধভাবে আপনাদের বৃত্তির উন্নতি সাধনের চেষ্টা করুন। সঙ্গে সঙ্গে একথাও ব'লবো গ্রন্থাগারিকের বৃত্তি অবলম্বন ক'রতে হ'লে জনসেবার মনোবৃত্তি না নিয়ে মাত্র অর্থকরী বৃত্তি হিসেবে এবৃত্তি গ্রহণ করলে জীবনে ব্যর্থতা ও পরাজয়কে অবশ্যই বরণ ক'রতে হবে। বর্তমান জগতে অর্থোপার্জনের বিষয়ে নির্বিকার থাকা সম্ভব নয়। অপ্রতুল আয়ের কথা চিন্তা ক'রে সংঘবদ্ধভাবে অর্থাগম বৃদ্ধির চেষ্টা অথবা বৃত্তির মর্যাদা বৃদ্ধির চেষ্টা করা গ্রন্থাগারিকের পক্ষে আদৌ অন্যায় নয়। বরং বর্তমানে সেই পথই প্রকৃষ্ট পথ। কিন্তু গ্রন্থাগারিকের বৃত্তি অবলম্বন ক'রতে হ'লে জনসেবাকেই জীবনের প্রধান ব্রত ব'লে গ্রহণ ক'রতে হবে এবং মনকে সেজন্য সম্ভবপর সকল অবস্থার সম্মুখীন হবার জন্যে প্রস্তুত ক'রতে ও রা'খতে হবে। 'যেন বরিষার নিজেরা মাগিয়া দেয় বৃষ্টিধার',—বর্ষার মেঘের এই আদর্শ নিজের জীবনে গ্রহণ ক'রতে হবে গ্রন্থাগারিককে, তবেই তার গ্রন্থাগারিকের বৃত্তি গ্রহণ করা সার্থক হবে। এই সেবা ধর্মের আদর্শ পুরোভাগে রেখে আপনারা সংঘবদ্ধ হোন—আপনাদের সাফল্যলাভের পথ সহজ হবে।

সম্মেলনে বিভিন্ন দলের আলোচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণী

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ হইতে ৮ম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে আলোচনার নিমিত্ত একটি পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ রচিত হইয়াছিল। "পশ্চিম বঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ" শীর্ষক এই প্রবন্ধ 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার বৈশাখ (১৩৬৩) সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। সম্মেলনে যোগদানকারী প্রতিনিধিগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া প্রবন্ধের বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করিয়া ৪ই দিবসব্যাপী আলোচনা করেন। বিভিন্ন দলের সুপারিশের একটি একত্রিত সংক্ষিপ্তসার নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রবন্ধের প্রথম বক্তব্য ছিল :—"**কোন্ ধরনের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আমাদের কাম্য? আমাদের বর্তমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সেই লক্ষ্য হইতে কত দূরে এবং কেন? সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথ কি?**"

বিভিন্ন সুপারিশে এই অভিমত প্রকাশিত হয় যে দেশের সর্বাঙ্গীন কল্যাণের জন্য এমন গ্রন্থাগার ব্যবস্থা স্থাপন প্রয়োজন :

(ক) যাহা স্ত্রী-পুরুষ, সাক্ষর-নিরক্ষর, ধনী-নির্ধন—সকল বয়সের ও সকল শ্রেণীর লোকই ব্যবহার করিতে সক্ষম ;

(খ) যাহার মাধ্যমে নিজের সুবিধামত, নিজের সাধ্যমত এবং নিজের রুচিমত নিজেকে গড়িয়া তোলার সুযোগ দেশের প্রতিটি মানুষের নিকট সমভাবে উন্মুক্ত ;

(গ) জাতীয় ধনভাণ্ডার (Public Funds) হইতে যাহার ব্যয় নির্বাহিত হয়।

বিভিন্ন সুপারিশে এই অভিমত প্রকাশিত হয় যে—দেশের বর্তমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এই লক্ষ্য হইতে অনেক দূরে। দেশের সাক্ষর লোকের সংখ্যা ২৪·৫ শতাংশ মাত্র ; এবং এই অল্প জনসংখ্যার এক মুষ্টিমেয় অংশমাত্র গ্রন্থাগার ব্যবহার করেন। অবশিষ্ট সাক্ষর জনগণকে গ্রন্থাগারে আকৃষ্ট করার কোনও ব্যবস্থা নাই বলিলেই চলে। অধিকন্তু চাঁদা দেওয়া বা বইয়ের দাম জমা রাখার প্রশ্ন থাকায় গ্রন্থাগারগুলির ব্যবহার আরও সীমিত। অল্প শিক্ষিত ও সদ্যঃসাক্ষরদের পড়িবার উপযোগী গ্রন্থের একান্ত অভাব রহিয়াছে ; গ্রন্থাগারে এই শ্রেণীর পাঠকদের জন্য বিশেষ পরিবেশ সৃষ্টি করার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নাই। দেশের জনসাধারণের যে বিরাট অংশ নিরক্ষর তাঁহাদের নিকট বর্তমান গ্রন্থাগার-ব্যবস্থা নিতান্তই মূল্যহীন।

শিশু এবং মহিলা পাঠক প্রায়শঃই অবহেলিত ; গ্রন্থাগার তাহাদের মনে কোনই আকর্ষণ সৃষ্টি করিতে পারে না।

বিভিন্ন সুপারিশে এই অভিমত প্রকাশিত হয় যে—গ্রন্থাগার ব্যবস্থার এই অসন্তোষজনক অবস্থার জন্য মূলতঃ দায়ী :—

(ক) দেশব্যাপী বিরাট নিরক্ষরতা

(খ) গ্রন্থাগারগুলির আর্থিক অস্বচ্ছলতা

(গ) অসংগঠন এবং সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টার মধ্যে যোগাযোগ ও সমন্বয়ের অভাব।

(ক) নিরক্ষরতার বাধা দূরীকরণের জন্য : বিভিন্ন সুপারিশে এই অভিমত প্রকাশিত হয় যে, নিরক্ষরতা দূরীকরণ সম্পর্কে বর্তমানে প্রচলিত ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নহে। গ্রন্থাগারগুলি নিরক্ষরতা দূরীকরণের মূল দায়িত্ব গ্রহণ না করিলে স্থায়ী ফললাভ কখনই সম্ভব হইবে না।

নিরক্ষরতার প্রাথমিক বাধাকে দূরীভূত করার জন্য গ্রন্থাগারগুলির এই কেন্দ্রিকতার রূপ প্রয়োজনানুযায়ী পরিবর্তন করিতে হইবে। পুস্তক লেন-দেন ছাড়াও সকল প্রকার শিক্ষা-সংস্কৃতিমূলক কর্মের কেন্দ্ররূপে গ্রন্থাগারগুলিকে গড়িয়া তুলিতে হইবে।

সদ্যঃসাক্ষর এবং নিরক্ষরদের জন্য প্রতিটি গ্রন্থাগারে বিকল্প পাঠ্য ব্যবস্থা যথা স্থানীয় লোক-গাথা, লোক-নৃত্য, যাত্রাগান, কথকতা ইত্যাদিকে যুগোপযোগী ছাঁচে ঢালিয়া পরিবেশনের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। এই সকল আনন্দদায়ক অথচ শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনসাধারণকে গ্রন্থাগারের প্রতি আকৃষ্ট করা সহজে সম্ভব হইবে।

সদ্যঃসাক্ষরগণ তাঁহাদের নব-লব্ধ অক্ষরজ্ঞান ভুলিয়া যাহাতে পুনরায় নিরক্ষর পর্যায়ে নামিয়া না যান তাহার জন্য একদিকে যেমন প্রাচীর-পত্র, হাতেলেখা পত্রিকা প্রভৃতি বিকল্প পাঠ্য ব্যবস্থার আয়োজন রাখিতে হইবে, অপর দিকে তেমনই তাঁহাদের উপযোগী পুস্তক প্রণয়ন করিতে হইবে। বর্তমানে যে-জাতীয় পুস্তক ও ব্যবস্থার মাধ্যমে এই ত্রুটী দূরীকরণের ব্যবস্থা হইতেছে তাহা কেবলমাত্র অপ্রতুলই নয় কোনও কোনও ক্ষেত্রে অসঙ্গতও বটে। এই কাজে অভিজ্ঞ কর্মী ও সংস্থার পরামর্শ এবং-গ্রন্থকার, গ্রন্থাগারিক, প্রকাশক ও সরকারের পারস্পরিক সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক।

(খ) আর্থিক অচ্ছলতা দূরীকরণের জন্য :—

চাঁদা নেওয়া এবং বইয়ের দাম জমা রাখার পদ্ধতি অপসারিত করিতে না পারিলে জনসাধারণকে গ্রন্থাগারের প্রতি আকৃষ্ট করা কষ্টকর। গ্রন্থাগারগুলির আর্থিক দায়িত্ব সরকার এবং স্বায়ত্বশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিকে অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী ধীরে ধীরে এই কাজে অগ্রসর হইতে হইবে। নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ধাপে ধাপে প্রবর্তন করিবার সময় চাঁদায়-চলা গ্রন্থাগারগুলির সঙ্গে যাহাতে নতুন ব্যবস্থার সংঘাত সৃষ্টি না হয় সরকারকে সেই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

গ্রন্থাগারগুলির আর্থিক দায়িত্ব পূর্ণভাবে গ্রহণের নিমিত্ত জাতীয়, প্রাদেশিক, স্থানীয় অথবা ঐগুলির সমবায়ে গঠিত "গ্রন্থাগার তহবিল" সৃষ্টি ব্যতীত স্থায়ীভাবে সার্বজনীন নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা স্থাপন সম্ভব নহে।

কোনও কোনও প্রতিনিধি সরকারের বর্তমান অর্থ-বণ্টন ব্যবস্থার গুরুতর ত্রুটীর উল্লেখ করেন। তাঁহাদের মতে গ্রন্থাগারে আর্থিক সাহায্য বণ্টন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সুপারিশ অনুযায়ী করা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

(গ) অসংগঠনকে দূরীভূত করার জন্য :—

বিভিন্ন সুপারিশে এই অভিমত প্রকাশিত হয় যে—গ্রন্থাগারগুলির অবৈজ্ঞানিক পরিচালন-ব্যবস্থা এবং পারস্পরিক সহযোগিতার অভাব সামগ্রিক গ্রন্থাগার উন্নয়নকে ব্যাহত করিতেছে। ন্যূনতম সময়ের মধ্যে পাঠকের দাবীকে তৃপ্ত করিতে হইলে, তাঁহার গ্রন্থাগার ব্যবহারের উৎসাহকে বাড়াইয়া তুলিতে হইলে, পুস্তক ক্রয় ও আনুসঙ্গিক খরচের অপব্যয়কে রোধ করিতে হইলে একদিকে গ্রন্থাগারগুলির আভ্যন্তরীণ পরিচালন ব্যবস্থা বিজ্ঞানসম্মত করিয়া তোলা যেমন একান্ত প্রয়োজন, অপরদিকে তেমনই প্রয়োজন গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে এক সুদৃঢ় সমবায় ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ-নির্দ্দেশিত পন্থায় আঞ্চলিক ভিত্তিতে পল্লী-গ্রন্থাগার গুলিকে সংগঠিত করিয়া প্রতিটি আঞ্চলিক সংস্থা হইতে অন্ততঃ একজন করিয়া প্রতিনিধিকে অবিলম্বে সরকারী ব্যয়ে গ্রন্থাগার-পরিচালন বিষয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ দিতে হইবে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রবর্তিত শিক্ষা-শিবির যাহাতে আরও ব্যাপকভাবে পরিচালিত হইতে পারে তজ্জন্য উক্ত পরিষদকে প্রয়োজনীয়

অর্থ সাহায্য অবিলম্বে মঞ্জুর করা সরকারের কর্তব্য। যে সকল গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের গ্রন্থাগারকে বৈজ্ঞানিকপদ্ধতিতে সংগঠিত করিতে চাহেন তাঁহাদিগকে এতদুদ্দেশ্য কার্যকরী করিবার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য করিতে হইবে।

কোনও কোনও প্রতিনিধি সরকার প্রবর্তিত জেলা গ্রন্থাগার সংগঠন সমিতির ত্রুটিপূর্ণ গঠনপদ্ধতির সমালোচনা করেন। তাঁহারা বলেন যে—এই সকল সংস্থা সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গঠিত না হইলে, এবং গ্রন্থাগারগুলির যথাযথ প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা না থাকিলে কোনও গ্রন্থাগার পরিকল্পনাই সুষ্ঠুভাবে কার্যকরী করা সম্ভব নহে। বিভিন্ন সুপারিশে এই অভিমত প্রকাশিত হয় যে—সরকারের যাবতীয় গ্রন্থাগার পরিকল্পনা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে এবং বিশেষজ্ঞগণকে জানাইতে হইবে। তাঁহাদের অভিমত বিচার-বিবেচনা করিবার পর ঐ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে।

মূল প্রবন্ধের দ্বিতীয় বক্তব্য ছিল : **"গ্রন্থাগার-ব্যবস্থার এই বিরাট পরিবর্তন সাধনের জন্য কি ধরণের কর্মীর প্রয়োজন ? প্রয়োজনানুযায়ী কর্মীদল সৃষ্টির দ্রুততম পথ কি ?**

বিভিন্ন সুপারিশে এই অভিমত প্রকাশিত হয় যে :

(ক) আমাদের দেশে গ্রন্থাগার সংগঠন ও সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মী নাই। কিন্তু গ্রন্থাগারিক বৃত্তি অবলম্বনের জন্য উপযুক্ত সুযোগ সৃষ্টি না হইলে উচ্চতর মানের শিক্ষা লাভের জন্য প্রকৃত যোগ্য লোককে আকৃষ্ট করার সম্ভাবনা কম। অতএব সরকারী-দপ্তর, স্কুল-কলেজ, বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির পক্ষ হইতে তাহাদের নিজেদের স্বার্থে উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারকর্মী নিয়োগদ্বারা উন্নততর গ্রন্থাগার-ব্যবস্থা প্রবর্তন করা উচিত।

(খ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বর্তমানে প্রচলিত ডিপ্লোমা কোর্স ব্যতীত ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তন করা এবং স্নাতকোত্তর গবেষণার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

(গ) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক বর্তমানে পরিচালিত সার্টিফিকেট কোর্স ছাড়াও মাঝে মাঝে রিফ্রেসার কোর্স, সেমিনার, বক্তৃতামালা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

(ঘ) গ্রন্থাগারিক শিক্ষাক্ষেত্রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ঘনিষ্ট যোগাযোগ স্থাপন বাঞ্ছনীয়।

(ঙ) গ্রামাঞ্চলে এবং অন্যান্য ছোট ছোট গ্রন্থাগার পরিচালনে উপযুক্ত কর্মী সৃষ্টি করিবার জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ যে স্বল্পকালীন শিবির শিক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছেন তাহা খুবই সময়োপযোগী। বিভিন্ন জেলা সংস্থার নিজেদের স্বার্থে পরিষদের এই কর্মসূচীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা করা আবশ্যক।

(চ) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের এই শিবির শিক্ষণ পরিকল্পনা যাহাতে আরও ব্যাপকভাবে পরিচালিত হইতে পারে তজ্জন্য সরকারের পক্ষ হইতে পরিষদকে প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য এবং সহযোগিতা দান একান্ত প্রয়োজন।

(ছ) দেখা গিয়াছে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে গ্রন্থাগারগুলিকে পরিচালিত করিবার জন্য যে সমস্ত উপকরণাদি ব্যবহারের সুপারিশ করা হয় প্রারম্ভিক অর্থের অভাবে অনেক গ্রন্থাগারের পক্ষে সেগুলি সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকযুক্ত গ্রন্থাগারগুলিকে এই উদ্দেশ্যে এককালীন অর্থ সাহায্য করিলে গ্রন্থাগারগুলির সংগঠনে সার্থক সহায়তা করা হইবে; এবং এককালীন এই অর্থ ব্যয় ভবিষ্যতের অসংগঠনজনিত বহু অপব্যয়কে রোধ করিবে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষে উপযুক্ত ধরণের সুলভ উপকরণের মাপ নির্ধারিত করিয়া তাহা পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা উচিত।

মূল প্রবন্ধের তৃতীয় বক্তব্য ছিল : **গ্রন্থাগার উন্নয়ণের সমগ্র প্রচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া তাহাকে স্থিরভাবে লক্ষ্যাভিমুখী করার দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন কাহারা? কি ভাবে কর্মপদ্ধতি নির্ধারিত হইবে?"**

বিভিন্ন দলের সুপারিশে এই অভিমত ব্যক্ত হয় যে গ্রন্থাগার সংগঠনের প্রতিক্ষেত্রেই গ্রন্থাগারকর্মী, সমাজ-সেবাকর্মী, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ্ ও সরকারী প্রতিনিধিদের সম্পূর্ণ সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য অবিলম্বে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার পরিচালন সংস্থা (Autonomous State Library Authority) গঠিত হওয়া প্রয়োজন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং জেলা-গ্রন্থাগার পরিষদগুলির প্রতিনিধি, গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ্, বিশ্ববিদ্যালয়, মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ এবং সরকারের প্রতিনিধি লইয়া এই কেন্দ্রীয় সংস্থা গঠিত হইবে। রাজ্যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার যাবতীয় নীতি-নির্ধারণ এবং কর্মপদ্ধতি পুনরায় সম্পূর্ণরূপে এই সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবে।

জেলা-গ্রন্থাগার সংগঠনে, এমন কি মহকুমা ও থানা গ্রন্থাগার সংগঠনেও পরিচালক সমিতি এমনভাবে গঠিত হওয়া উচিত যাহাতে প্রত্যেক সমিতিতে বঙ্গীয়

গ্রন্থাগার পরিষদ-মনোনীত গ্রন্থাগার-বিশেষজ্ঞ এবং স্থানীয় শিক্ষাবিদ্, সমাজ-সেবাকর্মী ও গ্রন্থাগার কর্মীগণের যথাযোগ্য প্রতিনিধিত্ব থাকে। সম্পূর্ণ প্রতিনিধিত্বমূলক এই সকল পরিচালক সমিতিই কেন্দ্রীয় সংস্থার নির্দ্দেশানুযায়ী নিজ নিজ এলাকার যাবতীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিবেন।

এই পদ্ধতিতে সুষ্ঠুভাবে গ্রন্থাগার-ব্যবস্থা পরিচালনা করিতে হইলে অবিলম্বে একটি নিয়মাবলীর খসড়া রচিত হওয়া আবশ্যক। এই নিয়মাবলীর খসড়া প্রস্তুত করিয়া প্রয়োজনীয় সরকারী অনুমোদন সংগ্রহের দায়িত্ব বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকেই গ্রহণ করিতে হইবে।

গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে সর্বপ্রকার সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টাকে সুসমন্বিত করার জন্য, স্থায়ী 'গ্রন্থাগার তহবিল' সৃষ্টির জন্য এবং সমগ্রভাবে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণের জন্য জনমতের কষ্টি পাথরে বিচার করা গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে।

জনসাধারণ, গ্রন্থাগারকর্মী ও আইনসভার সদস্যদের সহিত আলোচনা করিয়া যথাযোগ্য গ্রন্থাগার আইনের খসড়া প্রণয়নের দায়িত্ব বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে গ্রহণ করিতে হইবে।

কোনও কোনও প্রতিনিধি সরকারী সাহায্য-প্রাপ্ত গ্রন্থাগারগুলির পরিচালন-সমিতি গঠন সম্পর্কে বিশেষ ধরণের সরকারী নির্দ্দেশের সমালোচনা করেন। তাঁহারা দাবী করেন যে—এই বিশেষ ধরণের পরিচালন-সমিতি গঠনের প্রয়োজনীয়তা সরকার কেন উপলব্ধি করিলেন তাহা জনসাধারণে প্রকাশ করার নৈতিক দায়িত্ব সরকারের অবশ্যই রহিয়াছে।

দশম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের অভিমত এই যে আমরা চাই এমন গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

(ক) গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ সেখানে জাতি-ধর্ম-বয়স নির্বিশেষে অবাধ।

(খ) জাতীয় ধনভাণ্ডার (Public Funds) হইতে যাহার ব্যয় নির্বাহিত হয়।

আমাদের বর্তমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এই লক্ষ্য হইতে অনেক দূরে। আমাদের দেশে সাক্ষর লোকের সংখ্যা ২৪'৫ শতাংশ এবং এই অল্প জনসংখ্যার এক মুষ্টিমেয় অংশমাত্র গ্রন্থাগার ব্যবহার করেন। অবশিষ্ট সাক্ষর জনগণকে গ্রন্থাগারে

আকৃষ্ট করার কোন ব্যবস্থা নাই বলিলেই চলে. অল্পশিক্ষিত ও সদ্যসাক্ষরদের পড়বার উপযোগী গ্রন্থের একান্ত অভাব আছে এবং গ্রন্থাগারে এঁদের জন্য বিশেষ পরিবেশ সৃষ্টি করার ব্যবস্থা নাই, নিরক্ষরদের নিত্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করার যথোপযুক্ত ব্যবস্থাও নাই। চাঁদা দেওয়া বা বইয়ের দাম জমা রাখার প্রশ্ন থাকায় গ্রন্থাগারের ব্যবহার আরো দীমিত, নিত্য পাঠক প্রায়শঃই অবহেলিত। আমাদের গ্রন্থাগার সংগঠনও ত্রুটিপূর্ণ।

এই অবস্থার জন্য প্রধানতঃ দায়ী :

(১) দেশব্যাপী বিরাট নিরক্ষরতা

(২) রাজ্যব্যাপী গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিকল্পনার অভাব

(৩) সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টার মধ্যে যোগাযোগের এবং সমন্বয়ের অভাব

উপরিউক্ত আদর্শ লক্ষ্যে পৌছানর জন্য চাই :

(১) নিরক্ষরতা দূরীকরণের অভিযান আরও ব্যাপক করা ও সদ্যসাক্ষর ও অল্পশিক্ষিতের উপযোগী গ্রন্থ বেশি পরিমাণে প্রকাশ করা ও বিকল্প পাঠ্য ব্যবস্থার (প্রাচীরপত্র, হাতে লেখা পত্রিকা প্রভৃতি) বন্দোবস্ত করা। গ্রন্থাগারগুলির পরিচালনাধীনে শিক্ষা-সংস্কৃতিমূলক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা।

(২) রাজ্যব্যাপী গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

(৩) গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কিত যাবতীয় সরকারী পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিবার পূর্বে রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদের এবং গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণ একান্ত বাঞ্ছনীয়।

দেশের বর্তমান অবস্থায় ও এই অবস্থা হইতে উন্নততর অবস্থার মধ্যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে লইয়া যাইতে হইলে দুই ধরণের কুশলী কর্মীর প্রয়োজন আছে। সহরের শিক্ষিত লোকপ্রধান অঞ্চলে ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিতে উচ্চ মানের কুশলী কর্মীর প্রয়োজন আছে। কিন্তু অন্তস্তরে বর্তমানে কুশলী বিস্তারক যন্ত্রাধিক পারদর্শী সমাজকর্মীর প্রয়োজনই সর্বাধিক।

সম্মেলনের অভিমত এই যে—

বিভিন্ন গ্রন্থাগারিক শিক্ষা কেন্দ্রের যে ব্যবস্থা বর্তমানে প্রচলিত আছে তাহার

ব্যাপকতর প্রসার প্রয়োজন। এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিবার জন্য সরকারের সাহায্য প্রয়োজন।

সম্মেলন আরও মনে করে যে—

গ্রন্থাগারিকের পদে গ্রন্থাগার বিদ্যায় যথারীতি শিক্ষাপ্রাপ্ত কুশলী কর্মী নিয়োগ একান্ত আবশ্যক।

এই সম্মেলন মনে করে যে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সংগঠনের জন্য প্রতিক্ষেত্রেই সমাজসেবী, গ্রন্থাগারকর্মী, কুশলী গ্রন্থাগারিক, শিক্ষাবিদ ও সরকারী প্রতিনিধিদের সম্পূর্ণ সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

এই সম্মেলন মনে করে যে রাজ্যগ্রন্থাগার সংগঠনে এবং প্রয়োজনমত থানা মহকুমা ও থানা গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সংগঠনেও পরিচালক সমিতি এমনভাবে গঠিত হওয়া প্রয়োজন যে উপরিউক্ত কর্মীদের যথোপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব থাকে।

এই সম্মেলনের অভিমত এই যে একটি গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন প্রয়োজন।

এই সম্মেলন পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অবিলম্বে রাজ্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিল প্রণয়নের জন্য উদ্যোগী হইতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছে।

এই সম্মেলন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে অনুরোধ করিতেছে যে সম্মেলনের বিভিন্ন দলে আলোচিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিবেচনান্তে সম্ভবমত যথোপযুক্ত কর্মপন্থা গ্রহণ করুন।

সম্মেলনে গৃহীত অন্যান্য প্রস্তাব

১। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুরোধ করিতেছে যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সংগঠন করিবার জন্য একটি পরিকল্পনা রচনা করুন।

২। This Conference recommends the immediate undertaking of a Public Library Pilot Project by the State Govt. and the Calcutta Corporation jointly.

সম্মেলনে প্রাপ্ত শুভেচ্ছাবাণী

দশম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন উপলক্ষে যে সকল শুভেচ্ছাবাণী পাওয়া গেছিল সেগুলির কয়েকটির অংশ বিশেষ নিম্নে সঙ্কলিত হইল :—

বিদেশ হইতে প্রাপ্ত :

Dr. S. R. Ranganathan, Zurich.

.....All the best wishes for your success go to you along with this message.

Secretary, the Library Association, England

.....We have noted with interest the progress made by Libraries in Bengal and there is no doubt that the conference of your Association have greatly contributed to this progress. Please accept our hearty good wishes for a successful Conference at Midnapore.

Director, Lenin Library, Moscow

On behalf of the Directorship and Library workers of the State Lenin Library of the USSR I ask you to express our compliments and hearty greetings to the participants of the Tenth Bengal Library Conference and to wish them good luck in their work for the benefit of the Indian peoples.

President, American Library Association

.... The officers and staff of the American Library Association send warmest congratulation to the Bengal Library Association upon the occasion of their Tenth Conference. I am sure this Conference will do much to advance the cause of libraries in Bengal and we wish you every success in your efforts.

The Librarian of Congress, Washington, D. C.

.....My colleagues and I at the Library of Congress in the United States send you our very best wishes for the success of the Tenth Bengal Library Conference. We, together with librarians throughout the world, will be watching with keen interest the development and extension of library service in your state because we appreciate the influence of such development in any one area or other areas throughout the world. Our mutual faith in the importance of libraries draws us closer together and increases the bond of understanding between our two countries. May we always work together in this challenging cause.

Executive Secretary, Special Libraries Association, England

We are happy to greet you upon the occasion of the Tenth Bengal Library Conference. It is a source of great satisfaction to the Special Libraries Association that the Bengal Library Association has shown such remarkable growth in recent years. We trust that the interest in the Library movement in Bengal will continue to grow, and that your conference will be a source of inspiration to librarians throughout the area.

Executive Secretary, Canadian Library Association

The officers and members of the Canadian Library Association take pleasure in congratulating the Bengal Library Association on the holding of its Tenth Annual Conference..... Your conference will be in our thoughts on the 13th and 14th of April and we hope that your meetings will be most successful and that your plans for the future will be fulfilled.

Secretary, Library Association of Australia

Your letter .... reached me ..... unfortunately late. Further may I say that we wish you and your Association well in every way and I trust that your conference was the success which I have no doubt it deserved to be.

স্বদেশ হইতে প্রাপ্ত :

Dr. S. Radhakrishnan, Vice-President of India

.... I am glad to know that the Tenth Bengal Library Conference will be held on the 13th and 14th instant. I send my best wishes for its success.

Shri Hemendra Prosad Ghose

.....As a boy I read—"the great and good do not die ..... in books their spirit walks ....." As an old man I feel this Libraries our brain-centres.

I wish the Conference success and the Bengal Library Association a glorious career.

J. C. Ghosh, Planning Commission, New Delhi

....I have no doubt that the Conference will be success. Please accept my best wishes for the success of the Conference and a long career of fruitful service to the nation for the Bengal Library Association.

President, Andhradesa Library Association

....I desire to convey my best wishes for the Conference and its success.....

Dr. D. M. Sen, Secretary, Education Dept., Govt. of W. Bengal

As we are about to start our Second Five-Year Plan of Education in this state, special significance would be attached to the deliberations of this particular session of the Bengal Library Association at Contai. The expanding educational service of this state will have to be adequately supported by a comprehensive Library System, and I do hope that the deliberations of this Conference would be able to rouse sustained public interest in the promotion of the Library Service in this country. Much good work has already been done by Voluntary Organisations in the field I am glad to be able to send my very best wishes for the success of the deliberations of the Tenth Meeting of the Bengal Library Conference.

Secretary, Madras Library Association

..... I have a great pleasure in conveying to you the good wishes of our Association on the occasion of the Tenth Bengal Library Conference. The Bengal Library Association has had a good record of activities in the field of Library Science and has done much to improve the growth of libraries.

We wish your conference all success and may your Association have many more years of useful service.

Shri Saila Kumar Mukherjee, Speaker West Bengal Legislative Assembly

.....I wish the Tenth Bengal Library Conference all success in their endeavour.

Shri Tushar Kanti Ghosh

.....These two days are auspicious for us Bengalees and I am sure that the Conference will achieve the success it deserves. All my best wishes to the sponsors of the Conference.

Shri Chapalakanta Bhattacharyya, Editor, Ananda Bazar Patrika.

.....I pray for the success of the Conference.

Shri Satish Chandra Ghosh, Mayor of Calcutta.

.....I wish the Library Conference to be held on the 13th and 14th April all success.....

Dr. Parimal Roy, Director of Public Instructions, West Bengal.

It has been my great pleasure in the past to have been acquainted with the aims and activities of the Bengal Library Association. The Association have been doing a lot of pioneering work in the field of Library development in the state..... I fervently hope and trust that the deliberations of the Conference..... will provide solution to the various library problems and give the planners and organisers of libraries a correct lead and direction. I send my best greetings to members of this Conference and wish them all success.

Librarian, People's Library, Bombay

....Wishing the function every success.

Shri D.R. Kalia, Director, Delhi Public Library.

.... I am delighted to know that the Tenth Bengal Library Conference will be held on 13th and 14th April, 1956 at Contai Club, Contai, Midnapore, under the auspices of the Bengal Library Association. I feel greatly honoured in sending to you my best compliments and good wishes to the organisers of the Conference and wish the Conference a great success .....

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক, যুগান্তর

আগামী ১৩ই ও ১৪ই এপ্রিল কাঁথিতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের দশম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠান হইবে জানিয়া আনন্দিত হইলাম। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সুসংবদ্ধ আন্দোলনের ফলে ইদানিং পশ্চিম বঙ্গে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার বিশেষ উৎসাহ দেখা দিয়াছে। সম্মেলনের উদ্যোক্তাগণ ও কাঁথিবাসীদিগকে আমি অভিনন্দন জানাইতেছি।

সম্মেলনী কথা

শক্তিপদ পণ্ডা, গ্রন্থাগারিক, কাঁথি ক্লাব

এই বৎসর কাঁথি ক্লাবের আমন্ত্রণক্রমে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যনির্বাহক সংসদ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের দশম অধিবেশন কাঁথিতে অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই উদ্দেশ্যে স্থানীয় উৎসাহী কর্মী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে লইয়া এক শক্তিশালী অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয়। সম্মেলন উপলক্ষে উদ্যোক্তাগণ কাঁথি ক্লাব ভবনের দ্বিতলে বিষয়োপযোগী একটী প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। ১৩ই এপ্রিল প্রাতঃকালীন অধিবেশন পরিসমাপ্তির পর জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রী বি, এস, কেশবন প্রদর্শনীটী উদ্বোধন করেন। পঃ বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে প্রায় দেড় শতাধিক প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেন।

প্রদর্শনীতে কাঁথি সহরের, মহকুমা ও জেলার, বিভিন্ন অঞ্চলের বহু প্রতিষ্ঠান অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রদর্শনীতে হস্তলিখিত পত্রিকা, দেওয়াল পত্রিকা, চিত্রে কাঁথি ও কাঁথির ঐতিহ্য, প্রাচীন পত্রে লিপির ক্রমবিকাশ ও গ্রন্থাগার সংক্রান্ত বহু

তথা ও বাণী, আধুনিক ও অধুনালুপ্ত প্রায় ৫০।৬০টী মাসিক পত্রিকা, ২৫০।৩০০ বৎসরের পুরাতন পুঁথি, স্থানীয় ও জেলার বিভিন্নাঞ্চল হইতে প্রকাশিত বহু সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা, স্থানীয় লেখকদের প্রণীত পুস্তক ও পাণ্ডুলিপি, মেদিনীপুর জেলার বহু লেখকের গ্রন্থাদি, কাঁথি ও মেদিনীপুরের বিভিন্নাঞ্চলের মুদ্রিত সাময়িক পত্রিকা, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ ও সংস্কৃতির প্রচারকদের জীবনী ও চিত্র, এবং গ্রন্থাগার পরিচালন ও রক্ষণ বিষয়ক চিত্র প্রভৃতি প্রদর্শিত হয়।

প্রদর্শনীতে মির্জাপুর সৎসাহিত্য সংঘ, কাঁথি ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়, বান্ধব সম্মিলনী, বালিঘাই, সব পোষ্টেজির আদর ধানগা, এগরা উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়, প্রভাত কুমার কলেজ, কাঁথি, বাথুয়াড়ী আদর্শ বিদ্যাপীঠ, রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার, মেদিনীপুর, কলিকাতার বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী বৃটিশ কাউন্সিল : বসুধাম (৺যোগেশচন্দ্র বসুর পাঠাগার) শ্রীরামনাথ শর্ম্মা, শ্রীপাঁচুলাল ঘোষ প্রভৃতি অনেকে প্রদর্শনযোগ্য দ্রব্যাদি দ্বারা সাহায্য করেন। স্থানীয় জনগণের মধ্যে প্রদর্শনীটি বিশেষ উৎসাহের সৃষ্টি করে :

সম্মেলনের প্রথমদিন সন্ধ্যায় মেদিনীপুর রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগারের সম্পাদক শ্রীবীরেন্দ্র নাথ বসু মহাশয় চলচ্চিত্র সাহায্যে মুদ্রণের ক্রমবিকাশ, গ্রন্থাগার আন্দোলন ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্পর্কিত কয়েকটি চিত্র প্রদর্শন করেন। অপরাহ্নে ভারতীয় লোকসভার সদস্য শ্রীবসন্ত কুমার দাস মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। গ্রন্থাগার আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও এদেশে তাহার বিশেষ ভূমিকা সম্পর্কে কয়েকজন ভাষণ দান করেন।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন প্রত্যুষে প্রতিনিধিগণ দীঘাভ্রমণে যান। এবং অপরাহ্নে সমাপ্তি অধিবেশনের পর স্থানীয় শিল্পীবৃন্দের দ্বারা একটি বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রদ্ধেয় শ্রীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় পৌরোহিত্য করেন। ঐ দিন পুণ্য নববর্ষ দিবস হওয়ায় নববর্ষ সম্বন্ধে ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় একটী মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। তাছাড়া শ্রী বি, এস, কেশবনও এক উদ্দীপনাময় ভাষণ দান করেন। কাঁথিতে অনুষ্ঠিত দুইদিনব্যাপী বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের দশম অধিবেশনের সমাপ্তি হয়।

অভ্যর্থনা সমিতি ৫১৮৲ টাকা চাঁদা তুলিয়া এবং প্রতিনিধি ফি বাবদ ৩৭৮৲ টাকা লইয়া সম্মেলনের ব্যয় নির্বাহ করেন। এই অনুষ্ঠানে যে সকল শুভানুধ্যায়ী আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য দ্বারা অভ্যর্থনা সমিতিকে সহযোগিতা করেন তাঁহাদের সমিতির পক্ষ হইতে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলন

কলিকাতায় একাদশ অধিবেশন

গত ৭ই এপ্রিল হইতে চারিদিনব্যাপী নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনের একাদশ অধিবেশন কলিকাতায় হিন্দি হাই স্কুল ভবনে বিপুল উদ্দীপনার সহিত অনুষ্ঠিত হয়। সারা ভারতের বিভিন্ন রাজ্য হইতে তিন শতাধিক প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেন।

সমাগত প্রতিনিধিগণ ও আমন্ত্রিত অভ্যাগতদের স্বাগত জানাইয়া অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি অধ্যাপক নির্মল কুমার সিদ্ধান্ত বলেন যে আজকের দিনে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী ব্যক্তিগণের জন্যেই—একথা মনে করা ভুল, দেশের প্রতিটি নরনারীর গ্রন্থাগার ব্যবহারে মূলগত অধিকার আছে। বর্তমানে এদেশে শিক্ষালয়ের সংখ্যাল্পতাহেতু অগণিত জনের দ্রুত স্বশিক্ষিত হইবার অবাধ ক্ষেত্র সুসংগঠিত গ্রন্থাগার।

সম্মেলনের সাফল্য কামনা করিয়া উদ্বোধন ভাষণে ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন যে গ্রন্থানুরাগ অপেক্ষা মানুষের প্রতি অনুরাগেই আদর্শ গ্রন্থাগারিকের সৃষ্টি সম্ভব। বিদ্যালয়ে ছোটদের ভালবাসা, কলেজে ছাত্রদের সশ্রদ্ধ অনুরাগ এবং গবেষণা মন্দিরে গবেষণানিরতদের সৌহার্দ্য অর্জনে গ্রন্থাগারিককে সচেতন হইতে হইবে।

সম্মেলনের মূল সভাপতি জনাব এস, বসিরুদ্দিন তাঁহার ভাষণে নিঃশুল্ক সর্বায়ত্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন যে প্রতীচ্যে শিল্প বিপ্লব-কালে সর্বসাধারণ উপলব্ধি করিয়াছিল যে শিল্পোন্নত সুষ্ঠু ও গণতান্ত্রিক সমাজের প্রকৃত বনিয়াদ সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা, যাহার একটি প্রধান অঙ্গ গ্রন্থাগার। সেজন্য বিনামূল্যে গ্রন্থাগার ব্যবহারের অবাধ সুযোগ ও ব্যবস্থা থাকা একান্তই প্রয়োজন। এতদ্ব্যতীত সমাজের দ্রুত বিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখার তাগিদেও গ্রন্থপাঠের সবিশেষ আবশ্যকতা আছে। পরিপ্রেক্ষিতের বিচারে সেজন্য গ্রন্থাগার আন্দোলনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন এই পটভূমিকায় গড়িয়া না উঠায় আন্দোলনের ক্রমবিকাশের স্বাভাবিক ধারা অবলুপ্ত।

বিশেষজ্ঞ হিসাবে সরকারের গ্রন্থাগার সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণে সরকারকে গ্রন্থাগারিকগণের প্রভাবিত করা উচিত। এদেশের সমস্যা ও প্রয়োজনানুযায়ী এখানকার গ্রন্থাগার শিক্ষণ ব্যবস্থার সংশোধনের জন্য জনাব বসিরুদ্দিন একটি কমিটি নিয়োগের সুপারিশ করেন। তিনি আরও বলেন যে প্রাপ্তবয়স্কদের অধ্যয়নে অনভ্যাস শৈশবকালে পঠনপাঠনের অব্যবস্থার ফলেই পরিলক্ষিত হয়। বিদ্যালয়ে সুশিক্ষিত গ্রন্থাগারিক থাকিলে ছাত্রদের অধ্যয়নের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করা ছাড়াও কিভাবে গ্রন্থাগার ব্যবহার করিতে হয় তাহাও শিক্ষা দেওয়া সম্ভব। এদেশের বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের দুরবস্থার উল্লেখ করেন জনাব বসিরুদ্দিন। গ্রন্থাগারিকের পদমর্য্যাদা ও অবস্থার উন্নতির জন্য তিনি সচেষ্ট হইতে উপদেশ দেন।

সম্মেলন উপলক্ষ্যে জাতীয় গ্রন্থাগার ভবনে আয়োজিত প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিয়া অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর বর্তমান সমাজ জীবনে গ্রন্থাগারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিশ্লেষণ করেন।

প্রদর্শনীতে বহু সংখ্যক পাণ্ডুলিপি, পুঁথি, পুস্তক ও লোকশিল্পের নিদর্শন প্রদর্শিত হয়। আটটি ভাগে বিভক্ত প্রদর্শনীটিতে ভারতীয় লিপি পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, প্রাচীন মুদ্রণ পদ্ধতির পরিচয়, শ্রীরামপুর প্রেসে মুদ্রিত গ্রন্থের নমুনা, বর্তমান ভারতীয় মুদ্রণ পদ্ধতি প্রভৃতির প্রদর্শিত দ্রব্যগুলির এক সংক্ষিপ্ত পরিচয় দান করেন শ্রীবি, এস, কেশবন। প্রদর্শনী উদ্বোধনের পূর্বে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও অভ্যর্থনা সমিতির তরফ হইতে প্রতিনিধিগণকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়।

দ্বিতীয় দিনে ভারতে সাধারণ গ্রন্থাগারের উন্নয়ন, ভারতীয় বিষয়াদি অন্তর্ভুক্তির জন্য ডিউই বর্গীকরণ পদ্ধতির পরিবর্দ্ধন ও ভারতে গ্রন্থপঞ্জিক সংগঠন বিষয়ক তিনটি সেমিনারে কয়েকটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনাদি হয়।

ঐদিন অপরাহ্নে এক জনসভার আয়োজন করা হয়। পৌরোহিত্য করেন ডক্টর কালিদাস নাগ ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন ডক্টর ডি, এম, সেন।

তৃতীয় দিনে বিদ্যালয় ও শিশু গ্রন্থাগার এবং ভারতে গ্রন্থাগার শিক্ষণ সম্পর্কে দুইটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

সায়াহ্নে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের পক্ষ হইতে রাজভবনে প্রতিনিধিগণকে এক সম্বর্দ্ধনা অনুষ্ঠানে চায়ানে আপ্যায়িত করা হয়। পরে পশ্চিম বঙ্গ বিধান সভার স্পীকার শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে প্রতিনিধিগণকে এসেম্ব্লি ভবনে এক সম্বর্দ্ধনা জানানো হয়। রাত্রিতে জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মী পরিষদ 'টিপু সুলতান' নাটক অভিনয়ের আয়োজন করেন।

চতুর্থ ও শেষ দিন ১০ই এপ্রিল প্রাতঃকালে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীবি, এস, কেশবন ও শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু যথাক্রমে পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন।

ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন অব স্পেশাল লাইব্রেরীস এণ্ড ইনফরমেশন সেণ্টারের সম্মেলন

ভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের একাদশ অধিবেশনের পরিসমাপ্তির পর হিন্দ হাই স্কুল ভবনে মঙ্গলবার ১০ই এপ্রিল অপরাহ্নে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন অব স্পেশাল লাইব্রেরীস এণ্ড ইনফরমেশন সেণ্টারের দুইদিনব্যাপী প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের মূল সভাপতি ডক্টর ডি, এম, বসু তাঁহার ভাষণে বলেন যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা কার্যে তথ্য ও তত্ত্বের সুষ্ঠু ও সুসংগঠিত পরিবেশন ব্যবস্থার অপরিহার্য প্রয়োজনে বিশেষ গ্রন্থাগারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। যে স্থান হইতে গবেষকগণ হালনাগাদ খবরাদি আহরণ করিতে পারিবেন—ফলে শ্রম ও অর্থের অপচয় হইবে না। অপর্যাপ্ত, অসম্পূর্ণ ও পুরাতন তথ্যাদি প্রস্তুত গবেষণা সময় ও শ্রমের অপূরণীয় ক্ষতি ও অনগ্রসরের প্রধান কারণ। এই কাজকে দ্রুত ও সুসম্পন্ন করিবার জন্য চাই কেন্দ্রীভূত সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা যাহার উদ্যোগে প্রণীত হইবে Union Catalogue, Bibilography প্রভৃতি। আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মধ্যে যোগাযোগ ও Microfilmএর সাহায্যে বিভিন্ন দেশের গবেষণাদির ফলাফল গবেষকদের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। বিশেষ গ্রন্থাগারের মাধ্যমে তথ্যাদি সরবরাহ ও বিনিময়ের উপর দেশের কল্যাণ ও উন্নতি যথেষ্ট নির্ভরশীল।

Mechanisation in Library Service এবং Documentation Problems in India বিষয়ে দুইটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কয়েকটি সুলিখিত ও সুচিন্তিত প্রবন্ধ পঠিত হয় এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানের বহু বিশেষ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকগণ বক্তৃতায় অংশ গ্রহণ করেন।

সম্মেলন পরিসমাপ্তির পর IASLIC এর সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তী বৎসরের জন্য ডক্টর ডি, এম বসু ও শ্রীজীবানন্দ সাহা যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হন। সমাপ্তি অধিবেশনে পরিষদের সাম্প্রতিক শিক্ষনে যাঁহারা যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহাদের ডক্টর বসু সার্টিফিকেট বিতরণ করেন।

গ্রন্থাগার সংবাদ

[এই বিভাগে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের নানাবিধ কার্য বিবরণী প্রকাশের আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। বিবরণী সুস্পষ্টরূপে লিখিত ও সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়—সম্পাদক]

বনমালী বিপিন পাবলিক লাইব্রেরী ॥ সিঁথি।

আমাদের মত অকাল মৃত্যুর দেশে কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে রজত জয়ন্তী পালনের সুযোগ ও সৌভাগ্য যেমনি আনন্দের তেমনি গৌরবের। সর্বজনের প্রকৃত সেবা ও উপকারের বিনিময়েই এই গ্রন্থাগারটি সকলের সাহায্য ও শুভেচ্ছা প্রসূত দীর্ঘায়ু লাভ করেছে। গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী হতে চারিদিনব্যাপী নানা চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে গ্রন্থাগারটির রজত জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। বিভিন্ন দিনে দেশের বহু প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, গ্রন্থাগারিক ও সমাজসেবী অনুষ্ঠানগুলিতে অংশ গ্রহণ করেন।

জ্ঞানতীর্থ গ্রন্থাগার ॥ ২২, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট ॥ কলিকাতা-৯।

গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী জ্ঞানতীর্থ গ্রন্থাগারের ২য় বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে এক মনোজ্ঞ সভা অনুষ্ঠিত হয়। পৌরোহিত্য করেন শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। ডাঃ সমর দত্ত কিশোর বিভাগের খেলাধূলা প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করেন। গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রীচিরঞ্জীব মুখোপাধ্যায় বার্ষিক কার্য-বিবরণী পাঠ করেন।

পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী ॥ মালকর ॥ বর্ধমান।

গত ৮ই জানুয়ারী লাইব্রেরীর দশম বার্ষিক সভায় সম্পাদক শ্রীঅনিলবরণ পাল কার্য বিবরণী উপস্থাপিত করেন। অর্থাভাবে গ্রন্থাগারটির সুষ্ঠু পরিচালনে নানাবিধ বাধা ও অসুবিধার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে একনিষ্ঠ উৎসাহী কর্মীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গ্রন্থাগারটি স্থানীয় জনসাধারণকে নানাভাবে সেবা করে আসছে। পাঠকদের পঠন পাঠনের ব্যবস্থা ও মান উন্নত করবার সর্ববিধ প্রচেষ্টা চলছে। নৈশ বিদ্যালয়, নিয়মিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি ছাড়াও 'পল্লী সেবক' নামে একটি হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশনা গ্রন্থাগারটির লোকশিক্ষণ কার্যাবলীর মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শহীদ পাঠাগার ॥ চৈতন্যপুর ॥ গড়বাসুদেবপুর ॥ মেদিনীপুর।

তমলুক মহকুমা ও সুতাহাটা থানার অন্তর্গত চৈতন্যপুর গ্রামে এই গ্রন্থাগারটি দশম বর্ষে পদার্পন করেছে। গ্রামবাসীদের নানাপ্রকারে জ্ঞান, শিক্ষা ও আনন্দ আহরণের কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠানটি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। শিক্ষিতদের গ্রন্থ যোগান্ দেওয়া ছাড়াও কুটির শিল্প ও উন্নত ধরণের কৃষিকার্যে উপদেশ ও উৎসাহ দান বয়ঃশিক্ষাকেন্দ্র পরিচালন, মনীষীদের জন্মদিবস পালন, সর্বোদয় দিবস, সূত্রযজ্ঞ ও নানাবিধ উৎসবানুষ্ঠান পাঠাগারের নিয়মিত কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত।

সম্পাদকীয়

গত ৩১শে চৈত্র এবং ১লা বৈশাখ কাঁথি ক্লাবের আতিথ্যে কাঁথিতে দশম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। সম্মেলনের আলোচনাকে যতদূর সম্ভব বিষয়-বিচ্যুতি-বিহীন করবার জন্য এবারে আলোচনার বিষয়বস্তুর খসড়া গত বৈশাখ মাসের 'গ্রন্থাগারে' একটি প্রবন্ধাকারে মুদ্রিত হয়। 'গ্রন্থাগারের' এই সংখ্যাটি সম্মেলনের পূর্বেই আমাদের সভ্যদের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া হয় এবং অপরদের কাছে বিক্রয়ের জন্য সম্মেলনস্থলে বা পরিষদ অফিসে এই সংখ্যাটির কপি মজুত রাখা হয়।

বিষয়বস্তুটিকে এইভাবে নির্দিষ্ট করে দেওয়ার জন্য এবং আলোচনার ধারাকে কয়েকটি অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট দলের বিশদ বিবেচনা ও সুপারিশের মধ্যে নিয়ে আসার পদ্ধতিতে বিষয়ের আলোচনায় সাধারণ সদস্যের যোগদান অনেক ব্যাপক ও গভীর হয়েছে বলে মনে করবার কারণ ঘটেছে। অবশ্য এই ধরণের ছোট ছোট দলের সক্রিয় চিন্তার ভিত্তিতে সমস্ত সম্মেলনের মতামত গড়ে তোলার পদ্ধতি আমাদের তরফ হতে এই প্রথম গ্রহণ করা হোল। কাজেই কিছু ত্রুটি হয়তো অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকবে। আমাদের চোখেও কিছু ত্রুটি পড়েছে তা বলাই বাহুল্য। তবে ভবিষ্যতের সম্মেলনে এই ধরণের ত্রুটি যাতে না ঘটে তা আমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য রাখবো।

সম্মেলনের এই আনুষ্ঠানিক ত্রুটি ছাড়া তার উদ্দেশ্যকে সফল করার ব্যবস্থায় অন্য কোন ত্রুটি ছিল না বলেই আমাদের বোধ হয়েছে। সম্মেলনের সর্বাঙ্গীন সাফল্য সমবেত সমস্ত প্রতিনিধিদের যৌথ কর্তব্যের মত। সে কর্তব্য আমরা যতটুকু সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পেরেছি তার জন্য আমরা আনন্দিত বোধ করতে পারি। যদি কোনও অসম্পূর্ণতা কোথাও থেকে থাকে তবে আগামীবারে তাকে ঘটতে না দেওয়ার অঙ্গীকার করাও আমাদের বর্তমানে কর্তব্য।

সম্মেলনের আগে পর্যন্ত পরিষদ অফিসে সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়ের যে সব মতামত এসে পৌঁছায় তাদের সমন্বয়ন একত্রিত করেই এবারের আলোচনার খসড়াটি রচিত হয়। বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে যাঁরা সক্রিয় ভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান তাঁদের চিন্তা যে আন্দোলনের স্বরূপকে আরো স্পষ্ট করে

জেনে নিতে চাইছে, তার গতিপথকে আরো সুনির্দিষ্ট করে দিতে চাইছে, এবারের বিষয় নির্বাচনে আর তার আলোচনায় অনেক ইঙ্গিত ছড়ানো আছে। অস্পষ্ট শুভেচ্ছাজ্ঞাপন থেকে আজ তাঁরা তথ্যের ভিত্তিতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বর্তমানকে উপলব্ধি করতে চান, ভবিষ্যতকে নির্দেশিত করতে চান। অসম্পূর্ণ তথ্যের জন্য তাঁদের সুপারিশের একত্রিত বক্তব্যে যত ত্রুটিই থাকুক না কেন এটিই লক্ষ্যনীয় যে তাঁরা শুধু মাত্র চাহিদা জানানো থেকে সরে এসে আজ নির্দেশ দিয়েছেন সমগ্র রাজ্যের উপযোগী এক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার খসড়া রচনা করবার। এ নির্দেশ সার্থক ভাবে প্রতিপালিত হলে এ ঘটনাকে অন্যতম ঐতিহাসিক পদক্ষেপ বলে মানবার কারণ আছে।

দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছেন যাঁরা তাঁরা যে আজ সমস্যা সম্পর্কে অস্পষ্টভাবে সচেতন মাত্র নন, সমস্যাকে বিশদভাবে উপলব্ধি করার মধ্য দিয়ে সমাধান খোঁজার চেষ্টায়—সে কথা স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। এ বিবর্তনে আন্দোলনের বহু কালের অবশ স্নায়ুশিরাগুলোর সুস্থ হয়ে ওঠার ইঙ্গিত আছে। আন্দোলনের বিবর্তনকে সার্থকতার দিকে পরিচালিত করার দায়ীত্ব সমাজ সচেতন প্রতিটি মানুষের। কারণ শিক্ষা সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে ব্যাপকতম ভাবে সকলের মনকে স্পর্শ করতে না পারলে যে কোনও সমাজের পক্ষেই তার সার্থকতম রূপে বিকশিত হওয়া সম্ভব নয়। মানুষের মধ্যে শিক্ষা সংস্কৃতির এই পূর্ণতম বিকাশ কেবলমাত্র শিক্ষায়তনের বাঁধা কাঠামোর সাহায্যে যে কিছুতেই সম্ভব হতে পারে না এ কথাও অনস্বীকার্য্য। বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষায়তনের এক অর্থে পরিপূরক এই গ্রন্থাগারগুলিই যে সার্থকভাবে বিকশিত হলে সমাজের মানুষকে তথা মানব সমাজকে সেই পূর্ণ পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে একথাও নিঃসন্দেহে বলা চলে।

তাই দশম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন সমস্যাসচেতন ব্যক্তিদের সম্মিলিত চিন্তার ভিত্তিতে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছে তা সকলের কাছে উপস্থিত করার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের অনুরোধ জানাব যে আপনাদের সকলের কর্মধারায় সেই সিদ্ধান্ত সক্রিয় স্বীকৃতি লাভ করুক। সেই সিদ্ধান্তকে জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার এবং পরিষদের কর্মধারায় তাকে কার্যকরী করে তোলার দায়ীত্ব আপনারা সকলে সম্মিলিতভাবে গ্রহণ করুন।

CALCUTTA

গ্রন্থাগার

৬ষ্ঠ বর্ষ] আষাঢ় : ১৩৬৩ [নব-পর্যায় ৩য় সংখ্যা

সমাজ শিক্ষায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা

সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়

সমাজ শিক্ষা প্রসঙ্গে কিছু বলার আগে প্রথম কথাই হোল যে শব্দটির নির্দিষ্ট কোনও সংজ্ঞা নেই। সমাজ শিক্ষার কর্মপরিধি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক কর্মীরই মতামত অল্পবিস্তর স্বতন্ত্র। সমাজ জীবনের ব্যাপক ও বহুমুখী কর্মধারার সঙ্গে বিজড়িত এ ধরণের শব্দের ছককাটা সংজ্ঞা নিরূপন অন্য অনেক শব্দেরই মত এতাবৎ সম্ভবপর হয়নি। কাজেই নির্খুঁত সংজ্ঞা নিরূপনের চেষ্টা না করে বরং সমাজ শিক্ষার মোটামুটি কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করা যাক্।

মানুষের জীবন যাত্রার মান সর্বদীক্ষ আদর্শ মানে উন্নত করা, তথা দেশ ও জাতির সামগ্রিক উন্নয়নই সমাজ শিক্ষার উদ্দেশ্য। এই শিক্ষার ফলে সর্ব-সাধারণ দায়িত্বে, কর্তব্যে ও অধিকারে পূর্ণ নাগরিক স্বত্ত্ব অর্জন করে দেশের অগ্রগমনের অনুকূল হয়। এছাড়া সাংস্কৃতিক, বৈচিত্র্যময় ও আনন্দদায়ক পরিবেশ সৃষ্টিও সমাজ শিক্ষার লক্ষ্য, যাতে লোকের প্রগতিমূলক দৃষ্টিভঙ্গী, নৈতিক ও সুকুমার বৃত্তি এবং পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও শুভবুদ্ধির উন্মেষে ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের সুযোগ হয়। ফলে দেশোন্নয়ন কার্যে সকলেই নিজ নিজ অংশ গ্রহণে উপযোগী হয়ে ওঠে। এককথায় সমাজের নব জাগরণ (Renaissance) ও দেশের সর্বমুখী উন্নতিই সমাজ শিক্ষার আদর্শ।

লিখতে পড়তে শেখানোটাকেই অনেকে সমাজ শিক্ষার মুখ্য কাজ বলে মনে করেন। নিরক্ষর-প্রধান দেশে অক্ষর পরিচয় করিয়ে দেওয়াটা সমাজ শিক্ষা কর্মসূচীর অঙ্গীভূত হতে পারে; কিন্তু সেটাই চরম আদর্শ নয়। নৈশ বিদ্যালয় খুলে নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে এদেশে বহু অভিযানই হয়েছে। কিন্তু ফল বিশেষ কিছু হয়নি। এর কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে দেশের সমগ্র শিক্ষা সমস্যাটাকে এক ও অবিচ্ছিন্নভাবে বিচার না করে জোড়াতালি দিয়ে নিষ্ফল প্রচেষ্টাই হয়েছে মাত্র। অক্ষর জ্ঞান থাকার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কারুর দ্বিমত নেই। তবে অক্ষরজ্ঞানটা যে শিক্ষার 'end' নয়, শুধুই একটা 'means'

মাত্র এ ধারণাটা পরিষ্কার থাকা দরকার। সাক্ষর বহু লোকই দেখা যায় অশিক্ষার অন্ধকারে নিমগ্ন। অথচ শ্রুতি ও স্মৃতির যুগে অক্ষরজ্ঞানহীন মানবসমাজ শিক্ষায় বহু উন্নত ছিল।

সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিতে এদেশের শিক্ষা সমস্যাকে বিশ্লেষণ করে বিশেষজ্ঞরা বলেছেন যে বিদ্যালয় খুলে আর পাঠ্যপুস্তক দিয়ে ভারতের বিশাল জনসংখ্যার শিক্ষা সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা বাতুলতা মাত্র। সর্ববয়সের লোককে ঘরে বেঁধে বসিয়ে 'জল পড়ে, পাতা নড়ে' পড়ালে শিক্ষার্থীদের মনে তথাকথিত লেখাপড়া শেখার প্রতি কোনই আগ্রহ ও উৎসাহের সৃষ্টি হবে না—অপচয় হবে কেবল সময় ও অর্থের। কাজেই উদ্দেশ্যবিহীন গতির মোড় ফিরিয়ে শিক্ষাটা কি—ও—কেন—এর পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে নির্দিষ্ট ও সুপরিকল্পিত পথে সমাজশিক্ষার কর্মধারা চালিত করা দরকার। জীবন মানের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনের আদর্শে সমাজ জীবনের সাথে অঙ্গীভূত করে সমাজ শিক্ষার সঠিক প্রণালী রচিত করা উচিত।

অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রয়োজনেই সমাজ শিক্ষার উৎপত্তি। ইউনেস্কোর এক রিপোর্টে বলা হয়েছে যে বিশ্বের অনগ্রসর দেশগুলির উন্নতির প্রধান অন্তরায় অর্থনৈতিক দুরবস্থা, যা নিরসনের উদ্দেশে ব্যবহার্য দ্রব্যের উৎপাদন যতই বৃদ্ধি করা যাক না কেন উৎপন্ন সামগ্রীর সমবন্টন বোধ মানুষের মনে জাগ্রত না হলে সমস্যার পূর্ণ সমাধান অসম্ভব। সমাজ শিক্ষার বিস্তারে মানুষের মনে এবোধের উন্মেষ সহজসাধ্য। রাজনৈতিক প্রয়োজন খতিয়ে দেখলে সমাজ শিক্ষার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা চোখে পড়ে। যেকোনও দেশের স্বৈরাচারী শাসনতন্ত্রের পাকা বনিয়াদ হোল সেদেশের চেতনাহীন দেশবাসীর অশিক্ষা। বর্তমানে ভারতে সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তিত, কিন্তু সার্বজনীন শিক্ষার বন্দোবস্ত না হলে দেশবাসীর অজ্ঞতার সুযোগে ক্ষমতালোলুপ স্বার্থান্বেষী স্বেচ্ছাতন্ত্রীদের কবলে এ-শিক্ষরাষ্ট্রের সমূহ বিনাশের আশঙ্কা অমূলক হবে না। সামাজিক ভূমিকা সমাজ শিক্ষার প্রধান অঙ্গ হলেও একটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন। এদেশের জনসংখ্যার বারো আনার বেশী পল্লীগ্রামবাসী। অথচ পল্লীজীবনের বর্তমান দশা খুবই শোচনীয়; লোকে ক্রমেই নগরকেন্দ্রিক হয়ে পড়ছে। সমস্যাপূর্ণ কারণ অবশ্য আছে অনেক। তবে তার মধ্যে প্রধান কারণ গ্রামাঞ্চলের নিরানন্দ বৈচিত্র্যহীন পরিবেশ। সমাজ শিক্ষায় এভাবে পল্লীজীবনে প্রাণের পূর্ণ স্পন্দনের অবকাশ স্বতঃসিদ্ধ।

•

এখন দেখা দরকার সমাজ শিক্ষা কর্মসূচী কিরূপ হওয়া সমীচীন। বলা বাহুল্য এদেশের সমস্যা ও প্রয়োজনই হবে তার প্রকৃত নির্ধারক। নিম্নরূপ পাঁচটি ধারায় কর্মসূচীটি বিন্যস্ত করা যেতে পারে :

(১) নিরক্ষরতা নিরসন (২) জনস্বাস্থ্যের উন্নতি (৩) গ্রামাঞ্চলের অর্থনৈতিক কাঠামো তথা কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন (৪) চারু ও কারুকলার বিকাশ ও বিস্তার ও (৫) আমোদ প্রমোদের সুযোগ।

কোনও এলাকায় সমাজ শিক্ষা কার্যক্রমের উপরিউক্ত পাঁচটি বিভাগ ভিন্নস্থানে অবস্থিত না হয়ে একই স্থানে কেন্দ্রীভূত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ সমাজ শিক্ষায় উপযুক্ত কর্মী প্রথমাবস্থায় খুব কমই পাওয়া যাবে। কাজেই ভিন্ন জায়গায় বিভাগগুলি ছড়িয়ে থাকলে সেগুলির মধ্যে সুসংবদ্ধ যোগাযোগ ও সুষ্ঠু পরিচালন ব্যাহত হবে। অবশ্য সুদূর ভবিষ্যতে কার্যক্রম বর্দ্ধিত হোলে ক্রমে আপনা হতেই স্থানান্তরে ছড়িয়ে পড়বে। প্রথমাবস্থায় কেন্দ্রীভূত করার আর একটি যুক্তি এই যে বিভাগীয় বিপণির মত সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রের বিভিন্ন বিভাগগুলির অবস্থানে ও সেগুলির সমবেত প্রচেষ্টায় লোকে কোন না কোন ব্যাপারে কেন্দ্রে আকৃষ্ট হোলে ভিন্ন বিষয়েও তাঁদের ক্রমে আগ্রহশীল করে তোলা যাবে। সেজন্যে প্রথমেই সচেতন হওয়া দরকার যাতে কেন্দ্রগুলি জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারে এবং প্রকৃতই পল্লীর প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়। একারণ কেন্দ্রের পরিবেশ গুরুগম্ভীর না হয়ে হৃদয়গ্রাহী হোলে তার আকর্ষণী শক্তি বাড়বে। আগেকার কালের গ্রাম্য চণ্ডীমণ্ডপেরই নতুন রূপ নেবে এই কেন্দ্রগুলি, এযুগের ভাষায় যাকে বলে Community Centre। গ্রন্থাগার হবে এই কেন্দ্রগুলির এক অতিরিক্ত বিভাগ যেটির দায়িত্ব ও গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। সে প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে সমাজ শিক্ষার কার্যাবলী সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলা দরকার।

জনসাধারণ সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রে নিজেদেরই গরজে জড়ো হবে। কারণ কেন্দ্রে আনন্দের উপকরণ যেমন মিলবে তেমনি জীবিকাগত প্রয়োজনে নানাবিধ তথ্য ও তত্ত্বেরও সন্ধান পাওয়া যাবে। আলুর চাষে পোকা নিবারণের উপায় কিংবা জাপানী প্রথায় চাষের পদ্ধতির খবর সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রে গেলে অতি সহজেই পাওয়া যেতে পারে একথা জানা থাকলে চাষী নিজে থেকেই কেন্দ্রমুখী হবে। নিত্যনৈমিত্তিক পেশাগত সমস্যা ও প্রয়োজনের তাগিদে কামার, কুমোর, তাঁতি, ছুতোর সমাজ শিক্ষাকেন্দ্রে আসবে। কেন্দ্রেরই স্বতন্ত্র

এক স্থানে অবস্থিত পূর্বে উল্লিখিত অর্থনৈতিক বিভাগে প্রয়োজন অনুযায়ী পরামর্শ ও উপদেশ দেওয়ার বন্দোবস্ত থাকবে। একক ও সমবেতভাবে আলাপ আলোচনা ও বক্তৃতা ছাড়াও ছবি, চার্ট, সিনেমা, এপিডায়াস্কোপ প্রভৃতির সাহায্যে লোককে জ্ঞাতব্য বিষয়ে অবহিত করা যাবে।

জনস্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সকলকে সজাগ করে তোলা কেন্দ্রের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কোন্ অভ্যাসটি স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর আর কোন্‌টি রোগভোগের কারণ আর কী করলেই বা পরিবার ও পাড়ার সকলের স্বাস্থ্য রক্ষা সহজ হবে তা সকলকে জানানোর জন্যে ছবি, সিনেমা ছাড়াও সময় বিশেষে কবিকার আয়োজন ফলপ্রদ হবে।

স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক বিষয় দুটি ছাড়া সমাজ শিক্ষা কর্মসূচীর বাকি তিনটি দিক যথা নিরক্ষরতা দূরীকরণ চারু ও কারুকলার বিস্তারে উৎসাহদান ও আমোদ প্রমোদের সুযোগ সুবিধে প্রায় একই গোত্রের বলা চলে যেগুলি মূলতঃ মানসিক উৎকর্ষ সাধন ও ব্যক্তিত্বের বিকাশে সহায়তা করে।

পূর্বে বর্ণিত প্রথম তিনটি বিভাগের সঙ্গে জনসাধারণের সুবাদ অনেকটা যেন ব্যবসায়ী কারবারীর মত। পেশার উন্নতি, স্বাস্থ্যরক্ষা আর অক্ষর জ্ঞান লাভ এগুলি নিতান্তই রস-কসহীন ব্যাপার ব্যতীত কিছু নয়; জীবনরক্ষা ও শ্রীবৃদ্ধির জন্যে এগুলি বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক। সেজন্যে কর্মব্যস্ত জীবনে আনুপাতিক আনন্দ ও বৈচিত্র্যের ভারসাম্য না থাকলে মানুষের পূর্ণাঙ্গ জীবন গঠন বাধাপ্রাপ্ত হয় ও দেশের কল্যাণে উপযোগী না হয়ে বরং লোকে দেশোন্নতির প্রতিকূল হয়।

সমাজ শিক্ষায় গ্রন্থাগারের প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণে অনেক মতবিরোধ আছে। আপত্তি করেন যাঁরা তাঁদের মতে পূর্ব-কথিত বিষয়গুলির সঙ্গে বইয়ের যতটুকু সম্পর্ক সমাজ শিক্ষায় গ্রন্থাগারের ভূমিকাও ঠিক ততটুকু। তাঁরা মনে করেন সমাজ শিক্ষায় গ্রন্থাগারের প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ গ্রন্থাগারের পক্ষে এই কারণেই অনুচিত যে তাতে গ্রন্থাগারের প্রকৃত কর্মধারা ব্যাহত হয় ও গ্রন্থাগারের আদর্শ ও উদ্দেশ্যগত বিচ্যুতি ঘটে।

সমাজ জীবনে গ্রন্থাগারের আদি ও উদ্ভব হতে গ্রন্থাগারের বিবর্তন ধারা অনুধাবন করলে দেখা যায় যে ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে গ্রন্থাগারের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও গতির বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে। 'Chained Library'র যুগ থেকে আজকের দিনের মধ্যে 'আসমান জমিন ফারাক্' দেখা যায়। বর্তমানে

সমাজ ও রাষ্ট্রের দ্রুত রূপ বদলানোর সঙ্গে সঙ্গেই গ্রন্থাগারের আদর্শ ও কাঠামোকে প্রয়োজনানুযায়ী খাপ খাওয়ানোর ঐতিহাসিক দাবী অস্বীকার করা চলে না।

এদেশে একটা খেলাধূলার ক্লাব কিংবা সরস্বতী পূজোর আয়োজন করতে বা চাঁদা সংগ্রহ করা যায় একটা গ্রন্থাগার গড়তে বা চালাতে সে পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ খুবই আয়াসসাধ্য ব্যাপার। তার কারণ আর কিছুই নয় জনসাধারণের সঙ্গে গ্রন্থাগারের কোনও নাড়ীর যোগ নেই। মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের অবসর বিনোদনের খোরাক যোগান ছাড়া গ্রন্থাগার সাধারণ মানুষের কোন কাজে বা উপকারেই আসে না। সুতরাং জনসাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতি হতে গ্রন্থাগার একেবারেই বঞ্চিত। অতএব এদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গত রূপ ও ধারা সম্পর্কে নতুন করে বিচার ও বিশ্লেষণের প্রয়োজন। গ্রন্থাগার যে এক ধরণের নিছক সেবামূলক প্রতিষ্ঠান নয় বরং সমাজ জীবনের এক অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য অঙ্গ তা বিশেষভাবে অনুভব করা বিধেয়।

"গ্রন্থাগার সর্বাত্মক",—ইহাই গ্রন্থাগার কর্মীদের মূলমন্ত্র হওয়া বাঞ্ছনীয়। ধোয়া তুলসীপাতার মত গ্রন্থাগারকে সরিয়ে সাজিয়ে রাখলে চলবে না। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, সাক্ষর ও নিরক্ষর নির্বিশেষে সকলের সেবায় গ্রন্থাগারকে নিয়োজিত করতে হবে। গতানুগতিক গ্রন্থকেন্দ্রিকতার গণ্ডীর বাইরে গ্রন্থাগার কর্মসূচী সম্প্রসারণ করা ব্যতিরেকে এদেশের গ্রন্থাগারের পক্ষে প্রাণচঞ্চল বলিষ্ঠ রূপ পরিগ্রহ করা সম্ভব নয়। সমাজ শিক্ষার সঙ্গে গ্রন্থাগারের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য ও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, বিশেষ করে ভারতের পটভূমিকায়।

ভারতের সবচেয়ে বড় সমস্যা সর্বসাধারণের জীবন মান উন্নত করা—যা কেবলমাত্র সম্ভব দেশবাসীর মানসিক চেতনা ও বিকাশ সাধনে; এবং রূপায়িত করার একমাত্র পথ সমাজ শিক্ষার বিস্তার দ্বারা। সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রের 'nucleus' হবে গ্রন্থাগার।

আগে উল্লেখ করেছি যে কেন্দ্রগুলির রূপ হবে অনেকটা বিভাগীয় বিপণির মত যেখানে সাজসজ্জার আকর্ষণে উদ্দেশ্য বিহীনভাবে ঢুকে লোককে এটাসেটা কিনে বেরিয়ে আসতে দেখা যায়। সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রগুলিও নিজ নিজ পল্লীর প্রাণকেন্দ্রের মত হবে এবং নানা আকর্ষণে জনসাধারণের সঙ্গে সেগুলির সম্পর্ক হবে খুবই ঘনিষ্ট। ভিন্ন প্রয়োজনে আকর্ষিত লোকেরা কেন্দ্রের গ্রন্থাগারেও যেতে সুরু করবেন। লেখাপড়া জানা লোকেদের ব্যক্তিগত সংস্পর্শে এসে গ্রন্থাগারিক

তাঁদের রুচি ও প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রন্থ সরবরাহ করবেন। লেখাপড়া যাঁরা না জানেন তাঁরা গ্রন্থ মন্দিরে অচ্ছ্যুৎ হরিজন হিসেবে বিবেচিত হবেন না—তাঁদেরও সেবায় গ্রন্থাগারিক প্রস্তুত থাকবেন। পড়তে না পারলেও ছবি দেখে তাঁরা আনন্দ পেতে পারেন। বিষয়ানুরাগ বুঝে গ্রন্থাগারিক বইপত্তর থেকে তাঁদের পড়ে শোনাবেন। নিত্য প্রয়োজনীয় খবরাখবর ও আনন্দের খোরাক বইপত্তরে লুকিয়ে রয়েছে উপলব্ধি করলে অক্ষর জ্ঞান আয়ত্ত করার প্রতি নিরক্ষরদের স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ ও উৎসাহ জন্মাবে।

সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রে সদ্যঃ যাদের অক্ষর পরিচয় হোল তাদের নবলব্ধ জ্ঞান চর্চার অভাবে অচিরেই বিস্মৃতির অতলে বিলীন হয়ে যাবে যদি তাঁদের উপযোগী বইপত্তর যোগান দেওয়ার ব্যবস্থা না থাকে। এ বিষয়ে সজাগ ও সচেষ্ট হওয়ার গুরু দায়িত্ব গ্রন্থাগারিকেরই।

সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রের গ্রন্থাগারিক নির্বাচন করার সময় মনে রাখা চাই যে পাণ্ডিত্য তাঁর থাকুক বা না থাকুক মিশুকে সদালাপী স্বভাব, সহিষ্ণুতা ও সেবাপরায়ণতা তাঁর একান্তই থাকা দরকার। যথাযথ দৃষ্টিভঙ্গী ও সংগঠন কার্যে তাঁর তৎপরতা থাকা চাই। উক্ত গুণসম্পন্ন ব্যক্তি কুশলী উপযুক্ত গ্রন্থাগারিক বিনা পরিকল্পিত পথে গ্রন্থাগার পরিচালন সম্ভব নয়।

সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রের প্রমোদানুষ্ঠানগুলি কৃষ্টিমূলক হওয়া উচিত। অবশ্য প্রথমাবস্থায় কোন কেন্দ্রে যদি একটা ক্যারম বোর্ড বা পিঙপঙের টেবিল থাকে তাহলে যে কেন্দ্রের কৌলিন্য নষ্ট হবে তা মনে করার কোন কারণ নেই। প্রথমাবস্থায় কেন্দ্রের নিয়ম কানুনগুলো বেশী কড়া করলে লোকের কেন্দ্রের প্রতি স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হতে পারে। সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র ও গ্রন্থাগারের মূলগত উদ্দেশ্য যে লোকের মানসিক উন্নতি সাধন সেদিকে নজর রেখে এগুলোই চলবে।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদির দুটো দিক—একটি উদ্দেশ্যমূলক ও অপরটি নিছক প্রমোদমূলক। সাহিত্য সভা, কবিতা পাঠ ও কবিকাদি হতে লোকে শিক্ষা ও আনন্দ দুইই আহরণ করে এবং গানবাজনা, যাত্রা, সিনেমা, থিয়েটার, পাঁচালী, তরজা মানুষকে নিছক আনন্দ পরিবেশন করে। এ দুয়ের সমন্বয়ই লোকের জীবনকে উপভোগ্য ও বৈচিত্র্যময় করে তুলবে। এগুলি আজকাল অনেক গ্রন্থাগারে Extension workএর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ বলি যে গ্রন্থাগারকে জনপ্রিয় বা জনগণকে গ্রন্থাগারমুখী করার এ একটা সুন্দর কৌশল।

স্বাধীনতা দিবস পালন বর্তমানে জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে। ঐদিনে গ্রন্থাগারে দেশের মুক্তি আন্দোলন সম্পর্কে এক প্রদর্শনীর আয়োজন বিশেষ উৎসাহের সৃষ্টি করবে। অনুরূপভাবে বিভিন্ন উৎসবানুষ্ঠান ও মনীষীদের জন্মদিবস পালন উপলক্ষে তাঁদের গ্রন্থাদি প্রদর্শন লোকের নিকট খুবই উপভোগ্য হবে ; এবং সে গ্রন্থগুলিরও চাহিদা ক্রমে বাড়বে।

সৃজনি-শক্তি মানুষের একটি সহজাত বৃত্তি। মানুষ যেমন খেয়ে পরে সুখে স্বচ্ছন্দে বাঁচতে চায় তেমনি চায় নিজেকে প্রকাশ করতে। তার সেই চাওয়াটাই অভিব্যক্ত হয় গল্প লেখায়, ছবি আঁকায়, অভিনয়ে, নৃত্যগীত প্রভৃতি বহু কিছুর মাধ্যমে। ইতিহাসে ঐগুলিই হয় চিরন্তন ও মঙ্গলময়। সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রে মানুষকে এ সব কল্যাণকর কাজে উৎসাহিত করার সুযোগ থাকবে। সাহায্য পরামর্শ ও অনুপ্রেরণার অভাবে এদেশের চারু ও কারুশিল্পীরা প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ পান না। সাহিত্যে, সঙ্গীতে, অভিনয়ে ও চিত্রাঙ্কনে কুশলী তরুণ-তরুণীর মেধা অঙ্কুরেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। এটা দেশের এক মস্ত লোকসান। অর্থনৈতিক কারণে অবশ্য এ লোকসান নিবারণ সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রের আয়ত্তের অতীত। তবে কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রচার ও উৎসাহ দানের মূল্য নেহাত কম নয়। এজন্য কেন্দ্রে একটি স্বতন্ত্র বিভাগের কথা বলা হয়েছে। ইদানিং অনেক গ্রন্থাগারে সাহিত্য ও সাংগীতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা দেখা যায়। কিন্তু কুটির শিল্পজাত সামগ্রী, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতির প্রদর্শনী বিশেষ একটা চোখে পড়ে না।

সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রের কেন্দ্র হিসাবে গ্রন্থাগার থাকার সার্থকতা দুইয়ের কার্যক্রম সমন্বয়ে দুইয়ের উদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করা। সমাজ শিক্ষা মানুষের জীবনকে পূর্ণাঙ্গ ও জীবন যাত্রার মানকে উন্নত করে তুলতে সহায়তা করে এবং গ্রন্থাগার ইচ্ছা ও রুচি অনুযায়ী মানুষকে স্বশিক্ষিত হতে সাহায্য করে। গ্রন্থাগারের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। "গ্রন্থাগার সর্বাত্মক" এই মূলমন্ত্রই তাই সমাজ শিক্ষায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা নির্ধারিত করবে।

পরিষদ কথা

গ্রীষ্মকালীন গ্রন্থাগারিক-শিক্ষণের উদ্বোধন

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত গ্রন্থাগার শিক্ষণের গ্রীষ্মকালীন বিভাগ আনুষ্ঠানিকভাবে গত ৬ই মে জাতীয় গ্রন্থাগারে উদ্বোধন করা হয়। পৌরোহিত্য করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তরের ডাইরেক্টর ডক্টর পরিমল রায়।

পরিষদ সভাপতি শ্রীপ্রবীণচন্দ্র বসু ভূমিকা প্রসঙ্গে বলেন যে গত কুড়ি বছর যাবৎ এই শিক্ষণকেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। ইহা ১৯৩৭ সালে এক মাসের জন্য প্রথম প্রবর্তিত হয়। পরে ইহাকে তিন মাসকালীন করা হয়। আনন্দের কথা যে শিক্ষার্থীদের উৎসাহ উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। তাঁদের লক্ষ্য করে শ্রীবসু বলেন, পরীক্ষায় কৃতকার্য ও সার্টিফিকেট লাভ করলেই শুধু চলবে না—দেশের ভবিষ্যত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার গুরু দায়িত্ব আপনাদেরই উপর বর্তাচ্ছে এবং সে ভার আপনাদেরই নিতে হবে।

ডক্টর পরিমল রায় তাঁর ভাষণে বলেন, "আজকের যে শিক্ষা কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হচ্ছে এটা দীর্ঘকাল যাবৎ উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে·····গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আমাদের দেশে ক্রম বিবর্তনের পথে। আপনারা এই কাজের পুরোধা, আপনারা প্রথম এই কাজের ভার পেয়ে যদি যথাযথ ভাবে আপনাদের কাজ করতে না পারেন তাহলে সমস্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে অসফল করবার আশঙ্কা এসে যাবে·····আপনারা যে বৃত্তি শিক্ষা লাভ করতে চলেছেন এই বৃত্তিকে যদি সত্যই ফলপ্রসূ করতে তুলতে হয় তাহলে শুধু বৃত্তি নয় ব্রতের মনোবৃত্তি নিয়ে আপনাদের কাজ করতে হবে। এতদিন দেশে গ্রন্থাগারের প্রতি ছিল গুরুতর ঔদাসীন্য—অতি অল্পদিনের মধ্যেই গ্রন্থাগার যে স্বীকৃতি ও মর্যাদা পেয়েছে তা আমাদের অনেকের পক্ষেই অচিন্তনীয় ছিল ·····আজ দায়িত্ব বাড়ছে গ্রন্থ সংগ্রহকে জন সমাজের মধ্যে প্রবাহিত করে দেবার ·····আগামী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গ্রন্থাগারের উপর খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে—কিন্তু যদি সেবার মনোবৃত্তি নিয়ে আপনারা কাজ না করেন তাহলে এই সুযোগ আপনারা যথাযথ ভাবে নিতে পারবেন না।"

পরিশেষে পরিষদের পক্ষ থেকে শ্রীপ্রমোদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর পরিমল রায় ও উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পরিভাষা (২)

গ্রন্থাগারের ১৩৬১ সালের চৈত্র সংখ্যায় "গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পরিভাষা" শীর্ষক প্রবন্ধে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দসমূহের (পরিষদের Technical Advisory Committee কর্তৃক অনুমোদিত) বাংলা প্রতিশব্দের প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হয়। বর্তমান সংখ্যায় ঐ প্রতিশব্দের দ্বিতীয় কিস্তি প্রকাশ করা হোল।

প্রতিশব্দগুলি স্থির করবার জন্যে যে সমস্ত নীতি অবলম্বিত হয়েছে ১৩৬১ সালের চৈত্র সংখ্যায় সেগুলি উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং এই সংখ্যায় সেগুলির পুনরুক্তি না করে মাত্র ইংরাজী শব্দ ও তাহার অনুমোদিত বাংলা প্রতিশব্দ প্রকাশ করা গেল। এ বিষয়ে আগ্রহশীল ব্যক্তিগণের মতামত জানতে পারলে কমিটি তাঁদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করবেন।

Author Mark—গ্রন্থকারাঙ্ক
Author Catalogue—গ্রন্থকার সূচী
Anonymous Book—অনামক গ্রন্থ
Bulletin—সমাচার পত্র
Colon Classification Scheme—কোলন বর্গীকরণ
Discarding—পরিবর্জন
Delivery Station—বিতরণ কেন্দ্র
Display —প্রকটন
Duplicating—প্রতিলিপীকরণ
Expansive Clasification—এক্সপ্যানসিভ্ বর্গীকরণ
Filing—বিন্যাস
Fittings, Fixtures } সরঞ্জাম, স্থির-সজ্জা
Guarantor—প্রতিভূ
Inter lending—অন্তর্ঋণ
Label—লেবপত্র
Lantern Slide—প্রতিক্ষেপ্য চিত্র
Lending—ঋণ
Librarianship—গ্রন্থাগারিক বৃত্তি
Microfilm—অনুচিত্রণ
Palaeography—প্রত্নলিপিবিদ্যা
Processing—গ্রন্থবিন্যাসক্রম
Process Stamp—গ্রন্থবিন্যাসক্রমাঙ্ক
Register—বহি
Reference Book—সূত্রগ্রন্থ
Routine—নিত্যকর্ম
Statistics—পরিসংখ্যান
Stamp—অঙ্ক
Subject Heading—বিষয় নাম
Ticket—প্রবেশ পত্র
Union Catalogue—সংযুক্ত গ্রন্থসূচী
Wicket—পক্ষদ্বার

গ্রন্থাগার সংবাদ

[এই বিভাগে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের নানাবিধ কার্য বিবরণী প্রকাশের আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব। বিবরণী সুস্পষ্টরূপে লিখিত ও সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।—সম্পাদক]

মুলাজোড় ভারতচন্দ্র গ্রন্থাগার ॥ শ্যামনগর ॥ চব্বিশ পরগণা।

অর্ধশতাব্দী পূর্বে প্রতিষ্ঠিত ভারতচন্দ্র গ্রন্থাগার পঞ্চাশটি উজ্জ্বল বছর সগৌরবে অতিক্রম করেছে। ভারতচন্দ্র গ্রন্থাগারের ক্রমোন্নতি ও সর্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধির মূলে একদিকে বিজড়িত বহু বছরের বহুর কামনা ও সাধনা, অপর দিকে গ্রামবাসীদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা। গত ১২ই এপ্রিল হতে তিনদিন ব্যাপী সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব বিপুল উৎসাহের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়, বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। বিভিন্ন দিন বক্তৃতাদির পর নাটকাভিনয়, সংগীত ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান সূচীকে যথেষ্ট হৃদয়গ্রাহী করে তোলে। জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত 'স্মরণী' পত্রের কয়েকটি প্রবন্ধ যথেষ্ট মূল্যবান।

তরুণ সঙ্ঘ ॥ ১৭ এ ঘোষ লেন ॥ কলিকাতা—৬।

এ বছর তরুণ সঙ্ঘ নবম বর্ষে পদার্পণ করল। সঙ্ঘের কর্মীদের নিরলস উৎসাহপূর্ণ সেবাকর্মে সঙ্ঘটি স্থানীয় জনসাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতি অর্জনে সমর্থ হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সমাজ শিক্ষা অধিকার সঙ্ঘটিকে পুস্তক ক্রয়ের জন্য এককালীন দুইশত টাকা সাহায্যদান করেছেন। কথিকা, আলোচনা সভার আয়োজন, নাটকাভিনয় ও সঙ্ঘের নানাবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি সঙ্ঘে নিয়মিত হয়ে থাকে।

মেদিনীপুর জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ ॥ মেদিনীপুর।

গত ১০ই মার্চ মেদিনীপুর রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার ভবন সংলগ্ন ভূমিতে মেদিনীপুর জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের নতুন গৃহের ভিত্তিস্থাপন উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। প্রবিতবশা সাহিত্যিক শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। পরিষদ সভাপতি জেলা-শাসক শ্রীঅশোকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পরিষদ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, সরকারী সাহায্য ও পরিষদের ভাবী রূপ ও কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে এক নাতিদীর্ঘ ভাষণ দান করেন। অনুষ্ঠানে সহরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

বৈষ্ণবাটি যুবক সমিতি ॥ সেওড়াফুলী ॥ হুগলী।

গত ৫ই ফেব্রুয়ারী সমিতির ৪৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বার্ষিক কার্যবিবরণীতে সমিতি সম্পাদক শ্রীবিভূতিভূষণ সরকার সমিতির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির উল্লেখ করেন ও আর্থিক অসচ্ছলতার দরুণ বহুবিধ কর্মপ্রচেষ্টা ব্যাহত হওয়ার কথাও তিনি জানান। সমিতির বিভিন্ন বিভাগীয় কার্যাবলীর মধ্যে 'শতদল' নামে হস্তলিখিত পত্রিকা প্রকাশনা, ও স্বতন্ত্র মহিলা বিভাগ পরিচালনার প্রচেষ্টা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্যারীমোহন মেমোরিয়াল লাইব্রেরী ॥ ৮৭ হিডার রোড ॥ বেলঘরিয়া।

গত ২২শে জানুয়ারী তারিখে গ্রন্থাগারের ৫২তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সম্পাদক শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য গত এক বছরের কার্যবিবরণী উপস্থাপিত করিয়া লাইব্রেরীর উন্নতিমূলক কার্যাবলী ছাড়াও নানা অভাব অভিযোগের উল্লেখ করেন। বিভিন্ন ব্যক্তির নানাবিধ সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য তিনি তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। গত দুই বছরে লাইব্রেরী ৬০২৲ টাকার পুস্তক ক্রয় ও ১৪৫৲ টাকা বই বাঁধাইয়ে ব্যয় করেন। শ্রীগুরুশরণ দাসগুপ্ত পরবর্তী বছরের সম্পাদক নির্বাচিত হন।

আদর্শ সঙ্ঘ পাঠাগার ॥ মদনপুর ॥ নদীয়া।

এবছর আদর্শ সঙ্ঘ পাঠাগার অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করেছে। পাঠাগারের গত সাধারণ সভায় ১২ জন সদস্যকে নিয়া নতুন কার্যনির্বাহক সমিতি নির্বাচিত হয়। শ্রীসুবিমল দাশ শর্মা বর্তমান বছরের জন্য সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন।

চেতলা নিত্যানন্দ লাইব্রেরী ॥ কলিকাতা—২৭।

গত নভেম্বর মাসে লাইব্রেরীর বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। লাইব্রেরীর সম্পাদক শ্রীঅরুণ বোস তাঁর বিবরণীতে উল্লেখ করেন যে গ্রন্থাগার পাঠকক্ষে বিনা চাঁদায় বসে পড়বার সুবন্দোবস্ত থাকার ফলে বহু সংখ্যক পাঠক নিয়মিত পাঠকক্ষটি ব্যবহার করে থাকেন। রবীন্দ্র জয়ন্তী, গ্রন্থাগার দিবস প্রভৃতি পালন করা হয়। স্থান অসঙ্কুলান হেতু গ্রন্থাগারের দৈনন্দিন কার্যে অসুবিধা ও বিভিন্ন বিভাগের কাজকর্ম ব্যাহত হওয়ার কথাও তিনি বিবরণীতে জানান। বিভিন্ন ব্যক্তির দান, সহকর্মীদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা ও জনসাধারণের সহানুভূতির জন্য তিনি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

প্রগতি পাঠাগার ॥ জিরাট। হুগলী।

গত ২২শে মে জিরাট প্রগতি পাঠাগারের দ্বিতীয় জয়ন্তী উৎসব পালিত হয়। সকালের অনুষ্ঠানে পতাকা উত্তোলন ও সভা আয়োজিত হয়। সভায় বার্ষিক বিবরণী উপস্থাপিত করেন পাঠাগার সম্পাদক শ্রীঅনিলকুমার চক্রবর্তী। পরে গ্রন্থাগার সম্পর্কে কয়েকজন বক্তৃতা দেন। সায়াহ্নে এক সাংগীতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

বান্ধব লাইব্রেরী ॥ জয়নগর ॥ চব্বিশ পরগণা।

গত ৩১শে মার্চ জয়নগর বান্ধব লাইব্রেরীর একাদশ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। লাইব্রেরীর সম্পাদক শ্রীঅসিতকুমার মিত্র তাঁর বিবরণীতে গ্রন্থাগারের নানাবিধ কার্যাবলীর মধ্যে গৃহ নির্মাণকল্পে সরকারী সাহায্য ও গ্রন্থাগারের শুভানুধ্যায়ীদের অর্থদানের কথা উল্লেখ করেন। নানারূপ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি ছাড়াও জেলায় গ্রন্থাগার আন্দোলন সংগঠনে বান্ধব লাইব্রেরীর সক্রিয় অংশ গ্রহণ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্থানীয় গ্রন্থাগার সংস্থা ছাড়াও, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও জেলা পরিষদের সদস্য থাকায় লাইব্রেরীর পক্ষে তিনটি প্রতিষ্ঠানকে চাঁদা দেওয়া আর্থিক অস্বচ্ছলতা হেতু কষ্টসাপেক্ষ। সেজন্যে সম্পাদক শ্রী মিত্র তিনটি সংস্থার সমন্বয় সাধনের আবেদন জানান।

দেশবন্ধু পাঠাগার ॥ ৮১, ল্যান্সডাউন রোড ॥ কলিকাতা—২৬।

গত ৩১শে মার্চ পাঠাগারের বার্ষিক সাধারণ সভায় পাঠাগার সম্পাদক শ্রীশুভ্রসত্য বসু কার্যবিবরণীতে বলেন যে 'বয়স হিসাবে এই পাঠাগার যত পুরোনো নিজের কীর্তি আয়তনের দিক থেকে এর খ্যাতি তত বিস্তৃত হয়নি'। বই ও আসবাবপত্র ক্রমোত্তর বৃদ্ধির উল্লেখ করে তিনি শ্রীঅতুল চন্দ্র গুপ্তর পাঠাগারের প্রতি বদান্যতার জন্যে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। বিভিন্ন উৎসব ও জাতীয় দিবসাদি পালন ও 'দেশবন্ধু' নামক একটি হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশনা পাঠাগারের নিয়মিত কার্যাদির অন্তর্ভুক্ত।

ভদ্রেশ্বর সাধারণ পাঠাগার ॥ ভদ্রেশ্বর ॥ হুগলী।

গত ১লা বৈশাখ ভদ্রেশ্বর সাধারণ পাঠাগারের নব নির্মিত গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। হুগলী জেলা শাসক শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য পৌরোহিত্য

করেন। পাঠাগার সম্পাদক শ্রীবৈদ্যনাথ ঘোষ তাঁর ভাষণে পাঠাগারের গৃহ নির্মাণের পূর্ণ বিবরণী দান করেন। বিভিন্ন ব্যক্তির অর্থদান ও নানাবিধ সহযোগিতা ও পশ্চিম বঙ্গ সরকারের গৃহ নির্মাণকল্পে ব্যয়ের অর্ধাংশ ৬৭৫১৪০ সাহায্য দানের কথা উল্লেখ করেন। দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষ্যে গ্রন্থাগারিক শ্রীকানাইলাল বিশ্বাস পাঠাগারের একটি নাতিদীর্ঘ ইতিহাস প্রণয়ন করেছেন।

অন্যান্য রাজ্যের খবর

ত্রিবাঙ্কুর কোচিন গ্রন্থশালা সঙ্ঘম

৪৭টি গ্রন্থাগারকে নিয়ে মাত্র নয় বছর আগে এই সংস্থাটির জন্ম হয়। বর্তমানে সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠানিক সদস্য সংখ্যা ২০০০এর কাছাকাছি। সঙ্ঘের সুপারিশক্রমে উক্ত সংখ্যার অন্তর্গত ১৬৫২টি গ্রন্থাগার স্ব স্ব শ্রেণী অনুযায়ী ১০০৲ থেকে ১০০০৲ টাকা অবধি অর্থ সাহায্য ত্রিবাঙ্কুর কোচিন রাজ্য সরকারের নিকট হতে পেয়ে থাকে। স্থানীয় অবস্থা ও প্রয়োজন অনুযায়ী সঙ্ঘ রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সুসংগঠিত ভাবে পরিচালনের চেষ্টা করছেন ও গ্রন্থাগারগুলি যাতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরিচালিত ও গঠিত হতে পারে তারও চেষ্টা করছেন। রাজ্যের জনসাধারণ বিভিন্ন গ্রন্থাগার হতে যথেষ্ট উপকার লাভ করছে এবং রাজ্য সরকার সঙ্ঘের পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকেন। ত্রিবান্দ্রম শহরে সঙ্ঘের কেন্দ্রীয় কার্যালয় অবস্থিত।

অন্যান্য দেশের খবর

সুইস গ্রন্থাগারের গ্রন্থ বিনিময় ব্যবস্থা

সুইজারল্যাণ্ডে ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্র কাঠামো বৈষম্যবহুল। সেকারণে সেখানকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে প্রকৃতিগত বৈশিষ্টে স্বাতন্ত্র ও বৈষম্য থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু পারস্পরিক যোগাযোগ ও সহযোগিতার ফলে সেখানকার গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে সম্পর্ক খুবই নিবিড়। অথচ সেখানে কোন কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক সংস্থা নেই। গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে সহযোগিতা সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র অবৈতনিক কর্মীদের উদ্যমে পরিচালিত সুইস গ্রন্থাগার পরিষদের প্রচেষ্টায়।

পাঁচমেশালি ভাষা ও জাতের অসুবিধা সত্ত্বেও বিভিন্ন গ্রন্থাগারের মধ্যে গ্রন্থ বিনিময় ব্যবস্থা সুইস গ্রন্থাগার পরিষদের সবচেয়ে অভিনব ও উল্লেখযোগ্য কাজ। বার্ণে অবস্থিত জাতীয় গ্রন্থাগারে একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থসূচী আছে। সাড়ে তিনশ সুইস গ্রন্থাগারের গ্রন্থ সংগ্রহের খবরাখবর পাওয়া যায় তাতে। কোনও একটা বই গ্রন্থাগার বিশেষে না থাকলে নির্দিষ্ট একটা কার্ডে সেটার নাম ইত্যাদি লিখে কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখান থেকে কেবল যে সব গ্রন্থাগারে বইটি আছে কার্ডটিতে তা টুকে দেওয়া হয়। যে গ্রন্থাগারে প্রথমে কার্ডটি পাঠিয়ে দেওয়া হয় তাদের সে সময় বইটি বেরিয়ে গিয়ে থাকলে, কার্ডে লিখিত পরবর্তী গ্রন্থাগারে কার্ডটি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সে গ্রন্থাগারে বইটি থাকলে তাঁরা কার্ডের অংশ বিশেষ রসিদ হিসেবে কেটে নিয়ে বইটি প্রার্থী গ্রন্থাগারে পাঠিয়ে দেন। এর ফলে প্রচুর সময় বাঁচে।

[সুইজারল্যাণ্ডের জনসংখ্যা ৫৭ লক্ষ। মোট ছয় সর্বস্তরের গ্রন্থাগার আছে হাজার ছয়েকের ওপর। সেগুলির মোট গ্রন্থ সংগ্রহ প্রায় এক কোটি ষাট হতে সত্তর লক্ষের মত।]

বিবিধ বার্তা

জ্ঞানের উপর শুল্ক

জ্ঞানের প্রসার ও বিস্তারকে বিভিন্ন দেশে কিরূপে শুল্কের নাগপাশে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে সে সম্পর্কে ইউনেস্কো কর্তৃক Trade Barriers to knowledge নামে এক পুস্তক প্রকাশিত হয়।

বইটির ১৯৫১ সালে প্রকাশিত প্রথম সংস্করনে মোট ৪৩টি দেশের হিসাব দেওয়া হয়। প্রথম প্রকাশের পর থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এ সম্পর্কে আইন কানুনের অল্প বিস্তর উন্নতি দেখা দিতে সুরু করে।

বর্তমান বছরে প্রকাশিত বইটির নতুন ও পরিবর্তিত সংস্করনটিতে ৯১টি দেশের হিসাব হিসাব খতিয়ে দেখানো হয়েছে যে ইদানিং গ্রন্থ ব্যবসায় প্রভূত স্বাধীনতা লাভ করেছে।

কেবল ১১টি দেশে বইয়ের উপর পূর্ণ আমদানী শুল্ক আদায় করা হয় এবং ১৫টি দেশে আংশিক আমদানী শুল্ক অর্থাৎ নির্দিষ্ট কয়েকটি দেশ থেকে আমদানীকৃত গ্রন্থের উপর আমদানী শুল্ক চাপানো হয়। ৩২টি দেশে বই আমদানী করতে

কোন লাইসেন্সই লাগেনা এবং ৩৭টি দেশে নির্দিষ্ট কয়েকটি দেশ থেকে কেবল আমদানীর জন্য লাইসেন্স লাগে। সংবাদ ও সাময়িক পত্রগুলি কিন্তু লাইসেন্সের ব্যাপারে ততটা রেহাই পায়নি। তবুও ১২টি দেশেই কেবলমাত্র আমদানী শুল্ক আদায় করা হয় আর ২১টি দেশে আমদানীর জন্য লাইসেন্স লাগে।

শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র, বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামাদি, ও অন্ধ, মূক ও বধিরদের পড়াশুনার সরঞ্জাম আমদানীর প্রতিকূল ব্যবস্থা যথেষ্ট শিথিল হয়েছে।

শতকরা ৩০টি দেশে অঙ্কিত চিত্র ও ভাস্কর্য দ্রব্যের উপর ও শতকরা ৫৬টি দেশে বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামাদির উপর আমদানীকর চাপানো হয়, এছাড়া Newsprint, Record ও Radio'র উপর ব্যাপক ও যথেচ্ছ কর চাপানো হয়। Exchange Control ও Import Licence এর বিবিধাধার কথাও বইটিতে বলা হয়েছে।

জেনেভার GATT চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী ২৬টি দেশের নিকট ইউনেস্কো জ্ঞান ও শিক্ষার উপকরণাদি যথা পুস্তক, শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র প্রভৃতির এক তালিকা পাঠিয়ে সেগুলিকে যথাসম্ভব কর ও শুল্কভার হতে বিমুক্ত করার জন্যে আবেদন জানিয়েছেন।

সিকিমকে ভারতের গ্রন্থাগার সাহায্য

ইউনাইটেড প্রেসের এক খবরে প্রকাশ যে গত ১০ই মার্চ সিকিমস্থ ভারতীয় পলিটিক্যাল অফিসার শ্রীএ, বি পন্থের মারফৎ এক অনুষ্ঠানে ভারত সরকার গ্যাংটকে এক গ্রন্থাগার ও গবেষনাগার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে সিকিম সরকারকে প্রতিশ্রুত দেয় দুই লক্ষ টাকার অর্দ্ধেক অর্থ দান করেছেন। বৌদ্ধ ও তিব্বতী সাহিত্যে গবেষণা ও বক্তৃতাদির ব্যবস্থা ছাড়াও তিব্বতী ভাষা থেকে বিখ্যাত বৌদ্ধ গ্রন্থ 'মহাবগ্গ' ইংরাজি, হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় অনুবাদেরও এক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

গ্রন্থ সমালোচনা

('প্রবাসীতে' সমালোচনার্থ অনেকের বই ও পত্রিকা আমরা পেয়ে থাকি। কিন্তু 'প্রবাসী'র ক্ষীণ কলেবরের মধ্যে তাদের সকলের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করার ইচ্ছা থাকলেও সম্ভবপর নয়। তাতেই কিছু ত্রুটি স্বীকার. কিন্তু সংক্ষিপ্ত মন্তব্য ইত্যাদির মধ্য দিয়েই আমাদের কর্তব্য সম্পাদন করার প্রয়োজন ঘটে। অবশ্য মন্তব্যের দৈর্ঘ্য গ্রন্থ যে মানসিক সমর্থনের গভীরতার একমাত্র জ্ঞাপক নয় একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। —সম্পাদক)

পুস্তক

উপজাতির কথা : অধ্যাপক শ্রীমীনেন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীপ্রবোধকুমার ভৌমিক। গ্রন্থ সমাজ। আড়াই টাকা।

স্বাধীন ভারতের জনসমষ্টি গঠনে উপজাতির স্থান স্বীকৃতি লাভ করিলেও ভারতের এইসকল আদিবাসীদের সম্বন্ধে আর্যসভ্যতা-বিজড়িত সাধারণের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। গ্রন্থকারদ্বয় ক্ষুদ্র আয়তনের সীমারেখার মধ্য দিয়াও পাঠক মনে আদিবাসীদের জীবনযাত্রার চিত্র ফুটাইতে দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। মননশীল পাঠক ভারতবাসীর সমাজ তথা পারিবারিক জীবনে আদিবাসীর প্রভাবের সন্ধানও পাইবেন। বিশেষ করিয়া গ্রন্থখানি গ্রন্থাগার বৃত্তি অবলম্বিকে সহায়তা করিবে। শিশু পাঠক-পাঠিকা যখন বই পড়িতে চাহে, তখন গ্রন্থাগারিক নিজেকে বিপন্ন মনে করেন। কি এই দিব—এই প্রশ্নই নিজের কাছে বড় হইয়া উঠে। সত্যই ইহা একটি বিরাট সমস্যা। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিশু মনের খোরাক যোগানো এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। অতি অল্প গ্রন্থই পাওয়া যায় যাহা শিশু পাঠক পাঠিকার হাতে দেওয়া চলে। সেই দিক হইতে গ্রন্থখানির মূল্য অনেকখানি। সরল ভাষায়, সহজ ভঙ্গীতে উপজাতিদের যে বর্ণনা এই গ্রন্থে পরিবেশিত হইয়াছে তাহা শিশুমনে একাধারে জ্ঞান ও আনন্দ পরিবেশন করিবে।

—শ্রীমতী বাণী বোস

বঙ্গবিজেতা : রমেশচন্দ্র দত্ত। মিত্র বিহার লিঃ। আড়াই টাকা।

বংকিমচন্দ্র তাঁর সমকালীনদের মধ্যে যে সমস্ত ব্যক্তিত্বকে সাক্ষাৎভাবে প্রভাবান্বিত ক'রতে সক্ষম হ'য়েছিলেন, রমেশচন্দ্র নিঃসন্দেহে তাঁদেরই পুরোগামী। জ্ঞানাঙ্কুরের ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্র যে একদিন আলোড়ন আন্‌তে পার্বেন, সে ভবিষ্যৎ বাণীও তাঁর পূর্ব সূরির মুখ দিয়ে উচ্চারিত হ'য়েছিলো।

উপন্যাসকে যদি সত্যই শ্রেণী বিভিন্নতায় ভাগ ক'রে নেওয়া উচিত মনে হয়, তাহ'লে ব'লতে হয়,—আলোচ্য গ্রন্থটি বাংলার অংশুলিমের সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাসের অন্যতম। এ ধরণের কাহিনীকারকে ফিরে যেতে হয় অতীতের অতলগর্ভে, তারপর অতীত চারণার ফলশ্রুতি : কাল-অচেতন অপবাদ থেকে মুক্তি। ডুবুরী পাকা হ'লে ইনামও জোটে যথোপযুক্ত। বস্তুতঃ কাল-সচেতনার কষ্টি পাথরে ঐতিহাসিক উপন্যাসের বহুলাংশ যাচাই হয়। বাংলা সাহিত্যে বংকিমচন্দ্র রমেশচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথ তো ছিলেনই। ইদানীংকালের লেখকদের মধ্যেও কাহিনী সংগ্রহ উপলক্ষে অতীতমুখী হওয়ার প্রয়াস লক্ষ্যনীয়। একটা কথা উঠেছিলো, 'ইতিহাস যদি প'ড়তে হয় তো নেহাৎই ইতিহাস প'ড়বো—ওসব কেন?' উত্তরে রবীন্দ্রনাথ ব'লেছিলেন, 'সত্যের জন্য ইতিহাস পড়ো, আনন্দের জন্য আইভান্ হো পড়ো।' পাঠ-সার্থকতা সম্পর্কে আবার ব'ললেন যে, কাব্যের যা ভুল তা সংশোধিত হবে ইতিহাসে। কিন্তু বঙ্গবিজেতার রমেশচন্দ্র সম্পর্কে প্রধানভাবে কিছু ব'লতে গেলে, ব'লতে হয়—তিনি প্রথম ঐতিহাসিক পরে ঔপন্যাসিক। এর ব্যতিক্রম তাঁর সৃষ্ট গ্রন্থেই আছে। প্রায় এক শতাব্দী আগের রচনা, কাহিনী তো তারও ঢের আগের, অথচ বইটী হাতে নিলে আদ্যোপান্ত শেষ না ক'রে উপায় থাকে না। এমনই এর আকর্ষণ।

—ভোলানাথ ভট্টাচার্য

পত্রিকা

অধুনাপ্রাপ্ত পত্রিকাগুলির মধ্যে ২'টি আমাদের সুধর্মী বন্ধুদের প্রকাশিত পত্রিকা। তার একটি "প্রজ্ঞা" জয়নগর মজিলপুর গ্রন্থাগার সংস্থার মুখপত্র। ১৩৬২ সালের ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা (মূল্য ছয় আনা)। গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগার সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিবিধ প্রবন্ধে এ সংখ্যাটি সমৃদ্ধ। কিন্তু ঐ সব প্রবন্ধ ছাড়াও যা বিশেষ করে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তা "২৪ পরগণার গ্রন্থকার ও লেখকগণের রচনা"দির তালিকা আর "২৪ পরগণার গ্রন্থাগার সংবাদ।"

প্রথমটি জয়নগর-মজিলপুরের বর্তমান কালের লেখকদের নিয়েই লেখা। অতীতের চেয়ে প্রথমেই বর্তমানকে আশ্রয় করা হয়তো আবেদনের দিক দিয়ে আশুফলপ্রসূ কিন্তু বারাবাহিক তথ্যের অন্তর্নিহিত ইঙ্গিত তা'তে বিঘ্নিত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। দ্বিতীয়তঃ, বইগুলির প্রকাশক, ছাপার তারিখ ইত্যাদি যা আমরা পরিপূর্ণ সূচীলেখে পাওয়ার আশা করি তা' দিয়ে দিলেও অনেক সুবিধা হবে। তৃতীয়তঃ, লেখকদের সংক্ষিপ্ত জীবনী, ঠিকানা ইত্যাদি দিয়ে দিলে ভবিষ্যতের জীবনীকোষ প্রণয়নের পথও সহজ করে রাখা হবে।

"২৪ পরগণার গ্রন্থাগার সংবাদ" অংশে যে গ্রন্থাগারগুলির উল্লেখ আছে তার কয়েকটির মাত্র সংক্ষিপ্ত ইতিহাস শ্রীকালিদাস দত্তের "জয়নগর-মজিলপুরের গ্রন্থাগার" প্রবন্ধে দেওয়া আছে। কিন্তু প্রতিটি গ্রন্থাগারের এই ধরণের ইতিহাস সংগ্রহ করা সম্ভব হ'লে তা' তথ্য হিসাবে কম মূল্যবান হবে না। আশাকরি বন্ধুরা এদিকে দৃষ্টি রাখবেন।

গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কিত অপর যে পত্রিকা আমাদের হাতে এসে পৌঁছেচে তা' "গ্রন্থবাণী"—২১৭, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট হ'তে প্রকাশিত। এর ১৩৬৩ সালের ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা (দাম বার আনা) আমাদের হাতে এসেছে। এও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান পারদর্শীদের প্রবন্ধে সমৃদ্ধ। "বঙ্গ ভাষার লেখক" অংশে যে গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়নের পরিকল্পনা আছে তার প্রতিটি গ্রন্থের তথ্যাদি সূচীলেখের নিয়মানুযায়ী আরোও বিশদ হওয়ার প্রয়োজন আছে বলেই বোধ হয়। "জিজ্ঞাসা সহায়ক গ্রন্থরাজির" (Reference Books) তালিকা প্রণয়ন নিঃসন্দেহেই প্রশংসার্হ, কিন্তু তা' আরও বিশদভাবে সমস্ত বিষয়কে ব্যাপ্ত করে প্রণীত হওয়া উচিত। যে সব ক্ষেত্রে উপযুক্ত গ্রন্থ অন্য ভাষায় থাকলেও বাংলা ভাষায় লভ্য নয়, সে সব স্থলে সেই গ্রন্থেরও নাম দেওয়ার প্রয়োজন আছে। ভবিষ্যতের লেখকের কাছে হয়তো তা' প্রয়োজনের পথপ্রদর্শকের কাজ করবে।

অপর যে পত্রিকাগুলি আমাদের হাতে এসেছে—

ভাগীরথী—কর্মিষ্ট ক্লাবের সাহিত্যপত্র, ১৩৬৩ সালের ৪র্থ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, ১, কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীট হ'তে প্রকাশিত।

মিতালি—হলদি বাড়ী পি, ডি, এন্, এন্. ক্লাবের পত্রিকা। ১৩৬২ সালের ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা। সাহিত্য পত্র।

সঞ্চয়ন—নবদ্বীপ হ'তে প্রকাশিত। ১৩৬২ সালের ২য় বর্ষ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা ; ফাল্গুন ও চৈত্র। প্রতি সংখ্যা চার আনা, বার্ষিক ৩৲ টাকা। সাহিত্য পত্র।

দেশের শিক্ষার হার অত্যন্ত কম বলে বিভিন্ন ধরণের পত্রিকাদির চাহিদা আমাদের দেশে এখনও খুবই কম। আর্থিক সঙ্কট তাই বহু স্থলেই বহু পত্রিকার শিশুমৃত্যুর কারণ হয়। তা-সত্ত্বেও যাঁরা নিজেদের দীর্ঘজীবি করতে পারেন তাঁদের উদ্যম প্রশংসনীয়। যাঁরা নতুন উৎসাহে এগিয়ে আসেন তাঁরাও অভিনন্দনের যোগ্য।

সম্পাদকীয়

বর্ষশেষের হিসাব-নিকাশ

যে কোনও প্রতিষ্ঠানের তরফ হতে এক বছর পর পর একটি হিসাব-নিকাশ করার পদ্ধতিতে আমরা সকলেই কম বেশী অভ্যস্ত। এই ধরণের হিসাব গ্রহণ করার মূল উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠানের গৃহীত কর্মধারা কতদূর সফল হয়েছে তার হিসাব করা এবং কতদূর কি কারণে সফল হতে পারে নি তার কারণ বিশ্লেষণ করা। এছাড়া অর্থ ব্যয়ের হিসাব করা, আগামী বছরের কর্মকর্তাদের নির্বাচন ইত্যাদি সবই এর সঙ্গে জড়িত থাকে; কিন্তু সবই একদিক দিয়ে গৌণ বলা চলে। কারণ কল্পিত কর্মধারাকে সার্থক ভাবে কাজে রূপান্তরিত করার জন্যই উপযুক্ত কর্মীদের নির্বাচন প্রয়োজন, ব্যয় নির্বাহের পরিকল্পনা প্রয়োজন। প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠানগুলি বাৎসরিক বিবরণীতে তাঁদের এই ধরণের বক্তব্যগুলিকে লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু লিপিবদ্ধ কাহিনীর অধিকাংশতেই অর্থ ব্যয়ের হিসাব পাওয়া যায়, কর্মকর্তাদের নামের উল্লেখও দেখা যায় কিন্তু গৃহীত কর্মধারার সামাজিক দিক দিয়ে সাফল্য অসাফল্যের কথা কম বেশী অনুক্তই থেকে যায়। হয়তো কয়েকটি ক্ষেত্রে কিছু আশা আকাঙ্খায় তৃপ্ত হওয়ার বা অতৃপ্ত থেকে যাওয়ার কথাও বর্ণিত থাকে। কিন্তু তার সামাজিক বিশ্লেষণ, যা' আমাদের নতুন পথের ইঙ্গিত দিতে পারে, তা প্রায় সর্বত্রই অবহেলিত হয়।

গতানুগতিক ভাবে মুখ্য উদ্দেশ্যকেই অনুক্ত বা অস্পষ্ট রেখে এই ধরণের বাৎসরিক বিবরণী পেশ করা আজ অনেক প্রতিষ্ঠানের কাছেই প্রচলিত প্রথার অনুকরণের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে তাঁদের বাৎসরিক বিবরণী আজ সংবাদ পরিবেশন করলেও চিন্তার খোরাক যোগায় না।

আমাদের বক্তব্য প্রায় সকল প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে প্রযোজ্য হলেও এ ক্ষেত্রে প্রধান লক্ষ্য আমাদের সমধর্মী প্রতিষ্ঠানগুলি, অর্থাৎ গ্রন্থাগার ও তার সম্পর্কিত সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলি। পরিষদের কার্যালয়ে এই ধরণের বহু বাৎসরিক বিবরণীই এসে থাকে এবং পরিষদ অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গেই এই এগিয়ে চলার খবরকে সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য "গ্রন্থাগারে" তা সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশ করে থাকেন।

তাদের মধ্যে উক্ত ধরণের যে ত্রুটি লক্ষ্য করা গেছে তা'তে মনে হয় অভ্যাস ছাড়াও অপর যে প্রধান কারণ আমাদের সামাজিক দিক হতে অসাফল্যের

ইতিহাসবিশ্লেষণে অপারগ করে রেখেছে তা' উপযুক্ত তথ্যের অভাব। সেই তথ্যকে সংগৃহীত করে, তাকে সংগঠিত করে, তার অন্তর্নিহিত বক্তব্যকে উপলব্ধি করা নিশ্চয়ই তীক্ষ্ণ সামাজিক দৃষ্টির অপেক্ষা রাখে। কিন্তু সমাজের এক বিশেষ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে যাঁরা বছরের পর বছর ধরে চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা তাঁদের প্রতিষ্ঠানের সভ্যদের চাহিদাকে তথ্যের মধ্য দিয়ে বুঝবেন এবং বোঝাবেন—গ্রন্থাগারের ব্যয় নির্বাহের, তার গ্রন্থ লেনদেনের মধ্য দিয়ে সেই চাহিদাকে মেটানোর চেষ্টা দেখাবেন এবং প্রতিষ্ঠানের সার্থক জীবনের পক্ষে লব্ধ অর্থাদি যদি অপ্রচুর হয়ে থাকে তবে সেই অপ্রাচুর্যকে কোথা হতে কি ভাবে মেটানো উচিত এবং সম্ভব তথ্যের ভিত্তিতেই তার নির্দেশ দেবেন—এ আশা করা কি অন্যায় হবে?

কর্মধারার এই সামাজিক দৃষ্টি-কোণ থেকে বিচার বলতে আমরা বছরের গোড়ায় মনের মধ্যে জমে ওঠা কয়টি বাসনার বিবৃতিকে বা তার অল্প কয়টিকে কাজে পরিণত করার ঘটনার বর্ণনাকে বোঝাতে চাইনি। গ্রন্থাগার পরিচালনার পথে তার কর্মকর্তাদের কাছে বহু ধরণের জিনিষই দিনের পর দিন চোখে পড়তে থাকে। বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখলে তা' বিশেষ বিশেষ দিনের ঘটনা মাত্রে পর্য্যবসিত হবে। কিন্তু বহু দিনের বহু ঘটনাকে সার্থক ভাবে সংগঠিত করলে সকল বিচ্ছিন্নতার মধ্য দিয়ে ক্রিয়াশীল এক ঐতিহাসিক কারণকে লক্ষ্য করা যাবে। এই কারণই সন্ধানী আলোর মত উদ্ভাসিত হয়ে আমাদের সঠিক যাত্রা পথের সন্ধান দেবে।

পরিষদের মূল যাঁরা তাঁদের মধ্যেই তথ্য সংগ্রহের এই বর্তমান দুর্বলতা পরিষদের দৃষ্টিতেও কিছুটা অবজ্ঞতার সৃষ্টি করে রেখেছে। ফলে পরিষদের উক্তি বা সর্বোত্তম নির্দেশ বলে মেনে নেওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে, তাও অনেক সময়েই শুভেচ্ছাবাণীর অস্পষ্টতায় অন্তরিক ঢাকা পড়ে যায়।

পরিষদের সালতামামির দিন এগিয়ে আসছে। অল্প দিনের মধ্যে বাৎসরিক সভায় মিলিত হয়ে আমরা তার প্রতিশ্রুত কাজের হিসাব-নিকাশ করবো। তাই বিশেষ করে যে হিসাব মৌখিক উক্তি মাত্র নয়, যে হিসাবে তথ্যই বাঙ্ময় হয়ে ওঠে, সেই ধরণের আর একটি হিসাব পেশ করার কথাই মনে হচ্ছে আর তার অভাব বিশেষ করেই আমাদের অসহায়তাকে ফুটিয়ে তুলছে। পরিষদ সদস্যেরা এ বিষয়ে যথেষ্ট সক্রিয় হয়ে উঠলে পরিষদের তথা গ্রন্থাগার আন্দোলনের এই অনভিপ্রেত জীবন্মৃতার অবসান হবে, তাও বলাই বাহুল্য। সে দিন অবিলম্বে আসুক।

গ্রন্থাগার

৬ষ্ঠ বর্ষ] শ্রাবণ : ১৩৬৩ [নব-পর্যায় ৪র্থ সংখ্যা

কলিকাতায় শিশু-গ্রন্থাগার পরিকল্পনার ভূমিকা

"সত্যকাম"

স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। বিভিন্ন রকমের বিবেচনা লাভ করা সত্ত্বেও প্রায় ৩২ হাজার ছাত্র ছাত্রী কেলের গণ্ডী পার হতে পারলনা। ছাত্র-ছাত্রী মহলে নৈরাশ্য, অভিভাবক মহলে মর্মান্তিক দুঃখ, শিক্ষাবিদ মহলে গভীর উদ্বেগ সব কিছু মিলিয়ে একটা জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। সভা-সমিতিতে, পত্র-পত্রিকায় সমালোচনা চলেছে বিস্তর।

নতুন ঘটনা কিছু নয়। এমনিধারা ঘটে আসছে গত কয়েক বছর ধরেই। শিক্ষার মান যে দ্রুত অধোগামী হচ্ছে এ বিষয়ে সবাই মোটামুটি একমত। কিন্তু কেন এমন হচ্ছে, কি করেইবা এর প্রতিবিধান সম্ভব—এ বিষয়ে কোনও কোনও ক্ষেত্রে গুরুতর মতভেদ রয়েছে।

ক্ষমতা যাঁদের হাতে তাঁদের তরফ থেকে শিক্ষা-সমস্যা সমাধানের পরিকল্পনার অন্ত নেই। মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডকে সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন আনয়ণ, দশ শ্রেণীর পরিবর্তে এগার শ্রেণী প্রবর্তন, জুনিয়র এবং সিনিয়র বেসিক ট্রেনিঙ স্কুল স্থাপন, শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যাপকতর ব্যবস্থা করে, শিক্ষকগণের মাহিনা বৃদ্ধি করে যোগ্যতর লোককে শিক্ষকবৃত্তিতে আকৃষ্ট করা—প্রভৃতি পরিকল্পনার কথা প্রকাশিত হয়েছে। এসকল পরিকল্পনার ভালো-মন্দ বিচার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়।

দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থায় স্কুল-কলেজ থাকবে, পরীক্ষাও থাকবে। এই স্কুল-কলেজ এবং পরীক্ষা-ব্যবস্থা যত শীঘ্র যুগোপযোগী করে তোলা যায় ততই মঙ্গল।

মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা-ব্যবস্থার যে পরিকল্পনা করা হয়েছে তাতে পাঠ্যসূচীর পরিবর্তন যেমন একদিকে লক্ষ্যণীয় অপরদিকে বিদ্যালয়গুলোর অপরিহার্য অঙ্গরূপে উন্নত ধরণের গ্রন্থাগার স্থাপনার উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ তেমনি আশাপ্রদ।

কিন্তু স্কুল-কলেজের শিক্ষা-ব্যবস্থা যত সুপরিকল্পিতই হোক-না-কেন—তার একটা সুনির্দিষ্ট কাঠামো থাকবেই, থাকবেই তাতে একটা ব্যবহারিক উদ্দেশ্য পূরণের প্রেরণা। আর সেখানেই এর সীমাবদ্ধতা। আজ যে ৩২ হাজার ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে হা-হুতাশ করে বেড়াচ্ছে তাদের, এমন কি যারা কৃতকার্য হয়েছে তাদেরও এক বিরাট অংশ ছক-বাঁধা শিক্ষার পথ ধরে এগিয়ে এসেছে। নোট বই মুখস্ত করে, 'সিওর-সাকসেস্-'এর রজ্জু ধরে তারা পার হতে চেয়েছে। কেউ পেরেছে, কেউ পারেনি। দেহে যার শক্তি সঞ্চিত হয়নি শুধু প্যাঁচ শিখেই সে কুস্তি জিতবে কি করে?

স্কুলে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা যাদের কিছুমাত্র আছে তাঁরা নিশ্চয়ই দেখেছেন পড়াশুনোর মধ্যে আনন্দ পায় এমন ছাত্রের সংখ্যা কত অল্প। কুইনিন পিল গলাধঃকরণ করার মতো করে যারা পাঠ্য-বিষয় মুখস্ত করে তাদের অনুসন্ধিৎসা জিনিষটার বালাই নেই। কোনও কিছু পরিপূর্ণভাবে জানবার তাদের উৎসাহ নেই। তারা অশোক, সমুদ্রগুপ্ত, আকবর আর বেন্টিঙ্ক মুখস্ত করে ইতিহাস পরীক্ষার জন্যে তৈরী হয়। ফলে যা ঘটবার তাই ঘটে—পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ থেকে সুরু করে দ্বিতীয় যুদ্ধ পর্যন্ত বর্ণনা করতে বললেই অনর্থ ঘটে। 'পৃথিবীটা কমলালেবুর মতো গোল'—তারা শেখে; কিন্তু, এই কমলালেবুর ভেতরে আমরা বাস করছি না বাইরে—জিজ্ঞেস করলে, দুঃখের কথা, নবম শ্রেণীর ছাত্রকেও মাথা চুলকোতে দেখেছি নিজের শিক্ষকতা জীবনে! এই দুরবস্থার কারণ কি, আর এর জন্যে প্রকৃতপক্ষে দায়ীই-বা কে বা কারা—এই প্রবন্ধে তার বিস্তৃত আলোচনা না করে একথাই শুধু বলবো যে—ছাত্রদের মনের অনুসন্ধিৎসার অভাব এবং লেখাপড়ার প্রতি বিতৃষ্ণা এর জন্যে কম দায়ী নয়।

মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশে আছে :—

"The library will be the hub and the centre of the intellectual and literary life of the reorganised school and play the same part vis-a-vis all the other subjects as the laboratory plays for science subjects or the workshop for technical subjects."

বিদ্যালয়-সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার সম্পর্কে কমিশনের এই সুপারিশ কার্যকরী হলে এবং পাঠ্যসূচীর প্রয়োজনানুযায়ী পরিবর্তন করলে মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হবে নিশ্চয়ই। কিন্তু দেশের সামগ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থাকে পরিপূর্ণ ভাবে সফল করে তুলতে হলে বিদ্যালয়গুলোর উন্নতি বিধান করলেই শুধু

চলবেনা। ভোজের আয়োজন যত নিখুঁতই হোক-না-কেন যাদের জন্যে সকল আয়োজন তাদের ক্ষুধা থাকা চাই বৈ-কি।

'Who at twenty knows nothing, at thirty does nothing, at forty has nothing !' মনস্তাত্ত্বিকগণের অভিমতের পরিপ্রেক্ষিতে Smiles-এর এই উক্তিটিকে বিচার করলে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, জীবনের প্রথম দশ বছরে মানুষ যা দেখে, বা শেখে, সঞ্চয় করে যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা—তারই ফলে নিয়ন্ত্রিত হয় তার সমগ্র উত্তর জীবন। জীবনের প্রথম প্রভাতে যার মনের কৌতূহল চরিতার্থতার মধ্যে পরিপুষ্টিলাভের প্রেরণা পেল না, ভাবী জীবনে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করে তুলবার সম্ভাবনা তার দূরে সরে গেল।

আজ দেশে যে নতুন শিক্ষা-ব্যবস্থা ধাপে ধাপে প্রবর্তিত হতে চলেছে, আগামী দশ বছরের মধ্যে যা পরিপূর্ণরূপ গ্রহণ করবে—সে শিক্ষা গ্রহণ করবে যারা তাদের দিকে এখন থেকেই বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন।

১ থেকে ৫ বছর বয়সের যে ২২ লক্ষ শিশু আজ আমাদের গৃহকোণ আনন্দমুখর করে রেখেছে, ৫ থেকে ১০ বছর বয়সের যে ২৯ লক্ষ শিশু আজ শিক্ষার সঙ্গে প্রথম পরিচয় লাভ করছে নিতান্ত বৈচিত্র্যহীন, নিরানন্দ পরিবেশের মধ্যদিয়ে, যাদের সব কিছুকে জানবার সহজাত অপার কৌতূহল অহেতুক শাসনে ব্যাহত হচ্ছে প্রতিনিয়ত—তারাই হবে আগামী দশ বছরের পরিবর্তিত শিক্ষা-ব্যবস্থা গ্রহণকারী তরুণদল, আগামী বিশ বছরের মধ্যে তারাই পরিণত হবে স্বাধীন ভারতের পূর্ণ-নাগরিকরূপে; দেশের আগামী পঞ্চাশ বছরের ভাগ্য নির্ভর করবে মূলতঃ এদেরই ওপর। এদের আজ অবহেলা করলে চলবেনা। ১ থেকে ১০ বছর বয়সের এই ৫১ লক্ষ শিশু যদি না অবাধ আনন্দময় পরিবেশের মধ্যে তাদের প্রথম পাঠ গ্রহণ করে—তবে তাদের ভাবী জীবনের জন্য রচিত শিক্ষার সর্বপ্রকার পরিকল্পনা ব্যর্থ হবে। পাঠ্যসূচী যত সুপরিকল্পিতই হোক না কেন,—অচিরেই আবার সেই নিস্পৃহভাব দেখা দেবে; 'মেড-ইজি' 'সিওর সাকসেস'-এর অবাধ রাজত্ব সুরু হবে।

ক'লকাতার কথাই ধরা যাক। ৫ থেকে ১০ বছরের শিশুর সংখ্যা এখানে ৩½ লক্ষ। লেখা-পড়া সম্বন্ধে এদের মনে কোনও আকর্ষণ নেই—এমন অভিযোগ শুনেছি বহু উদ্বিগ্ন অভিভাবকের মুখে। অর্থসম্বল যাঁরা তাঁরা তাঁদের সন্তানদের বিলিতি ধরণের স্কুলে পাঠিয়ে সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজছেন।

কিন্তু তেমন অর্থসম্বল যাদের নেই সেই অগণিত অভিভাবকগণের 'school boy'রা তাই লাঞ্ছনা-গঞ্জনার ভয়ে 'creeping like snails unwilling to school'। মুখে বিরক্তির ছাপ নিয়ে এরা স্কুলে যায়; সারাক্ষণ ধরে ছুটীর ঘণ্টার প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে বসে থাকে। কোনও কারণে স্কুল ছুটী থাকলে বা এটা-ওটা নিয়ে ধর্মঘট হ'লে ওরা বেঁচে যায়।— কিন্তু বেলা পড়ে এলে এদেরই আনন্দ কোলাহলে মুখর হয়ে ওঠে ক'লকাতার ছোট-বড়ো পার্কগুলো। তখন তাদের চেহারাই যেন বদলে যায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা শারীরিক কারণে যেদিন এরা ঘরে বন্ধ হয়ে রইল সে দিনটিই ব্যর্থ হয়ে গেল এদের জীবনে!

প্রতি অপরাহ্নে ক'লকাতার উদ্যানে উদ্যানে এই যে আনন্দের মেলা বসে যার সঙ্গে শিশুদের রয়েছে অন্তরের নিবিড় বন্ধন – সেগুলোকে কেন্দ্র ক'রে কি গড়ে তোলা যায় না শিশুদের উপযোগী কোন আনন্দময় শিক্ষা ব্যবস্থা?

পশ্চিমের দেশগুলোতে শিশুদের উপযোগী চমৎকার গ্রন্থাগার-ব্যবস্থা রয়েছে। এসব গ্রন্থাগার শিশুদের বিচিত্রমনের খোরাক জোগায়, তাদের মনের অনুসন্ধিৎসাকে গভীরভাবে তৃপ্ত ক'রে ভাবী জীবনে আত্ম-শিক্ষণ (self-education) এর প্রেরণা জাগায়। আমাদের দেশে সে ধরণের শিশু গ্রন্থাগার স্থাপন বহু সময় এবং বহু অর্থ ব্যয় সাপেক্ষ। কিন্তু তাই বলে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকলে তো চলবে না।

ক'লকাতার প্রতিটি পার্কে একটি করে Children's Corner তৈরী করে দিন;— একটি মজবুত তাঁবু আর খানিকটা খোলা জায়গা—একে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখবার দায়িত্ব ছেড়ে দিন শিশুদেরই হাতে। শিশুরা তাদের এই ক্ষুদ্র সাম্রাজ্যটুকু পেয়ে খুশী হবে, তাদের আত্ম-সম্মান বোধ জাগবে, সামাজিক দায়িত্ব বোধের উন্মেষ হবে। প্রতি সন্ধ্যায় খেলা সাঙ্গ হ'লে কেউ যদি তাদের সস্নেহে ডেকে বলে—'এসো তোমাদের একটা মজার গল্প বলি—' বাঙলা দেশে ক'টি শিশু আছে যারা সে ডাকে সোল্লাসে সাড়া দেবে না? গল্প বলার সাথে সাথে সুযোগমত সাধ্যমত ছবি দেখাবার ব্যবস্থা করুন, তাঁবুতে শিশুদের উপযোগী বই সংগ্রহ করতে থাকুন ধীরে ধীরে; প্রাচীর-পত্র, চার্ট, মডেল প্রভৃতি আকর্ষণীয় বিষয় পাঠ্যব্যবস্থার আয়োজন করুন; মহাপুরুষদের জন্মদিবসগুলো, জাতীয় জীবনের স্মরণীয় দিনগুলো তাদের উপযোগী করে পালন করবার ব্যবস্থা করুন—এই ছোট্ট সংস্থাগুলোতে ক্রমেই শিশুদের ভিড়

বাড়বে ; আজকের এই Children's Cornerএর মধ্যেই অদূর ভবিষ্যতে পরিপূর্ণ শিশুগ্রন্থাগার রূপ নেবে।

এই পরিকল্পিত শিশু গ্রন্থাগারগুলোকে রূপদান করতে গিয়ে একথাটা সর্বপ্রযত্নে স্মরণ রাখতে হবে যে—এগুলো নিছক জ্ঞান বিতরণের কেন্দ্র নয়। এগুলোকে গ্রন্থ-কেন্দ্রিক করে গড়ে তুললে, অথবা শিশুদের 'শেখাবার' উৎসাহ অত্যুগ্র হয়ে উঠলে শিশুদের সঙ্গে এদের সম্পর্ক সহজ হয়ে উঠবে না। এই গ্রন্থাগারগুলো যে পাঠশালারই কোন নতুন সংস্করণমাত্র নয়, এখানে আসা-যাওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা যে শিশুদের রয়েছে এ বিশ্বাস এদের মনে সৃষ্টি না হলে এরা এগুলোকে এড়িয়ে চলতে চাইবে। অভিভাবকগণ শিশুদের এসব প্রতিষ্ঠানে পাঠাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে গেলে, অথবা উদ্যোক্তাগণ ওদের টেনে আনার জন্যে অত্যধিক উৎসাহ প্রকাশ করলে সুফলের চেয়ে কুফলই ফলবে বেশী। শিশুদের তরফে যদি উৎসাহ না দেখা যায়—তার জন্যে তাদের অযথা দোষারোপ না করে এসব সংস্থার কর্মসূচীর দিকে নজর দিলে সুফল নিশ্চয় পাওয়া যাবে।

উপরে যে পরিকল্পনার ইঙ্গিত দেওয়া হ'ল তাকে কার্যকরী করতে হলে অর্থের প্রয়োজন অবশ্যই আছে, আর সে অর্থ জোগানোর দায়িত্ব খুব স্বাভাবিক কারণেই বর্তাবে পৌরপ্রতিষ্ঠানের ওপর। কিন্তু অর্থের প্রয়োজনের চেয়েও বড়ো প্রয়োজন উপযুক্ত কর্মীর। যাঁরা শিশুকে ভালবাসতে জানেন, তাদের ভালবাসা পেতে জানেন—তেমন ধরণের উৎসাহী গঠনমূলক দৃষ্টিসম্পন্ন সমাজ-সেবাকর্মী ছাড়া এই পরিকল্পনা সফল হতে পারে না। ক'লকাতায় বহু শিক্ষা-সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠান রয়েছে যাদের কর্মীগণ স্বেচ্ছায় সানন্দে এই কর্তব্যভার গ্রহণ করবেন।

পৌরপ্রতিষ্ঠান পরিচালিত অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিশু-গ্রন্থাগার স্থাপন করে সেসব বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দিয়ে তাদের পরিচালনা করবার পরিকল্পনা পৌর প্রতিষ্ঠানের হাতে রয়েছে। কিন্তু যে পরিবেশের প্রতি শিশুদের প্রাণের টান নেই সেখানে গ্রন্থাগার স্থাপন করলে তার মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হতে বাধ্য।

পরন্তু কলিকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে যথাযথ প্রতিনিধিত্বমূলক একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা গঠন করে তার হাতে এই উদ্যান-গ্রন্থাগার পরিকল্পনা রূপায়ণের দায়িত্ব তুলে দিলে সুফল পাওয়া যাবেই যাবে।

এ কাজ অনতিবিলম্বেই হাতে নিতে হবে। তা' না হলে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ - যে কোনও মানের শিক্ষা পরিকল্পনা যত নিখুঁত করেই গড়া যাকনা কেন—আজ থেকে দশ বছর পরেও আজিকার বেদনাদায়ক পরিস্থিতি পুনরনুষ্ঠিত হবে; হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর পরীক্ষায় অকৃতকার্যতার গ্লানি অভিভাবকগণের গভীর মনোবেদনার কারণ হয়ে থাকবে।

সাময়িক সমস্যা

বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়

প্রত্যেক প্রতিষ্ঠাপন্ন গ্রন্থাগার প্রতিদিনের ডাকেই চিঠিপত্রাদির সঙ্গে সঙ্গে নানারূপ প্রচারপত্রিকা পাইয়া থাকে। ইহাদের অনেকগুলিই পাঠক সাধারণের কাজে লাগিতে পারে। পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা, কম্যুনিটি প্রোজেক্ট, বিভিন্ন সেচ পরিকল্পনা, কৃষি, মৎস্যপালন, গোপালনাদি নানা বিষয়েই এইরূপ প্রচার-পত্রিকা সরকার গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারে পাঠাইয়া থাকেন। বস্তুতঃ যখনই জনসাধারণের কল্যাণে রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে কোন বিষয়ে কোনরূপ প্রচেষ্টা অবলম্বিত হয় তখনই জনসাধারণের সহযোগিতা পাইবার উদ্দেশ্যে সরকার আপনাদের পরিকল্পনাকে সংক্ষিপ্ত প্রচার পত্রিকা মারফৎ জনসাধারণের গোচরীভূত করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন। গ্রন্থাগার জন-সংযোগের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান বলিয়া এই সমস্ত পত্রিকা সহজেই গ্রন্থাগারে প্রেরিত হয়।

কখনও কখনও সাময়িক প্রয়োজনেও প্রচার-পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে। গত যুদ্ধের সময় বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ বিষয়ে নানা পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। নূতন কোন রোগ দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করিতে আরম্ভ করিলে, চিকিৎসকেরা তাহা প্রতিরোধের কোন উপায়ের সন্ধান পাইলে অবিলম্বে পুস্তিকার মাধ্যমে তাহা প্রকাশ করিয়া থাকেন।

ইহা ছাড়া যে সমস্ত গ্রন্থাগার গবেষণায় সাহায্য করিয়া থাকে, তাহাকে অহরহঃ পুস্তিকা ও পত্র সংগ্রহ করিতে হয়। কোন আবিষ্কার বা তত্ত্ব পুস্তকের

আকারে প্রকাশিত করিতে বিলম্ব হয় বলিয়া গবেষণা বিষয়ক সাময়িক পত্রিকা-গুলিতে সেইগুলি প্রকাশিত হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ সমস্ত পত্রিকা প্রকাশনের ব্যবস্থাও অপরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলিয়া অনেক ক্ষেত্রে গবেষক তাঁহার নবাবিষ্কৃত তত্ত্বটিকে সংক্ষিপ্ত ভাবে নিজেই পুস্তিকার মাধ্যমে প্রচার করিয়া থাকেন। গবেষণায় সাহায্য করিতে ইচ্ছুক প্রত্যেক গ্রন্থাগারকে এই জাতীয় পত্রিকা আপন প্রয়োজনেই সংগ্রহ করিতে হয়।

এই সমস্ত পত্রিকাগুলি গ্রন্থাগারে সংরক্ষণ ও ব্যবহার্য্য করিয়া তোলা গ্রন্থাগারিকের পক্ষে সহজ নয়। প্রথমতঃ প্রতিদিন রাশীকৃত আকারে প্রাপ্ত এই সব পত্র-পত্রিকাকে গ্রন্থাগারের Accession Register-এর অন্তর্ভুক্ত করিয়া তোলা বিশেষ শ্রমসাধ্য। দ্বিতীয়তঃ যে সব বিষয়ে এইরূপ পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হইল, সেইগুলির যদি স্থায়ী আকর্ষণ থাকে তবে শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক সেই সব বিষয়ে বিস্তৃততর সুলিখিত গ্রন্থ প্রকাশিত হইবেই, এবং ঐ পত্র পত্রিকার আর কোনরূপ প্রয়োজন থাকিবে না। যদি ঐ সব বিষয়ের গুরুত্ব বা আকর্ষণ একান্তই সাময়িক হয়, তাহা হইলেও কিছুকাল বাদে ঐ সমস্ত পত্র-পত্রিকা পাঠকদের ব্যবহারে আসিবে না। তখন সেগুলিকে নিষ্কাশিত (weeded out) করিতে পারিলেই গ্রন্থাগারিক স্বস্তি পাইবেন। এই জন্য যেগুলির গুরুত্ব মাত্র সাময়িক সেইগুলিকে চিরস্থায়ী নথির অন্তর্ভুক্ত করিতে কোন গ্রন্থাগারিকই আগ্রহ বোধ করেন না।

গ্রন্থাগারের পরিগ্রহণ বহির (Accession Register) অন্তর্ভুক্ত করিতে না চাহিলেও এইসব সাময়িক পত্রিকার গুরুত্ব সম্বন্ধে গ্রন্থাগারিক অনবহিত নহেন। বস্তুতঃ সাময়িক সমস্যা সম্বন্ধে জানিবার আগ্রহ মানুষের অতি স্বাভাবিক। তাই সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা দিনের পর দিন সাময়িক সমস্যা সংক্রান্ত নানা বিষয়ক প্রবন্ধে পরিপূর্ণ থাকে। বস্তুতঃ গ্রন্থাগারকে মানুষের জীবনে প্রয়োজনীয় করিয়া তুলিতে হইলে তাহাতে প্রাপ্ত সাময়িক সমস্যা সংক্রান্ত সমস্ত পত্র পত্রিকাকে সংরক্ষণ ও ব্যবহার্য করিয়া তুলিতে ত' হইবেই তাহা ছাড়া সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা হইতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সভার বিবরণ হইতে কিংবা অন্য যেখান হইতে সম্ভব সাময়িক সমস্যা সংক্রান্ত আলোচনা সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে। ইহাদের গুরুত্ব চিরস্থায়ী নহে সত্য কিন্তু ইহাদের সাময়িক গুরুত্ব অসাধারণ। তাই গ্রন্থাগারিক ইহাদের চিরকাল বাঁচাইয়া রাখিতে চাহেন না, কিন্তু প্রয়োজন-কাল পর্যন্ত রক্ষা করিতে যত্নবান থাকেন।

অথচ সাময়িক সমস্যার আলোচনাময় বিষয়গুলি কত সহজে হারাইয়া যায়। পুস্তকের বিজ্ঞাপনের স্তূপের মধ্যে পড়িয়া পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত কাঠামোটি হারাইয়া গেল—তাহার পর বৎসরান্তে অপ্রয়োজনীয় কাগজের সহিত মিশিয়া বিক্রীত হইয়া গেল, পাঠক সাধারণের জিজ্ঞাসা নিবৃত্তির কোনরূপ সহায়তা না করিয়া পত্রটি বিলুপ্ত হইল। দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার প্রস্তাবের কাঠামোটি পত্রিকায় প্রকাশিত হইল - অথচ নজর করিয়া তাহা কাটিয়া রাখা হইল না। ফলে কয়েকদিন বাদে প্রয়োজনের সময় কোন পত্রিকায় উহা কবে প্রকাশিত হইয়াছিল মনে রহিল না, পাঠক উহার ব্যবহার হইতে বঞ্চিত হইল। অথচ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বিষয়ক প্রস্তাবটির গুরুত্ব অর্থনীতিবিদ্‌দের পক্ষে সময় বিশেষের জন্য অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ। সময়মত ইহা খুঁজিয়া না পাইলে গ্রন্থাগারের দুর্নামের অবধি থাকে না। তাই এই সব পলায়ন প্রবণ পাঠ্যগুলির (fugitive materials) বিষয়ে গ্রন্থাগারিককে আরও বেশী সজাগ হইতে হয়।

দিল্লী সাধারণ গ্রন্থাগারে এইগুলির দিকে সবিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। ইহার সূত্র সন্ধান বিভাগে (Reference Section) সাময়িক সমস্যাপূর্ণ সমস্ত পত্র পত্রিকাকে বিষয় হিসাবে ভাগ করিয়া গডরেজের বড় টানায় vertical fileএর মধ্যে রাখা হইয়াছে। প্রত্যেকটি সাময়িক সমস্যার শিরোনাম (heading) দিয়া এক একটি file প্রস্তুত করা হইয়াছে। মুদ্রিত পত্র পুস্তক যতদূর পাওয়া গিয়াছে এই সমস্ত শিরোনামের অন্তর্গত নথির (file) মধ্যে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং যেখানে স্বতন্ত্র মুদ্রিত পত্র পুস্তক পাওয়া যায় নাই, সেখানে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা কাটিয়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আয়োজিত আলোচনা সভার বিবরণ সংগ্রহ করিয়া এবং অন্যান্য উপায়ে এই সমস্ত নথি পরিপূর্ণ করিয়া রাখা হয়। এইরূপে দিল্লী সাধারণ গ্রন্থাগারে সাময়িক সমস্যা সংক্রান্ত সংবাদ সরবরাহ করা হইয়া থাকে।

আমাদের দেশে গ্রন্থের দুষ্প্রাপ্যতার জন্য বৈকল্পিক পাঠ্যবস্তু সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা গ্রন্থাগারিকগণ অহরহঃ অনুভব করিয়া থাকেন। এরূপ অবস্থায় সাময়িক সমস্যা বিষয়ক পাঠ্যের দিকে নজর দেওয়া আমাদের দেশের গ্রন্থাগারিক-গণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। বস্তুতঃ যে জাতীয় পাঠ্যবস্তুর বিষয়ে আমরা আলোচনা করিতেছি ইহাদের গুরুত্ব সর্বদেশের গ্রন্থাগারের পক্ষেই সমধিক। কেননা সর্বত্রই মানুষের সাময়িক সমস্যা বিষয়ক প্রথম জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল নিবৃত্তির প্রথম উপায় হইতেছে এই সমস্ত পুস্তিকা বা প্রচার পত্র।

সাময়িক সমস্যা বিষয়ক পত্র-পুস্তিকা সংগ্রহ করিবার জন্য গ্রন্থাগারিককে সর্বদা সজাগ দৃষ্টি লইয়া অপেক্ষা করিতে হইবে। সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ব্যতীত সাময়িক পত্রিকা নিষ্কাশন করাও গ্রন্থাগারের পক্ষে কম সমস্যা নয়। দিল্লী সাধারণ গ্রন্থাগারের মত শীর্ষকেন্দ্রিক নথির (verticol file) মধ্যে করিয়া যদি আমরা সাময়িক পত্র পুস্তিকাকে সংরক্ষণ করি, তাহা হইলে নথিগুলি অপসারণের প্রয়োজন আরও দ্রুত হইবে। কেননা, সাময়িক সমস্যাগুলি পরিবর্তনশীল। আজ যে সমস্যা প্রধান হইয়া আমাদের সম্মুখে দেখা দিয়াছে কয়েকদিন পশ্চাতে তাহার গুরুত্ব অনেক কমিয়া যাইতে পারে। নূতন সমস্যা অধিকতর গুরুত্ব লইয়া সেদিন উপস্থিত হইবে। তাই আমাদের নথিগুলির শিরোনাম পুনঃ পুনঃ পরিবর্তনশীল হইতে বাধ্য। সুতরাং যেমন সংগ্রহের দিকে আমাদের সজাগ থাকিতে হইবে, তেমনই অপসারণের দিকেও আমাদের প্রখর দৃষ্টি দিতে হইবে, নচেৎ নূতন নূতন পত্র পুস্তিকাকে আমরা ব্যবহার্য অবস্থায় পাঠকের জন্য সংরক্ষণ করিতেই পারিব না।

পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদের আলোচনা হইতে অনেকটা স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে সাময়িক সমস্যা সংক্রান্ত পত্র পুস্তিকা দুই কারণে অপসারিত হইতে পারে—(১) যখন ঐ সমস্ত সমস্যার গুরুত্ব অন্তর্হিত হয় এবং (২) যখন ঐ সব বিষয়ে প্রামাণ্য সর্বজন ব্যবহার্য সুলভ পুস্তক প্রকাশিত হয়। এই দুই ক্ষেত্রেই সাময়িক সমস্যা সংক্রান্ত পত্র পুস্তিকাগুলিকে তাহার সমস্ত নথির সহিত স্থানান্তরিত করিতে হইবে। যদি গ্রন্থাগার এইগুলিকে পরেও রাখিতে চেষ্টা করে তবে ঐগুলিকে কালানুক্রমিকভাবে সাজাইয়া রাখিতে হইবে। এক্ষণে ঐগুলিকে শীর্ষকেন্দ্রিকভাবে (vertically) সাজাইবার প্রয়োজন না থাকাতে ঐগুলির অধিক স্থান পূরণের আশঙ্কা থাকিবে না। অবশ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের বিবেচনানুসারে ঐগুলিকে একেবারে অপসারিত করাও চলিতে পারে।

পরিষদ কথা

গ্রন্থ নির্বাচন

কোনও গ্রন্থাগারে প্রাথমিক যে বাংলা গ্রন্থ সংগ্রহ থাকা বিধেয়, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের গ্রন্থ নির্বাচন সমিতি তার একটি তালিকা প্রণয়ন করেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের সক্রিয় নির্দেশক্রমে তালিকাটি সঙ্কলন করা হয়েছে। বাংলা বিভাগের অন্যান্য অধ্যাপকগণের নিকট হতেও পরামর্শ গ্রহণ করা হয়। যে সব গ্রন্থ বর্তমানে সংগ্রহ করা সম্ভব কেবলমাত্র সেগুলিকেই তালিকাভুক্ত করা এবং প্রতি গ্রন্থের লেখক, প্রকাশক ও মূল্য উল্লিখিত হয়েছে। বৈজ্ঞানিক বর্গীকরণ পদ্ধতি অনুসারে তালিকাটি শীঘ্রই মুদ্রিত হবে। পরে এ সম্পর্কে সদস্যগণের মতামত ও পরামর্শ সমিতি সাদরে বিবেচনা করবেন। বর্তমানে চৌদ্দশ' বই তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ লাইব্রেরী ডাইরেক্টরী

পশ্চিম বঙ্গের লাইব্রেরী ডাইরেক্টরী পূর্ব প্রতিশ্রুত সময়ের মধ্যে আমরা প্রকাশ করে উঠতে পারিনি। অপর্যাপ্ত সংখ্যক কর্মী ও অর্থের অসংকুলানতা প্রভৃতি অসুবিধা ছাড়াও বিলম্বের অন্যতম কারণ হোল যে বহু গ্রন্থাগার পরিষদ প্রেরিত ফর্ম যথা সময়ে পূরণ করে পাঠান নি। তাঁদের স্মারকপত্র পাঠানো হয় এবং পশ্চিম বঙ্গের প্রতি থানার অন্তর্গত কোন একটি সুপরিচিত গ্রন্থাগারকে তাঁদের স্বীয় অঞ্চলের কোন গ্রন্থাগারের নাম ভুলক্রমে সংযোজিত হয়ে থাকলে কিংবা বাদ গিয়ে থাকলে, তা' সংশোধনের জন্যে একটি করে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের প্রাপ্ত নামের তালিকা পাঠানো হয়। উক্ত থানা গ্রন্থাগারগুলির অধিকাংশের নিকট হতে যথাযথ সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে। বর্তমানে ডাইরেক্টরী সংকলনের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে।

তার সারা গোছের হিসেবে ডাইরেক্টরী তাড়াহুড়ো করে ছেপে ফেলাটা পরিষদের Publication Committee সঙ্গত মনে করেন নি। তথ্যবহুল বিবরণ সহ ডাইরেক্টরীটিকে যথাসম্ভব নির্ভুল ও সম্পূর্ণ করাটাই কাম্য। তাতে অমূল্য শ্রম ও ব্যয়বহুল প্রকাশন সার্থকতা লাভ করবে। সংকলন কাজ শীঘ্রই শেষ হবে আশা করা যাচ্ছে। পরিষদের সকল সদস্য ও শুভানুধ্যায়ী সহযোগিতা উপলব্ধি করবেন ও এ অনিচ্ছাকৃত বিলম্বের জন্যে মার্জনা করবেন এ আমাদের স্থির বিশ্বাস।

গ্রন্থাগার-সংবাদ

পশ্চিমবঙ্গ :

গুড়াপ সুরেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার ॥ গুড়াপ ॥ হুগলী।

গত ১৭ই জুন অপরাহ্নে রমণীকান্ত বিদ্যায়তন প্রাঙ্গণে গুড়াপ সুরেন্দ্র-স্মৃতি পাঠাগারের প্রথম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-উৎসব, বিশেষ সাফল্যমণ্ডিতভাবে অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের সমাজ-শিক্ষা অধিকারের প্রধান পরিদর্শক শ্রীনিখিলরঞ্জন রায় অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন এবং প্রধান-অতিথির আসন গ্রহণ করেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। রমণীকান্ত বিদ্যায়তনের প্রধান-শিক্ষক শ্রীরমেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় সম্মানিত অতিথিবর্গকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। পাঠাগারের সভাপতি শ্রীসন্তোষকুমার গঙ্গোপাধ্যায় পাঠাগারের বার্ষিক কার্যবিবরণীতে উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে পাঠাগারের সাধারণ ও কিশোর বিভাগের মোট সদস্য-সংখ্যা ১৭১ জন, মোট পুস্তক-সংখ্যা ১১৬৬ এবং বার্ষিক আয় মোট ৯৩৪, টাকা। সভাপতি ও প্রধান-অতিথির মনোজ্ঞ ভাষণ এবং পাঠাগার পরিচালনায় স্থানীয় সমস্যা সম্পর্কে তাঁদের সুচিন্তিত মন্তব্য উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ ও কর্মীগণকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। কলিকাতার সুপরিচিত গীত-শিল্পী শ্রীদিলীপকুমার রায় ও শ্রীমতী শোভনা মিত্রের কয়েকটি গান এবং ভারতীয় গণনাট্য সংঘের নৃত্য-গীত উৎসবের প্রধান আকর্ষণ ছিল। শ্রীশম্ভু ভট্টাচার্যের 'রাপার' ও কুমারী মিতা মজুমদারের 'তেলের শিশি' নৃত্যানুষ্ঠান বিমুগ্ধ দর্শক-বৃন্দের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় অভিনন্দিত হয়।

পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী ॥ মানকর ॥ বর্ধমান।

গত ৬ই জুন ডাঃ শ্রীনটবর দত্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে মানকর পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরীর দশম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপিত হয়। তদুপলক্ষে সকাল ৭টায় শোভাযাত্রা সহ গ্রাম প্রদক্ষিণ, বৈকাল ৫টায় জনসভায় লাইব্রেরী সম্পাদক শ্রীঅনিলবরণ পাল এবং গ্রন্থাগারিক শ্রীরাধারমণ দত্ত বিবৃতি পাঠ করেন। শ্রীনারায়ণচন্দ্র আচার্য ও শ্রীশাতকড়ি সরকার লাইব্রেরীর কার্যের

প্রশংসা করে লাইব্রেরীর উপযোগিতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। সন্ধ্যা ৭টায়, আবৃত্তি সঙ্গীত, নৃত্য ইত্যাদি বিচিত্রানুষ্ঠানের পর ডাঃ শ্রীকৃষ্ণপদ দাস মহাশয়ের লাইব্রেরীর উদ্দেশ্য সম্পর্কে রচিত "দূরে সরে আছে যারা" নামক একাঙ্ক নাটক অভিনীত হয়। এই উপলক্ষে ৬ই হইতে ৮ই জুন USIS কর্তৃক শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গ্রন্থাগার খেলাধূলা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হয়।

বৈঁচি কাশীপতি স্মৃতি সাধারণ পাঠাগার ॥ বৈঁচিগ্রাম ॥ হুগলী।

হুগলী জেলার প্রাচীন গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে বৈঁচি কাশীপতি স্মৃতি সাধারণ পাঠাগার অন্যতম। নানা উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে এসে গ্রন্থাগারটি ইদানিং প্রভূত শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছে। ইউনিয়ন বোর্ড ও জেলাবোর্ডের অর্থ সাহায্য ছাড়া বিভিন্ন মহানুভব ব্যক্তি ও গ্রামবাসীদের নিকট হতে গ্রন্থাগার নানাবিধ সাহায্য পেয়ে থাকে। গ্রন্থাগারের নিজস্ব ভবন নির্মাণ-কল্পে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ ও তহবিল খোলা হয়েছে। গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রীনকুলচন্দ্র দাঁ, গ্রন্থাগারিক শ্রীশিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি একনিষ্ঠ কর্মীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা খুবই প্রশংসনীয়। গ্রন্থাগারে নানাবিধ লোকপ্রিয় অনুষ্ঠান ও একটি স্বতন্ত্র শিশু বিভাগ পরিচালিত হয়।

মনোহরপুর পল্লীমঙ্গল পাঠাগার ॥ ডানকুনী ॥ হুগলী

মনোহরপুর পল্লীমঙ্গল পাঠাগারের সম্প্রতি নিজস্ব ভবন নির্মিত হয়েছে। রামকৃষ্ণবাটী নিবাসী শ্রীপরেশ ঘোষ ও শ্রীজৈনের মহানুভবতা তার জন্য বিশেষ প্রশংসার্হ। পাঠাগারটির ক্রমোন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির প্রধান উৎস পল্লীবাসীর আগ্রহ ও উৎসাহ এবং পাঠাগারটি পল্লীর প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ। পাঠাগারটির উন্নতি বিধানে রাজ্য সরকার সাহায্য করছেন।

গোবিন্দকাটী সাধারণ পাঠাগার ॥ শ্রীধরকাটী ॥ চব্বিশ পরগণা

গত ২রা জুলাই পাঠাগারের বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। কার্যবিবরণী উপস্থাপিত করেন সম্পাদক শ্রীগোবিন্দপদ মণ্ডল। বিবরণীতে তিনি উল্লেখ করেন যে গতবারে পাঠাগার থেকে সর্বোচ্চ সংখ্যক পুস্তক গ্রহণকারী তিনজন সদস্যকে তিনখানি পুস্তক পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হয়। সরকারী সাহায্য হতে বঞ্চিত হওয়ার কথাও তিনি জানান।

মাইকেল মধুসূদন লাইব্রেরী ॥ ১৭।১।২ মনসাতলা লেন ॥ কলিকাতা।

গত ২৯শে এপ্রিল কবিতীর্থ দিঘিরপুরের মাইকেল মধুসূদন লাইব্রেরীর ১১তম বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসচিব শ্রীঅতীন্দ্রিয় বসু কার্যবিবরণী উপস্থাপিত করেন। লাইব্রেরীর সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থ সংখ্যাও যথেষ্ট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। লাইব্রেরীর নানাবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদির মধ্যে মধুসূদন জন্মবার্ষিকী, মধু সাহিত্য সভা ও বেথুন সাহেবের সমাধিক্ষেত্রে স্মৃতি তর্পণ করা হয়। মধু মিলন উপলক্ষ্য আহূত রচনা প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ রচনাগুলিকে মধুমিলন পত্রিকায় সঙ্কলিত করা হয়। লাইব্রেরী ভবনের কয়েকটি অসমাপ্ত কাজ আলোচ্য বৎসরে সম্পূর্ণ করা হয়। বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে বহুবিধ সাহায্য ও নিরলস কর্মীদের উদ্যম গ্রন্থাগারটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির প্রধান কারণ।

অন্যান্য রাজ্যের খবর :

পাঞ্জাবে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পুনর্গঠন

দেশ বিভাগের পর পাঞ্জাব রাজ্যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চরম শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হয়, ভাল নাম করা গ্রন্থাগার ত দূরের কথা মোটামুটি গ্রন্থাগার ব্যবস্থা বলতে তেমন কিছু ছিল না। থাকার মধ্যে যা ছিল তা হোল সরকারী কয়েকটি দপ্তরের গ্রন্থাগার নয়ত পৌর প্রতিষ্ঠান পরিচালনাধীন বিক্ষিপ্ত গুটিকতক গ্রন্থাগার বা পাঠকক্ষ। আর গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা বিভাগ কিংবা কোনও কোনও স্থানে গ্রাম পঞ্চায়েতের গ্রন্থাগার। অবস্থার মোড় ফিরল ১৯৫০ সালে। রাজ্য সরকার এক কেন্দ্রীয় সংস্থা গঠন করলেন। পাঞ্জাব গ্রন্থাগার পরিষদের একজন প্রতিনিধি ও সরকারী ও বেসরকারী মোট ছ' জনকে সংস্থার সদস্য হিসেবে নেওয়া হয়। গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের কাজও বহুদূর এগিয়েছে।

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার সংস্থা প্রথমেই নজর দিলেন গৃহ সমস্যার প্রতি। বিশেষ দৃষ্টি রাখলেন বাড়ীগুলো সাদাসিধে ধাচের হলেও যাতে আলো-হাওয়াযুক্ত, মনোরম ও সুবিধাজনক হয়। ৮২টি গ্রন্থাগারকে ফটো, ছবি, ভাস্কর্য সামগ্রী দেওয়া হোল আর ৪০টি গ্রন্থাগারকে আসবাবপত্র সাহায্য করা হোল। এছাড়া কেন্দ্র হতে উপযোগী গ্রন্থ নির্বাচনের কাজেও হাত দেওয়া হতে থাকে ; শিশু ও

মহিলাদের উপযোগী গ্রন্থের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়। প্রকাশকগণও ক্রমে এগিয়ে এলেন—নিজ নিজ প্রকাশিত গ্রন্থগুলি তাঁরা সস্তায় গ্রন্থাগারগুলিতে সরবরাহ করেন। কেন্দ্রীয় সংস্থার সুপারিশে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় এক গ্রন্থাগারিক যুক্তি-শিক্ষণ কোর্স খুলেছেন। গ্রন্থ ক্রয়, গৃহ নির্মাণ ও মেরামতি কাজের জন্যে রাজ্য সরকার নিয়মিত অর্থ সাহায্য করছেন। পৌর প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাঁদের বার্ষিক বাজেটে গ্রন্থাগার বরাদ্দের জন্যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গুরগাঁও জেলার গ্রন্থাগার সংসদের কার্যাদি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রামাঞ্চলে গ্রন্থাগার আন্দোলন বিস্তার ও উৎসাহ দানের উদ্দেশ্যে কোন গ্রাম পঞ্চায়েত আসবাব-পত্রের খাতে প্রারম্ভিক ১৬০৲ এবং বার্ষিক ৬০৲ কিংবা একখানি করে দৈনিক সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকার ব্যয় বহনে রাজি থাকলে সংসদ তাদের অর্থ সাহায্য করেন। সরকার ও পৌর প্রতিষ্ঠানগুলির চেষ্টায় সহরগুলিতে ১৬১টি গ্রন্থাগার গড়া হয়েছে। গ্রামাঞ্চলের প্রতিও যথাযথ নজর দেওয়া হয়েছে। গ্রাম্য গ্রন্থাগারগুলি Community centre এর অনুরূপ করা হয়েছে—অর্থাৎ যেখানে গ্রামবাসীরা পঠন-পাঠন ছাড়াও আলাপ-আলোচনা, রেডিও, সিনেমা ও বক্তৃতাদির সুযোগ পেয়ে থাকেন। রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর 'Young Farmers' Club Library' গঠন করেছেন বিভিন্ন অঞ্চলে। গ্রামাঞ্চলে ইতিমধ্যে মোট গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে ৬২৫টি। সেগুলির পরিবেশ সাদাসিধে ধরণের কিন্তু চিত্রাদি ও আসবাবপত্রে গ্রন্থাগারগুলি যথেষ্ট সুসজ্জিত।

রাজধানী চণ্ডীগড় সহরে রাজ্যের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। দুই লক্ষ টাকা ব্যয় করে ২৬,৭৪৬টি পুস্তক ক্রয় করা হয়েছে।

হায়দ্রাবাদ গ্রন্থালয় সঙ্ঘ

মাস কয়েক আগে হায়দ্রাবাদ গ্রন্থাগার সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। হায়দ্রাবাদ গ্রন্থালয় সঙ্ঘ পঞ্চম বর্ষ অতিক্রম করেছে। এর শাখা সেকেন্দ্রাবাদ গ্রন্থালয় সঙ্ঘ। রাজ্যব্যাপী সুসংগঠিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনে সঙ্ঘ নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। তন্মধ্যে সর্বত্র অবহেলিত শিশু গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রতি সঙ্ঘ বিশেষ সচেষ্ট হয়েছে। অন্যান্য কার্যাদির মধ্যে সঙ্ঘ কর্তৃক একটি ত্রিমাসকালীন গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ পরিচালনা, হিন্দিতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান

বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশনা ও 'গ্রন্থালয়' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশনা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি হায়দ্রাবাদ বিধান সভায় রাজ্য গ্রন্থাগার আইন সম্পর্কিত বিল উত্থাপিত হয়েছে।

অন্যান্য দেশের খবর :

ব্রহ্মা

যুদ্ধ বিগ্রহ প্রভৃতি বহু বিপর্যয়ে ব্রহ্মার সাংস্কৃতিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে যায়। অতীব আশার কথা এই যে ব্রহ্মার বর্তমান সরকার এক সুপরিকল্পিত সর্বমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন। বহুমুখী পরিকল্পনাটীতে একটি জাতীয় গ্রন্থাগার, একটি মিউজিয়ম ও একটি নৃত্য-গীত-কলা শিক্ষালয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। স্থান নির্বাচন হয়েছে রেঙ্গুন সহরের নিকটেই। পরিকল্পনাটি প্রথমাবস্থায় রূপায়িত হয় ডক্টর নীচার রঞ্জন রায়ের প্রত্যক্ষ পরামর্শ অনুযায়ী। সেজন্যে তাঁকে সেখানে বছর দুয়েক থাকতে হয়। ডক্টর রায়ের সহযোগিতায় রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিক শিক্ষণের এক ব্যবস্থা হয়েছে। ব্রহ্মার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা তথা দেশের সাংস্কৃতিক পুনর্গঠন কার্যে ইউনেস্কো নানাভাবে সহায়তা করছে।

পাকিস্তান

পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হওয়ার পর সেখানকার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা বলতে গেলে একরকম শূন্য থেকেই গড়ে তুলতে হয়, বিশেষ করে পশ্চিম পাকিস্তানে। পূর্ব পাকিস্তানে অবশ্য ভাল ও বড় গ্রন্থাগার কম ছিল না। করাচীতে একটি জাতীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। গ্রন্থাগারিক পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন জনাব এস, ডি, বিলায়েত হোসেন। গ্রন্থ সংগ্রহ গত বছরের হিসেব অনুযায়ী বিশ হাজারের মত। বেশীর ভাগ গ্রন্থই হয় উর্দু নয়ত ইংরিজি ভাষায়। পার্লামেন্ট ও সেক্রেটারিয়েট প্রভৃতি সরকারী কয়েকটি গ্রন্থাগার সবিশেষ উন্নত। গ্রন্থাগার ব্যবস্থা উন্নয়নের উদ্দেশ্যে শিক্ষা দপ্তরের অধীনে একটি স্বতন্ত্র পদের (Officer on special duties for Library Development) সৃষ্টি করা হয়েছে, বর্তমানে পাকিস্তানে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রধান বাধা গৃহ

সমস্যা। দেশব্যাপী সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্যে National Library Directorateএর এক পরিকল্পনা রচিত হয়েছে। বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগার কর্মীর সংখ্যা অল্প হলেও তাঁদের উৎসাহে করাচী গ্রন্থাগার পরিষদ সংগঠিত হয়েছে। তাঁদেরই উদ্যোগে নিখরচায় বৃত্তি শিক্ষণের ব্যবস্থা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইউনেস্কোর সহযোগিতায় জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীর কাজেও হাত দেওয়া হয়েছে। বার্মিংহাম গ্রন্থাগারের প্রধান সহ-গ্রন্থাগারিক মিঃ এস, এম, শার্পকে পরামর্শদানের জন্যে করাচীতে পাঠানো হয়েছে। 'INSDOC'-এর প্রাক্তন অনুবাদ বিশারদ মিঃ এ, এল, গার্ডনার জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী সংসদের কাজে বর্তমানে করাচীতে নিযুক্ত হয়েছেন।

সিংহল

সিংহলের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইদানিং যা কিছু খবরাদি পাওয়া যায় তার মধ্যে ইউনেস্কো ও সিংহল সরকারের যুক্ত উদ্যোগে গ্রামাঞ্চলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কার্যক্রম সবিশেষ লক্ষ্যণীয়। হাজার খানেক বর্গ মাইল এলাকা জুড়ে এক একটি সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন লোকের সংখ্যা সিংহলের গ্রামাঞ্চলে নগণ্য। কাজেই নিছক গ্রন্থকেন্দ্রীক গ্রন্থাগারের সার্থকতা সে সব ক্ষেত্রে না থাকাই স্বাভাবিক। সেজন্যে আটটি ভাগে বিভক্ত পরিকল্পনাটিকে সমাজ শিক্ষার সঙ্গে একীভূত করা হয়েছে, যার উদ্দেশ্য হোল কোন কারণে পেছিয়ে পড়া মানব সমাজকে আজকের দিনে এগিয়ে আনা। পুস্তক সরবরাহের পদ্ধতিটি হোল, একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে পঞ্চাশটি ইউনিটে ছোট ছোট বাক্স ভরে বই পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বিভিন্ন ইউনিটের মধ্যে যোগাযোগ খুবই ঘনিষ্ট। সমাজ শিক্ষার নানামুখী কর্মসূচী ছাড়া শিশু ও নবসাক্ষরদের জন্যে গ্রন্থ প্রকাশনের ব্যবস্থা আছে। প্রয়োজনে ইংরিজি প্রভৃতি ভাষা হতে তামিল, সিংহলী ভাষায় অনুবাদও করা হয়। সুসংবদ্ধ সমাজ শিক্ষা ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুযোগ ক্রমে দূর দূরান্তে সম্প্রসারিত হচ্ছে।

——

বিবিধ বার্তা

কলিকাতায় মিউনিসিপ্যাল পাবলিক লাইব্রেরী

জানা গেল ক'লকাতায় শীঘ্রই নাকি এক মিউনিসিপ্যাল পাবলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। কথা অবিশ্যি বহু দিন থেকেই শোনা যাচ্ছে এবং তার জন্যে হাজার পঞ্চাশেক টাকাও বরাদ্দ হয়েছে। মধ্য ক'লকাতায় কোনও এক জায়গায় অবস্থিত হবার কথা স্থির হয়েছে। তবে বাড়ী খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এ বিষয়ে বিশদ খবর পাওয়া না গেলেও একথা জানা গেছে যে লোকের উৎসাহ ও গ্রন্থাগারটির ব্যবহার বৃদ্ধি পেলে শহরের অন্যান্য অঞ্চলেও অনুরূপ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বিশাল কলিকাতা মহানগরীতে পড়াশুনার সুযোগ সুবিধা তেমন নেই। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে কর্তৃপক্ষ পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ছাত্রছাত্রীদের বসতে দেবারই পর্যন্ত জায়গা পাচ্ছেন না। সাধারণ পঠনপাঠনের জন্যে না হলেও জাতীয় গ্রন্থাগারের উপরও চাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। ক'লকাতা কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষ সত্বর এ ব্যাপারে সচেষ্ট না হলে নাগরিকদের এ সমস্যার সমাধান হবে না।

গ্রন্থাবরণ প্রদর্শনী

গত এপ্রিল মাসের ২৭শে তারিখে দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরীতে এক আন্তর্জাতিক গ্রন্থাবরণ (Book Jacket) প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় উপশিক্ষা মন্ত্রী ডক্টর কে, এল, শ্রীমালী উদ্বোধন ভাষণে বলেন যে এ প্রদর্শনী থেকে ভারতীয় প্রকাশকগণ চিত্তাকর্ষক ও মনোরম গ্রন্থাবরণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করবেন। বিভিন্ন দেশ থেকে প্রাপ্ত গ্রন্থাবরণের বহু উৎকৃষ্ট নিদর্শন প্রদর্শিত হয়। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার যে ভারতীয় বিভাগটি নিতান্তই নৈরাশ্যজনক প্রতিপন্ন হয়। যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, হাঙ্গেরী, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশের সুন্দর গ্রন্থাবরণগুলির তুলনায় এদেশীয় গ্রন্থাবরণগুলি বড়ই ম্লান দেখায়। অন্যান্য দেশের মত ভারতীয় প্রকাশকগণ এবিষয়ে সচেষ্ট হবেন আশা করা যায়। প্রদর্শনীটির ভারতের বিভিন্ন শহরে পরিভ্রমণকালে সকলের পক্ষে এটি দেখা ও এ বিষয়ে সচেতন হবার সুযোগ পাওয়া যাবে।

ন্যাশনাল বুক ট্রাষ্ট

ভারতের বিভিন্ন ভাষায় সর্বসাধারণের পাঠোপযোগী গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশন কার্যে উৎসাহদানের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার এক জাতীয় গ্রন্থ সংস্থা (National Book Trust) গঠিত করেছেন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত এই সংস্থাটির জন্যে ৩০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন ভাষায় Classic গ্রন্থাদি প্রকাশন ও বিশ্বের অন্যান্য ভাষা থেকে উৎকৃষ্ট গ্রন্থসমূহ অনুবাদ করার ব্যবস্থাও থাকবে।

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগার দিবসের তারিখ পরিবর্তন

গত ২৩শে জুলাই (১৯৫৪) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্ম-পরিষদের (council) এক সভায় গ্রন্থাগার দিবস পালনের তারিখ নির্ধারণ সম্বন্ধে এক পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হয়। আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, অতঃপর ১৯শে আগষ্টের পরিবর্তে ২০শে ডিসেম্বর তারিখটিকে 'গ্রন্থাগার দিবস' হিসেবে পালন করা হবে। সভায় আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ২০শে ডিসেম্বর তারিখে 'গ্রন্থাগার দিবস' পালন ক'রবেন এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ২০শে ডিসেম্বর অথবা ২০শে ডিসেম্বর থেকে আরম্ভ ক'রে এক সপ্তাহের মধ্যে সুবিধামত যে কোন দিন 'গ্রন্থাগার দিবস' পালন ক'রতে পারবেন। পরিষদের এই সিদ্ধান্তের সূত্রে 'গ্রন্থাগার দিবস' পালনের সূচনা, উদ্দেশ্য ও তারিখ পরিবর্তনের কারণ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা সম্ভবতঃ অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

১৯৫১ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে বাংলার জনচিত্তে ব্যাপকতরভাবে গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রভাব বিস্তার এবং সংগঠিত-গ্রন্থাগার-সংশ্লিষ্ট কর্মী, পাঠক ও গ্রন্থাগারানুরাগী ব্যক্তিদের পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সংযোগ স্থাপন ও উদ্দেশ্যের একত্ববোধ জাগ্রত রাখার উপায় অবলম্বনের কথা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্ম সংসদের সদস্যদের মধ্যে কেহ কেহ চিন্তা করছিলেন। প্রতি বৎসর কোন একটি নির্দিষ্ট দিনে বাংলাদেশের সর্বত্র একটি নির্দিষ্ট কর্মসূচী অনুসরণ করে এ বিষয়ে কিছু করা সম্ভব কিনা সংসদ সদস্যদের মধ্যে এ বিষয়ে আলোচনা হতে থাকে।

১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে পশ্চিম বাংলার গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কীয় তৎকালীন অবস্থা পর্যালোচনা করে একটি নির্দিষ্ট দিনকে সমগ্র পশ্চিম বাংলায় গ্রন্থাগার দিবস হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত পরিষদের কর্ম সংসদ (Executive Committee) গ্রহণ করেন। কর্ম সংসদের ১১ই জুলাই (১৯৫৩ খৃঃ) তারিখের অধিবেশনে, ১৯শে আগষ্ট তারিখটিকে 'গ্রন্থাগার দিবস' ব'লে ধার্য করা হয়। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ১৯শে আগষ্ট তারিখে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের চলতি গঠনতন্ত্রটি পরিষদের সভ্যগণ কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয় ব'লে এই দিনটিকে পরিষদের জন্মদিবস ব'লে ধ'রে নিয়ে ১৯শে আগষ্ট গ্রন্থাগার দিবস পালনের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়। তা' ছাড়া গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কীয় তৎকালীন অবস্থা বিচারে আগষ্ট

মাসের কোন উপযুক্ত দিনে গ্রন্থাগার দিবস পালন করার প্রয়োজন পরিষদের তৎকালীন কর্ম সংসদ অনুভব ক'রছিলেন। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের ১৯শে আগষ্ট পরিষদ কর্তৃক গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয় এবং পরিষদের কর্ম সংসদের অনুরোধে গ্রন্থাগার সমূহ পশ্চিম বংগের সর্বত্র ঐ তারিখে গ্রন্থাগার দিবস পালন করেন। কর্ম সংসদের সিদ্ধান্ত মত গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষ্যে পশ্চিম বাংলার সর্বত্র অনুষ্ঠিত সভায় পুস্তক-পত্রিকার উপর থার্ড বিক্রয়কর রহিতের দাবী জানিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৫৪ ও ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের ১৯শে আগষ্ট তারিখে সমগ্র পশ্চিম বাংলায় যথারীতি 'গ্রন্থাগার দিবস' পালিত হয়। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের গ্রন্থাগার দিবসে পশ্চিম বংগের সর্বত্র অনুষ্ঠিত সভায় যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তা'তে সরকারকে এই অনুরোধ জানান হয় যে গ্রন্থাগারকে দেশব্যাপী শিক্ষা বিস্তারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হিসেবে স্বীকার ক'রে নিয়ে সরকার যেন জনমতের ভিত্তিতে সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টাকে সংঘবদ্ধ ক'রে সমগ্র দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে আরও সক্রিয় ও ব্যাপক ক'রবার এবং বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে পরিচালনায় সহায়তা করেন। ইহা ভিন্ন রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানান হয় যে তাঁরা অফলম্ব অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিক ও বিচক্ষণ বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গের প্রতিনিধিদের নিয়ে উপযুক্ত উপদেষ্টা সভা গঠন ক'রে এবং প্রয়োজনীয় সুচিন্তিত আইনাদি প্রণয়ন ক'রে যা'তে দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী ক'রে তোলা যায় তার জন্য যেন তাঁরা অবহিত হন। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের প্রস্তাবে রাজ্যব্যাপী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা স্থাপন ও সম্প্রসারণের পরিকল্পনা গ্রহণ করায় পশ্চিম বংগ সরকারকে অভিনন্দন জানান হয় এবং রাজ্যের সমগ্র শক্তিকে এই পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণে নিয়োজিত করার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানান হয়।

১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে পরিষদের কর্ম সংসদ ১৯শে আগষ্ট তারিখটি গ্রন্থাগার দিবস পালনের জন্য নির্ধারণ করলেও কর্ম সংসদের কোন কোন সদস্য ১৯শে আগষ্টের পরিবর্তে ২০শে ডিসেম্বর তারিখটি ঐ উদ্দেশ্যে নির্ধারণ করার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু তৎকালীন অবস্থা বিবেচনা ক'রে এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে তাঁরা ১৯শে আগষ্টকেই সাময়িকভাবে 'গ্রন্থাগার' দিবস হিসেবে মেনে নিতে স্বীকৃত হ'য়েছিলেন। অবস্থার পরিবর্তনে ২০শে ডিসেম্বর তারিখে 'গ্রন্থাগার দিবস' পালনের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে বর্তমান কর্ম সংসদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। কর্ম সংসদ ২০শে ডিসেম্বরকে 'গ্রন্থাগার দিবস' হিসেবে নির্ধারণ করার যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করেন। কিন্তু ইতিপূর্বে তিনবার ১৯শে আগষ্ট তারিখটিকে গ্রন্থাগার

দিবস হিসেবে পালন করা হ'য়েছে ব'লে বিষয়টি কর্ম পরিষদের (Council) সিদ্ধান্তের জন্য পরিষদের নিকট উপস্থাপিত করা হয়। কর্ম পরিষদে সমস্ত বিষয় বিস্তারিত আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে অতঃপর ১৯শে আগষ্টের পরিবর্তে ২০শে ডিসেম্বর তারিখে গ্রন্থাগার দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯শে অক্টোবরের পরিবর্তে ২০শে ডিসেম্বরকে কেন 'গ্রন্থাগার দিবস' হিসেবে নির্দিষ্ট করা হ'ল ?

বাংলা দেশের নানা স্থানে ছোট বড় নানা ধরণের অনেক গ্রন্থাগার বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হ'লেও সংঘবদ্ধভাবে সমগ্র প্রদেশের জন্য গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রচেষ্টা ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের পূর্বে বিশেষ কিছু হয়নি। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে দক্ষিণ ভারতের বেলগাঁও সহরে জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলনের সময়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সভাপতিত্বে নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে বাংলাদেশের জনৈক প্রতিনিধি কর্তৃক উত্থাপিত এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। ঐ প্রস্তাবে ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রদেশে একটি ক'রে গ্রন্থাগার পরিষদ গঠনের সুপারিশ করা হয়। এই সুপারিশকে কাজে পরিণত করার উদ্দেশ্যে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর তারিখে ক'লকাতার আলবার্ট ইনষ্টিটিউট ভবনে (Albert Institute Hall) ক'লকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর (বর্তমানে ন্যাশনাল লাইব্রেরী নামে পরিচিত) গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত জে, এ, চ্যাপম্যান (Mr. J. A, Chapman) মহাশয়ের সভাপতিত্বে বাংলাদেশের গ্রন্থাগারানুরাগী ব্যক্তিদের এক সম্মেলন হয়। ঐ সম্মেলনে নিখিল বংগ গ্রন্থাগার পরিষদ (All Bengal Library Association) নামে একটি সমিতি গঠিত হয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই সমিতির প্রথম সভাপতি। এই সম্মেলন দিবসে (২০শে ডিসেম্বর) বাংলাদেশে সংঘবদ্ধভাবে গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রসারের প্রথম প্রয়াস সুরু হয়। এই দিনে গ্রন্থাগার আন্দোলন পরিচালনের জন্য বাংলাদেশে সর্বপ্রথম গ্রন্থাগার সমিতি বা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। কাজেই বাংলাদেশে সংঘবদ্ধ গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসে এই তারিখটির গুরুত্ব অপরিসীম ; আন্দোলনের ক্রমবিবর্তনের পথে প্রতি পদক্ষেপে এই তারিখটি আমাদের সকলের পক্ষে স্মরণীয়।

সীমাবদ্ধ শক্তি নিয়ে এবং নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে পশ্চিম বংগের সংঘবদ্ধ গ্রন্থাগার আন্দোলন পরিচালন ক'রে আসছেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। এই পরিষদ পশ্চিম বংগে সংগঠিত ও সংঘবদ্ধ গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রধান ও প্রথম প্রবর্তক। সে হিসেবে এর জন্মদিন পশ্চিম বংগের গ্রন্থাগারানুরাগী সকলের

পক্ষেই একটা উল্লেখযোগ্য দিন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই জন্যেই ১২শে আগষ্টকে এই প্রতিষ্ঠানের জন্মদিন ব'লে ধ'রে নিয়ে, সেই দিনকে উপলক্ষ্য ক'রে গত তিন বৎসর যাবৎ সমগ্র পশ্চিম বংগে গ্রন্থাগার আন্দোলনের চিন্তা ও কর্মধারাকে একসূত্রে গেঁথে তা'কে শক্তিশালী করার চেষ্টা চ'লে আসছে। তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যাবে ১২শে আগষ্টের পরিবর্তে ২০শে ডিসেম্বর তারিখকেই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জন্মদিন ব'লে গণ্য করা সংগত। সে ক্ষেত্রে ১২শে আগষ্টের পরিবর্তে ২০শে ডিসেম্বর তারিখটিকে গ্রন্থাগার দিবস হিসেবে পালন করাই যুক্তিসংগত।

পূর্বেই উল্লেখ করা হ'য়েছে যে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর তারিখে নিখিল বংগ গ্রন্থাগার পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানের বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ আসলে এই নিখিল বংগ গ্রন্থাগার পরিষদেরই যে রূপান্তরমাত্র পরিষদের পুরাতন নথিপত্র দৃষ্টে তা' সহজেই বোঝা যায়। নিখিল বংগ গ্রন্থাগার পরিষদ ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর তারিখে প্রতিষ্ঠিত হবার পর কখন বিশেষ সক্রিয় এবং কখন নিষ্ক্রিয় হ'য়ে অবস্থান ক'রতে থাকেন। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ভবনে বরোদা রাজ্যের গ্রন্থাগার সমূহের তদানীন্তন কিউরেটর শ্রীযুক্ত নিউটন মোহন দত্তের সভাপতিত্বে তৃতীয় নিখিল বংগ গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের অব্যবহিত পরে কলকাতায় এক সভায় মৃতকল্প নিখিল বংগ গ্রন্থাগার পরিষদকে পুনর্গঠিত ক'রে বংগদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে অধিকতর জনপ্রিয় করার জন্য প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে ক'লকাতায় নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনের অধিবেশন হয় এবং ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ (Indian Library Association) গঠিত হয়। এই সম্মেলনের পরে ক'লকাতায় ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে এক সভায় বাংলাদেশের গ্রন্থাগার পরিষদকে পুনর্গঠিত করার উদ্দেশ্যে কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়কে সভাপতি নির্বাচন ক'রে এক অস্থায়ী সংসদ গঠিত হয় এবং পুনর্গঠিত পরিষদের নাম Bengal Library Association (বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ) রাখা হবে ব'লে স্থির হয়। কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয় প্রমুখ নিখিল বংগ গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মকর্তা কর্মধার প্রায় সকলেই এই অস্থায়ী সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখ পর্যন্ত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুদ্রিত কার্য বিবরণী পাঠে স্পষ্ট দেখা যায় যে নিখিল বংগ গ্রন্থাগার পরিষদকে পুনর্গঠিত ক'রেই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ নাম গ্রহণ হ'য়েছে। কার্যতঃ ইতিপূর্বে Bengal Library Association (নিখিল

বংগ গ্রন্থাগার পরিষদের) নাম আরও একবার পরিবর্তন ক'রে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষৎ (ওরফে All Bengal Library Association) নাম ধারণ করা হ'য়েছিল। উল্লিখিত কার্য বিবরণীতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জন্ত সংশোধিত গঠনতন্ত্র (revised constitution) প্রণয়নের কথাও উল্লেখ করা হ'য়েছে। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী থেকে ৩১শে ডিসেম্বর তারিখ পর্যন্ত পরিষদের মুদ্রিত কার্য বিবরণীতে, '১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে পরিষদের পুনর্গঠনের পর থেকে প্রাদেশিক গ্রন্থাগার আন্দোলন নতুন প্রেরণা লাভ ক'রেছে ব'লে উল্লেখ করা হ'য়েছে এবং গ্রন্থাগার পরিষদকে পুনর্গঠন করার জন্তে যে অস্থায়ী সংসদ গঠিত হ'য়েছিল সে সংসদ ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ১২শে আগষ্ট পর্যন্ত বহাল ছিল ব'লে উল্লেখ করা হ'য়েছে। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ১২শে আগষ্ট তারিখে পরিষদের বার্ষিক সভার অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং ঐ সভায় পরিষদের গঠনতন্ত্র ও উপবিধি (constitution and bye-laws) গৃহীত হয় এবং নতুন কর্ম পরিষদ (council) নির্বাচিত হয় বলে ঐ বিবরণীতে বলা হয়েছে। পরের কয়েক বৎসরের বার্ষিক কার্যবিবরণীতে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে পরিষদের পুনর্গঠনের কথা পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করা হ'য়েছে। কাজেই বর্তমানের বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ যে All Bengal Library Association (নিখিল বংগ গ্রন্থাগার পরিষদ) অথবা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষৎ নতুন সংস্করণ মাত্র এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। তাই যদি হয় তা' হ'লে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর তারিখকেই এই পরিষদের জন্ম তারিখ হিসেবে গণ্য করা সংগত।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উৎপত্তি কাল ব'লে ধ'রে নিলে ভারতবর্ষে জনসাধারণের প্রচেষ্টায় গঠিত গ্রন্থাগার পরিষদ সমূহের মধ্যে যেগুলি বর্তমান আছে তা'দের মধ্যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সর্বাপেক্ষা প্রাচীনত্বের দাবী করতে পারেন। এ দাবী অযৌক্তিক নয়—ঐতিহাসিক সত্য। এই ঐতিহাসিক সত্যের ভিত্তিতে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বরকেই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জন্ম দিবস হিসেবে স্বীকার করাই সংগত কাজ।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর বাংলাদেশে সংঘবদ্ধভাবে গ্রন্থাগার আন্দোলন সুরু হওয়ায় এবং ঐ আন্দোলনের প্রথম ও প্রধান প্রবর্তক বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ঐ তারিখে জন্মলাভ করায় ২০শে ডিসেম্বর তারিখকে 'গ্রন্থাগার দিবস' হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত ক'রে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্ম পরিষদ সংগত কাজই ক'রেছেন।

(প্রবীরচন্দ্র বসু)

জন্ম : ৭ই অক্টোবর, ১৮৭৭ মৃত্যু : ৭ই আগষ্ট, ১৯৫১

মনীষী হরেন্দ্রকুমার

বিগত ২২শে শ্রাবণ আমাদের পরম শুভানুধ্যায়ী পৃষ্ঠপোষক, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় লোকান্তরিত হইয়াছেন।

তাঁহার সরল জীবন ও মহৎ চিন্তার আলো বাঙালীর জীবন-চর্যার গৌরবময় একটি অধ্যায় রচনা করিয়াছে। ত্যাগ-সাধনা-শুচিতা ও মানবকল্যাণ আদর্শ তাঁহার জীবন-সাধনাকে উজ্জ্বল মহিমা দান করিয়াছে;—শুচিস্নিগ্ধ জ্ঞান শুভ্র, মানবসেবায় উৎসর্গীকৃতজীবন আমাদের পরম প্রিয় মনীষীর লোকান্তরিত অমর আত্মার আশিষধারা আমাদের পরিবারের অনাগত দিনের সকল করে অনুপ্রেরণা সঞ্চার করিবে।

এই মহামানবের মহান্ স্মৃতির প্রতি মনোরমা আমাদের অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

নবম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে প্রদত্ত রাজ্যপালের ভাষণ (সংক্ষেপিত)

.....সমগ্র বাংলার গ্রন্থাগার অনুরাগীরা সমবেত হয়েছেন এখানে। জাতির সাংস্কৃতিক উন্নয়নে গ্রন্থাগার এক শক্তিশালী মাধ্যম। সেই মাধ্যমকে জাতি গঠনের মতো মহৎ কর্মে নিয়োজিত করতে হ'লে চাই সাহস, চাই ধীর-স্থির পদক্ষেপ। আপনারা সকলে সমন্বিত হ'য়ে দেশ গঠনের কাজে এগিয়ে এসেছেন এ আজ অতি আনন্দ ও সৌভাগ্যের কথা।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন শুধু পাঠক লাইব্রেরীকে তৈরী করে তা' নয়, লাইব্রেরীও পাঠককে তৈরী ক'রে তোলে। কথাটা চিন্তা করবার। পাঠকের সঙ্গে পাঠাগারের সম্পর্ক কতটুকু? কেবল কি বই আদান-প্রদান এই সম্পর্কের ভিত্তি? তা' নয়। পাঠক আসবেন বই পড়তে, তাঁর রুচিকে নানা ভাবে আমাদের পরিচালিত করে নিয়ে যেতে হবে। গ্রন্থাগার পরিচালকের দায়িত্ব ভুধার দায়িত্ব : এই বিরাট দায়িত্ব শিরোভূষণ করে পাঠককে তৈরী করে তুলতে হবে। তবেই হবে গ্রন্থাগার প্রীতির সার্থকতা।

গ্রন্থাগার যে Book Shelf এর সমষ্টি নয় এ কথা আপনাদের সম্মুখে বলার অর্থ কথাটির পুনরুক্তি করা। তবু আমি আজ এই অনুষ্ঠানে তা করব। সকল সত্য মেনে নিলেও এ কথা বলতে লজ্জা নেই যে আজও আমরা পুস্তকের সংগ্রহ ঠিক মত ক'রে উঠতে পারি না। জাতি গঠনের মন্ত্র যখন আমাদের কণ্ঠে, ব্রত যখন আমাদের শিক্ষা বিকীরণ, অর্থাৎ লক্ষ্য যখন আমাদের সকলের এক তখন পথের ভাবনা কি। গ্রন্থাগারিক গ্রন্থ-কীট না হতে পারেন, কিন্তু গ্রন্থ সঞ্চয়নের সুরটি থাকবে জানা। গ্রন্থাগারের সঙ্গে গ্রন্থাগারিকের সম্পর্ক হবে বীণার বাদকের, বেসুরো বীণা বাজবে না, বাজাতেও পারবে না সাধক।

আর একটা কথা মনে পড়লো, আমাদের দেশের মত দেশে অক্ষর পরিচয় করানোর দায়িত্ব গ্রন্থাগার নিতে পারে কি না। পারে—কিন্তু কতদূর বাস্তবে সম্ভব হয়েছে আজ পর্য্যন্ত তা' গভীর ভাবে চিন্তা করবার। আনন্দের কথা আপনাদের National Government neo-literate দের জন্যে এ ব্যবস্থার প্রসার সাধন করেছেন। কিন্তু সাধারণের সহানুভূতি ছাড়া এ কাজ সম্ভব নয়। আপনারা গ্রন্থাগার ভালবাসেন, আপনাদের অন্তরের স্নেহরসে বাংলার পল্লীতে পল্লীতে আজ গ্রন্থাগার পরিপুষ্ট, গ্রন্থাগারের সংখ্যা বেড়ে চলেছে অতি দ্রুতগতিতে। এই দ্রুততার সঙ্গে তাল রেখে নিরক্ষরতার অভিশাপকে উৎপাটিত করে ফেলার মহৎ কর্তব্য আমাদের গ্রহণ করতে হবে। এই সব মূঢ়, ম্লান মুখের ভাষা জোগাবার জন্যে কর্মীদল এগিয়ে আসুক।

উপস্থিত সুধীজনকে ধন্যবাদ জানাই। নমস্কার।

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

গ্রন্থাগার

৬ষ্ঠ বর্ষ] ভাদ্র : ১৩৬৩ [৫ম সংখ্যা

বাংলা দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের গোড়ার কথা

সুশীল কুমার ঘোষ

[বাংলা দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম অগ্রণী হিতৈষী কুমার ঘোষ মহাশয়ের নাম সুবিদিত। নিরবচ্ছিন্নভাবে সুদীর্ঘকাল যাবৎ তিনি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সেবা করে এসেছেন। বর্তমানে অসুস্থতা নিবন্ধন তিনি পরিষদের কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণে অক্ষম হওয়া সত্ত্বেও গ্রন্থাগার পত্রিকার জন্যে তাঁর এই স্মৃতি-কথাটি লেখার কষ্ট স্বীকার করেছেন। লেজন্যে আমরা তাঁর নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই]

—সম্পাদক

১৯২৯ সালের ২০শে ডিসেম্বর কলিকাতা আলবার্ট হলে নিখিলবঙ্গ গ্রন্থাগার পরিষৎ জন্মগ্রহণ করে। তখন সাহায্য পাইয়াছিলাম বহু তরুণ কর্ম্মবীর, বিদ্যোৎসাহী, প্রবীণ অধ্যাপক, সাহিত্যসেবী, কবি, বিদ্যানুরাগী, শিক্ষক ও গ্রন্থাগারিকদের। তৎকালীন ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক মিঃ জে, এ, চ্যাপম্যান সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। শ্রদ্ধাভাজন পণ্ডিত অমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় "প্রাচীন ভারতে গ্রন্থালয়ের কথা" নামক একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করেন। ডাঃ কালিদাস নাগ "জগতের বিভিন্ন লাইব্রেরী"র পরিচয় প্রদান করেন এবং তাঁহারই আনুকূল্যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ হইলেন এই যজ্ঞের পুরোধা। সর্ব্বাধ্যক্ষ রূপে তাঁহাকে পাইয়া কর্ম্মীবৃন্দ ধন্য হইলেন, উৎসাহ পাইলেন।

এক বৎসর পরে বিশ্ব-ভারতীর স্বনামধন্য গ্রন্থাগারিক শ্রীযুত প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে এই প্রতিষ্ঠানের নামকরণ হইল "বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষৎ"। তাঁহারই প্রস্তাবে পরিষদের সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম-পদ্ধতি বঙ্গ ভাষায় পরিচালিত হইবার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

প্রারম্ভিক কার্যক্রম

বঙ্গদেশের প্রতি জেলায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের শাখা সমিতি প্রতিষ্ঠা করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইল সম্মিলনে, কার্যনির্বাহক সমিতির অধিবেশনে ও পরিষদের বাৎসরিক সভায়। উক্ত প্রস্তাব পরিষদের সংবিধান অনুসারেই উত্থাপিত হয়। ডাঃ গুরুদাস রায়, শ্রীতিনকড়ি দত্ত ও বর্তমান লেখকের সহযোগিতায় ঐ সংবিধান গঠিত হয়। অধ্যাপক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, ও অধ্যাপক মণীন্দ্র নাথ রুদ্র মহাশয় নানা বিষয়ে তরুণ পরিষদকে বুদ্ধি, বিবেচনা ও অভিজ্ঞ উপদেশ দ্বারা সাহায্য করেন। হুগলী জেলা লাইব্রেরী সমিতি ইতিপূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথম হুগলী জেলা পাঠাগার সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয় ২৮শে ও ২৯শে মার্চ্চ ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে বাঁশবেড়িয়ার শ্রীতুলসী চরণ গোস্বামী বার-এট-ল'র সভাপতিত্বে। ১৯২৬ সালের ৮ই ও ৯ই মে তারিখে গ্রীষ্মকালে উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরীর সভা-গৃহে (রাজেন্দ্র সদনে) উহার দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। বহু গণ্যমান্য বিদ্যোৎসাহী, গ্রন্থাগারিক উহাতে যোগদান করেন। ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। শ্রীতারক নাথ মুখোপাধ্যায় এম-এল-সি সংবর্দ্ধনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক হিসাবে বর্ত্তমান লেখক সম্মেলনে ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরী কলিকাতা হইতে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করিবার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। চন্দননগরে শ্রীহরিহর শেঠ মহাশয় হুগলী জেলা পাঠাগার সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশন আহ্বান করেন। পণ্ডিত অমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সভাপতিত্বে নৃত্যগোপাল স্মৃতি মন্দিরে উহা যোগ্যতার সহিত সুসম্পন্ন হয়। ১৯৩৩ সালের ২৮শে, ২৯শে ও ৩০শে জানুয়ারী শ্রীরামপুরে ৪র্থ সম্মিলন আহূত হয়। কিশোরীলাল গোস্বামী স্মৃতি সাধারণ পাঠাগার ও টাউন হলে সম্মিলনের অধিবেশন ও প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক হিসাবে আমি আলোক-চিত্র সাহায্যে "লাইব্রেরী আন্দোলন" সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলাম। সপ্তম সম্মিলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল রাজবলহাটে ৩রা ও ৪ঠা এপ্রিল ১৯৩৬ সালে সলিসিটর শ্রীযতীন্দ্র নাথ বসুর সভাপতিত্বে।

হুগলী জেলার বহুস্থান পরিভ্রমণ করিয়া ও বহু গ্রন্থাগার পরিদর্শন করিয়া

লাইব্রেরীর উন্নতিকল্পে উপদেশ দান করা হয় ও লাইব্রেরী আন্দোলনের আদর্শ প্রচার করা হয়। তন্মধ্যে রাজবলহাটে হেমচন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার, সম্পাদক শ্রীমান মহাভারত তেলারি প্রমুখ উৎসাহী কর্ম্মীর চেষ্টায় পণ্ডিত অমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সভাপতিত্বে উক্ত লাইব্রেরীর বার্ষিক জন্ম তারিখ উৎসব উপলক্ষ্যে আলোকচিত্র সাহায্যে লাইব্রেরী আন্দোলন সম্পর্কে বক্তৃতা করা হয়। সুকর্ম্মী যামিনী রঞ্জন মজুমদার মহাশয়ও চলচ্চিত্র সাহায্যে গ্রামোন্নতি সম্পর্কে ভাষণ দান করেন। দুইটি বক্তৃতায়ই বহুলোক সমাগম হইয়াছিল।

নিকটস্থ গুলিটা গ্রামে কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্মস্থান বাসগৃহ সযত্নে রক্ষিত, তথায় একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থালয় স্থাপনেরও চেষ্টা চলিতেছিল।

১৯২৭ সালে ২৪শে এপ্রিল হেমচন্দ্র স্মৃতি পাঠাগারের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে আমাকে শিক্ষা বিস্তার ও লাইব্রেরী সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে হয়।

প্রায় চারি মাইল দূরে অবস্থিত ভালিপাড়া-কৃষ্ণনগরে আঁটপুর নামক প্রাচীন পল্লীও আমরা পরিদর্শন করি। তথাকার উচ্চ বিদ্যালয়, প্রাচীন মন্দির, গ্রন্থাগার আমাদের দেখান্ "বঙ্গবাণী সম্মিলনী"র একজন উৎসাহী কর্ম্মী শ্রীমান মুরারী মোহন দত্ত। তিনি স্বগ্রামে একজন জনপ্রিয় যুবক ও বিদ্যানুরাগী। তাঁহার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া বর্ত্তমান প্রধানমন্ত্রী ও সহকর্ম্মী শ্রীকালিপদ মুখোপাধ্যায়ের সহিত আমরা পল্লীবাসীর মনে পুস্তক পাঠ স্পৃহা জাগ্রত করিবার চেষ্টা করি ও গ্রন্থাগারের প্রসার বৃদ্ধির কথা আলোচনা করি। শ্রদ্ধাস্পদ কালিপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গবাণী সম্মিলনী ও পাঠশালার একজন উদ্যোগী কর্ম্মী ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় ও সক্রিয় সহযোগিতায় তরুণ সঙ্ঘ নামক প্রতিষ্ঠান ও লাইব্রেরী পরিবর্দ্ধিত হয়। ইহার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন স্বনামধন্য কর্ম্মী শ্রীতিনকড়ি গঙ্গোপাধ্যায়।

ইহা ভিন্ন চন্দননগরে অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব উপলক্ষ্যে মেলা, সম্মিলন বক্তৃতাদির আয়োজন হইতে মহাসমারোহের সহিত সপ্তাহকালব্যাপী অনুষ্ঠান চলিত "প্রবর্ত্তক সঙ্ঘে"। সঙ্ঘ কর্ম্মীগণের বিশেষ আয়োজনে এই উপলক্ষ্যে আমি আলোক-চিত্র সাহায্যে "লাইব্রেরী ও ভারতীয় সংস্কৃতি" বিষয়ে বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। নৃত্যগোপাল স্মৃতি পাঠাগারের প্রাসাদোপম ভবনেও একাধিকবার লাইব্রেরী আন্দোলনের আদর্শ প্রচার পরিকল্পে আলোক-চিত্র প্রদর্শিত

হয়। তৎকালীন মেয়র শ্রীনারায়ণ চন্দ্র দে ও অন্যতম খ্যাত সাহিত্যিক শ্রীহরিহর শেঠ মহাশয় বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন।

নবদ্বীপ সহর পরিক্রমার ফলে স্থানীয় গ্রন্থাগারগুলির অবস্থা অবধারণ করিয়া তাহাদের সমস্যা আলোচিত হয়। দুই দিন যাবৎ বৈষ্ণব সভার সম্পাদক ধর্মপ্রাণ নটবর দত্ত মহাশয়ের সাহচর্য্যের ফলে গ্রন্থাগার সম্প্রসারণের পন্থা ও কার্য্য প্রণালী বিবেচিত হইয়াছিল। আর একবার সোনার গৌরাঙ্গ মন্দিরে অবস্থান করিয়া, দুইদিন ধরিয়া ধর্মপুস্তক সংগ্রহ ও পাঠ-সূচী আগ্রহ করিবার পন্থা নির্দেশ দেওয়া হয়। কথকতা, ভাগবত বা পুরাণ পাঠ, রামায়ণ ও মহাভারত ছাড়াও মহাপ্রভু সম্বন্ধে আলোচনা ও চৈতন্য চরিতামৃত ব্যাখ্যা বিষয়ে বন্ধুবর স্বর্গীয় নটবর দত্ত মহাশয় উৎসাহ দেন।

বীরভূম জেলায় অবস্থিত বোলপুর, সুরুল, শান্তি নিকেতন লাবপুর, নানুর, একচক্রা, বক্রেশ্বর সিউড়ী প্রভৃতি স্থানে লাইব্রেরী আন্দোলনের গোড়ার কথা স্মরণ করিতেও উৎসাহ জাগে। বোলপুরে ও বিশ্বভারতীতে কবিগুরুকে লাইব্রেরী আন্দোলনের আদর্শের কথা নিবেদন করিলে তিনি তাঁহার পূর্ব-লিখিত "লাইব্রেরি" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিতে উপদেশ দেন এবং তাঁহার মত উহাতে প্রকাশিত বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করেন। সুসাহিত্যিক ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, স্বর্গীয় জগদানন্দ রায়, নন্দলাল বসু প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ বিদ্বদ্গণ গ্রন্থাগার আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতা করেন ও নানাভাবে উৎসাহ দেন।

সিউড়ী বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশনের সময়, প্রতিনিধিগণের আবাস কক্ষে নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসুর সভাপতিত্বে একটি সভা আহূত হয়। তথায় অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শচীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়, অধ্যাপক জে, কে, চৌধুরী, অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভৃতি সৎ-গ্রন্থ প্রকাশনের অভাবের কথা বলেন এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে লাইব্রেরীগুলির সহযোগিতা ও সঙ্ঘ শক্তি বর্দ্ধনের উপকারিতা সম্বন্ধে উপদেশ দেন। বহরমপুর খাগড়ার পণ্ডিত কাশীশ্বর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সংস্কৃত ও বঙ্গভাষার পুঁথি সংগ্রহ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। শচীন বাবু, মুনীন্দ্র বাবু, নলিনী বাবু প্রভৃতি জেলা সমিতির সাহায্যে লাইব্রেরী আন্দোলন প্রচার প্রয়োজন বুঝাইয়া দেন। বীরভূম জেলা বহু কৃতবিদ্য মনীষীর জন্মস্থান এবং জয়দেব, চণ্ডীদাস প্রমুখ বহু বৈষ্ণব কবি

ও সার্থকনামা রস সাহিত্যিকদের শৈলা-নিকেতন সম্বন্ধেও আলোচনা হয়। তাঁহাদের কীর্ত্তি কাহিনী ও সাহিত্য রস দেশবাসীর মধ্যে পরিবেশন করা প্রয়োজন। অধ্যাপক জে, কে, চৌধুরী অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অধ্যাপক ও গ্রন্থাগারিক সতীশ চন্দ্র মিত্র পণ্ডিত কালীশ্বর চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির সহিত বীরভূম জেলার দর্শনীয় স্থানগুলি আমরা পরিদর্শন করি। নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় আমাদের শিবরতন মিত্র ও কুলদারঞ্জন মল্লিক মহাশয়ের অমূল্য পুঁথি সংগ্রহালয় দেখান। সিউড়ীর এইগুলি প্রয়োজনীয় গ্রন্থালয় ও গবেষণাগার। রায়বাহাদুর রমা-প্রসাদ চন্দ, সাংবাদিক বিজয়রত্ন মজুমদার, সুসাহিত্যিক ও নাট্যকার নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বঙ্গীয় গ্রন্থালয়গুলির মধ্যে যোগাযোগের শৃঙ্খল স্থাপন করিতে উপদেশ দেন। পণ্ডিত কুলদাপ্রসাদ ভাগবতরত্ন, শিবরতন মিত্র, বিজয়রত্ন মজুমদার, শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরাণী, অমল চন্দ্র হোম প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ও বিদ্যানুরাগী বলিয়া পুস্তক সংগ্রহ ও সংরক্ষণ বিষয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষদের গুরু দায়িত্ব সম্বন্ধে অবহিত হইতে বলেন।

নাবপুরে প্রতিষ্ঠাতা উপন্যাসিক সোদর প্রতিম তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবাসে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরোধে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি দর্শন করিয়া কীর্ণাহার, চণ্ডীদাসের সাধনা পীঠ নান্নুর প্রভৃতি পরিদর্শনকালে তারাশঙ্করবাবু গ্রন্থালয় বিস্তার ও আন্দোলন সম্পর্কে আশান্বিত হন ও যথেষ্ট উৎসাহ দান করেন।

প্রীতিভাজন তারাশঙ্করবাবু নান্নুর যাইবার পথে ভ্রাম্যমান লাইব্রেরী প্রবর্ত্তন ও পাঠ স্পৃহা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। দুই একজন সহকর্ম্মী ও পল্লীবাসীর সহিত নিজ অভিমত ব্যক্ত করেন। বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষদের উদ্যোগে ও স্থানীয় উৎসাহী যুবকদলের সাহায্যে তিনি একদল কর্ম্মী সঙ্ঘ গঠন করিতে উপদেশ দেন। তিনি বিবেচনা করেন এই কর্ম্মী-সঙ্ঘ সুদক্ষ ও বিশ্বাসী হইবে। গ্রামোন্নয়ণ সার্থক হইয়া উঠিবে জনগণের সাংস্কৃতিক অভ্যুত্থানে। গৃহে গৃহে পুস্তক সরবরাহের ফলে পাঠ-স্পৃহা ক্রম-বর্দ্ধমান হইয়া উঠিবে। আলমারী-বন্ধ পুস্তকগুলি ক্রয় করিবার সার্থকতা কোথায়? যদি অধিকাংশ গ্রামবাসী উহা পাঠ করে তবেই গ্রন্থালয় পরিচালনা সাফল্যমণ্ডিত হইয়া উঠিবে, দেশবাসীর মন উন্নত হইবে, গ্রন্থকার ও প্রকাশক শ্রম সফল জ্ঞান করিবেন।

কৃষ্ণনগরে এই সময় দুইবার লাইব্রেরী আন্দোলন সম্পর্কিত সভা হয়। প্রথমবার নিখিল বঙ্গ যুব সম্মিলনের অধিবেশনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক রূপে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা ও উহার উন্নতি সাধনের জন্য জনসাধারণকে অনুরোধ জ্ঞাপক প্রস্তাব উত্থাপন করিতে আমরা আহূত হই। ঐ সময়ে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার উপকার সম্বন্ধে সম্মিলনের প্রতিনিধি ও দর্শকবৃন্দকে বুঝান হয়। ঐ প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

দ্বিতীয়বার, কৃষ্ণনগর সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশনের সময় প্রতিনিধিগণের আবাস-কেন্দ্রে জেলা স্কুলের প্রাসাদোপম ভবনের প্রকোষ্ঠে একটি আহূত সভায় প্রতিনিধিগণের উপস্থিতিতে এই আন্দোলনের প্রসার বৃদ্ধি সম্পর্কে আলোচনা হয়। অধ্যাপক শ্রীবিভাস রায় চৌধুরী, শ্রীতিনকড়ি দত্ত, শ্রীসতীশ চন্দ্র বসু প্রভৃতি ইহাতে যোগদান করেন। জেলা গ্রন্থাগার সমিতি গঠনে স্থানীয় ব্যক্তিদের অনুরোধ জানান হয়। শ্রদ্ধেয় জন নায়ক ও প্রবীণ ব্যবহারাজীব শ্রীললিত কুমার চট্টোপাধ্যায় এ বিষয়ে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি ছিলেন বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির সেই বৎসরের সভাপতি।

হাওড়া জেলার মধ্যে হাওড়া, বাঁটরা, আন্দুল, মুন্সীর হাট, ঘোড়াদহ প্রভৃতি স্থানে লাইব্রেরী আন্দোলনের প্রচার কার্য্য আরম্ভ হয়। উলুবেড়িয়া, চেঙ্গাইল, পানিত্রাস (দেউলটি) প্রভৃতি স্থান হইতেও উৎসাহ পাওয়া গিয়াছিল। অপরাজেয় কথাশিল্পী ৺শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গ্রন্থাগারের উন্নতি ও পুস্তক পাঠ প্রবৃত্তি বৃদ্ধি করার জন্য উপদেশ দেন। শ্রীকালিপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের সহিত ঘোড়াদহ প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়া পাঠানুরাগ বৃদ্ধি ও লাইব্রেরী আন্দোলনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

ঘোড়াদহে বন্ধুপ্রবর সহকর্ম্মী কালিপদ মুখোপাধ্যায় বলেন শিষ্টাচার, কর্ম্মপ্রেরণা প্রভৃতি তরুণের ধর্ম্ম। পাঠানুরাগ বৃদ্ধি ব্যতিরেকে উত্তাল লাভ আকাঙ্ক্ষা সিদ্ধিপ্রদ হইতে পারে না। মৎ-কর্ত্তৃক সভাপতির অভিভাষণে লাইব্রেরীর সাহায্যে শিক্ষা বিস্তারের আদর্শ বিবৃত হইয়াছিল।

চব্বিশ পরগণা জেলায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের চেষ্টায় বহুস্থানে লাইব্রেরী আন্দোলনের কাজ সুরু করা হয়। গ্রন্থাগারের শ্রীবৃদ্ধি সাধন কল্পে পরিষদের নির্দ্দেশ মত চব্বিশ পরগণা গ্রন্থাগার সমিতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। একটি সাধারণ সম্মিলনে আহূত গ্রন্থাগারিক, সাহিত্য-সেবী, বিদ্যানুরাগী, তরুণ

উৎসাহী কর্মী ও শিক্ষকগণের প্রচেষ্টায় চব্বিশ পরগণা জেলা গ্রন্থাগার পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অস্থায়ী কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যকরী সমিতির উৎসাহী সদস্য শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীজগন্নাথ দেব রায় ভাটপাড়ায় সংগঠনের ভার গ্রহণ করেন। সম্মিলন সেইজন্য ভাটপাড়াতেই আহূত হইয়াছিল। পণ্ডিত জ্ঞানকীবল্লভ ভট্টাচার্য প্রমুখ বহু কৃতবিদ্য ও যশস্বী কর্মী গ্রন্থাগার সমিতি গঠন কার্যে অগ্রসর হন।

ইহা ভিন্ন নৈহাটি, কাঁটালপাড়া, চাঁদসহর, বসিরহাট, ব্যারাকপুর, বেলঘরিয়া, যাদবপুর, ঢাকুরিয়া, পানিহাটি, সোদপুর, খড়দহ প্রভৃতি অঞ্চলে এবং দক্ষিণাংশে বেহালা, বড়িষা, সোরভনা, গড়িয়া, পিয়ালী, মল্লিকপুর, বারুইপুর, কোদালিয়া, বাওয়ালী প্রভৃতি স্থানে গ্রন্থাগার উন্নয়ন পরিকল্পনা ও জেলা গ্রন্থাগার সমিতির প্রতিষ্ঠা কল্পে দেশবাসীর উৎসাহ বর্দ্ধিত করিবার চেষ্টা নানাভাবে চলিয়াছিল।

রাণাঘাট সহরে, সাধারণ পাঠাগার পরিদর্শনের পর কর্মীবৃন্দ সমবেত হইয়া গ্রন্থাগার উন্নতিকল্পে আলোচনা করেন। জেলা সমিতি গঠনের দ্বারা বিভিন্ন গ্রন্থাগার একযোগে কার্য করিতে পারেন বলা হয়। ভাবের আদান প্রদান ও সুবিধামত পুস্তক সরবরাহ প্রণালী উন্নত স্তরে স্থাপিত করা যাইতে পারে। আদর্শ অনুসারে প্রয়োজন বোধে বিভিন্ন পুস্তক চাহিদামত ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থাগারে অস্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত করা সঙ্গত, ইহাতে ব্যয় সঙ্কোচ ও নিকটস্থ বোধ দুই ঘটিতে পারে। একত্র সমাবেশ, সংঘবদ্ধ শক্তি দ্বারা 'নিরক্ষরতা দূরীকরণ সহজ ও অনায়াস সাধ্য হইয়া উঠিবে, ইহা সেইসময় অনুভূত হইয়াছিল।

গ্রন্থ প্রদর্শন

চৈতালী সেন

গ্রন্থাগারের সার্থকতা তার গ্রন্থ সংখ্যা বা সদস্য সংখ্যার ওপর নির্ভর করে না। গ্রন্থাগারের প্রকৃত সার্থকতা বর্তায় তার সংগৃহীত গ্রন্থ সমূহের পূর্ণ ব্যবহারে। এ জ্ঞানগর্ভ কথাটা আজকাল প্রায়শই গ্রন্থাগার সম্পর্কিত সভা ও সমিতিতে বাঁধা গতের মত শুনতে পাওয়া যায় নানাজনের ভাষণে, পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত গ্রন্থাগার বিষয়ক প্রবন্ধেও কথাটা প্রায় দেখতে পাওয়া যায়; কিন্তু

সংগৃহীত সর্বধরণের গ্রন্থের ব্যবহার পাঠকদের মধ্যে বৃদ্ধি কি ভাবে সম্ভব তার কোন নির্দেশ দেখতে পাই না, কাজেই কথাটা ধোঁয়াটে থেকে যায়।

যে কোন গ্রন্থাগারেই আপনি যান, দেখবেন কয়েক শ' গ্রন্থেরই মাত্র লেনদেন হয়। হয়ত হাজার পাঁচেক গ্রন্থের মধ্যে সাড়ে চার হাজার গ্রন্থই অব্যবহৃত থাকে দেখবেন। কী ধরণের বই তাও বলে দেওয়া যায়। হালে প্রকাশিত গল্প, উপন্যাস, ডিটেকটিভ ও কিছু প্রবন্ধ পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা। অথচ সেই গ্রন্থাগারে অন্যান্য অব্যবহৃত গ্রন্থগুলি শুধুই সংখ্যা বৃদ্ধি ও সংগ্রহের গুণমহিমা প্রচারের উদ্দেশ্যেই সংগৃহীত হয়। অবশ্য ভালমন্দ বইপত্তরের কথা এখানে বলছি না। সর্বধরণের গ্রন্থের যাতে আনুপাতিক ব্যবহার হয় এবং গ্রন্থ সংগ্রহের তথা গ্রন্থাগারের সার্থকতা পরিস্ফুট হয় সেই প্রসঙ্গই বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য। অবশ্য গ্রন্থ ব্যবহার বৃদ্ধির প্রশ্নটা গৌন—পাঠকদের রুচি ও প্রয়োজনানুযায়ী তাঁদের পুস্তক সরবরাহ করাটাই মুখ্য উদ্দেশ্য।

আপনি হয়ত বলবেন পাঠকরাত নিজের ইচ্ছে ও অভিরুচি অনুযায়ী বই নিতেই আসেন এবং নেনও; কিন্তু মনে রাখবেন যে, পাঠকদের পক্ষে গ্রন্থ সংগ্রহের খুঁটিনাটি মনে রাখা সব সময় সম্ভবপর হয় না। গ্রন্থাগারে তাঁদের মনের মত বই অন্যান্য বিষয়েও আছে, এটা তাঁরা জানেন না বা তালিকা ঘেঁটেও সব সময় তা জেনে ওঠা যায় না। নজর এড়িয়েও যায় অনেক বই। তাই এর এক উপায়ও বের করা হয়েছে। যেটা এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়—প্রদর্শন, ইংরাজীতে বলা হয় Display। প্রদর্শন কি ও কেন?

কোনও বস্তুকে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে সকলের সমক্ষে সুন্দর ও সুস্পষ্টরূপে তুলেমেলে ধরাকেই প্রদর্শন বলা যেতে পারে। প্রদর্শন প্রণালীর বাঁধাধরা কোনও নিয়ম থাকে না। এটা একটা আর্ট। আর্টিষ্টের নির্দেশে প্রদর্শনের রূপসজ্জা সুষ্ঠু ও মনোরম হয়। প্রদর্শনের সাহায্যে পাঠকপাঠিকাদের পঠনপাঠনের রুচির উন্নতি, পরিবর্তন ও সৃষ্টি গ্রন্থাগারিকের একটা প্রধান কাজ।

প্রবন্ধের গোড়াতেই উল্লিখিত হয়েছে যে, পুস্তক সংগ্রহের সংখ্যা একটা প্রাণবন্ত গ্রন্থাগারের একমাত্র ও প্রধান পরিচায়ক নয়। গ্রন্থ সংগ্রহের পূর্ণ ব্যবহারেই গ্রন্থাগারের সার্থকতা নির্ভর করে। নচেৎ যে সব গ্রন্থের কোনও ব্যবহার নেই সেগুলো গ্রন্থাগারে রাখা মানে স্থান সংকুলান ও সংরক্ষণের অহেতুক সমস্যার সৃষ্টি এবং সেগুলো না রাখাই উচিৎ।

কোনও একটা বড় দোকানে গেলে দেখা যায় যে, দোকানদার তাঁর যাবতীয় পণ্যসম্ভারকে প্রদর্শনের নানা মাধ্যমে ক্রেতাদের গোচরীভূত করার চেষ্টা করেন। বিশেষ করে যদি কোনও নতুন জিনিস এসে থাকে। একটা প্যাকার্ডের সাহায্যেই হোক বা বড় শো কেসে সাজিয়েই হোক। বলা বাহুল্য বিক্রয় বৃদ্ধি ও ব্যবসায়ের উন্নতিই তাঁর লক্ষ্য।

গ্রন্থাগারে প্রদর্শন ব্যবস্থার লক্ষ্যও প্রায় অনুরূপ। গ্রন্থাগারে কোন্ কোন্ বিষয়ে কী বই আছে, ভাল কী বই কেনা হোল তা পাঠকদের গোচরে আনা গ্রন্থাগারিকের কাজ। তাঁকেও সেজন্যে প্রদর্শনের মাধ্যম অবলম্বন করতে হয়। পাঠকদের কাছে সমুদয় গ্রন্থ সংগ্রহের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরার এইটাই শ্রেষ্ঠ উপায়।

পাঠকদের ব্যক্তিগতভাবে সহায়তা করার জন্যে সূত্র সন্ধান (Reference) বিভাগ অবশ্যই থাকে। কিন্তু সাধারণ পঠন-পাঠনের গতি-প্রকৃতি অনুযায়ী একমাত্র প্রদর্শন ব্যবস্থাবলীর সাহায্যেই পাঠকদের সহায়তা করা সহজ। প্রদর্শনের সুফল পাঠকদের দৃষ্টি অন্যান্য পুস্তকের প্রতি আকর্ষণ করেই শেষ হয় না, আনুপাতিক ও ভারসাম্য গ্রন্থপাঠ ও ভিন্ন বিষয়েও রুচির সৃষ্টি করে।

প্রদর্শন কার্য দু'ধরণের। একটি সাময়িক, অপরটি স্থায়ী। সাময়িকের মধ্যে কোনও উপলক্ষে গ্রন্থ প্রদর্শনী প্রভৃতি জাতীয় ব্যবস্থাকে ধরা হয়। আর স্থায়ী প্রদর্শন যেটার কার্যকারীতা বেশী—তার মধ্যে গ্রন্থাবরণ (Book Jacket) প্রদর্শন, গ্রন্থ বিষয়ক প্রাচীর পত্র, পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত গ্রন্থ সমালোচনার কাটিং প্রদর্শন প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত।

ইদানিং রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয় না এরকম গ্রন্থাগার পশ্চিম বঙ্গে বিরল। ঐ দিন অন্যান্য অনুষ্ঠানের সঙ্গেই যদি রবীন্দ্রনাথের লেখা বই, রবীন্দ্র সাহিত্য সমালোচনা-গ্রন্থ ও রবীন্দ্রনাথের জীবনী পুস্তকগুলির যদি সুন্দর এক প্রদর্শনীর (সাময়িক) আয়োজন করা হয় তবে দেখবেন যে, যে বইগুলোর লেনদেন কম বা নেই সেগুলো সদস্যরা নিতে সুরু করেছেন। তেমনি নববর্ষ উৎসব বা আপনাদের গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা দিবস (যা অবশ্যই পালনীয়) উপলক্ষে যদি বিগত বছরের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাবলীর এক প্রদর্শনী করেন তাহলে আপনার গ্রন্থাগারের নিয়মিত পাঠক পাঠিকা ছাড়াও উক্ত অনুষ্ঠান স্থানীয় জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ ও সহানুভূতি অর্জনে সহায়তা করবে। তাঁদের পাঠস্পৃহা বৃদ্ধি ও তাঁরা গ্রন্থাগারমুখী হয়ে উঠবেন এটা আশা করা হয়ত খুব অসঙ্গত হবে না।

এত গেল সাময়িক প্রদর্শনের কথা। এখন স্থায়ী প্রদর্শনের কথায় আসা যাক।

খুব হালের ঘটনা সুয়েজ খাল সম্পর্কিত ডামাডোলের কথাই ধরা যাক। সুয়েজ ও মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে আপনার গ্রন্থাগারের পাঠকপাঠিকাদের স্বতঃস্ফূর্ত না হোক জানবার প্রচুর ইচ্ছে আছেই। ঠিক এই সময়েই যদি আপনার গ্রন্থাগারে সুয়েজ খাল, মধ্যপ্রাচ্য ও মিশর সম্পর্কিত বইগুলি প্রদর্শন করেন, দেখবেন যে, সে বইগুলি বাড়ী না নিয়ে গেলেও গ্রন্থাগারে বসে হয়ত কেউ কেউ পাতা ওল্টাচ্ছেন বা পড়ছেন কোনও একটা অধ্যায়। একটা কথা বলা প্রয়োজন যে লেনদেনই যে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার ব্যবহারের মাপকাঠি একথা মনে করা ভুল।

সব গ্রন্থাগারেই প্রচুর পুস্তক অল্পবিস্তর কেনা হয়। কিন্তু অধিকাংশ গ্রন্থাগার কর্মীই অভিযোগ করেন যে ঐসব বইয়ের তেমন লেনদেন বা ব্যবহার হয় না। অনর্থক কিনে আত্মপ্রসাদ লাভ হয় শুধু। অভিজ্ঞতায় প্রত্যক্ষ করেছি যে প্রচুর পুস্তক যথাযথ প্রদর্শন করতে পারলে, অর্থাৎ পাঠকদের চোখের সামনে তুলে ধরলে সেগুলোর চাহিদা বাড়ে। ইংরিজি পুস্তকের চাহিদা ইদানিং সব গ্রন্থাগারেই কমে গেছে। কিন্তু প্রদর্শনের ফলে নতুন ও ভাল ইংরিজি বইয়ের চাহিদা আশাতীত বাড়তে দেখেছি কলকাতার কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থাগারে।

বই কেনার পর গ্রন্থাবরণগুলি (Book Jacket) অনেক গ্রন্থাগারেই নতুন বইয়ের প্রতি স্বাভাবিক যত্ন ও মায়া বশতঃ খুলে নেওয়া হয় না। অথচ দু এক হাত ঘুরলেই সেগুলো ছিঁড়ে যায়, নষ্ট হয়ে পড়ে। কাজেই কেনার পর সেগুলো খুলে নিয়ে সুন্দরভাবে কেটে প্রদর্শন করলে সুফল পাওয়া যাবেই। খিদিরপুরের মাইকেল লাইব্রেরী, বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী প্রভৃতি কয়েকটি গ্রন্থাগারে নিয়মিত গ্রন্থাবরণ প্রদর্শিত হয়।

নানা ধরণের পত্রপত্রিকা সব গ্রন্থাগারেই আসে। সেগুলোর Cover (বা পরে ফেলা যায়) থেকে রুচিসম্মতভাবে নামগুলো কেটে নিয়ে সুদৃশ্য কাগজে লাগিয়ে প্রদর্শন করলে সেইসব কাগজপত্রের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়।

কৃষি, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, খেলাধূলা, সিনেমা-থিয়েটার প্রভৃতি বিষয়ে সব গ্রন্থাগারেই অল্পবিস্তর বইপত্তর থাকে। সেগুলোকে নিয়মিত ও সুপরিকল্পিতভাবে কয়েকদিনের জন্যে তাক থেকে নামিয়ে স্বতন্ত্র স্থানে খোলাই হোক বা শো কেসের ভেতরেই হোক প্রদর্শন করুন। দেখবেন সব ধরণের বইয়েরই চাহিদা বাড়ছে।

১৫ই আগষ্টের পর দিন সাতেক ধরে আজকাল স্বাধীনতা সপ্তাহ পালন করা হচ্ছে। ঐ সময় মুক্তি আন্দোলন ও স্বাধীন ভারতের উন্নতিমূলক কর্মপ্রচেষ্টা যথা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, কম্যুনিটি প্রজেক্ট প্রভৃতি বিষয়ে আপনার গ্রন্থাগারে যে বইগুলো আছে বা পত্রিকাগুলো আসে তা বের করে রুচিসম্মতরূপে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করুন। অব্যবহৃত বইগুলোর চাহিদা রাতারাতি না হোক ধীরে ধীরে বাড়বেই।

আপনাদের গ্রন্থাগারে কর্মীদের মধ্যে আর্টিষ্ট কেউ না কেউ আছেনই। তাঁকে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত গ্রন্থাবলীর পোষ্টার আঁকবার ও প্রদর্শন ব্যবস্থাপনার ভার দিন। সর্বধরণের গ্রন্থের ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে। একটা কথা আবার বলি যে প্রদর্শন পদ্ধতির কোনও বাঁধাধরা নিয়ম কানুন নেই। প্রদর্শনের সাফল্য নিজ নিজ বুদ্ধি, রূপসজ্জা ও কল্পনাশক্তির ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

পাঠকপাঠিকাদের মধ্যে ভারসাম্য গ্রন্থ ব্যবহারের ওপর গ্রন্থাগারের সার্থকতা নির্ভর করে। প্রদর্শন ব্যবস্থা আনুপাতিক গ্রন্থপাঠ বৃদ্ধির একটি মাধ্যম। এ সম্পর্কে বিস্তৃততর আলোচনার ইচ্ছে রইল ভবিষ্যতে।

পেঙ্গুইন সিরিজের একবিংশ জয়ন্তী

সিরাজুল রহমান

ছোট্ট একটি ঘটনা। অটোগ্রাফ সংগ্রহের প্রবল ঝোঁক অনেকেরই মধ্যে যেমন দেখা যায়, তেমনি সেই যুবকটিরও ছিল। নাম তার এ্যালেন লেন। অটোগ্রাফ চাইতে গেছল সে বার্ণার্ড শ'র কাছে। শ তাকে বললেন, অপরের অটোগ্রাফ না চেয়ে বরং চেষ্টা কর আর সকলে যাতে তোমার কাছে অটোগ্রাফ চাইতে আসে। ঘুণাক্ষরেও শ যদি সেদিন আঁচ করতে পারতেন যে এই যুবকটিই একদিন প্রকাশন জগতে এক নতুন অধ্যায় রচনা করবে, আর সত্যিই সকলে তার কাছে অটোগ্রাফ নিতে আসবে। সস্তায় ভাল বই যোগদানের দরুণ বিশ্ববিখ্যাত পেঙ্গুইন সিরিজের প্রতিষ্ঠাতা এ্যালেন লেনের অনুরাগী আজ সারা পৃথিবীময় ছড়িয়ে রয়েছে।

সস্তায় ভাল বই। কথাটা যে বামুনের গরুর মত—অর্থাৎ খাবে কম, দুধ দেবে বেশী ইত্যাদি। বহু লোক আছেন যাঁরা লাইব্রেরী থেকে ধার করা বই পড়ে সুখ পান না, তাঁরা চান বইগুলোকে একান্ত নিজস্ব হিসেবে পেতে। তাতে ইচ্ছে ও অবসর মত পড়াও যাবেই, উপরন্তু যতবার ইচ্ছে ততবার পড়া যায় অনায়াসে। কিন্তু বইয়ের দাম যে ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

এগিয়ে আসেন এ্যালেন লেন, 'কুছ পরোয়া নেই, আমিই সুলভে ভাল বই যোগাব।' মানুষের ছোট্ট মনস্তত্ত্ব প্রসূত সেদিনের ব্যবসায়ী দূরদৃষ্টি আজকের পেঙ্গুইন কোম্পানীর শ্রী ও সমৃদ্ধির কারণ।

এ্যালেনের খুড়ো বডলি হেডের পুস্তক প্রকাশক হিসেবে বিলেতে তখন বেশ নামডাক। আজ থেকে বছর সাঁইত্রিশ আগে এ্যালেন তার কাকার কাছে চাকরীর খাশায় গেছলেন, চাকরী তাঁর সেখানে জুটে গেল। বইপত্তর বাঁধাছাদা করে এখানে ওখানে বিলি করা আর দোকান ঝাড়াপোঁছার তার হাতেখড়ি ও শিক্ষানবিশি সুরু হোল।

ক্রমে এ্যালেনের কাজের পরিধি বাড়তে থাকে। সঞ্চয় হয় অমূল্য অভিজ্ঞতা। কর্মক্ষেত্রে দেশ দেশান্তরে তাঁকে পরিভ্রমণেও যেতে হতে থাকে। পেঙ্গুইনের স্বপ্ন এই সময় লেকেই তাঁর মাথায় খেলতে সুরু করে।

স্বাধীন ব্যবসায় তিনি নামলেন; কিন্তু নসিব তাঁর খারাপ। কেউই তাঁর বই বেচতে রাজি হয় না। বলে, ওতে লোকসান হবে। কোথাও তিনি পাত্তা পান না। শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রচেষ্টার একটা হদিস হোল।

কোনও এক বিভাগীয় বিপণির মালিক ছিলেন শ্রীউলওয়ার্থ। সস্তায় ভাল বই ছাপার পরিকল্পনাটা তাঁর চোখে না লাগলেও তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী উলওয়ার্থের কাছে এ্যালেনের পরিকল্পনাটি খুবই চমকপ্রদ ঠেকল। স্ত্রীর অনুরোধ ও আগ্রহাতিশয্যে শ্রীউলওয়ার্থ এ্যালেনের বই বেচতে রাজি হলেন।

বছর একুশ আগেকার কথা। ১৯৩৫ সালে শত্‌খানেক পাউণ্ড পুঁজি নিয়ে পেঙ্গুইন বুকস লিমিটেড গঠিত হোল। সিম্বিজের নামটা পছন্দ করে দিলেন এ্যালেনের সেক্রেটারী শ্রীমতী কোলম।

প্রথমেই হাত দেওয়া হোল যে বইগুলির দাম বেশী বলে লোকে কিনতে পারে

না। যেমন আঁদ্রে মরোর 'এরিয়েল', হেমিংওয়ের 'ফেয়ারওয়েল টু আর্মস্' ইত্যাদি। বইয়ের বহিরাবরণ রঙচঙে ও আকর্ষণীয় করার দিকে এ্যালেনের ঝোঁক ছিল। পরে অবশ্য তা বদলে যায়। বই বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করল পেঙ্গুইন সিরিজ। সুপ্রতিষ্ঠিত হোল সারা দুনিয়ার বইয়ের বাজারে। শুধু প্রথম ছ' সপ্তাহের মধ্যে ছ হু করে ছ' পেনী দামের লাখ পাঁচেক বই নিঃশেষিত হয়ে গেল।

দুটো বছর কেটে যায়। সুরু হয় পেলিক্যান সিরিজের। পূর্ব প্রকাশিত বার্নার্ড শ'র বিখ্যাত গ্রন্থ Intelligence Woman's Guide বইটিতে ক্যাপিজম ও সোভিয়েটিজম্ সম্পর্কিত এক নতুন অধ্যায় সংযোজিত করে পেলিক্যান সিরিজের প্রথম বই হিসেবে প্রকাশিত হয়। সিরিয়াস বইয়ের জন্যেই পেলিক্যান সিরিজের স্বতন্ত্র প্রকাশ।

গত একুশ বছর ধরে প্রায় পৌনে বারশ বই পেঙ্গুইনে আর পৌনে চারশ'র মত বই পেলিক্যান সিরিজে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া ক্লাসিক গ্রন্থ, ইতিহাস, রেফারেন্স বই, ম্যাপ, শিশু সাহিত্য ও সেক্সপীয়ারের গ্রন্থাবলী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে অজস্র টাইটেল ছাপা হয়েছে। বহু বই শুধুমাত্র পেঙ্গুইন ও পেলিক্যানেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছে।

পেঙ্গুইনের দেখাদেখি আরও অনেক সিরিজ বেরিয়েছে। তার মধ্যে আমেরিকার পকেট বুক সিরিজগুলো উল্লেখযোগ্য। তবে এদের সঙ্গে পেঙ্গুইনের পার্থক্য এই যে পেঙ্গুইনে কুরুচিমূলক, শ্লীলতা বর্জিত চটকদার প্রচ্ছদপট থাকে না। আর কাগজ ও বাঁধাইয়ের দিক থেকেও পেঙ্গুইন বইগুলো অনেক বেশী উৎকৃষ্টতার দাবী রাখে।

পেঙ্গুইনের বাজার আজ প্রায় পৃথিবীর সর্বত্র। একটা টাইটেলেরই সময় বিশেষে লক্ষাধিক কপি ছাপা হয়। বই বিশেষে বেশী দামের বিশেষ সংস্করণের বইও ছাপা হয়। পেঙ্গুইনে আজ পর্যন্ত কোনও উপন্যাস প্রথম আত্মপ্রকাশ করেনি, নামকরা খানকতক ছাপা হয়ে থাকলেও ডিটেক্‌টিভ বই পেঙ্গুইনে ছাপা হয় না। সহস্রাধিক টাইটেলের লক্ষ লক্ষ কপি ছাপতে পেঙ্গুইনের অগণিত লোকজন, নিজস্ব আধুনিক মুদ্রণালয় ও যাবতীয় সাজ সরঞ্জামের ব্যবস্থা আছে। কয়েকটি দেশে শাখা অফিসও খোলা হয়েছে।

অনেকে ভাবতে পারেন এরকম এক বিরাট ব্যবসায় লাভ না জানিনা কতই। তার একটা সুন্দর বিবরণ পাওয়া যায়। একটা পেঙ্গুইন সিরিজের বইয়ের গড় পড়তায় দাম আড়াই শিলিং। সেটার বিশ্লেষণ নীচে দেওয়া হোল :

লেখকের প্রাপ্য	শতকরা	১·৫ ভাগ	২·২৫ পেন্স
কাগজের খরচ	,,	১২·৫ ,,	৩·৭৫ ,,
ছাপা ও বাঁধাই	,,	২৪·১৭ ,,	৭·২৫ ,,
বিক্রেতাদের কমিশন	,,	৩৫·৪৪ ,,	১০·৬৩ ,,
কর্মচারীদের বেতন ও বিজ্ঞাপনের খরচ ভাড়া ইত্যাদি	,,	১·৯৬ ,, ৮·৫৩ ,,	৪·৯৫ ,,
ট্যাক্সের পরিমাণ	,,	১·৯৭ ,,	০·৫৯ ,,
নেট লাভ	,,	১·৯৩ ,,	০·৫৮ ,,
			৩০ ,,

পেঙ্গুইন কোম্পানী বরাবরই প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী। প্রতিষ্ঠাতা স্যার এ্যালেন লেন আর তাঁর দুই ভাই এর একমাত্র অংশীদার ছিলেন। গত যুদ্ধে একভাই জন লেন নিহত হওয়ায় এখন এর অংশীদার দু'জনে দাঁড়িয়েছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা যে এতাবৎ কেউই লভ্যাংশ নেননি এবং লাভ যা কিছু হয়েছে তা আবার মূলধনে লগ্নীকৃত হয়েছে। নইলে ১০০ পাউণ্ডের পুঁজি নিয়ে এতবড় প্রতিষ্ঠান গড়া যায়। আমাদের শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ মেনন মহাশয় বহুকাল যাবৎ পেঙ্গুইন কোম্পানীতে কাজ করেছেন।

প্রচারের জন্যে মামুলি পন্থা অবলম্বন না করে গ্রন্থ প্রদর্শনী প্রভৃতির সাহায্য নেওয়া হয়।

পেঙ্গুইন সিরিজের বইয়ের কাগজ ও বাঁধাই এতাবৎ গ্রন্থাগারের ব্যবহারের উপযোগী ছিল না। তবে ইদানিং কিছু বই দেখলাম যেগুলোর কাগজ ও বাঁধাই খুবই ভাল। বাঁধাই অবশ্য কাগজের। ছিঁড়ে গেলে ভাল করে বেঁধে নিতে হয়, তার জন্যে পর্যাপ্ত মার্জিন রাখা হয়েছে। আশা করা যায় ভবিষ্যতে পুনর্মুদ্রণের সময় পূর্ব মুদ্রিত বইগুলো ক্রমে গ্রন্থাগারের উপযোগী হবে।

পেঙ্গুইন সিরিজের একবিংশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে পেঙ্গুইন কোম্পানী কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত স্যার W. E. William লিখিত The Penguin Story নামক বইটির সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

পরিষদ কথা

বিদায়ী শিক্ষার্থীগণকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন

গত ২৬শে আগষ্ট সায়াহ্নে আচার্য গ্রন্থাগার ভবনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সপ্তাহান্তিক ও গ্রীষ্মকালীন গ্রন্থাগার শিক্ষণের বিদায়ী শিক্ষার্থীদের এক মিলিত সমাবেশে অন্যান্য বছরের মত এবারও পরিষদের তরফ থেকে তাঁদের এক চা চক্রে সংবর্ধনা জানানো হয়। পরীক্ষার পর শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের এরূপ সম্মিলন বিরল বললেই চলে। তাই অনুষ্ঠানটি খুবই হৃদয়গ্রাহী ও আনন্দমুখর হয়। পরিষদ সভাপতি শ্রীপ্রমীল চন্দ্র বসু পৌরোহিত্য করেন। ভাষণে তিনি শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানান ও তাঁদের সাফল্যমণ্ডিত উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেন। শিক্ষণ বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীবি, এস, কেশবন শিক্ষার্থীদের বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আন্দোলন ও কার্যক্রমকে শক্তিশালী করে তোলার উদ্দেশে সকলকে পরিষদের সদস্য হতে পরামর্শ দেন। শিক্ষার্থীদের তরফ থেকে সর্বশ্রী সুরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রামদাস গঙ্গোপাধ্যায়, অরুণ গুহ, নগেন্দ্র দত্ত ও শ্রীমতী শিপ্রা রায় ভাষণে অংশ গ্রহণ করেন।

পরিষদ লাইব্রেরী

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নিজস্ব একটি ছোট লাইব্রেরী বহুদিন থেকেই আছে। গ্রন্থ সংগ্রহ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিষয়ক। পরিষদের শিক্ষার্থী ও সদস্যগণ লাইব্রেরীটি ব্যবহার করেন। বর্তমান সাহা কার্যালয়ে স্থানান্তরিত হওয়ার পূর্বে লাইব্রেরীটি খুবই আগোছাল ছিল। স্থানাভাবই অবশ্য প্রধান অসুবিধা ছিল। সম্প্রতি লাইব্রেরীটির সংগঠন কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী বাণী বসুর অক্লান্ত পরিশ্রমে বর্গীকরণ, তালিকাকরণ ও সংগঠন কাজ সুসম্পন্ন হয়েছে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয় গ্রন্থাগার উন্নয়ন

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সংগঠন ও যোগাযোগ সংস্থা পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির উন্নয়নের জন্যে এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। সেই উদ্দেশ্যে কয়েকটি প্রশ্ন সমন্বিত একটি ফর্ম সকল বিদ্যালয়ে পাঠান হয়েছে এবং তা থেকে একটি পরিসংখ্যান সঙ্কলিত হচ্ছে। কোনও একটি বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সংগঠনের মাধ্যমে সেই অঞ্চলের অন্যান্য বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের গ্রন্থাগার শিক্ষাদান আপাততঃ পরিকল্পনাটির প্রধান বিষয়।

গ্রন্থাগার সংবাদ

মুর্শিদাবাদ জেলা গ্রন্থাগার সমিতি ॥ বহরমপুর ॥ মুর্শিদাবাদ।

গত ২৬শে আগষ্ট মুর্শিদাবাদ জেলা গ্রন্থাগার সমিতির দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির সম্পাদক শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন দাসগুপ্ত বিগত বৎসরের কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপিত করেন। বিবরণীতে জানা যায় যে সমিতির প্রতিষ্ঠানিক সদস্য সংখ্যা ১০৫, ব্যক্তিগত সদস্য সংখ্যা ৬১৭ জন ও আজীবন সদস্য সংখ্যা ১৪ জন। জেলার চারটি মহকুমার বিভিন্ন স্থানে গ্রন্থবানের সাহায্যে গ্রন্থ আদানপ্রদান কাজ চলেছে। সভায় বিগত বৎসরের হিসাব নিকাশ ও আগামী বৎসরের বাজেট গৃহীত হয়।

নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগার ॥ নবদ্বীপ ॥ নদীয়া।

গত ১৮ই জুলাই নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগারের ৪২তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে এক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পৌরোহিত্য করেন কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন আচার্য। বার্ষিক বিবরণীতে সম্পাদক শ্রীতিনকড়ি বাগচী গ্রন্থাগারের কার্যাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে গ্রন্থাগারের আর্থিক অসচ্ছলতা ও সরকারী সাহায্যের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। গ্রন্থাগারে বর্তমান গ্রন্থ সংখ্যা দশ হাজার ও পুঁথির সংখ্যা আড়াই হাজার। জেলার সোস্যাল এডুকেশন অফিসার শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় জেলা গ্রন্থাগার সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে এক ভাষণ দেন। সভার সাংগীতিক অনুষ্ঠানগুলি সকলের প্রশংসা অর্জন করে।

তাজপুর বীণাপাণি গ্রন্থাগার ॥ সোনাখালী ॥ মেদিনীপুর।

সমাজ শিক্ষা ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ কয়েকজন তরুণের ঐকান্তিক উৎসাহ ও নিরলস প্রচেষ্টায় গ্রন্থাগারটি কয়েক বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। নানাবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের দ্বারা গ্রন্থাগারটি গ্রামবাসীদের সহানুভূতি লাভ করেছে। গত ১৫ই আগষ্ট গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, কর্মীগণ প্রভাত ফেরী ও পতাকা উত্তোলন করেন।

টাউন হল ॥ সাঁইথিয়া ॥ বীরভূম।

গত ৫ই ভাদ্র রাখী পূর্ণিমার দিন সাঁইথিয়া টাউন হলের প্রথম বার্ষিক সভা ও প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পৌরোহিত্য করেন শ্রীসুবোধ সেনগুপ্ত। কার্যবিবরণীতে সম্পাদক জানান যে টাউন হলের পুস্তক সংখ্যা ১৫৮০ এবং সদস্য সংখ্যা বর্তমানে ২৪১। সভায় এক সাংগীতিক অনুষ্ঠান উপস্থিত সকলকে আনন্দ দান করে।

জুবিলী গ্রন্থাগার ॥ সিউড়ি ॥ বীরভূম।

গত ২৫শে আগষ্ট সান্ধ্যে জুবিলী গ্রন্থাগারের ৫৬তম জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। জেলা সমাহর্তা ডক্টর এ, বি, রুদ্র সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রীআনন্দগোপাল মিত্র গ্রন্থাগারের নানাবিধ উন্নতিমূলক কার্যাবলী সম্পর্কে এক ভাষণ দান করেন। সভা শেষে এক বিচিত্রানুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়।

গোস্বামী মালিপাড়া সাধারণ গ্রন্থাগার ॥ গোস্বামী মালিপাড়া ॥ হুগলী।

গত ৮ই জুলাই গ্রন্থাগারের ৪র্থ বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় বিবরণীতে গ্রন্থাগারের বিগত বছরের কার্যাবলী বিবৃত করেন।

দক্ষিণ কলিকাতা তরুণ সমিতি ॥ কলিকাতা-২৫।

দক্ষিণ কলিকাতা তরুণ সমিতি, জাতীয় গ্রন্থাগার ৩০ বৎসর অতিক্রম করেছে। বিগত বৎসরের কার্যবিবরণীতে গ্রন্থাগার বিভাগের নানাবিধ উন্নতিমূলক কার্যাবলীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। নতুন বর্গীকরণ পদ্ধতি প্রবর্তন ও আধুনিক প্রনালীতে কার্ড ক্যাটালগ প্রণয়ন সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বই বিলি ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ অদূরভবিষ্যতে সুসম্পন্ন হবে এরূপ আশা করা যাচ্ছে। পুস্তক ও পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ষ্টিল আলমারী ও র‍্যাক কেনা হয়েছে। অর্থাভাবে গ্রন্থাগারের সুষ্ঠু সুপরিচালন কার্য ব্যাহত হচ্ছে। তবুও সমিতির কর্তৃপক্ষের নানা উপায়ে অর্থ সঙ্কুলানের প্রচেষ্টা প্রশংসার্হ। সমিতির অন্যান্য কার্যাবলীর মধ্যে নিয়মিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদির আয়োজন ও মহিলা বিভাগ পরিচালন সমিতিকে যথেষ্ট জনপ্রিয় করে তুলেছে।

অন্যান্য রাজ্যের খবর :

আসামে গ্রন্থাগার আন্দোলন

গত ২০শে জুলাই নাজিরায় শ্রী জে, এন, বড়ুয়ার সভাপতিত্বে নাজিরা রিডিং ক্লাবে গ্রন্থাগার সম্পর্কে এক জনসভা হয়। অখিল অসমীয় গ্রন্থাগার সঙ্ঘের জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীঅযোধ্যাপ্রসাদ গোস্বামী সঙ্ঘের কার্যক্রম বিবৃত করেন এবং রাজ্যের গ্রন্থাগার কর্মীগণকে নিজ নিজ গ্রন্থাগারের গঠন ভিত্তি সুদৃঢ় ও রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তোলবার জন্যে আহ্বান জানান। নাজিরা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীবেদনাথ বরথাকুর গ্রন্থাগার কর্মীগণকে নানা কার্যে নিজেদের ভারাক্রান্ত না করে শুধুমাত্র গ্রন্থাগার সেবায় নিরত থাকবার যৌক্তিকতা প্রদর্শন করেন। আসামের লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক শ্রীকাশীনাথ বর্মন সমাজ ও সাংস্কৃতিক উজ্জীবনে গ্রন্থাগারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিশ্লেষণ ও সংগঠন সম্পর্কে কয়েকটি মতামত ব্যক্ত করেন। উপস্থিত শ্রোতৃ-মণ্ডলীর পক্ষ হতে শ্রীগোপালচন্দ্র বড়ুয়া ও মাণিকচন্দ্র সাইকিয়া ভাষণে অংশ গ্রহণ করেন।

আসাম গ্রন্থাগার সঙ্ঘ শীঘ্রই এক পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

উত্তর প্রদেশে গ্রন্থাগার পরিষদ গঠন

উত্তর প্রদেশ ভারতের বৃহত্তম রাজ্য ; কিন্তু এতাবৎকাল যাবৎ রাজ্যে কেন্দ্রীয় কোন গ্রন্থাগার সংস্থা অবিদ্যমান ছিল। আনন্দের কথা যে, গত ১লা সেপ্টেম্বর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় শ্রীসম্পূর্ণানন্দের পৌরোহিত্যে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সভায় উত্তর প্রদেশ রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ গঠিত হয়। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক জনাব এস, বসিরুদ্দিন প্রধান অতিথির পদ অলঙ্কৃত করেন। পরিষদের ভবিষ্যৎ কার্যক্রম সম্পর্কে এখনও কিছু জানা যায়নি।

অন্যান্য দেশের খবর :

ইন্দোনেশিয়ায় উজ্জীবিত গ্রন্থাগার আন্দোলন

সাংস্কৃতিক ঔৎকর্ষ ও ঐতিহ্যে ইন্দোনেশিয়া এককালে খুবই সমৃদ্ধ ছিল। কিন্তু সুদীর্ঘকাল পরাধীনতায় তা ক্রমে ম্লান হয়ে পড়ে। যুদ্ধোত্তর দক্ষিণ-পূর্ব

এশিয়ায় নব-অভ্যুত্থানের আলোড়নে ইন্দোনেশিয়ার রাজনৈতিক বন্ধন মোচন হয়, উজ্জীবন লাভ করে তথাকার সমাজ ও সংস্কৃতি। দেশোন্নয়ন পরিকল্পনায় প্রজাতন্ত্রী ইন্দোনেশীয় সরকার গণ-শিক্ষার প্রতি সবিশেষ দৃষ্টিদান করেন। বলা বাহুল্য যে দেশব্যাপী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ব্যতিরেকে সর্বজনীন শিক্ষা বিস্তার স্থায়ী ও ফলপ্রদ হবে না এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষ সবিশেষ সচেতন ছিলেন। রাষ্ট্রীয় শিক্ষা দপ্তর একটি সমাজ শিক্ষা বিভাগ সৃষ্টি করেছেন। উক্ত বিভাগের প্রচেষ্টায় দেশব্যাপী এক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার গোড়া পত্তন হয়েছে। হাজার দুয়েক গ্রামে ছোটখাট পল্লী গ্রন্থাগার ও বড় বড় শহরগুলিতে মোট চৌদ্দটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ ছাড়া যোগজাকার্তায় একটি জাতীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পূর্ব প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে বান্দুঙের "Bibliotheca Bogoriensis" প্রাচীনত্ব ও মূল্যবান গ্রন্থ সংগ্রহের দাবী রাখে। ইন্দোনেশিয়ায় গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূত্রপাত নতুন না হলেও শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক বছর কয়েক আগেও ছিল না। কর্তৃপক্ষ এ বিষয়টি উপেক্ষা না করে ১৯৫২ সাল থেকে এক শিক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। সেখানকার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও সংগঠনের উন্নতির জন্যে স্বেচ্ছাসেবী কর্মীগণ ও সরকার মিলিতভাবে কাজ করছেন। তাঁদের প্রয়োজন ও সমস্যাগুলি ভারতেরই অনুরূপ। তথায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে সমাজ শিক্ষা থেকে বিচ্ছিন্নভাবে গড়ে তোলা হয়নি, হাজার দশেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র "Anti Illiteracy Library" ছাড়াও সেখানকার বিভিন্ন প্রদেশে শিক্ষা ও প্রচার দপ্তরের অধীনে অনুরূপ আরও আড়াই হাজার গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

দেশের সমুদয় গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে ১৯৫৩ সালে ইন্দোনেশিয়ায় প্রথম গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তাতে যোগদান করেছিলেন ১২০ জন প্রতিনিধি। সম্মেলনেই ইন্দোনেশিয় লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েসন গঠিত হয়। ১৯৫৫ সালে ইন্দোনেশিয় সরকার National Library Board গঠন করেন। পূর্বোক্ত কার্যাবলী ছাড়াও বোর্ড কর্তৃক Union List of serials, Union Catalogue, Library Directory প্রভৃতি কাজেও জোর হাত দেওয়া হচ্ছে। জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়ন ও কপিরাইট আইন প্রবর্তনের সিদ্ধান্তও বোর্ড গ্রহণ করেছেন।

বিবিধ বার্তা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার

কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থে ও সর্বভারতীয় এক পরিকল্পনা অনুযায়ী সকল রাজ্যেই সম্প্রতি রাজ্যব্যাপী সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। অন্যান্য রাজ্যের ন্যায় পশ্চিম বঙ্গ রাজ্যেও বিভিন্ন জেলায় সরকারী অর্থ ও প্রচেষ্টায় জেলা গ্রন্থাগার সংস্থা ও তৎসহ একটি কিংবা দুটী করে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। এবং কাজকর্মও অল্পবিস্তর হচ্ছে। দু'একটি জেলায় গ্রন্থযান মারফৎ দূর দূরান্তলে গ্রন্থ সরবরাহের কাজও সুরু হয়েছে। এছাড়া সরকার রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার স্থাপনের উদ্দেশ্যে আঠার লক্ষ টাকা ব্যয় করে বরাহনগরে বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডস্থ "ইমারেল পাওয়ার" ভবন ও তৎসংলগ্ন আটাত্রিশ বিঘা জমিও কিনেছেন। পুস্তকের জন্যে প্রাথমিক বাট হাজার টাকা খরচ করা হবে। গ্রন্থাগারটির মূলতঃ উদ্দেশ্য জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার গুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, গ্রন্থ বিনিময় ও যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করা। এছাড়াও সাধারণ পঠনপাঠন ও দরিদ্র ছাত্রদের জন্যে পাঠ্য-পুস্তকেরও এক স্বতন্ত্র ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। জানা গেছে যে ইউনেস্কো ইহারই নিকটস্থ কোনও এক জায়গায় এক মূলগত শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের কথা চিন্তা করছেন।

মস্কো গ্রন্থ প্রদর্শনীতে ভারতীয় গ্রন্থ

মাসখানেক পূর্বে মস্কোয় লেনিন লাইব্রেরী ভবনে পুস্তক, প্রাচীরপত্র ও চিত্র শিল্পের এক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। রুশ দেশের মোট ১৭০টি প্রকাশক সংস্থা প্রদর্শনীতে দশ হাজার গ্রন্থ প্রেরণ করেন। তন্মধ্যে অনূদিত ভারতীয় গ্রন্থের এক বিশেষ স্থান ছিল। রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থরাজি রুশ দেশে বহু পূর্ব থেকেই অনুবাদিত ও পঠিত হচ্ছে। প্রেমচাঁদ, কৃষণচন্দর, মুলকরাজ আনন্দ, খাজা আহমদ আব্বাস প্রভৃতি ভারতীয় লেখকগণের বই ইদানিং সোভিয়েতে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছে। তাঁদের সকলের বই প্রদর্শনীতে ছিল। প্রদর্শনীটি শিল্প, কলা, বিজ্ঞান, কারিগরিবিদ্যা, শিশু ও কিশোর সাহিত্য, ভ্রমণ কাহিনী প্রভৃতি কয়েকটি বিভাগে আয়োজিত হয়েছিল।

ডিউই বর্গীকরণের ষোড়শ সংস্করণ

ব্যবহারিক সুবিধার জন্যে ডিউই বর্গীকরণ বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় বর্গীকরণ পদ্ধতি এবং বিশ্বের সর্বত্র ব্যবহৃত হয়। নানাবিধ পরিবর্তন ও জ্ঞানের বিবর্ধন হেতু ডিউই পদ্ধতির আজ পর্যন্ত পনেরটি সংস্করণ হয়েছে। পঞ্চদশ সংস্করণটি হয় ১৯৫১ সালে। ষোড়শ সংস্করণের কাজও শুরু হয়েছে বহুদিন। ১৯৫৮ সালের মধ্যে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় সঙ্কলিত বাংলায় দশমিক বর্গীকরণ (ডিউই) বইটি বহু পূর্বে নিঃশেষিত হওয়ায় পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত এক নতুন সংস্করণ শীঘ্রই বেরুচ্ছে।

বিজ্ঞপ্তি

হাওড়া জেলার সোস্যাল এডুকেসন অফিসার শ্রীমতী তপতী রায় জানাইতেছেন যে আগামী বৎসরের গ্রন্থাগার বাবত সরকারী সাহায্যের জন্য দরখাস্ত পেশ করিবার শেষ তারিখ ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৬। হাওড়া জেলার অন্তর্গত সরকারী সাহায্য প্রার্থী প্রতিষ্ঠানদের নিম্ন ঠিকানা হইতে ফর্ম সংগ্রহ করিয়া উক্ত তারিখের ভিতর আবেদন পত্র দাখিল করিতে হইবে।

★

Local Sub-Inspector,

Office of the District Social Education Officer

12, Nityadhan Mukherjee Road,

HOWRAH.

গ্রন্থ-সমালোচনা

ভূদান-যজ্ঞ কি ও কেন ॥ চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী ॥ ২৮০ পৃঃ ॥ দাম দশ আনা
সাধনা ॥ বিনোবা ॥ ৯০ পৃঃ। দাম নয় আনা
আচার্য বিনোবা ॥ বিষ্ণুভূষণ দাসগুপ্ত ॥ ১৪৬ পৃঃ ॥ দাম এক টাকা

বই তিনখানি সর্বোদয় প্রকাশনী মণ্ডল, কলিকাতা হতে প্রকাশিত। প্রথমটি সর্বোদয় মতবাদ বিষয়ক, দ্বিতীয়টি বিনোবাজীর ভাষণ গুচ্ছ ও তৃতীয়টি বিনোবাজীর জীবনী গ্রন্থ।

সর্বলোকের সর্বাঙ্গীন উদয়ই হোল সর্বোদয় দর্শন ও আন্দোলনের উদ্দেশ্য। সর্বোদয় সমাজ প্রতিষ্ঠাই গান্ধীজীর শেষ জীবনের স্বপ্ন ও আদর্শ ছিল। ভূদান আন্দোলন সর্বোদয় কার্যক্রমের একটি দিক। আলোচ্য প্রথম বইটিতে ভূদান আন্দোলনের উৎপত্তি, বিকাশ ও কার্যক্রম এবং গান্ধীয় অর্থনীতির নাতিদীর্ঘ অথচ পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা করেছেন লেখক শ্রীচারুচন্দ্র ভাণ্ডারী; অসার রাজনীতি ও মন্ত্রীত্বের গদি ত্যাগ করে তিনি স্বনামধন্য। ভূদান আন্দোলন বিশ্লেষণ করে চারুবাবু লিখেছেন, 'যজ্ঞ এক প্রকার পূজা পদ্ধতি···কিন্তু ভূদান যজ্ঞের উল্লেখ কোথাও নাই। ইহা নূতন শব্দ ও নূতন যজ্ঞ···ভারতের অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ক্রান্তিকারক·· সংক্ষেপে ইহার অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি ভূমিহীন দরিদ্র, যে ভূমি চাষ করিতে জানে ও ভূমি চাষ করিতে চাহে কিন্তু অন্যের ভূমিতে চাষ করা বা শ্রমিক বৃত্তি ছাড়া যাহার অন্য কোন জীবিকা নাই তাহার জন্যই ভূমিদান এবং এই ভূমিদান হইবে ভূমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা বিসর্জনের জন্য, মালিকানা বোধ নিরসনের জন্য।"

দেশের অর্থনৈতিক অসাম্য দূরীকরণে ভূদান যজ্ঞ কতটা কার্যকরী তা যথেষ্ট তর্কসাপেক্ষ। ধন উৎপাদন, বণ্টন ও বিনিময় প্রভৃত বিরাট অঙ্কের মুনাফা মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে না গিয়ে সর্বজনের কল্যাণে ব্যবহৃত হলে

অর্থনৈতিক সঙ্কট দূরীকরণ সম্ভব। দান, ভিক্ষা, দয়া ও করুণায় ধনবৈষম্য অপসারণ আদৌ সম্ভব কিনা তাও বিচার্য বিষয়। এক জায়গায় চারুবাবু লিখেছেন, "বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি বিকারগ্রস্ত আজ, সে বৃহৎ শিল্পসত্রের উন্নতি সাধনে উন্মত্ত।" আসলে বৈজ্ঞানিক সর্বদাই মৌলিক জ্ঞানার্জন ও গবেষণায় মুক্ত বিকারহীন মনে নিরত থাকেন, বৈজ্ঞানিক অবদানের সদ্ব্যবহার হোলে আজ সমাজে কোনও সমস্যারই কারণ থাকত না। চারুবাবুর মতানুযায়ী ঢেঁকি বা চর্খায় বল বেয়ারিং লাগানর পরিনাম কি অধুনা হাস্কিং মেশিনের মত সর্বনেশে হয়ে পড়বে না?

আধ্যাত্মিক দিকটা না থাকলে সর্বোদয় সত্যিই এক পূর্ণাঙ্গ ক্রান্তিকারক দর্শন হিসেবে বিবেচনার দাবী রাখত। সর্বোদয় মূলতঃ মানবতাবাদী ও সমাজতান্ত্রিক।

সর্বোদয় সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু পাঠককে ১৫টি বিষয় সমন্বিত বইটি অনেক কিছু জানবার খোরাক যোগাবে। সর্বদিক আলোচিত ও সুলিখিত গ্রন্থ সর্বোদয় সম্পর্কে খুবই অল্প। চারুবাবুর পাণ্ডিত্য ও লেখনীশক্তি বইটিকে সুখপাঠ্য করে তুলেছে।

দ্বিতীয় বইটি ভূদান যজ্ঞের পুরোধা ও প্রবর্তক আচার্য বিনোবা ভাবের কয়েকটি ভাষণ। গত বছরে ১লা জানুয়ারী থেকে ২৫শে জানুয়ারী অবধি বিহার হতে উড়িষ্যার পথে উনি মেদিনীপুরে পদপরিক্রম করেন। উক্ত সময়ে সাম্প্রাহে জনসভায় প্রদত্ত ও ঘরোয়া আলোচনায় তাঁর ভাষণগুলি সঙ্কলিত হয়েছে। প্রার্থনা কি ও কেন, ব্রহ্মচর্য, জীবন বিকাশে চাষের স্থান প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কিত। পরিশিষ্টে বিনোবাজীর প্রার্থনা নামধালার তাৎপর্য ও জন-সেবকের গুণ সম্পর্কে গান্ধীজীর উক্তি নিচয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সর্বশ্রী শিশির সেন ও পরমেশ বসু ভাষণগুলির বাংলা তর্জমায় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

তৃতীয় বইটি ভাবেজীর জীবনী। আচার্য ভাবেকে গান্ধীজীর উপযুক্ত উত্তরাধিকারী বলা হয় গান্ধীজীর সর্বোদয় সমাজের স্বপ্নকে রূপায়িত করার ব্রত গ্রহণ করেছেন বিনোবাজী, উৎসর্গ করেছেন নিজের জীবন। এক কথায় তাঁকে এক মহান মানবতাবাদী বলা যেতে পারে। শ্রীবিধুভূষণ দাসগুপ্ত লিখিত বিনোবাজীর সার্থক জীবনী গ্রন্থটির ভাষা খুবই প্রাঞ্জল ও সাবলীল।

*(সৌরেন গাঙ্গুলী)

পরাধীন প্রেম ॥ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ বীভার্স কর্ণার ॥ তিন টাকা

ঔপন্যাসিক হিসাবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নূতন করিয়া পরিচয় দিবার আবশ্যক নাই। চরিত্রবহুল আলোচ্য উপন্যাসখানিতে, যে যাহাকে চায় সে তাহাকে পায় না—মানব জীবনের এই অতিবড় ট্রাজেডি তিনি সার্থকভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। পাঠক সমাজে এই উপন্যাসখানি যে বিশেষ আদৃত হইবে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। উপন্যাসখানির প্রচ্ছদ পরিকল্পনায় শিল্পী প্রশংসার দাবী করিতে পারেন।

সাময়িক পত্র :

পরিচয় ॥ জয়ন্তী সংকলন ॥ শ্রাবণ ১৩৬৩।

গত শ্রাবণ মাসে পরিচয় পত্রিকার পঁচিশ বছর অতিক্রম উপলক্ষে পরিচয়ে প্রকাশিত চল্লিশটি মূল্যবান গদ্য রচনা জয়ন্তী-সংকলন হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। গত আড়াই দশক যাবৎ বাংলার বিদগ্ধ সমাজে সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি সম্পর্কিত যে চিন্তাতর্কের সৃষ্টি হয়েছে তার এক সুন্দর প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয় এই সংখ্যাটিতে। পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে আমরা পরিচয়কে অভিনন্দন জানাই।

সুন্দরম ॥ সম্পাদক : সুভো ঠাকুর ॥ ১ম বর্ষ ॥ ১ম সংখ্যা ॥ শ্রাবণ ১৩৬৩

বাংলায় আর্ট জার্ণাল প্রকাশের দুঃসাহস নতুন নয়, ইতিপূর্বে আরও একাধিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। সাধারণের আর্থিক অসচ্ছলতা ও শিক্ষার মান অনুন্নত থাকার ফলে অনেক পত্রিকাই যেমন উঠে গেছে তেমনি এ পত্রিকাগুলিও টেঁকেনি। বর্তমানে বাংলায় একটা আর্ট জার্ণালের বহু আকাঙ্খিত প্রয়োজন মিটিয়েছেন শিল্পি শ্রীসুভো ঠাকুর। সুন্দরম পত্রিকাকে আমরা স্বাগত জানাই এবং সেই সঙ্গে কামনা করি তার মঙ্গল ও সুদীর্ঘ জীবন। সংখ্যাটির কয়েকটি প্রবন্ধ খুবই মূল্যবান।

সমকালীন ॥ সম্পাদক সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ॥ ৪র্থ বর্ষ ॥ ভাদ্র : ১৩৬৩।

বাংলার ভাল পত্র-পত্রিকা যে কখানা বেরোয় সমকালীন নিঃসন্দেহে তার মধ্যে একটি। বলিষ্ঠ ও প্রগতিশীল চিন্তাধারা ও মৌলিকত্বের পরিচয় পাওয়া যায় এ পত্রিকায় বিভিন্ন বিভাগে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীতে। সমাজসমস্যা বিভাগটি খুবই প্রশংসনীয়। অন্যান্য সংখ্যার অনুরূপ আলোচ্য সংখ্যাটিও সুপাঠ্য লেখায় সমৃদ্ধ।

সম্পাদকীয়

কিছুদিন আগে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পরিচালিত বৃত্তি শিক্ষণ ব্যবস্থার বিংশতি বর্ষীয় পরীক্ষা সমাপ্ত হয়ে গেল। আজ থেকে বিশ বছর আগে যে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা বিস্তরণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল তা' সামাজিক দিক দিয়ে কতদূর সার্থক হ'তে পেরেছে বর্তমানে তার হিসাব করা বোধ হয় খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

ইতিহাসের পটভূমিকায় লক্ষ্য করলে দেখতে পাবো যে, এই গ্রন্থাগার পরিষদের গৃহীত কর্মধারার সবকটিই একটি মাত্র লক্ষ্যের দিকে ধাবিত। এই লক্ষ্য—রাজ্য ব্যাপী সর্বসাধারণের উপযোগী সার্থক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা। এই লক্ষ্যই তার কর্মক্ষেত্র নির্বাচনকে নিয়ন্ত্রিত করে চলেছে।

পরিষদ সুসংগঠিত হওয়ার অল্প দিনের মধ্যেই পরিষদের তৎকালীন কর্তৃপক্ষ উপলব্ধি করেন যে, এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে হ'লে যথেষ্ট সংখ্যক উপযুক্ত কর্মীর প্রয়োজন। সমাজের আর তার শিক্ষা ব্যবস্থার উপর মমত্ববোধ ছাড়াও এই কর্মীদের সেই গ্রন্থাগার ব্যবস্থার আবির্ভাবকে সহজ করার ম'তো, তা'কে দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত করার ম'তো, কুশলী বিচার পারদর্শী হওয়ার প্রয়োজন। এই চিন্তাই স্বল্পকালের মধ্যে পরিষদের বৃত্তি কৌশল বিস্তরণের ব্যবস্থায় রূপ লাভ করে। সেই সময়ে এই শিক্ষা গ্রহণ করার সার্থকতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমাজ সেবার মধ্যেই নিহিত ছিল। উত্তরকালে তা' বৃত্তি গ্রহণের সহায়ক হয়েছে।

দেশে সর্ব্ব সাধারণের উপযোগী গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা আজ সরকারী বেসরকারী সকলের চিন্তার উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেছে। কার্য্যক্ষেত্রে যা সম্পন্ন হতে দেখা যায় তা' প্রয়োজনের পক্ষে নিশ্চয়ই যথেষ্ট নয়, তবুও এই সক্রিয় চিন্তা যে অবহেলিত অতীতের অবস্থাকে অতিক্রম করে বহুদূর এগিয়ে এসেছে তা' অনস্বীকার্য্য। কিন্তু সমগ্র দেশে দ্রুত সুষ্ঠু গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্ত্তনের পরিকল্পনায় আজ যা বিষয় লক্ষ্য করছে তার অন্যতম হচ্ছে উপযুক্ত বৃত্তি কুশলীর অভাব।

বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মারফৎ পশ্চিমবঙ্গেও উন্নত ধরণের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষার বন্দোবস্ত হয়েছে। কিন্তু তবুও পরিষদের এই শিক্ষা

ব্যবস্থার প্রয়োজন আদৌ কমে যায় নি। কারণ দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আজ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। ফলে এই বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষিতদের চাহিদার সঙ্গে অপেক্ষাকৃত অল্প শিক্ষিত বহুজনের প্রয়োজনও তীব্র হয়ে উঠছে। দ্বিতীয়তঃ ঐতিহাসিক কারণেই গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে কর্মীদের বিজ্ঞানীর সঙ্গেই সমাজকর্মীর দৃষ্টি প্রায় সমানভাবে থাকা একান্ত প্রয়োজন। কাজেই যে প্রতিষ্ঠান বাঙলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে গত তিরিশ বছরের উপর পরিচালিত করছে তার পক্ষে দেশের প্রয়োজন মত উপযুক্ত দৃষ্টিসম্পন্ন কর্মীদলের সৃষ্টি করা বোধ হয় অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য।

এই প্রয়োজনের কথা চিন্তা করেই পরিষদ তার অন্য শিক্ষার সঙ্গেই গত ৬ বছর ধরে শিক্ষা শিবিরের মাধ্যমে আরও সহজ ধরণের বৃত্তি জ্ঞান বিতরণের কাজ করে আসছে। দেশের ছড়ানো গ্রন্থাগারগুলিকে সংগঠিত করার মূল অসুবিধা কোথায় এই শিক্ষাশিবির তার অনেকটাই পরিষদের কাছে ফুটিয়ে তুলেছে। কিন্তু এই অসুবিধাকে দূর করার সহজতম উপায় কি, উপযুক্ত কর্মীদল সৃষ্টিকে কোনপথে আরও দ্রুততর করে তোলা যায় তার উত্তরও এই শিক্ষাশিবিরের অভিজ্ঞতার মধ্যেই নিহিত ছিল।

পরিষদের এই বিভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা একটি বিষয়কে অনুসন্ধিৎসু পাঠকের সঙ্গে অল্পাধিক পরিচিত করিয়ে দেওয়ার উপায় মাত্র। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে সংগৃহীত জ্ঞানটুকুই যে শেষ লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য যথেষ্ট নয় পরিষদ এ বিষয়ে খুবই অচেতন। দেশের প্রয়োজনের রূপ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই পরিষদের শিক্ষা বিতরণ ব্যবস্থা নিশ্চয়ই সর্বপ্রকারে পরিবর্তিত হতে থাকবে। কিন্তু সমস্ত সত্ত্বেও একটি মূল কারণের জন্য পরিষদের শিক্ষা বিতরণ অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা বিতরণ হতে কিছুটা পৃথক হয়েই থাকবে। পরিষদের শিক্ষা বিতরণ তার কর্মীদল সৃষ্টির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবেই জড়িত। ফলে এই কর্মীদের উত্তর জীবনের সমস্ত অসুবিধায় সাহায্য করা, তাঁদের বৃত্তিজ্ঞানকে বর্ধিত করার উপযুক্ত সুযোগ দেওয়া এবং সাহায্য করা পরিষদের অলিখিত অঙ্গীকারের মতই থেকে যায়।

পরিষদের বাণীকে বহন করে পরিষদের এই বৃত্তিকুশলী কর্মীর দলও দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তনকে সহজ পথেই সার্থকতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন। নিজেদের কর্মীজীবনের সুবিধা অসুবিধার সমস্ত অভিজ্ঞতা দিয়ে তাঁরা পরিষদকে সমৃদ্ধ করলে পরিষদের পক্ষেও তা মূল্যবান হবে।

গ্রন্থাগার

৬ষ্ঠ বর্ষ] আশ্বিন : ১৩৬৩ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

সূত্র-সন্ধান

পারিজাত রায়চৌধুরী

"হ্যাঁ মশায়, একটা বই দিতে পারেন", বাইরে থেকেই চেঁচিয়ে জিগ্যেস করে ওঠে গোয়ালাটি, "আমার সবচেয়ে ভলো গাইটার রোগ ধরেছে—সারানো যায় এমন কোনো বই আছে ?" গ্রন্থাগারিক তাকে ভেতরে ডেকে এনে বলতে বললেন। গো-চিকিৎসার গাদাখানেক বইয়ের সামনে তিনি তাকে ছেড়ে রেখে গেলেন না। ক্যাটালগ হাঁতড়ানোর পরামর্শও দিলেন না। সহানুভূতির সঙ্গে খুঁজে পেতে বের করে দিলেন ঠিক যা সে চাইছিল। যার ফলে গোয়ালাটি পরে সত্তর হাজার ডলার দান করেছিল মোন্টাগেভিলের সেই গ্রন্থাগারে।

গ্রন্থাগারে এ ধরণের খবরাখবরের সন্ধানে ব্যক্তিগতভাবে সাহচর্য দান করাকেই সূত্র-সন্ধান সহায়তা (Reference Service) বলা হয়। এটিকে গ্রন্থাগারের একটি প্রধান কাজ বর্তমানে একথা সকলেই স্বীকার করেন। বিশেষ করে আমাদের মত নিরক্ষর প্রধান দেশে এ সাহচর্যের প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশী। তাতে লোকের একদিকে যেমন উপকার হয় অপর দিকে সাধারণের সঙ্গে গ্রন্থাগারের দূরত্ব কমে যায়। লোকের সহানুভূতি গ্রন্থাগারের সফলতা সাধন করে।

আমাদের দেশের সাধারণ গ্রন্থাগারে সূত্র-সন্ধান সহায়তার আশানুরূপ কোনো ব্যবস্থা নেই। কর্মী ও উপযুক্ত পরিকল্পনার অভাব ছাড়াও সূত্র-সন্ধান সহায়তা সম্পর্কে গতানুগতিক অবাস্তব ধারণা তার অন্যতম কারণ।

প্রথম দুটি কারণের যৌক্তিকতা থাকতে পারে। কিন্তু তৃতীয় কারণটি অমূলক—কেন তা বলছি। অনেকের ধারণা যে সূত্র-সন্ধান সহায়তাকরণ খুবই খরচ সাপেক্ষ। সূত্র সহায়ক গ্রন্থাবলীর দুর্মূল্যই নাকি তার কারণ। এন-সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা বা বিশ্বকোষ না থাকলে কিংবা স্টেটসম্যান ইয়ারবুক না কিনলে সূত্র-সন্ধান সহায়তা করা যায় না—একথা অবাস্তব চিন্তারই পরিচয় দেয়। বস্তুতঃ আমাদের দেশের সাধারণ গ্রন্থাগারে যার গ্রন্থ সংগ্রহ দু'এক

হাজারের কমবেশী, সেখানে এধরণের সহায়ক গ্রন্থের ব্যবহার ও প্রয়োজন যে কতদূর তা সন্দেহের অবকাশ রাখে তবে অর্থের বিনিময়ে সংগ্রহ যে সাধ্যের অতীত তাতে কোনো দ্বিমত নেই।

অন্যদেশের অনুকৃতির পরিবর্তে দেশবাসীর প্রকৃত প্রয়োজন ও শিক্ষার মান অনুযায়ী এদেশের সাধারণ গ্রন্থাগারে সূত্র-সন্ধান কার্ডের পরিকল্পনা হওয়া বাঞ্ছনীয়। সে সম্বন্ধে আলোচনা করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

রথের সময় পুরীতে যেতে চান আপনার গ্রামের কোনো এক তীর্থকামী। কোথা থেকে কোন্ ট্রেণে যেতে হয় আর ভাড়াইবা কত তা তিনি জানতে চান। টাইম টেবল বা ব্র্যাডশ দেখে অনায়াসেই আপনি এধরণের প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন। দিনক্ষণ তারিখ সংক্রান্ত প্রয়োজনে গ্রন্থাগারে কেউ হয়ত উপস্থিত হয়েছেন। কোনো একটা পঞ্জিকা গ্রন্থাগারে রাখা উচিত, যা থেকে এজাতীয় প্রশ্নের উত্তর দেওয়া চলে। এমনিতর বিচিত্র প্রশ্ন নিয়ে বহু ব্যক্তিই গ্রন্থাগারে আসতে পারেন—পশ্চিম বঙ্গ সরকার শিল্প-ঋণ দিচ্ছেন, কোথায় কার কাছে দরখাস্ত করতে হবে, তার সন্ধান চাই হয়ত কারোর ;—রাজ্য পুনর্গঠন সম্পর্কে কোনো বিতর্ক সভায় কিংবা রচনা প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্যে কোনো এক ছাত্রের কয়েকটি তথ্যের দরকার ,—জাপানী চাষের পদ্ধতিতে নাকি ফসল ভাল হয়, পদ্ধতিটা কিরূপ তা জানতে চান কোনো এক কৃষক ;—মুরগীর মড়ক লাগলে কি উপায় অবলম্বন করতে হয়, তার খোঁজে এসেছেন একজন ;—এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন কিছু নয়। তার জন্যে সূত্র সহায়ক পুস্তকেরও খুব বিশেষ প্রয়োজন করে না।

সর্বপ্রকারের প্রশ্নের জবাব কর্মীদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নাও হতে পারে। কোথায় গেলে জানতে পারা যায় তা বলে দিতে পারলেও প্রশ্নকারীর পক্ষে অনেক সুবিধে হয়। গ্রামে সাবান তৈরীর ছোট ভাঁটি বসিয়েছেন একজন। উৎপাদনের উন্নতির জন্যে তাঁর কয়েকটি খবরাখবর দরকার। আপনার গ্রন্থাগারে বই থাকলেও তাঁর পক্ষে তা যথেষ্ট নয়, কলকাতার কমার্শিয়াল লাইব্রেরীতে গেলে সহজে তা জানা যেতে পারে এ সন্ধানটুকুই তাঁর পক্ষে অনেক। স্কুল ফাইনাল ও আই, এসসি পাশ করে আজকাল অনেকে কারিগরি কোনো বিষয়ে পড়তে চায়, কিন্তু কোথায়, কোন্ বিষয়ে কিরূপ ব্যবস্থা আছে তা জানা যায় এমন কোনো স্থানের খবর পেলেই তাদের প্রভূত উপকার সাধন হয়।

যে গ্রামে যে জীবিকার লোক বেশী সে গ্রামের গ্রন্থাগার কর্মীদের সে বিষয়ের ওপর বেশী ওয়াকিবহাল থেকে অধিবাসীদের প্রয়োজনীয় তত্ত্ব ও তথ্য সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। এ ধরণের দৈনন্দিন প্রয়োজনে গ্রন্থাগারের উপযোগিতা প্রমাণ করতে পারলে, বর্তমানে যাঁদের জীবনে গ্রন্থাগার অনাবশ্যক, তাঁদেরই কাছ থেকে সাহায্য ও সহানুভূতি অর্জন করা যাবে। সেজন্যে নানাবিধ প্রস্তুতির প্রয়োজন ঘটে।

তন্তুশিল্প প্রধান অঞ্চলে তুলোর উৎপাদন, সুতো প্রস্তুত, বাজার, বিক্রয় প্রভৃতি সম্পর্কিত নিত্য প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য সংবাদাদি পরিবেশনের অন্যতম মাধ্যম-স্বরূপ ছবি, চার্ট ও ম্যাপের নিয়মিত সাহায্য গ্রহণ খুবই ফলপ্রদ হবে। তেমনি কৃষিপ্রধান অঞ্চলে আবহাওয়া, সেচ, সার, পোকামাকড়ের প্রতিষেধক কৃষিপণ্য প্রভৃতি বিষয়ে খবরাখবর গ্রন্থাগার থেকে সুপরিকল্পিত ও নিয়মিতভাবে দেওয়া চলে।

সূত্র-সন্ধান সহায়ক বই কয়েকটি অবশ্যই থাকা দরকার। তা বলে নির্দিষ্ট বাঁধাধরা কয়েকটি বই যে রাখতেই হবে তা মনে করা ভুল। প্রয়োজন ও সাধ্যমত সহায়ক পুস্তক সংগ্রহ করাই সমীচীন। শুধু খবরের কাগজ থেকেই অনেক প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায়। সেজন্যে পুরনো খবরের কাগজগুলি অন্ততঃ দু'একমাসের মত ফাইলে সাজিয়ে রাখা উচিত এবং দরকারী অংশবিশেষ কেটে একটা খাতায় এঁটে রাখা বিধেয়। তাছাড়া সরকারী বেসরকারী ও বৈদেশিক দপ্তরগুলি থেকে আজকাল গ্রন্থাগারে অনেক কাগজপত্র আসে যাতে টুকিটাকি বিস্তর দরকারী খবরাখবর থাকে। এগুলোর সদ্ব্যবহার করতে হবে। পুরনো মাসিক পত্রিকাগুলি থেকে, যা সাধারণতঃ বাঁধিয়ে রাখা হয়, অনেক প্রশ্নের উত্তর মেলে।

কোনো প্রশ্নকেই অগ্রাহ্য বা প্রত্যাখ্যান করা গ্রন্থাগার কর্মীদের পক্ষে অনুচিত। সকল প্রশ্নেরই সাধ্যমত উত্তর দিতে হবে। সঠিক উত্তর জানা না থাকলে অজ্ঞতা স্বীকার করা ভাল, কিন্তু ভুল খবর দেওয়া অমার্জনীয় অপরাধ। প্রয়োজনে অপর কর্মীদের পরামর্শ ও স্থানীয় অন্য গ্রন্থাগারের সাহায্য গ্রহণ করা যেতে পারে।

গ্রামাঞ্চলের গ্রন্থাগারে নিরক্ষর লোকের আগমন বেশী হওয়াই স্বাভাবিক। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেজন্যে গ্রন্থাগার কর্মীদের তাঁদের প্রয়োজনীয় বিষয় দেখে শুনে পড়ে দিতে হবে সেকথা তাঁরা যেন ভুলে না যান। সূত্র-সন্ধান

কর্মীদের স্বভাবতই অনেক কিছু বিষয়ে অবহিত থাকতে হয়। কোন্ প্রশ্নের জবাব কি উপায়ে দিতে হবে সে সম্পর্কে তাঁকে স্বকীয়তা অর্জন করতে হবে। বলাবাহুল্য কাজের মধ্যে দিয়ে তাঁর দক্ষতা বাড়বে। এছাড়াও সূত্র-সন্ধান কর্মীর কয়েকটি মৌলিক গুন থাকা দরকার সে প্রসঙ্গই এ প্রবন্ধের শেষ আলোচ্য বিষয়।

এতক্ষণের আলোচনায় একথা নিশ্চয় সুপরিস্ফুট যে আমাদের দেশের সাধারণ গ্রন্থাগারে সূত্র-সন্ধান কাজের রূপ ও উদ্দেশ্য পুরোপুরিই নতুন ও দেশোপযোগী হওয়া বাঞ্ছনীয়। সেজন্যে সহায়ক কর্মীদের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গীর নব-উন্মেষের প্রয়োজন। সেই সঙ্গেই চাই সূত্র-সন্ধান কাজে তাঁদের আগ্রহ ও উৎসাহ। ক্লান্তি ও বিরক্তিবিহীন সেবানুরাগ না থাকলে কোনো কর্মীর পক্ষে একাজ করা সম্ভব নয়।

পরিশেষে কয়েকটি কথার পুনরুক্তি করি। বই লেনদেনই আজকের দিনে গ্রন্থাগারের একমাত্র কাজ নয়। সাক্ষর নিরক্ষর নির্বিশেষে সকলেরই প্রয়োজনে গ্রন্থাগারের ব্যাপক ও বহুমুখী ব্যবহার সম্ভব। আলোচিত উপায়ে সর্বসাধারণের নিত্য ব্যবহারে তার অবস্থান ও কার্যকারিতা গ্রন্থাগারের সাফল্য ও সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করে তুলবে।

জীর্ণোদ্ধার

বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়

কাগজপত্র, বিশেষ ক'রে মানচিত্র, ছোট্ট পত্র পত্রিকা প্রভৃতি অযত্নে ভুল ভাবে রাখার ফলে কিংবা ক্রমাগত ব্যবহারে জীর্ণ হ'য়ে পড়ে। যথা সময়ে, যথা-নিয়মে সেগুলোর সংস্কার সাধন না ক'রলে ঐ পত্র পত্রিকা অব্যবহার্য হ'য়ে যায়। সুতরাং প্রত্যেক গ্রন্থাগারিকেরই এই সমস্ত জীর্ণ পত্র পত্রিকা সংস্কারের সাধারণ নিয়মগুলো জানা দরকার।

আমরা অনেক সময়ই কাগজ পত্রগুলোকে মুড়ে বা ভাঁজ ক'রে রেখে থাকি। কালক্রমে দেখা যায় ঐ ভাঁজের রেখা ধ'রে কাগজটা ফেটে যেতে আরম্ভ ক'রেছে।

যথাসময়ে এই দিকে নজর না দিলে ঐ কাগজ পুরোপুরি নষ্ট হ'য়ে যাবার আশঙ্কা থাকে।

ভাঁজ-হ'য়ে-যাওয়া পত্র পত্রিকার সংস্কার সাধন ক'রতে হ'লে প্রথম প্রয়োজন একে সোজা ক'রে তোলা। Pettifogger নামে এক রকম যন্ত্র আছে তার সাহায্যে কাগজপত্রকে প্রথমে সিক্ত ক'রে নিতে হয়। Pettifoggerএর ব্যবহার সবচেয়ে কল্যাণকর হ'লেও সাধারণ ছোট ছোট গ্রন্থাগারের পক্ষে এই যন্ত্র সংগ্রহ বা আরোপণ করা সম্ভব নয়। স্পঞ্জের সাহায্যে বা অন্য উপায়ে ভাঁজের ফাটলে সামান্য জলকণা প্রয়োগ ক'রে নেওয়া এই সব গ্রন্থাগারের কর্তব্য। তার পর ব্লটিং কাগজের মধ্যে ঐ জীর্ণ জলসিক্ত কাগজটিকে সোজা ক'রে রেখে ইস্ত্রির সাহায্যে সোজা ক'রে নেওয়া দরকার। পরে ফাটলের ধারে ধারে প্রয়োজনানুযায়ী সাধারণ সংস্কার ক'রে নিতে পারলেই মোটামুটি কাগজটা ব্যবহার্য হ'য়ে ওঠে।

এবারে প্রশ্ন ওঠে এই কাগজটিকে রাখব কেমন ক'রে। একথা সত্যি যে-সমস্ত পত্র পত্রিকা কোন বইয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ সেগুলোকে বইয়ের থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিলে তাদের প্রয়োজনীয়তা অনেক ক'মে যায়। তবুও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে—যেমন Butlerএর Indian Palaeographyর Chartএর মত বইয়ের অঙ্গীভূত Chartএর ক্ষেত্রে—আমরা পাঠকের আপাতঃ সুবিধার জন্য পত্র পত্রিকাকে নষ্ট হ'তে দিতে পারিনা। কেননা ঐ চার্ট দুষ্প্রাপ্য। সুতরাং ঐগুলোকে আমাদের ভিন্নভাবে রেখে দিতেই হবে। বইয়ের সঙ্গে আমরা মাত্র একটা নির্দেশ দিতে পারি—যে ব্যাখ্যামূলক পত্রের জন্য এই স্থানে খোঁজ করুন ইত্যাদি। যাই-হোক্ পাঠককে কেমন ক'রে ঐ সব পত্রপত্রিকা ব্যবহার ক'রতে দেওয়া হবে, সে প্রশ্নের আলোচনা না ক'রে আমরা ব'লতে পারি যে, যে পত্র পত্রিকা ভাঁজ ক'রে রাখায় খারাপ হ'য়ে গেছিল, তাকে কের কখনও ভাঁজ ক'রে রাখা উচিত হবে না। তাকে সোজা অবস্থায় ভিন্ন আবরণে, নূতন শিরোনামা দিয়ে আলাদা ক'রে রাখতে হবে। যদি এই সব পত্র বিশেষ জীর্ণ হ'য়ে থাকে—অথচ তাদের গুরুত্ব এবং ব্যবহার খুব বেশী হয় তাহ'লে অন্য আবরণের মধ্যে যেমন ক'রে হোক্ ফেলে রাখাও সঙ্গত হবে না। ঐ সব পত্র পত্রিকার সঙ্গে কাগজ জুড়ে তাকে পৃথক্ আবরণের সঙ্গে সেলাই ক'রে রাখতে হবে। ঐ আবরণের উপর যথারীতি পত্রের বিবরণাদি লিখে রাখতে হবে।

ভাঁজ করা পত্র পত্রিকার সমস্যা সাধারণ গ্রন্থাগারের নিত্যকার সমস্যা নয়।

কিন্তু প্রয়োজনীয় বই ব্যবহারের ফলে কেটে গেল, এবং সেলাইয়ের পাশ থেকে বইয়ের প্রত্যেক পাতা ছিঁড়ে বেরিয়ে এল এই সব বইয়ের সমস্যাই গ্রন্থাগারিকের প্রধান সমস্যা। যে সব ক্ষেত্রে ঐ সব বই সহজ প্রাপ্য, কিংবা ছেঁড়াও তেমন বেশী কিছু নয়, সে সব ক্ষেত্রে নতুন বই কিনে বা সাধারণ দপ্তরীর কাছে বই বাঁধাতে দিয়েই গ্রন্থাগারিক অনেকটা নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন। কিন্তু Epigraphica Indica'র মত পত্রিকা যা দুর্লভ অথচ অমূল্য, অথচ দুর্ভাগ্যক্রমে যার প্রায় প্রত্যেক পাতাই ভঙ্গুর হ'য়ে গেছে এর ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিক কী করবেন? বস্তুতঃ আমাদের দেশে এই জাতীয় গ্রন্থের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য নয়। হয়ত বলা যাবে যে microfilmএর সাহায্যে কোন ভাল বই থেকে ঐ সব বইয়ের আলোকচিত্র সংগ্রহ করা খুব কঠিন কিছু নয়। কিন্তু microfilm এর ব্যবহার আমাদের দেশে এখনও সুপ্রচলিত হয় নি'। এবং microfilm এর যতই উপকারিতা থাক্ না কেন এই সমস্ত পত্র পত্রিকার উদ্ধার বা সংস্কার সাধনের সাধারণ নীতিগুলির বিষয়ে অবহিত হওয়া গ্রন্থাগারিকের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন।

যে কোন গ্রন্থ সংস্কারের প্রথম এবং প্রধান উপাদান—আঠা। আঠা ব্যতীত কোন ছেঁড়া, ফাটা কাগজের সংস্কার হ'তে পারে না। তাই কোন্ জাতীয় আঠা গ্রন্থের সংস্কারের পক্ষে উপযোগী আমাদের সে বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক। আঠা সাধারণতঃ আমরা চার রকমে তৈরী ক'রে থাকি (১) ময়দার আঠা (২) ডেক্সট্রিনের আঠা (৩) গঁদের আঠা (৪) সিরিশের আঠা। গঁদ ও সিরিশের আঠা গ্রন্থ-সংস্কারের জন্য কখনও ব্যবহার করা উচিত নয়। গঁদ বা সিরিশ জল দিলে ফুলে ওঠে আবার শুকনো অবস্থায় কুঁকড়ে ছোট হ'য়ে যায়। অর্থাৎ তাপের সঙ্গে সঙ্গে এর আয়তনও ক'মে বাড়ে। যদি কোন পত্র পত্রিকার সংস্কারে আমরা গঁদ বা সিরিশের আঠা ব্যবহার করি তা'হলে গঁদের সঙ্গে সঙ্গে ঐ পত্রও শুষ্ক অবস্থায় সঙ্কুচিত হবার পুরো সম্ভাবনা থাকবে—ফলে কাগজের স্বাভাবিক শক্তি নষ্ট হ'য়ে যাবে।

তুঁত প্রভৃতি কীট নিবারক জিনিষ প্রয়োগ ক'রে তৈরী ক'রলে সাধারণ সংস্কারের কাজে ময়দার আঠা খুবই উপযোগী। তবে ময়দার আঠা খুব পুরানো হ'লে তা' দিয়ে কাজ চলে না। তা' ছাড়া, ময়দার আঠা বেশ মোটা ব'লে এটা সর্বত্র নয়। যেখানে লেখা আছে তার উপরে এর প্রয়োগ চলে না। সেই সব জায়গায় আমাদের পাৎলা স্বচ্ছ ডেক্সট্রিনের আঠার ব্যবহার ক'রতে হয়। Tissu Paper বা Chiffon এর প্রয়োগ ক'রে যেখানে পত্র পত্রিকার মেরামত

ক'রতে হয়, যাতে লেখার উপর কাগজ বা কাপড় দেওয়া একান্ত আবশ্যিক, সেই সব ক্ষেত্রে এই আঠা প্রয়োগ ক'রতে হয়। এই আঠা তৈরী ক'রতে হলে জল এবং ডেক্সট্রিনের দরকার একে কীট নিবারক করবার জন্য এই আঠায় মেরুল, ক্লোভ অয়েল এবং লেড্ কার্বোনেড যোগ ক'রতে হয়।

আঠার পর গ্রন্থ-সংস্কারের প্রধান প্রয়োজনীয় উপাদান কাগজ বা কাপড়। সুনির্বাচিত কাগজের ব্যবহারেই জীর্ণ গ্রন্থের যথাযথ সংস্কার হ'তে পারে। যে কাগজে বহুল পরিমাণে এসিড্ আছে, কিংবা যার সহ্যশক্তি কম সেই কাগজ কখনই গ্রন্থের সংস্কারের জন্য ব্যবহার করা উচিত নয়। আজকাল যন্ত্রের সাহায্যে কাগজের শক্তি পরীক্ষা করা সম্ভব হ'য়েছে। হাতে তৈরী, শক্ত মজবুত কাগজ ময়দার আঠা লাগিয়ে একদিঠে লেখা পাতার অলেখা পাতায় লাগালে ঐ কাগজের রক্ষা বিষয়ে মোটামুটি নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। কিন্তু যেখানে কাগজের দু'পিঠেই লেখা আছে সেখানে আমাদের Tissue কাগজ বা Chiffon লাগান ছাড়া উপায় নেই। ভাঙ্গা টুকরা কাগজের অংশগুলিকে ঠিক মত জোড়া লাগিয়ে, জল দিয়ে পরিষ্কার ক'রে সাবধানে tissue বা chiffon কাগজের দু'পিঠে লাগাতে হবে। লেখা যদি স্পষ্ট থাকে tissue লাগালেই চ'লবে। কিন্তু লেখা অস্পষ্ট হ'য়ে গেলে দু'দিকে chiffonই লাগাতে হবে —কেননা, chiffon, tissue কাগজের চেয়ে স্বচ্ছ ও পরিষ্কার। এর মধ্য দিয়ে অস্পষ্ট লেখা পড়া তত বেশী কষ্টকর হবে না।

আজকাল Cellulose Acetate foil এর সাহায্যে জীর্ণ কাগজের উপর tissue লাগান হ'চ্ছে। জীর্ণ কাগজের উপরে acetate কাগজ রেখে তার উপর tissue রেখে acetone দিয়ে ঘসা হয়। ফলে tissueটি ঐ কাগজের সঙ্গে সুন্দরভাবে লেগে যায়। Acetate foil এর সাহায্যে সংস্কার সাধন ক'রলে পত্র পত্রিকার জলের ক্ষতির সম্ভাবনা প্রায় থাকেই না। তা' ছাড়া যে সব ক্ষেত্রে জলের সংস্পর্শে কালির চুপ্‌সে যাবার ভয় আছে সে সব ক্ষেত্রে tissue আর chiffon ব্যবহার না ক'রে acetate foil ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত।

Cellulose Acetate foilটি কাগজের মধ্যে গ'লে মিশে যায় ব'লে অনেকে বলেন যে যেসব কাগজ ভঙ্গুর হ'য়ে গেছে সেগুলোতে tissue না লাগিয়ে শুধু acetate এর সাহায্যে সংস্কার করলে সেগুলো আবার সবল হ'য়ে উঠ্‌বে। তবে এর জন্য lamination এর সাহায্য দরকার, কেননা tissue ছাড়া acetone ব্যবহার ক'রলে acetate foil গুলো গ'লে যায়। তবে acetate foil এর ব্যবহার সবে সুরু হ'য়েছে, এর গুণাগুণ বিষয়ে বিশেষজ্ঞরাও এখনও একমত হ'তে পারেন নি।

কোন বইয়ের অন্তর্ভুক্ত বিচ্ছিন্ন কাগজগুলোকে দারালেই কিন্তু গ্রন্থাগারিকের সমস্যার সমাধান হয় না ; কেন না ঐ বিচ্ছিন্ন পাতাগুলোকে কের বইয়ের মত ক'রে বাঁধান দরকার। Tissue or Chiffon দিয়ে সারিয়ে তোলা পাতাগুলোকে বইয়ের আকারে বাঁধিয়ে তোলা খুব সহজ কথা নয়। সেলাইয়ের পাশ দিয়ে পাতাগুলো কেটে বেরিয়ে আসে ব'লে বাঁধাবার মত খালি অলেখা জায়গা এসব বইয়ের ক্ষেত্রে অনেক সময়ই পাওয়া যায় না। পাতাগুলোর সঙ্গে বাড়তি কাগজ যোগ ক'রে বাঁধালে মোটা জায়গার ধার দিয়ে পাতাগুলো আবার ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে। তাই এই সব পাতাগুলোকে বইয়ের আকারে বাঁধাবার জন্য এক বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। পারিভাষিক শব্দে এই পদ্ধতিকে বলে inlaying. পদ্ধতিটি মোটামুটি এইরূপ। শক্ত বড় কাগজকে দু ভাঁজ ক'রে নিয়ে প্রত্যেক ভাঁজে একখানা ক'রে tissue, chiffon or acetnte foil এর সাহায্যে সারান পত্র রাখতে হবে। সাধারণতঃ উপরের দিকে দু' ইঞ্চি এবং মধ্যের ভাঁজ থেকে দেড় ইঞ্চি দূরে প্রত্যেক দিকের কাগজের মধ্য ভাগে ঐ পত্রটির অবিকল আকারের অংশ কেটে নিতে হবে। পত্রটিকে রেখে একটা পেন্সিলের সাহায্যে পত্রের প্রত্যেক ধার বরাবর রেখা টেনে নিয়ে ঐ রেখা ধ'রে ব্লেডের সাহায্যে কেটে ফেললেই এই কাজ সহজে সম্পন্ন হ'তে পারে। তারপর যে আকারের কাগজ থেকে পত্রের আকার মত অংশ কেটে ফেলা হ'ল ঐ আকারের আর একখানা শক্ত কাগজে ময়দার আঠা মাখিয়ে ঐ আগের মাঝ-কাটা কাগজকে এঁটে দিতে হবে। দুটি কাগজই শুকিয়ে গেলে পুরো কাগজের যেখানে কাটা কাগজ জোড়া আছে সেখানে কাটা কাগজের চেয়ে প্রত্যেক দিকে ½ ইঞ্চি কম ক'রে কেটে ফেলতে হবে। এইবারে যে ফ্রেম তৈরী হ'ল সেই ফ্রেমে ঐ ½ ইঞ্চি জায়গায় ময়দার আঠা লাগিয়ে সারিয়ে তোলা জীর্ণ কাগজটি লাগিয়ে দিতে হবে। বলা বাহুল্য এই কাগজ লাগাবার সময় পত্র-বিন্যাসের দিকে নজর রাখতে হবে। সাধারণতঃ দুখানা ফ্রেম অর্থাৎ চারখানা কাগজ অর্থাৎ ৮ পৃষ্ঠায় একটি স্বতন্ত্র যুজ তৈরী ক'রে বই আকারে বাঁধান হয়। জীর্ণ কাগজকে এই রকম বই আকারে বাঁধিয়ে নিতে পারলে তবেই গ্রন্থাগারিক জীর্ণোদ্ধার-বিষয়ে নিশ্চিত হ'তে পারেন।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রন্থাগার উন্নয়ন

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল গ্রন্থে একটি বাক্যে গ্রন্থাগার উন্নয়ন সম্পর্কে বক্তব্য শেষ করা হয়েছে। তার কারণ, পরিকল্পনা কমিশন হয়তো গ্রন্থাগার উন্নয়নকে দেশে শিক্ষা প্রসারের মূল পরিকল্পনা থেকে পৃথক করে দেখেন নি। শিক্ষার উদ্দেশ্যেই যখন গ্রন্থাগার, তখন শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে গ্রন্থাগার উন্নয়নের প্রশ্ন যে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত তা অস্বীকার করা যায় না। তথাপি গ্রন্থাগারের এমন কতকগুলি বিশেষ সমস্যা আছে যা বিশদরূপে আলোচনা করে ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত। স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে গ্রন্থাগারের শিক্ষার প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে। দেশের গ্রন্থাগার উন্নত না হলে স্কুল-কলেজের শিক্ষা বহুলাংশে অর্থ ও সময়ের অপচয় ঘটায় মাত্র। লাইব্রেরি থেকে বই পড়বার সুযোগ না থাকলে বিদ্যালয়ের শিক্ষা জীবনে যথাযথরূপে প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না। গ্রন্থাগার একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান; বিদ্যালয়ের মতো কয়েকজন শিক্ষক ও বিশেষ একটি পরিবেশের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ নয়। সুতরাং গ্রন্থাগারের প্রভাবকে জাতির জীবনে কি ভাবে সুষ্ঠুতম উপায়ে ফলপ্রসূ করা যায় সে সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট পথের ইঙ্গিত মূল পরিকল্পনায় থাকলে আমরা আনন্দলাভ করতাম। অনেক বিষয়েরই তো এরূপ আলোচনা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পাওয়া যাবে।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রন্থাগার উন্নয়ন সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রকাশ করেছেন। কয়েক মাস পূর্বে 'Libraries in India' নামক আর একটি পুস্তিকায় আমাদের গ্রন্থাগার উন্নয়ন কোন পথে হবে শিক্ষা-দপ্তর সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এই দুটি বিবরণ থেকে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রন্থাগার উন্নয়নের একটা মোটামুটি আভাস পাওয়া যাবে।

যতদূর হিসাব পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায় যে ভারতে সকল প্রকার গ্রন্থাগারের সংখ্যা প্রায় বত্রিশ হাজার। অবশ্য এসব গ্রন্থাগারের অধিকাংশই

গ্রন্থাগার নামের যোগ্য নয়। অল্প কয়েকখানি বইয়ের সংগ্রহকেও এই হিসাবের মধ্যে ধরা হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ সব বই 'মৃত সংগ্রহ' বলা যায়। যে উৎসাহ নিয়ে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, এখন আর তা নেই। সংগৃহীত বই পড়া হয়ে গেছে, নতুন বই কেনার সঙ্গতি নেই ; সুতরাং লাইব্রেরি প্রাণহীন।

এই সব গ্রন্থাগার যাতে কার্যকরী হতে পারে তার জন্য নিয়মিত নতুন পুস্তক সরবরাহের প্রয়োজন। একটি বিশেষ কোনো গ্রন্থাগারকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করলে স্থায়ী ফলাফল পাওয়া যাবে না। সমগ্র দেশে বিভিন্ন পর্যায়ে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হলে চিরপ্রবহমাণ নদীর মতো গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সর্বদা জীবন্ত থাকবে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা-দপ্তর এই উদ্দেশ্যে মোটামুটি তিন স্তরের গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেছেন। বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে গ্রামের লাইব্রেরির উপর ; গ্রামের লাইব্রেরির উপরে থাকবে জেলা লাইব্রেরি ; জেলা লাইব্রেরির উপরে থাকবে রাজ্যের জাতীয় বা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার। যে সব রাজ্যে একাধিক ভাষার প্রাধান্য আছে (যেমন বোম্বাই) সেখানে একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের পরিবর্তে দু'টি বা তিনটি আঞ্চলিক গ্রন্থাগার থাকতে পারে।

গ্রামের লাইব্রেরিতে নিজস্ব পুস্তক সংগ্রহ না থাকলে ক্ষতি নেই। থাকলেও সামান্য কিছু থাকবে। জেলা লাইব্রেরিগুলির প্রধান দায়িত্ব হবে গ্রামের প্রত্যেক লাইব্রেরিতে নিয়মিতভাবে পুস্তক সরবরাহ করা। রাজ্যের জাতীয় গ্রন্থাগারের উপরে থাকবে সমগ্র গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার দায়িত্ব। দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার শীর্ষদেশে থাকবে কেন্দ্রীয় জাতীয় গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগার উন্নয়নের নীতি নির্ধারণ, তত্ত্বাবধান এবং পারস্পরিক সহযোগিতার অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করবার দায়িত্ব থাকবে কেন্দ্রীয় জাতীয় গ্রন্থাগারের। জাতীয় গ্রন্থসূচী সংকলন এবং দেশের পুস্তক, পত্রিকা ইত্যাদি সংরক্ষণের দায়িত্বও থাকবে এই গ্রন্থাগারের।

গ্রামের লাইব্রেরি শুধু পুস্তক আদান-প্রদানই করবে না। লাইব্রেরি সমাজ শিক্ষার কেন্দ্রও হবে। বই সম্বন্ধে, জীবন সম্বন্ধে আলোচনার ব্যবস্থা করে গ্রামের সমাজকে বৃহত্তর জগৎ সম্বন্ধে সচেতন করে তুলবে। জেলা লাইব্রেরি পুস্তক প্রদর্শনীর আয়োজন করে পাঠকদের মন আকৃষ্ট করবে। যে-সব গ্রামে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয়নি সেখানে গাড়ী করে

নিয়মিত বই পাঠানো জেলা লাইব্রেরির কাজ। জেলার অধিবাসীদের মধ্যে কি ধরণের বইয়ের চাহিদা আছে তা নির্ধারণ করে পুস্তক নির্বাচন করা এবং বর্গীকরণ ও তালিকা নির্মাণ করাও জেলা লাইব্রেরির দায়িত্ব। গ্রামের লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ানদের তাদের কাজ সম্বন্ধে প্রাথমিক শিক্ষা দেবার দায়িত্বও জেলা লাইব্রেরির। রাজ্যের জাতীয় গ্রন্থাগার কপিরাইট লাইব্রেরিরূপে গণ্য হবে। ঐ প্রদেশে প্রকাশিত প্রত্যেকটি বইয়ের কপি আসবে এই গ্রন্থাগারে। এ ছাড়াও নানা প্রকারের বইয়ের বৃহৎ সংগ্রহ থাকবে। জেলা লাইব্রেরিগুলিকে প্রয়োজন অনুসারে বই দিয়ে সাহায্য করা এবং রাজ্যের সকল গ্রন্থাগার পরিচালনার তত্ত্বাবধান করা এই লাইব্রেরির প্রধান কর্তব্য হবে। এ ছাড়া রাজ্যের গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য প্রথম শ্রেণীর শিক্ষণকেন্দ্র পরিচালনার দায়িত্ব থাকবে রাজ্যের জাতীয় গ্রন্থাগারের। পাঠকদের সাহায্য করবার উদ্দেশ্যে জাতীয় গ্রন্থাগার গ্রন্থসূচী ইত্যাদি প্রণয়ন করবেন।

এই পরিকল্পনাকে সার্থক করবার জন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৮৮,৯১,৪৯৯৲ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল। এই টাকার সাহায্যে নয়টি রাজ্য জাতীয় গ্রন্থাগার ও ৯৬টি জেলা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে; এবং ৫২টি জেলা গ্রন্থাগার উন্নয়নের জন্য অর্থ সাহায্য করা হয়েছে। আমাদের দেশের মতো বিরাট দেশের পক্ষে গ্রন্থাগার উন্নয়নের জন্য এই বরাদ্দ খুবই সামান্য। সেই জন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন কিছুই হয়নি।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রন্থাগার উন্নয়নের জন্য মোট এক কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে (দিল্লী রাজ্য ছাড়া)। এই টাকার অর্দ্ধেকেরও বেশী দেবেন কেন্দ্রীয় সরকার; বাকি টাকা দিতে হবে রাজ্য সরকার-গুলিকে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পূর্বনির্দিষ্ট পথ অনুসারেই উন্নয়নের কাজ করা হবে। ভারতের মোট ৩২০টি জেলার মধ্যে ১০০টি জেলায় জেলা লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠা হয়েছে, অথবা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়েছে। ২২০টি জেলা লাইব্রেরি, বিভিন্ন রাজ্যের জাতীয় গ্রন্থাগার এবং গ্রামে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা হলো দ্বিতীয় পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই সব কাজে ১৯৫৬-৫৭ সালে ত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে। এর মধ্যে কুড়ি লক্ষ টাকা দেবেন কেন্দ্রীয় সরকার; দশ লক্ষ টাকা দিতে হবে বিভিন্ন রাজ্যে সরকারকে।

এ ছাড়া ভারত সরকারের শিক্ষা-দপ্তর একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারিক শিক্ষা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত করেছেন। তার জন্য দশ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে।

গ্রন্থাগার উন্নয়নের বিস্তৃত পরিকল্পনা আছে কিনা জানি না। যে সামান্য বিবরণ আমরা পেয়েছি তা থেকে পরিকল্পনার সার্থকতা সম্বন্ধে মন্তব্য করা কঠিন। তবু কয়েকটি প্রধান ত্রুটি প্রত্যেক গ্রন্থাগার কর্মীরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে বলে মনে হয়।

সর্বাগ্রে এই পরিকল্পনার যে ত্রুটি আমাদের চোখে পড়ে তা হলো এই যে দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য গ্রন্থাগার আইন এবং সেই আইন অনুসারে লাইব্রেরি অথরিটি স্থাপনের কথা কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। গ্রন্থাগার উন্নয়ন সরকারী দপ্তরের উপর একান্তরূপে মুখাপেক্ষী হয়ে থাকলে কতটুকু সার্থকতা লাভ করবে তা চিন্তার বিষয়। যে-সব দেশে আদর্শ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা রয়েছে সেখানে সরকারী প্রভাব নেই বললেই চলে। তাছাড়া পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা যখন শেষ হয়ে যাবে তখন গ্রন্থাগার প্রসারের ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ কোথা থেকে আসবে সে সম্বন্ধে কোনো ইঙ্গিত নেই।

আলোচ্য পরিকল্পনায় গ্রামের লাইব্রেরির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু গ্রামে লাইব্রেরি এখনই সার্থক হয়ে উঠতে পারে কি-না সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। সেখানে শিক্ষিতের হার কম, এবং সবচেয়ে বড় কথা গ্রামবাসীদের উপযোগী বইয়ের একান্ত অভাব। উপযুক্ত বই না থাকলে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা কি করে সম্ভব হতে পারে? বর্তমান অবস্থায় প্রতি গ্রামে প্রথমে বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা কর্তব্য। সেই সব কেন্দ্রে অবশ্যই কিছু বই থাকবে। কিন্তু তাকে গ্রন্থাগার বলা চলে না। গ্রন্থাগার উন্নয়ন পরিকল্পনায় ভারতীয় ভাষায় সাধারণ পাঠকের উপযোগী বই লেখাবার ব্যবস্থা না হলে গ্রামে লাইব্রেরী প্রসারের কোনো পরিকল্পনাই সার্থক হবার সম্ভাবনা নেই; অর্থবল এবং লোকবল বিশেষ সাহায্য করবে না। পরিকল্পনায় এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ নেই দেখে আমরা হতাশ হয়েছি।

অপরপক্ষে মিউনিসিপ্যালিটি অঞ্চলের বাসিন্দারা তুলনায় অনেক বেশি শিক্ষিত, ইংরেজী ও বাংলায় বই পড়তে তাদের অনেকেই সক্ষম; অথচ পরিকল্পনায় মিউনিসিপ্যাল লাইব্রেরি সম্বন্ধে কিছু বলা হয়নি। গ্রামের লাইব্রেরি ও রাজ্যের জাতীয় গ্রন্থাগারের সঙ্গে মিউনিসিপ্যাল লাইব্রেরির প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে। বর্তমান অবস্থায় মিউনিসিপ্যালিটি এলাকায় উপযুক্ত লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করলে দেশের সত্যিকারের উপকার হবে।

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারিক শিক্ষণকেন্দ্র স্থাপনের যে প্রস্তাব করা হয়েছে তা হয়তো দিল্লীতে অবস্থিত হবে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ছাত্রদের দিল্লীতে গিয়ে শিক্ষাগ্রহণ করা কতটা সুবিধাজনক হবে তা ভেবে দেখবার বিষয়। বর্তমানে যে সব বিশ্ববিদ্যালয় এবং গ্রন্থাগার সমিতি শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা করছে তাদের আর্থিক সাহায্য করলে আঞ্চলিক ভিত্তিতে গ্রন্থাগারিক শিক্ষণের মান উন্নত করা সহজেই সম্ভব হত।

পরিকল্পনায় গ্রন্থাগারিকদের বেতন ও মর্যাদা সম্বন্ধে কোনো কথা বলা হয়নি।

গ্রন্থাগার উন্নয়নের বিস্তৃত বিবরণ পেলে এই সম্বন্ধে আমরা পরে বিশদ আলোচনা করব।

পরিষদ কথা

নবদ্বীপ গ্রন্থাগার শিক্ষণ শিবির

কোনও একটি গ্রন্থাগারকে সংগঠনের মাধ্যমে তদাঞ্চলের অন্যান্য গ্রন্থাগার কর্মীদের বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে গ্রন্থাগার সংগঠন ও পরিচালন বিদ্যার সহিত মোটামুটি হাতে কলমে পরিচয় করিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে পরিষদ শিবির শিক্ষণ পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ইতিপূর্বে মালদহ ও মেদিনীপুর জেলায় উক্ত প্রকারের দুটি শিবির পরিচালনের সাফল্য বহু গ্রন্থাগার কর্মীর মনে এ সম্পর্কে যথেষ্ট উৎসাহের সৃষ্টি করে এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে শিবির সংগঠনের আমন্ত্রণ আসে।

নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগারের আমন্ত্রণে পরিষদের সংযোগ ও সংগঠন সংস্থা আগামী ১৬ই অক্টোবর থেকে একটি পক্ষকালীন গ্রন্থাগার শিক্ষণ শিবির স্থাপনের আয়োজন করেছেন। এই শিবির নদীয়া জেলার অদূর ভবিষ্যতে এক সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার আন্দোলনের ভিত্তি রচনা করবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগার গ্রন্থ সম্পদে সমৃদ্ধ, প্রাচীনত্বের গৌরবে গৌরবান্বিত। এই শিবির সাফল্যের সঙ্গে পরিচালিত হলে এই মূল্যবান গ্রন্থাগার ভবিষ্যতে ব্যাপকতর জনকল্যাণের উপযোগী হয়ে সার্থকতা লাভ করবে। পক্ষান্তরে জেলার গ্রন্থাগার কর্মীগণ শিক্ষা লাভ করে সর্বসাধারণকে উন্নততর ও ব্যাপকতর সেবাদানে সক্ষম হবেন। ফলে গ্রন্থাগার আন্দোলন ক্রমে বলিষ্ঠ ও জনপ্রিয় হয়ে উঠবে।

রুশীয় কিশোর গ্রন্থাগার কর্তৃক আলেখ্য গ্রন্থ দান

সোভিয়েত ইউনিয়নের পাতিগোরস্ক রিপাবলিকে অবস্থিত জেরঝিনস্কোভো শহরের কিশোর গ্রন্থাগারের সভ্য ও সভ্যাগণ কলকাতার কিশোরদের প্রতি প্রীতি ও শুভেচ্ছার স্মারক হিসেবে একটি আলেখ্য গ্রন্থ (Album) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নিকট প্রেরণ করেছে। আলেখ্য গ্রন্থটি উক্ত শহরের বিভিন্ন দর্শনীয় বস্তু ও স্থানের মনোরম আলোক-চিত্রে সুশোভিত। কলিকাতার কিশোরদের উদ্দেশে রুশ ভাষায় লিখিত এক পত্রে নিজেদের কার্যাবলী বর্ণনা ও ভারত-রুশ মৈত্রীর দীর্ঘায়ু কামনা করে কতিপয় কিশোর কিশোরী নাম স্বাক্ষরিত করেছে। আলেখ্য গ্রন্থটি পরিষদ গ্রন্থাগারে রাখা হয়েছে।

গ্রন্থাগার সংবাদ

হাওড়া জেলা পাঠাগার সঙ্ঘ ॥ ৫, চার্চ রোড ॥ হাওড়া

গ্রন্থাগার পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায় হাওড়া জেলা পাঠাগার সঙ্ঘের ইতিহাস ও কার্যক্রম বিশদভাবে প্রবন্ধাকারে আলোচনা করেন সঙ্ঘেরই সম্পাদক শ্রীগোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায়। গত জুন মাসে সঙ্ঘের ভ্রাম্যমাণ পাঠাগারের দ্বিতীয় পর্যায় সম্পূর্ণ হয়। সঙ্ঘ কর্তৃক রেলপথে ও গ্রন্থযান মারফৎ দূর-দূরান্তরে গ্রন্থ সরবরাহের সুযোগ এবার ১০২টি গ্রন্থাগার গ্রহণ করে। বর্তমানে প্রতি সদস্য-গ্রন্থাগারকে এককালীন ২৫ খানি গ্রন্থ দান দেওয়া হয় লোকের ক্রমবর্ধমান গ্রন্থপাঠ প্রবৃত্তির ফলে গ্রন্থের চাহিদা বৃদ্ধি হয়েছে। সঙ্ঘের কর্তৃপক্ষ সে জন্যে গ্রন্থ সরবরাহের সংখ্যা বর্ধন করার বিষয় বিবেচনা করছেন। সঙ্ঘের নানাবিধ কার্যাবলীর মধ্যে লোকে কী পড়ে—তার পরিসংখ্যান প্রণয়ন সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও অনুকরণীয়। ভ্রাম্যমাণ পাঠাগারের তৃতীয় পরিক্রম আগামী পূজার পর সুরু হবে।

বালী আশুতোষ গ্রন্থাগার ॥ ২৯, পল্লবাবু রোড ॥ বালী হাওড়া

বর্তমানে আমাদের দেশে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ক্ষীণ ধারায় শিশু গ্রন্থাগারের প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবহেলিত। এই অভাবটি সবিশেষ অনুভব করে এক কিশোর গ্রন্থাগার স্থাপনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আজ থেকে বাইশ বছর আগে এক শিশু-দরদী যুবক বালীতে তরুণ সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন—তাঁর নাম আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। কিন্তু অকাল মৃত্যু তাঁকে সেদিনকার স্বপ্নের পরিণত রূপ দেখে যেতে দেয়নি। পরে তাঁরই স্মৃতি-রক্ষা করে সঙ্ঘের নাম আশুতোষ গ্রন্থাগার রাখা হয়। একনিষ্ঠ কর্মীদের নানাবিধ প্রচেষ্টায় গ্রন্থাগারের অর্থ সমস্যা ক্রমে হ্রাস পায়। পরে পৌর প্রতিষ্ঠান ও সরকারের নিকট থেকে সাহায্য পাওয়া যায়। বর্তমানে সেজন্যে পুস্তক ক্রয় খাতে অধিক অর্থ ব্যয় সম্ভব হয়েছে। সংখ্যা বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি না রেখে গুণের প্রতি লক্ষ্য রেখেই গ্রন্থ সংগ্রহ করা হয়ে থাকে।

প্রফুল্ল পাঠাগার ॥ বদনগঞ্জ ॥ হুগলী।

গত ১৫ই আগষ্ট বদনগঞ্জ কুপুই ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি শ্রীগোলক বিহারী ঘটক মহাশয়ের সভাপতিত্বে পাঠাগারের বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। বদনগঞ্জের সার্বজনীন পাঠাগার ও প্রফুল্ল পাঠাগারকে সংযুক্ত করে সারদামণি পাঠাগার নাম রাখার প্রস্তাব গৃহীত হয়। নবগঠিত পাঠাগারের এক কার্যনির্বাহক সমিতিও ঐ দিনের সভায় নির্বাচিত হয়।

উদয়ন সঙ্ঘ ॥ সোনামাগুরী ॥ লক্ষ্মণপুর ॥ হুগলী।

গত ৭ই জুলাই সঙ্ঘের বার্ষিক সভায় গ্রন্থাগার বিভাগের কার্যক্রম নির্ধারণ ও সঙ্ঘকে সোসাইটি আইন অনুযায়ী রেজেষ্ট্রী করার সিদ্ধান্ত হয়। গত রবীন্দ্র সপ্তাহে এক অনুষ্ঠানে সঙ্ঘের সদস্যগণ রবীন্দ্রনাথের 'নকলগড়' ও 'নরকবাস' অভিনয় করেন।

সালেপুর মগেন্দ্র সাধারণ পাঠাগার ॥ সালেপুর ॥ হুগলী

ছোট গ্রাম। নিরক্ষদের সংখ্যাই স্বভাবতঃ বেশী। সেজন্যে নিরক্ষর ও স্বল্প-সাক্ষরদের জ্ঞানার্জনে যথাসাধ্য সহায়তা করার ব্রত এ পাঠাগারটি গ্রহণ করেছে। বর্তমানে পাঠাগারের পুস্তক সংখ্যা ৮৩৮, পত্রিকার সংখ্যা ১২ ও সদস্য সংখ্যা ৩৬। সরকারের অর্থ সাহায্যের ফলে বর্তমানে পাঠাগারটির অর্থসমস্যা পর্যাপ্ত না হলেও কিছুটা উপশম হয়েছে।

মানকুণ্ডু সাধারণ পাঠাগার ॥ মানকুণ্ডু, হুগলী।

পূর্বাপেক্ষা এদেশে মানুষের গ্রন্থানুরাগ বৃদ্ধি পেয়েছে একথা সকলেই স্বীকার করেন। গ্রন্থাগারের চাহিদাও সে কারণে বেড়েছে। মানকুণ্ডু গ্রামেও তেমনি একটি ভাল গ্রন্থাগারের অভাব ও চাহিদা ছিল বহুকাল। জন দশ পনের লোকের উৎসাহ ও উদ্যমে ৫০ খানি বই নিয়ে বছর বার আগে এ পাঠাগারটির প্রতিষ্ঠা হয়। ক্রমে পাওয়া যায় নানা জনের সাহায্য ও সহানুভূতি। দেখা দেয় ভবিষ্যতের বিরাট সম্ভাবনা। পৌর প্রতিষ্ঠানের অর্থ সাহায্য পাওয়া যায়। অন্যান্য উপায়েও অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়। বর্তমানে গ্রন্থ সংখ্যা ১১৫০, সদস্য সংখ্যা ৮০। বিভিন্ন কার্যাবলীর মধ্যে গ্রন্থাগারটিকে আধুনিকীকরণের বর্তমান প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য।

নেতাজী গ্রন্থাগার ॥ দোগাছি ॥ নদীয়া।

গত ২৫শে শ্রাবণ দোগাছি উষাস্থ পল্লীর নেতাজী গ্রন্থাগারের দ্বিতীয় বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠানে স্থানীয় মহিলা সমিতির সম্পাদিকা শ্রীযুতী বীণাপাণি দেবী ভাষণ প্রদান করেন। অপরাহ্নে এক সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীতারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রন্থাগারিক শ্রীগিরীন্দ্র কুমার বসুমদার গ্রন্থাগার সম্পর্কে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন ও উপস্থিত বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে কয়েকজন ভাষণে অংশ গ্রহণ ও প্রবন্ধ পাঠ করেন। পরে বার্ষিক বিবরণী উপস্থাপিত করেন সম্পাদক শ্রীনদীয়া বিহারী মলাক। সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি সেদিনকার অনুষ্ঠানটিকে উপভোগ্য করে তুলেছিল।

কলগ্রাম পাবলিক লাইব্রেরী ও টাউন হল ॥ বজবজ ॥ চব্বিশ পরগণা

গত ১লা জুলাই গ্রন্থাগারের বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ বছরে ২৩শে এপ্রিল গ্রন্থাগারের দ্বিতল গৃহের দ্বারোদ্ঘাটিত হয়। নতুন নিজস্ব গৃহে গ্রন্থাগারটি স্থানান্তরিত হয়েছে। বিগত বছরের কার্যবিবরণীতে সম্পাদক শ্রীউদয়েন্দু সরকার সরকারী সাহায্য হতে বঞ্চিত হওয়ার কথা উল্লেখ করেন। সাধারণ কার্যাবলী ছাড়াও নিয়মিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি গ্রন্থাগারটিকে জনপ্রিয় করে তুলেছে।

দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ লাইব্রেরী ও রিডিং ক্লাব ॥ দক্ষিণেশ্বর ॥

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ পাঠাগারে "দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় ছাত্রছাত্রীদের ভূমিকা" বিষয়ে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা রাজস্ব ও আইন সচিব শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র বলেন যে দেশের তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যেই নিহিত রয়েছে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার অঙ্কুর, দেশের অশিক্ষা ও কুশিক্ষা দূরীকরণে তাদের অংশ গ্রহণ করতে হবে। পঞ্চশীলের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি গণতান্ত্রিক ও কল্যাণ রাষ্ট্র হিসেবে ভারতের আদর্শ বিশ্লেষণ করেন।

জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার ॥ জাড়গ্রাম। বর্ধমান।

আমাদের দেশের ষোল আনা গ্রন্থাগারই চাঁদার ওপর নির্ভরশীল। নইলে সেগুলি পরিচালনা করা দুষ্কর। তবুও এদেশে যে সব গ্রন্থাগার চাঁদা। দিতে অক্ষম লোকেদের সদস্যপদ দানে কুণ্ঠিত হন না তাদের মধ্যে জাড়গ্রাম মাখনলাল গ্রন্থাগার একটি। সর্বজনের মধ্যে গ্রন্থাগার ব্যবহারের সাধ্যমত প্রসারের চেষ্টা এ পাঠাগারের কর্তৃপক্ষ করে থাকেন। পাঠাগারের বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে ৩০ হতে ৪০ জন লোক নিয়মিত আসেন। নানাধরণের সেবামূলক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছাড়া গ্রন্থাগার ভবনে স্থানীয় নানা নিদর্শন সমন্বিত মিউজিয়াম সংরক্ষণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রামবাসীদের পূর্ণ সহানুভূতি, পৌর ও সরকারী সাহায্য অর্জন পাঠাগারটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেছে।

বিরজাচরণ গ্রন্থ মন্দির ॥ মুগবেড়িয়া ॥ মেদিনীপুর।

মুগবেড়িয়ার পরলোকগত চিকিৎসক বিরজাচরণ নন্দের পুত্রগণ পিতার স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে বিরজাচরণ গ্রন্থমন্দির নামে একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করেছেন ও বিরজাবাবুর প্রায় দুইশত অমূল্য গ্রন্থ উক্ত গ্রন্থাগারে দান করেছেন। গত ৬ই শ্রাবণ গ্রন্থাগারটির উদ্বোধন করেন শ্রীহরিপদ মজুমদার (নীহার, কাঁথি)।

অন্যান্য রাজ্যের খবর :

পেপসুতে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার উদ্বোধন

গত ২৩শে জুলাই পাতিয়ালায় পেপসু রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার উদ্বোধন করেন পেপসুর রাজ্যপাল শ্রীসি, পি, এন, সিং। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ, পুঁথি ও পুস্তক সংগ্রহে ইহা উত্তর ভারতের সুসংগঠিত বৃহত্তম গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে অন্যতম। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী গ্রীশ তান তাঁর ভাষণে বলেন যে রাজ্যে একটি ভাল গ্রন্থাগার

প্রতিষ্ঠার এক স্বপ্ন ছিল তাঁর বহুদিন থেকে—এখন তা বাস্তবে রূপায়িত হল। এবং এই গ্রন্থাগার এ রাজ্যের আগামী দিনের শিক্ষা ও সংস্কৃতির নবোন্নয়নে এক বিশেষ অংশ গ্রহণ করবে ও রাজ্যের শিক্ষা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এক বিরাট শূন্যস্থান পূরণ করবে।

Archives বিভাগের Director সর্দার গাঙ্গা সিংহের পরিচালনায় গ্রন্থাগারটির সংগঠন কাজ সম্পন্ন হয়। ইহার গ্রন্থ সংগ্রহ ২৭,৪০০। তন্মধ্যে কয়েক শ' সুবিখ্যাত ও প্রাচীন পুঁথিও আছে। ১৪৯ খ্রীষ্টাব্দের জৈন পুঁথি 'বিপাক সূত্র' সর্বাপেক্ষা অধিক প্রাচীন। গ্রন্থাগারিকের পদ গ্রহণ করেছেন পাতিয়ালা মহেন্দ্র কলেজের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক শ্রীঠক্করদাস জব্দ্।

মাদ্রাজ গ্রন্থাগার পরিকল্পনায় ইউনেস্কোর সহযোগিতা

গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নে মাদ্রাজ ভারতের অগ্রণী রাজ্য। ১৯৪৮ সালে মাদ্রাজে সাধারণ গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হয়। আইন অনুযায়ী মাদ্রাজ শহরের এগ্‌মোর অঞ্চলে অবস্থিত ১৮৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত কর্পোরেশন পাবলিক লাইব্রেরীটি রাজ্যের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে পরিণত হয়। উক্ত আইনের বলে রাজ্যে প্রকাশিত প্রত্যেক পুস্তক ও পত্রিকার চারখানি করে কপি উক্ত কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়। সর্বসাধারণের ব্যবহারে গ্রন্থাগারটি উন্মুক্ত। গত বছর ইউনেস্কো এই গ্রন্থাগারটিকে তার পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করেছে। ১৯৫৩-৫৪ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী গ্রন্থাগারের ৭০ হাজার গ্রন্থের মধ্যে ৬৫,১৮০ খানি গ্রন্থ ইস্যু করা হয়। পাঠকক্ষে পঠিত হয় ২ লক্ষ ৪৫ হাজার পুস্তক। লক্ষাধিক লোকের উক্ত সময়ে গ্রন্থাগারে আগমন ঘটে। দক্ষিণ ভারতীয় সকল ভাষার স্বতন্ত্র বিভাগ পরিচালন ছাড়াও ভূতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, প্রাণিবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা প্রভৃতি সম্পর্কিত সূত্র-গ্রন্থের এক বিরাট সংগ্রহ রয়েছে।

অন্যান্য দেশের খবর :

পশ্চিমী দেশগুলির গ্রন্থাগার ব্যবস্থার নানাবিধ খবরাদি আমরা অনেক পেয়ে থাকি। কিন্তু আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলির খবর বিশেষ পাই না।

গ্রন্থাগার পত্রিকার বিগত সংখ্যাগুলিতে সেজন্যে আমরা ভারতের নিকটস্থ তথা এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলির গ্রন্থাগার সংবাদ পরিবেশনের চেষ্টা করেছি। এ সংখ্যায় মালয়, সিঙ্গাপুর ও শ্যামদেশের সংবাদ দেওয়া হোল।

মালয় ও সিঙ্গাপুর

মালয়ের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আমাদের দেশের মতই স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যম ও অর্থানুকূল্যেই দানা বেঁধে উঠেছে। কিছুকাল পূর্বে প্রতিষ্ঠিত মালয় গ্রন্থাগার পরিষদ ইতোমধ্যে দেশব্যাপী এক সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছেন। বিয়াল্লিশটি ছোট শহর ও গ্রামে অন্যূনিক এক হাজার পুস্তক সম্বলিত একটি করে গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। কুয়ালালামপুর শহরে অবস্থিত কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সহিত সংযোগ, গ্রন্থ-ঋণ ও বিনিময়ের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। এর জন্যে এশিয়া ফাউণ্ডেশন অর্থ সাহায্য করছেন। তাছাড়াও পেনাঙ, মালাকা প্রভৃতি স্থানে চৌদ্দটি গ্রন্থাগারের মধ্যে কুয়ালালামপুর বুক ক্লাবের বিভিন্ন স্থানে গ্রন্থ প্রেরণের ব্যবস্থা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তার তিন সহস্রাধিক সদস্যের মধ্যে চারশ' জনকে উক্ত গ্রন্থাগার থেকে ডাকযোগে গ্রন্থ সরবরাহ করা, এবং দূর মফস্বলে বাসে পুস্তক প্রেরণেরও এক বন্দোবস্ত আছে। বলা বাহুল্য এ সমুদয় ব্যবস্থাই সংগৃহীত চাঁদায় পরিচালিত হয়ে থাকে। পেনাঙের Adult Education Association কেবল বিনা চাঁদায় একটি গ্রন্থাগার পরিচালিত করেন। সরকারী দপ্তরগুলি ব্যতিরেকে বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও পেরাক মিউজিয়ামে নিজস্ব গ্রন্থাগার আছে। মালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারটি গ্রন্থ সংগ্রহে রীতিমত সমৃদ্ধ। এ বছরের মার্চমাসে প্রতিষ্ঠিত নানিয়াঙ বিশ্ববিদ্যালয়েও গ্রন্থাগারের সুন্দর ব্যবস্থা হয়েছে। মালয় গ্রন্থাগার পরিষদ গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান শিক্ষণ দানেরও ব্যবস্থা করেছেন।

মালয়ের অংশ হলেও সিঙ্গাপুর দ্বীপটি নিজস্ব বিধান সভা কর্তৃক শাসিত হয়। ১৮৬৯ সালে স্থাপিত সিঙ্গাপুরের ব্যাফেল লাইব্রেরীটি সংগৃহীত চাঁদার অর্থেই চলে। দেশীয় ভাষায় অধিক গ্রন্থ মুদ্রিত ও সংগৃহীত হতে থাকায় লোকের গ্রন্থানুরাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় শ্যামদেশের অগ্রগতি

বছর দুয়েক আগে ইউনাইটেড নেশনসের পাঁচটি বিভাগ যথা—UNESCO, UNTAA, ILO, WHO এবং FAO'এর সঙ্গে শ্যামদেশের সরকার একটি যুগ্মগত শিক্ষাকেন্দ্র খোলার জন্যে চুক্তি করেন। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণ করে দেশের প্রকৃত সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হয়ে যথাযথ ব্যবস্থাদি গ্রহণের সুপারিশ এবং বিশেষজ্ঞ ও কর্মী সৃষ্টি করাই ছিল তার উদ্দেশ্য। গত বছরের মত এবারও মে মাসে উবল নামক স্থানে অনুষ্ঠিত শিক্ষাকেন্দ্রে সর্বসমেত বাটজন শিক্ষার্থী উপনীত হন। কৃষি, স্বাস্থ্য, কুটির শিল্প ও সমাজ কল্যাণ ছাড়া সমাজ শিক্ষা ও গ্রন্থাগার শিক্ষা দান সেখানকার পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। দু'বছরব্যাপী উক্ত শিক্ষায় বারটি সপ্তাহে গ্রন্থাগার পরিচালন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। বক্তৃতার সঙ্গেই হাতে কলমে যাবতীয় শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। সেজন্যে কেন্দ্রের গ্রন্থাগারটিকে সর্বপ্রকার আয়োজনে সুসজ্জিত করা ছাড়াও সেটিকে একটি মডেল লাইব্রেরী হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। পরীক্ষামূলকভাবে পঞ্চাশটি বইয়ের একটি করে বাক্স দুটি গ্রামে বিতরিত পাঠানো হচ্ছে। লোকের পাঠানুরাগ ও উৎসাহ বৃদ্ধি অনুভূত হলে অন্যান্য গ্রামেও অনুরূপ বাক্স পাঠানো হবে।

বিবিধ বার্তা

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে সফরে এগারজন ভারতীয় গ্রন্থাগারিক

বছর পাঁচেক আগে ভারতের খাদ্য সংকট যখন এক চরম অবস্থার সম্মুখীন হয় তখন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র সরকার ভারতকে সোয়া নব্বই কোটি টাকার ঋণ দান দিয়েছিলেন; এবং ঋণ দাতাদের তরফ থেকে বলা হয়েছিল যে মোট ঋণ থেকে সাত কোটি টাকার মত অর্থ ভারতে ও কিছুটা যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয়দের উচ্চ শিক্ষার জন্যে ব্যয় করা হবে। সেই অনুযায়ী অন্যান্য বিষয়ের বৃত্তিজীবী ছাড়া ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে গত বছর এগারজন গ্রন্থাগারিককে U.S. States Department যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষামূলক ভ্রমণের জন্যে মনোনীত করেন। তদনুরূপ এবছরও এগারজন গ্রন্থাগারিক গত ২৯শে সেপ্টেম্বর পাঁচ মাস যুক্তরাষ্ট্র পরিভ্রমণের জন্যে রওনা হয়েছেন। তন্মধ্যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য ও জাতীয় গ্রন্থাগারের এক নম্বর ক্যাটালগিং

ডিভিশনের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীবিনয়েন্দ্র সেনগুপ্তও আছেন। প্রথমে এঁরা ইলিনোয়া শহরে গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান বিষয়ে পূর্ব ব্যবস্থিত এক সেমিনারের বক্তৃতা-মালায় যোগদান করবেন। পরে সেখানকার সমাজ ও জীবনযান প্রত্যক্ষ করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করবেন। অবশ্য তাঁদের প্রত্যেকেই মাস তিনেকের মত নির্দিষ্ট কোনো গ্রন্থাগারে নিজ বিষয় ও প্রয়োজনানুযায়ী অনুশীলনে নিরত থাকবেন। যাত্রার প্রাক্কালে গত ২৮শে সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে গত বছরের ভ্রমণকারীদের সঙ্গে তাঁরা মিলিত হন। ভারত সরকারের শিক্ষা দপ্তরের সেক্রেটারী জনাব কে. জি. সৈইদাইন এক বিদায়ী ভাষণ দান করেন।

গান্ধী রচনাবলীর পূর্ণ সংস্করণ

ভারত সরকার মহাত্মা গান্ধীর প্রবন্ধ, পত্রাবলী ও প্রদত্ত ভাষণের এক সম্পূর্ণ সংস্করণ তিনটি গ্রন্থ-মালায় প্রকাশের সিদ্ধান্ত করেছেন। প্রথমটি মুদ্রিত হবে যে ভাষায় গান্ধীজী প্রথম লেখেন; এবং বাকি দুটি গ্রন্থ-মালা ইংরিজি ও হিন্দিতে প্রকাশিত হবে। কালানুক্রমে রচনাগুলি বিন্যস্ত হবে। বিশেষ কোনো একটি সংস্থার পক্ষে এ বৃহৎ কাজ সম্ভব নয় বলেই ভারত সরকার কাজটি হাতে নিয়েছেন। শ্রীভারতন কুমারাপ্পা প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। নবজীবন প্রেস থেকে গ্রন্থগুলি মুদ্রিত হবে এবং আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

বইয়ের হাসপাতাল

বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম গ্রন্থাগার মস্কোর লেনিন লাইব্রেরীর, গ্রন্থ সংগ্রহ এক কোটি ছিয়াশি লক্ষের কাছাকাছি। এ বৃহৎ গ্রন্থাগারে বইয়ের স্বাস্থ্য ও আয়ুষ্কাল বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগারে একটি বিশেষ বিভাগ আছে যেটিকে বইয়ের হাসপাতাল বলা যেতে পারে। মানুষের বিভিন্ন অঙ্গের জন্যে যেমন বিশেষজ্ঞ থাকেন তেমনি বইপত্তরের নানাবিধ সমস্যার জন্যে উক্ত গ্রন্থাগারে নানা বিষয়ের বিশেষজ্ঞ আছেন। তন্মধ্যে নির্দিষ্ট আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা পর্যবেক্ষণের জন্যে একদল আবহাওয়া বিশারদ ও নিযুক্ত আছেন। প্রত্যেকটি বই নিয়মিত Vacuum Cleaner-এর সাহায্যে ঝাড়া হয় তবুও পোকামাকড়ের আক্রমণের আশঙ্কায় একদল কীটতত্ত্ববিদ্ আনুষঙ্গিক সরঞ্জামসহ সর্বদাই সজাগ থাকেন। কাগজ, মুদ্রণ, বাঁধাই প্রভৃতির স্বতন্ত্র বিশেষজ্ঞও আছেন সে কথা না বললেও চলে।

সম্পাদকীয়

মানব সমাজের বিবর্তনের মূল ধারাটি লক্ষ্য করলে দেখতে পাবো যে সমাজকে হৃদয়াবেগ থেকে অল্পে অল্পে মস্তিষ্কের প্রাধান্যে স্থাপিত করাই একটা প্রধান সূত্রের কাজ করেছে। প্রকৃতি বন্দনার কবিতার মধ্য দিয়ে যে মানুষের মনোবিকাশের সূত্রপাত হয়েছে তার পরিণতি এসেছে তথ্যপূর্ণ, গভীর চিন্তাপূর্ণ সাহিত্য, বিজ্ঞান ইত্যাদির মধ্য দিয়ে। বর্তমানের কাব্যে পর্যন্ত হৃদয়াবেগের সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে চিন্তার উপাদান চালিয়ে দেওয়া হয়, এ সত্যও আমাদের সকলের অভিজ্ঞতার জিনিষ।

হয়তো অনেকে বলবেন যে কাব্য উপভোগ করবেন যাঁরা তাঁদের মত করে করতে গিয়েই তার মধ্যে আবেগ ছাড়াও অন্য উপাদান এসে পড়ে। কিন্তু পরিমাণের তারতম্য লক্ষ্য করলেই স্বীকার করবো যে মূলতঃ হৃদয়াবেগ কেন্দ্রিক এই সব সৃষ্টিতে অন্য অনুভূতি মেশানোর অনুপাতের তফাৎ ঘটেছে।

ইতিহাসে অল্পে অল্পে মস্তিষ্কের এই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা তার বিজয় অভিযানেরই নির্দেশ দেয়। এই বিজয় অভিযানে অপর যে জিনিষ মানুষকে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করেছে তা হচ্ছে তার পূর্ব্ব অভিজ্ঞতাকে সঞ্চিত করে রাখার, তাকে প্রয়োজনমত কাজে লাগানোর ক্ষমতা; এক পুরুষ বা দুই পুরুষের অভিজ্ঞতাকে, একদল বা দু'দলের সংগৃহীত জ্ঞানকে হয়তো মুখে মুখে অবিকৃত ভাবে সঞ্চারিত করে দেওয়া সম্ভব হোত। কিন্তু বহু জনের এবং বহুকালের অভিজ্ঞতাকে সকলের কাছে সহজ লভ্য করার সম্ভাবনা এলো অন্য পথে।

সমস্ত ইতিহাসকে ধাপে ধাপে অনুসরণ করার উদ্দেশ্য এ প্রবন্ধের নয়। কাজেই এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে কাগজের ও ছাপাখানার অবাধ ব্যবহারই মূলতঃ ঐ সব বহুযুগের এবং বহুজনের সংগৃহীত জ্ঞান ভাণ্ডারের রক্ষাকে সম্ভব করেছে বর্তমানের গ্রন্থাগারের মধ্য দিয়ে।

বিংশ শতাব্দীর গ্রন্থাগারের এই সংগ্রহ ভাণ্ডার ছাড়াও আর একটা রূপ আছে। জনসাধারণের প্রয়োজন ঘটলেই সংগৃহীত জ্ঞানের সঞ্চারক কেন্দ্রের কাজ করাই হ'চ্ছে এ রূপ।

সমাজের মানুষকে আবেগ, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতার একটা সাধারণ কাঠামোয় গড়ে তোলার জন্য সমাজে শিক্ষায়তন প্রভৃতির প্রয়োজন ঘটে। তার পরেও প্রত্যেকের পরিপূর্ণ বিকাশের যেটুকু কাজ বাকি থাকে তা সম্পূর্ণ করার উপায় এই বিংশ শতাব্দীর গ্রন্থাগারেই আছে। গ্রন্থাগার কি ভাবে তার এই মহৎ কর্তব্য পালন

করতে পারবে এই চিন্তাতেই উত্তর কালে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়েছে। এ' বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য গ্রন্থাগারকে সুসজ্জিত করে আনন্দিত হওয়া নয়, এ' বিজ্ঞানের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে গ্রন্থাগারকে সর্বতোভাবে, সকলের কাছে, সবচেয়ে সহজে ব্যবহার করার উপযোগী করে তোলা।

তাই দেখি বিংশ শতাব্দীর গ্রন্থাগার তার শ্রেণী বিভাগের মধ্য দিয়ে, তার সূচীলেখের মধ্য দিয়ে এই পাঠকদলেরই তৃপ্তি সাধনে উদ্যত। অনেক সূক্ষ্ম পদ্ধতি অবলম্বন করে গ্রন্থাগারকে এই আগত বা অনাগত পাঠকের উপযোগী করে রাখা গ্রন্থাগার পরিচালকদের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য।

কিন্তু সমস্ত চেষ্টার পরেও সমস্যা আসে। গ্রন্থাগারকে যত নিপুণ ভাবেই সংগঠিত করা যাক না কেন, তার সূচীলেখ বা অন্য সরঞ্জাম যতই বিশদ বা ত্রুটিহীন হোক না কেন তাদের সামর্থ্যকে ছাড়িয়েও মানুষের কাছ থেকে প্রশ্ন আসে। এই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্যই বর্তমানের গ্রন্থাগারের সজীব ও নির্জীব সমস্ত সরঞ্জামকে যেন আর এক অতি সংগঠনে পরিণত করা হয়। গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকের এই এক সংগঠনে সংগঠিত হয়ে যাওয়া এও এক অভিজ্ঞতার জিনিষ। কারণ আগে জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে সমাজ দেহে জ্ঞান সঞ্চারণে গ্রন্থাগারিকের এত সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার প্রয়োজন ঘটেনি।

সূচীলেখ বা শ্রেণীবিভাগ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বইয়ের যে অংশকে বা যে তথ্যকে পাঠকের কাছে তুলে ধরা সম্ভবপর হল না সেই সব আড়ালের জিনিষকে পাঠকের প্রয়োজন মত এগিয়ে দেওয়াকেই গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সূত্র-সন্ধান নাম দেওয়া হয়ে থাকে। সমাজ মনে যত কৌতূহল বাড়তে থাকে, জীবনকে নিরঙ্কুশ ভাবে জানার ইচ্ছা যত তীব্র হয়ে উঠতে থাকে, এই সূত্র-সন্ধানের প্রশ্নও গ্রন্থাগারে তত ব্যাপকভাবে আসতে থাকে।

আমাদের দেশের গ্রন্থাগারগুলি নানা কারণে সমাজে উপযুক্ত মর্যাদায় এখনও প্রতিষ্ঠিত নয়। কিন্তু ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণের মধ্য দিয়ে দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এক দ্রুত পরিবর্তনের সম্মুখীন হতে চলেছে। কাজেই নানা ধরণের প্রশ্নের জবাব দেওয়ার উপায়ের সঙ্গে বর্তমানের গ্রন্থাগারিকদের পরিচিত হওয়ার প্রয়োজন ঘটেছে বা ঘটতে চলেছে। এই প্রশ্নগুলির সমস্তই দেশ-কাল পাত্রের মধ্য দিয়ে উঠে আসে। কাজেই তার একটা মোটামুটি রূপ কল্পনা করা অসম্ভব নয়। এবং এর জন্য প্রস্তুত হওয়া চলে। আমাদের গ্রন্থাগারিকেরা এর জন্য সচেতন হোন এই আমাদের একমাত্র কামনা।

গ্রন্থাগার

১ম বর্ষ] কার্তিক : ১৩৬৩ [৭ম সংখ্যা

সদ্য সাক্ষরদের বই

শ্রীমন্মথনাথ রায়

কয়েক বছর আগেও আমাদের বাংলা ভাষায় শিশুদের পড়ার উপযোগী বইয়ের বেশ অভাব ছিল। আজ আর সে অভাব তেমন নেই, একথা বলা যেতে পারে নিঃসন্দেহে। বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন উপায়ে শিশু সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। চারিদিকে উদ্যমের একটু অতিশয্যই দেখা দিয়েছে। ফলে ক্ষেত্র বিশেষে অবাঞ্ছনীয় অবস্থারও সৃষ্টি হয়েছে। সম্প্রতি মাসিক বসুমতীতে এবং দৈনিক যুগান্তরে এ সম্বন্ধে কিছুটা সতর্ক বাণীও উচ্চারিত হয়েছে। শিশু সাহিত্য সম্বন্ধে সকল লেখকের সুস্পষ্ট ধারণা না থাকার ফলে কোন কোন লেখক শিশুদের পক্ষে অনুপযোগী এমন কি ক্ষতিকর লেখাকেও শিশু সাহিত্য নাম দিয়ে চালাবার চেষ্টা করছেন। আশা করা যায় এ ধরণের সতর্ক বাণী উচ্চারণের ফলে লেখকেরা একটু সচেতন হবেন। তাঁদের উদ্যমকে তারা বাঞ্ছনীয় খাতে প্রবাহিত করে সমৃদ্ধ শিশু সাহিত্যকে আরও সমৃদ্ধ করবেন।

সম্প্রতি বেশ অভাব দেখা যায় সদ্যসাক্ষর বয়স্কদের পড়ার উপযোগী সাহিত্যের। সরকারী এবং বেসরকারী উদ্যমের ফলে অনেক নিরক্ষর বয়স্ক লিখতে পড়তে শিখেছে। এদের এই সদ্যলব্ধ বিদ্যা সংরক্ষণ এবং সংবর্ধনের জন্য এবং এই বিদ্যাকে কার্যকরী করার জন্য চর্চার প্রয়োজন। আবার চর্চার জন্য চাই সদ্যসাক্ষরদের পাঠোপযোগী বই। অথচ এ ধরণের বইয়ের সংখ্যা এখন বাংলা ভাষায় নিতান্ত কম।

কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার নানা উপায়ে সদ্যসাক্ষরদের পাঠোপযোগী বইয়ের উৎপাদন বাড়াবার জন্য লেখকদের উৎসাহিত করছে। বিভিন্ন ভাষায় লেখা সদ্যসাক্ষরদের পাঠোপযোগী উৎকৃষ্ট বইয়ের লেখকদের কেন্দ্রীয় সরকার প্রত্যেক বৎসর পুরস্কৃত করছেন। এ ধরণের উৎকৃষ্ট বই কিনে পাঠাগার এবং বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে বিতরণ করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থানুকূল্যে রাজ্য সরকার প্রত্যেক

বছর সাহিত্য কর্মশালার ব্যবস্থা করছে। এই ধরণের সাহিত্য কর্মশালায় প্রতিষ্ঠাবান্ সাহিত্যিকদের নিয়ে সদ্যসাক্ষর বয়স্কদের উপযোগী বই লিখবার পদ্ধতি সম্বন্ধে গবেষণা হচ্ছে। তাছাড়া রাজ্য সরকার সদ্যসাক্ষরদের পাঠোপযোগী বই প্রচুর পরিমাণে ক্রয় ক'রে বিভিন্ন বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে এবং পাঠাগারে বিতরণ করছে। এ সকল প্রচেষ্টার ফলে লেখক এবং প্রকাশকেরা বেশ উৎসাহও পাচ্ছেন। কিন্তু তাতেও সদ্যসাক্ষরদের পাঠোপযোগী বইয়ের উৎপাদন আশানুরূপভাবে বেড়ে ওঠেনি।

উৎপাদন চাহিদার সঙ্গে তাল রাখতে পারেনি বলেই মনে হয় চাহিদার স্বরূপ সম্বন্ধে এখনও একটা স্পষ্ট ধারণা সকলের হয়নি। যারা সবেমাত্র লিখতে পড়তে শিখল এ ধরণের বয়স্কদের জন্য কি রকম বই চাই এ নিয়ে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন। চাহিদার স্বরূপটা ভাল করে জানতে পারলেই উৎপাদনকারীরা তাদের উৎপন্ন দ্রব্য দিয়ে চাহিদা মিটাতে পারবেন।

চাহিদা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা অনেকের নেই, অথচ কারও কারও মনে ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। কেউ মনে করেন একটু সহজ ভাষায় লেখা হলেই সেটা সদ্যসাক্ষর বয়স্কদের উপযোগী বই হবে, আবার কেউ মনে করেন একটু বড় হরফে ছাপা হলেই সেটা সদ্যসাক্ষরদের উপযোগী বই হল। বইয়ের নাম 'নিত্য রামায়ণ', কিন্তু যেহেতু সেটা সহজ ভাষায় লেখা সেহেতু সেটা সদ্য সাক্ষর বয়স্কদের উপযোগী বই হতে হবে। ছবি ও ছড়ার বই নিশ্চয়ই সহজ ভাষায় লেখা. সেটা সদ্যসাক্ষরদের উপযোগী বই বলে কেউ দাবি করেন। যে বইয়ের নাম 'কানামাছি খেলা' সেই বইও যদি বড় হরফে আর সহজ ভাষায় লেখা হয় তাহলে সেটাও বড়দের উপযোগী বই বলে দাবি করা হয়। অবস্থা যদি এই হয় তবে সদ্যসাক্ষরদের উপযোগী বই সম্বন্ধে আমাদের মনে ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে একথা বলা নিতান্ত অন্যায় হবে না।

সদ্যসাক্ষর বয়স্কদের জন্য লেখা বই সহজ হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই. ভাষার জটিলতার মধ্য থেকে ভাবোদ্ধার করার মত শক্তি সদ্য লেখাপড়া শেখা অনেকেরই থাকে না। কাজেই এ ধরণের বইতে রচনার জটিল রীতি সব সময়ই বর্জন করতে হয়। শব্দ নির্বাচনেও বেশ একটু সতর্ক হতে হয়। যে সকল শব্দের সঙ্গে বয়স্কেরা দৈনন্দিন জীবনে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত সে সকল শব্দ ব্যবহার করাই সঙ্গত। বর্ণ বিন্যাসেও বেশ একটু সতর্কতার প্রয়োজন। মনে রাখা উচিত সদ্যসাক্ষর বলতে আমরা তাদেরই বুঝি যারা সবেমাত্র

লিখতে পড়তে শিখেছে। বানান রীতিতে যথাসম্ভব সরলতা অবলম্বন করতে হবে। মনে রাখতে হবে কঠিন বানান সদ্যসাক্ষর ব্যক্তিদের আয়ত্তের মধ্যে না হওয়াই স্বাভাবিক।

যে কারণে 'বড়দের' বইয়ের ভাষা সরল হবে প্রায় সেই কারণেই এ বইয়ের ছাপাও বড় হরফের হবে। ছোট হরফের ছাপা বই সদ্যসাক্ষরগণের পড়া কষ্টসাধ্য হবে এটা স্বাভাবিক। কষ্টসাধ্য হলেই তারা পড়তে চাইবে না। কাজেই এর হরফ একটু বড়ই হবে। কি বিষয় নিয়ে এ ধরণের বই লেখা হবে—এ প্রশ্ন প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়। বিষয় নির্বাচনেও বেশ বিচারবুদ্ধির পরিচয় দিতে হবে। যারা লিখতে পড়তে শিখেছে এমন শিশুর কাছে যে সকল বিষয়ের আলোচনা দুর্বোধ্য হবে তেমন অনেক বিষয়ের আলোচনাই সদ্যসাক্ষর বয়স্কদের বইতে অনায়াসে চলতে পারে। তবে পরিবেশন পদ্ধতি সরল হতে হবে। সূর্যগ্রহণের কারণ, টাকার মূল্য হ্রাসবৃদ্ধি, কল্যাণকর রাষ্ট্রের রীতি সম্বন্ধে আলোচনা যে ভাবেই হোক না কেন শিশুর কাছে দুর্বোধ্য হবে, কিন্তু সহজ ভাষায় লিখতে পারলে সদ্যসাক্ষর বয়স্ক সহজে এ বিষয়গুলি বুঝতে পারবে। যে সকল বিষয়ের সঙ্গে আমাদের দেশের সাধারণ লোকদের জীবন ধারার যোগ রয়েছে সে সকল বিষয় একটু সহজ ভাষায় পরিবেশিত হলে সদ্যসাক্ষর বয়স্করা গ্রহণ করতে পারে। কাজেই বিষয় নির্বাচনে এ সকল বিষয়কে বাদ দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

সুষ্ঠুভাবে সামাজিক জীবন যাপন করতে হলে যা কিছু নাগরিকদের জ্ঞাতব্য তা নিশ্চয়ই বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। জ্ঞান বিজ্ঞান, ধর্ম-রাজনীতি, জীবনী, ভ্রমণবৃত্তান্ত কিছুই বাদ দিবার প্রয়োজন নেই। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে সাধারণ মানুষের জীবনের যোগ থাকে এবং সহজ ভাষায় পরিবেশিত হয় বিষয়গুলি।

'বড়দের' বইয়ের আকার খুব বড় হলে কিন্তু অসুবিধা হয়। যারা জীবনের অর্ধেক সময় লেখাপড়ার সঙ্গে সম্পর্ক বর্জন করে চলেছে তাদের কাছে আকারে বড় বই আকর্ষণীয় না হওয়াই সম্ভব। যে কোন বিষয় সবিস্তারে পরিবেশন করার চেষ্টা করে কেউ যদি বইয়ের কলেবর বাড়িয়ে চলেন তবে বড়দের কাছে তার আকর্ষণীয়তা কমে যাবে। এ সকল বইয়ের সাধারণ আকার আটচল্লিশ থেকে চৌষট্টি পৃষ্ঠার মধ্যে আবদ্ধ থাকবে। তা বলে আয়তনে আরও বড় বই যে অচল সে কথা মনে করা সঙ্গত হবে না।

সদ্য সাক্ষরদের জন্য যে বই লেখা হয় তার প্রচ্ছদপট একটু আকর্ষণীয় হওয়া ভাল। এ ব্যাপারে শিশুদের সঙ্গে বড়দের বড় একটা পার্থক্য নেই। বিষয় বস্তুর কিছুটা আভাস প্রচ্ছদপটে থাকলে ভাল হয়। ভিতরে বিষয় বস্তুকে বুঝিয়ে দেবার মত ছবি জুড়ে দিতে পারলে উদ্দেশ্য সহজে সাধিত হয়। বইয়ের আকর্ষণীয়তাও বেড়ে যায়।

এবার এ সকল বইয়ের মূল্যের কথা বলা প্রয়োজন। আমাদের দেশের দরিদ্র জনসাধারণের জন্যই এ বই লেখা। কাজেই এর মূল্যও বেশ একটু কম হওয়াই ভাল। তা না হলে সদ্যসাক্ষর বয়স্ক, যাদের প্রায় সকলেই দরিদ্র, তারা বই কিনতে পারবে না। আসল কথা হল যারা পড়তে এতদিন চায়নি তাদের কাছে নানা রকমের সুবিধা হাজির না করলে তারা আর পড়তে চাইবে না।

সদ্যসাক্ষরদের জন্য বই লেখার অবলম্বনীয় নীতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা গেল। কিন্তু একথা সত্যি যে নানা রকম ভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষার পরই নীতিগুলি সুনির্দিষ্ট ভাবে নির্ধারণ করা চলে। কাজেই এগুলোই যে একমাত্র নীতি এ কথা নিশ্চয়ই কেউ মনে করবেন না।

জেলা গ্রন্থাগার

শ্রীঅভয় কুমার সরকার

সকলেই অবগত আছেন যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আমাদের দেশে জেলা গ্রন্থাগারগুলি গড়িয়া উঠিতেছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারতের ৩২০টি জেলার মধ্যে মোট ১৩০টি জেলা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বা হইতেছে এবং অবশিষ্টগুলি দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। সরকারী পরিকল্পনায় ও উদ্যোগে যথেষ্ট অর্থব্যয়ে এই জেলা গ্রন্থাগার-গুলি গড়িয়া উঠিতেছে, আমাদের দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় ইহাদের স্থান নির্দিষ্টও হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমাদের দেশের গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞেরা, বিশেষতঃ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কোন মতামত প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। যতদূর জানি অল ইণ্ডিয়া লাইব্রেরী এসোসিয়েশনেও এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় নাই।* জেলা গ্রন্থাগারগুলির গঠনতন্ত্র, কার্যাবলী, অর্থসঙ্গতি ইত্যাদি বর্ণনা করাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

---

* শ্রীবিজনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহার "গ্রন্থাগার ও লোকশিক্ষা" গ্রন্থে এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করিয়াছেন।

প্রথমেই বলিয়া রাখা দরকার, আমাদের সরকার সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে সমাজ শিক্ষা প্রসারের অন্যতম মাধ্যম হিসাবেই দেখেন। এ সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় হইতে প্রকাশিত Teachers' Handbook of Social Educationএর ৭৯ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে—

The role of a library as a social education agency is unique. With a varied book stock it can appeal to all ages, classes and occupations. Its offerings are never forced and, therefore, are more readily acceptable. Above all it is an agency for continued education. It should be the aim of every social education (or community) centre to have a local library centre.

এই উদ্দেশ্যে ১৯৫১ সাল হইতে জাতীয় অর্থভাণ্ডার হইতে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে অর্থ সাহায্য দেওয়া হইতেছে, কতকগুলি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রকে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য সরকার অতিরিক্ত অর্থ সাহায্য দিয়া থাকেন।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্য চলিতে থাকা কালে কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তর রাজ্য সরকারগুলির সহিত পরামর্শ করিয়া গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতির জন্য প্রধানতঃ দুইটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। প্রথমটিকে বলা হয় Integrated Library Service, অপরটির নাম Improvement of Library Service। জেলা গ্রন্থাগারগুলি এই শেষোক্ত পরিকল্পনার অন্তর্গত।

এই পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে,

This scheme envisages a network of libraries spread over the whole state. The pivot of this organisation will be the district libraries, but the most important feature of the service will be that the books will circulate within the system. Finally the district libraries must be supplemented and supported by a central library for the whole state, or if the state is multi-lingual, for the whole of the linguistic region.

...As we have said earlier the central feature of the system is that of perennial circulation of books. সবশেষে বলা হইয়াছে,

We have seen the need of a library centre as part of the community centre. We have also seen that for a local library centre to tender efficient service to its members it must be part of a larger library system with two stages over it, namely, the distributing library and the regional language library or the central library. [INDIAN EDUCATION DEPT. Five-year-plan : Schemes of educational development. 1954.]

এই distributing libraryগুলোই হইল district libraries।

জেলা গ্রন্থাগারগুলির কাজের এলাকা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে সব সময়েই যে ইহাদের এলাকা শাসন বিভাগীয় জেলার সমান হইবে, এমন কোন কথা নাই। গমনাগমনের সুবিধা, স্থানীয় অধিবাসীদের মনোভাব ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া জেলা গ্রন্থাগারের সীমা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। কার্যক্ষেত্রের পরিধি খুব বড় হইলে সুষ্ঠুভাবে কার্য করা যাইবে না।

জেলা গ্রন্থাগার গুলিকে নিম্নলিখিত কাজের ভার দেওয়া হইয়াছে :

(ক) এলাকাস্থিত বিভিন্ন গ্রন্থাগার কেন্দ্রে গ্রন্থ বিতরণ, ও নির্দিষ্ট সময় অন্তর তাহা ফেরত লইয়া আসা।

(খ) গ্রন্থগুলি কখন কোন্ কেন্দ্রে যাইতেছে তাহার হিসাব রাখা এবং কত পুস্তকের লেন-দেন হইতেছে, কত পাঠক পড়িতেছেন তাহার পরিসংখ্যান প্রস্তুত করা।

(গ) স্বীয় এলাকায় গ্রন্থাগার-ব্যবস্থা সংগঠন করা।

(ঘ) স্থানীয় গ্রন্থাগার কেন্দ্রগুলিকে গ্রন্থাগার পরিচালনা বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া এবং তাহাদের উন্নতি বিধানে সাহায্য করা।

(ঙ) বিভিন্ন গ্রন্থাগার কর্মীদের স্বল্পকালীন শিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

(চ) গ্রন্থ, সাময়িকপত্র, ইত্যাদি ছাড়াও শ্রব্যদৃশ্য উৎপাদন যথা, চলচ্চিত্র, স্থিরচিত্র, রেকর্ড ইত্যাদির সংগ্রহ রাখা।

জেলা গ্রন্থাগারগুলি পরিচালনার জন্য প্রতি জেলায় একটি করিয়া জেলা গ্রন্থাগার সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইবে। যে সমস্ত সাধারণ গ্রন্থাগার এই গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হইতে ইচ্ছুক তাঁহারা সকলেই অনুমোদন সাপেক্ষে এই গ্রন্থাগার সঙ্ঘের সদস্য হইতে পারেন। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান সদস্য ছাড়া ব্যক্তিগত সদস্য ও জেলার যে সমস্ত সরকারী কর্মচারী পদাধিকার বলে সঙ্ঘের কার্যকরী সমিতিতে থাকিবেন, তাঁহাদের লইয়া একটি সংসদ (council) গঠিত হইবে। এই সংসদ গ্রন্থাগার-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য সাধারণ নীতি নির্ধারণ করিবেন, বার্ষিক কার্যবিবরণ, হিসাব ও আয় ব্যয়ের খসড়া বরাদ্দ অনুমোদন করিবেন। নিম্নলিখিত অনধিক ১৭ জন ব্যক্তিকে লইয়া একটি ছোট কার্যকরী সমিতি সঙ্ঘের কার্য পরিচালনা করিবেন : *

১। সভাপতি—জেলা শাসক ; ২। সহকারী সভাপতি—আজীবন সদস্য-

* পশ্চিম বঙ্গে একমাত্র হাওড়া জেলা গ্রন্থাগার সঙ্ঘ তাঁহাদের নিজস্ব সংবিধান অনুসারে কার্যকরী সমিতি গঠন করিয়াছেন।

দের মধ্য হইতে নির্বাচিত একজন ; ৩। কোষাধ্যক্ষ—মহকুমা শাসক ; ৪। সম্পাদক—জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিক ; ৫। যুগ্মসম্পাদক—সভাপতি কর্তৃক মনোনীত গ্রন্থাগার বিষয়ে উৎসাহী একজন বেসরকারী সদস্য ; ৬। জেলা স্কুল পরিদর্শক ; ৭। জেলা স্কুল পরিদর্শিকা ; ৮। জেলা স্কুল বোর্ডের সভাপতি ;
৯-১০। প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থাগারগুলি হইতে দুইজন মনোনীত সদস্য
১১-১২। দ্বিতীয় " " " " " "
১৩-১৪। তৃতীয় " " " " " "
১৫-১৭। সভাপতি কর্তৃক মনোনীত গ্রন্থাগার আন্দোলনের সহায়ক অনধিক তিনজন সদস্য।

বে-সরকারী সদস্যগণ এক বৎসরের জন্য মনোনীত হইবেন, তবে তাঁহারা বৎসরান্তে পুনর্নিযুক্ত হইতে পারেন

জেলা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠায় পূর্বে জেলা শাসক প্রথমে জেলার প্রধান সহরের কোন বড় গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনা করিয়া তাহাকে জেলা গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করিবেন। ইহাতে অকৃতকার্য হইলে নূতন করিয়া কোন গ্রন্থাগার গড়িয়া তুলিতে হয়।

জেলা গ্রন্থাগার গঠনের জন্য নিম্নলিখিত ব্যয় মঞ্জুর করা হইয়াছে।

	এককালীন বরাদ্দ	বার্ষিক বরাদ্দ
গৃহ নির্মাণ	৭৮০০০৲	
আসবাব পত্র	১৫০০০৲	
গ্রন্থদান	২৫০০০৲	
গ্রন্থক্রয়	১২০০০৲	১৩০০০৲
বেতন		১০,১৪০৲
আনুষঙ্গিক ব্যয়		২০০০৲

পশ্চিম বঙ্গ সরকার জেলা গ্রন্থাগার ভবনের একটি নমুনা নক্সা প্রস্তুত করাইয়াছেন। ইচ্ছা করিলে এই নক্সা অনুযায়ী গৃহ নির্মাণ করা যাইতে পারে। তবে জমির আকৃতি, অবস্থান ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া অন্যরূপ গৃহ নির্মাণ প্রয়োজন হইলে সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে তাহা নির্মাণ করা যাইতে পারে। যেরূপ গৃহই নির্মাণ করা যাউক না কেন তাহাতে যেন নিম্নলিখিত ন্যূনতম স্থানের ব্যবস্থা রাখা হয়

গ্রন্থাগারিকের জন্য অতিরিক্ত স্থান	১০০০ বর্গফুট
সাধারণ পাঠ কক্ষ	৮০০ "

মহিলাদের জন্য পাঠকক্ষ	৪০০	"
ছাত্রদের জন্য পাঠকক্ষ	৬০০	"
কিশোর বিভাগ	৬০০	
সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্র পাঠকক্ষ	৩০০	"
চলচ্চিত্র ও শ্রব্য-দৃশ্য সরঞ্জাম কক্ষ	২০০	"
গ্রন্থাগারিকের দপ্তর	৩০০	"
কর্মশালা	৩০০	"

প্রতি জেলা গ্রন্থাগারের জন্য একজন গ্রন্থাগারিক, ৪ জন সহকারী, ১ জন মোটর চালক, ১ জন তাহার সহকারী, ১ জন পিয়ন, ১ জন দরোয়ান এবং ১ জন নৈশ পাহারাদার এই ১০ জন কর্মচারী মঞ্জুর করা হইয়াছে। গ্রন্থাগারিককে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ডিপ্লোমা প্রাপ্ত গ্র্যাজুয়েট হইতে হইবে।

পূর্বে বলা হইয়াছে জেলা গ্রন্থাগারের প্রধান কার্য জেলার প্রতিটি বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত গ্রন্থাগারগুলিতে নিয়মিত ভাবে গ্রন্থের যোগান দেওয়া। গ্রন্থগুলি পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য চার রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে, যেমন,

(ক) গ্রন্থযান

(খ) স্থানীয় যানবাহন, যেমন গো-শকট, ঘোড়ার গাড়ী, ইত্যাদি

(গ) ডাকযোগে

(ঘ) বিদ্যালয়ের ছাত্র মারফত,

জেলার প্রচার বিভাগের মোটর গাড়ীও এইজন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে।

সবশেষে জেলা গ্রন্থাগারের জন্য গ্রন্থ নির্বাচন সম্পর্কে যাহা বলা হইয়াছে তাহা উল্লেখ করিয়া বর্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব। জেলার বিভিন্ন স্থানের অধিবাসীদের মধ্যে কী ধরণের গ্রন্থের চাহিদা আছে তাহা নিরূপণ করিয়া স্বীয় বিচার বিবেচনা ও অভিজ্ঞতা মত গ্রন্থনির্বাচন করার দায়িত্ব জেলা গ্রন্থাগারিকের: স্থানীয় গ্রন্থাগারিক অবশ্য তাঁহাদের এলাকার চাহিদার বিষয় জেলা গ্রন্থাগারিককে জানাইবেন।

সরকারী পরিকল্পনার ভালমন্দ বারান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

গ্রন্থাগার নিয়মাবলী

শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থাগার সংগঠনের জন্য প্রথম প্রয়োজন গ্রন্থাগার পরিচালনার নিয়মকানুন। সাধারণ প্রতিষ্ঠানের অঙ্গীভূত বা অঙ্গ যে প্রকারেরই হউক না কেন সমস্ত গ্রন্থাগারই একটি নিয়মানুসারে পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন। ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ব্যতীত সমস্ত গ্রন্থাগারই কতিপয় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কিংবা জনসাধারণের অর্থে পরিচালিত হয়। সুতরাং এই জাতীয় গ্রন্থাগারে যাহাতে সর্বত্র এক নিয়ম প্রযুক্ত হইতে পারে, যাহাতে গ্রন্থাগারের অর্থের সদ্ব্যয় হইতে পারে সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য দেওয়া প্রয়োজন। এই সমস্ত বিষয়ের দিকে নজর দিয়াই গ্রন্থাগারের নিয়মকানুন রচনা করিতে হয়।

সাধারণতঃ যাহাদের অর্থে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত বা পরিচালিত হয়, গ্রন্থাগার তাহাদের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত থাকে। আমাদের দেশের অনেক গ্রন্থাগার মূলতঃ চাঁদার টাকায় পরিচালিত হইলেও এক শ্রেণীর পাঠককে বিনা চাঁদায় বই পড়িতে দেয়। এই সব গ্রন্থাগারকে আমরা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম মনে করিতে পারি না। কেননা এই শ্রেণীর পাঠকের গ্রন্থাগার ব্যবহার করার অধিকার একান্তভাবেই কর্তৃপক্ষের ইচ্ছাধীন ও অনুমোদন সাপেক্ষ—ইহাদের গ্রন্থাগার ব্যবহারের কোন স্বতন্ত্র অধিকার নাই।

গ্রন্থাগার সম্বন্ধে নিয়ম রচনা করিতে হইলে সর্বপ্রথমে বিবেচনা করিতে হয়, গ্রন্থাগার কাহাদের সেবার জন্য গঠিত—অর্থাৎ গ্রন্থাগারে পাঠক হইবার যোগ্যতা কিরূপ? আমাদের দেশের প্রায় সমস্ত গ্রন্থাগারই পাঠকদের অর্থে মূলতঃ বা অংশতঃ পরিচালিত হইয়া থাকে। প্রতিষ্ঠানের অঙ্গীভূত গ্রন্থাগার সমূহের জন্য গ্রন্থাগারের নাম করিয়া অর্থ সংগ্রহ করা না হইলেও, প্রতিষ্ঠান যে সমস্ত বাবদে অর্থ সংগ্রহ করে গ্রন্থাগার তাহার একটি হইয়া থাকে। সুতরাং গ্রন্থাগার-ব্যবহারের প্রথম যোগ্যতা হইল চাঁদা দেওয়া বা গ্রন্থাগারের সভ্য হওয়া। চাঁদায় পরিচালিত গ্রন্থাগারগুলি আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা (১) সাধারণ ও (২) বিশেষ। যে গ্রন্থাগারে সকলেরই চাঁদা দিয়া সভ্য হইবার অধিকার থাকে তাহা সাধারণ গ্রন্থাগার। যে গ্রন্থাগারে মাত্র বিশেষ শ্রেণীর ব্যক্তিই সভ্য হইতে পারেন তাহা বিশেষ গ্রন্থাগার, যেমন স্কুল গ্রন্থাগার, প্রতিষ্ঠানাঙ্গ গ্রন্থাগার ইত্যাদি। বস্তুতঃ বিদেশের Public Library বলিলে আমরা যাহা বুঝি আমাদের দেশের সাধারণ

গ্রন্থাগার এখনও সেই অর্থ প্রকাশ করে না। ওদেশের Public Library বলিলে জনসাধারণের অর্থে পরিচালিত গ্রন্থাগার বুঝায়—এই সব গ্রন্থাগারের পাঠক শ্রেণীভুক্ত হইতে কোনরূপ চাঁদা বা অর্থ প্রদানের কোনরূপ কথাই ওঠে না।

চাঁদা দিলে গ্রন্থাগারের সভ্য হওয়া যাইবে, এই নিয়ম যে সমস্ত গ্রন্থাগারে প্রচলিত আছে, তাহাদের সবগুলিতে কিন্তু সর্বশ্রেণীর পাঠকের জন্য একই রূপ চাঁদার বন্দোবস্ত নাই বা সর্ব শ্রেণীর পাঠককে সমস্ত বই পড়িবার অবাধ অধিকার দেওয়া হয় না। কোন কোন গ্রন্থাগারে বয়স হিসাবে সভ্যদিগকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। এই সব গ্রন্থাগারে অপ্রাপ্তবয়স্ক পাঠকদের জন্য কম চাঁদার বন্দোবস্ত থাকে এবং তাহাদিগকে সমস্ত বইই ইচ্ছামত লইয়া যাইবার অনুমতি দেওয়া হয় না। বস্তুতঃ বয়স, পড়াশুনার যোগ্যতা প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া গ্রন্থাগারে যদি পুস্তক সংগ্রহ করা হয় এবং সেই সমস্ত সংগ্রহের দিকে যদি সভ্যদের মনোযোগ আকর্ষণ করা যায়, তাহা হইলে পাঠকদের উপকার করা হয় এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই জন্য গ্রন্থাগারের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সংগ্রহের জন্য সভ্য হইবার পৃথক্ পৃথক্ যোগ্যতা নিরূপণ করার নীতি কোথাও কোথাও গৃহীত হইয়া থাকে। সমস্ত পাঠককে সমস্ত গ্রন্থাগার ব্যবহারের অধিকার হইতে বঞ্চিত করার বিরুদ্ধেও অনেক কিছু বলিবার আছে। সুতরাং পাঠকের যোগ্যতা হিসাবে পুস্তক সংগ্রহ করার প্রয়োজনীয়তা এবং ঐ পুস্তকের প্রতি উপযুক্ত পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের উপকারিতা বিষয়ে সকলে একমত হইলেও সংগ্রহবিশেষকে কোন বিশেষ শ্রেণীর পাঠকের জন্য আলাদা করিয়া রাখা সকলে পছন্দ করেন না। গ্রন্থাগার নিয়মের প্রথম কথা হইল সভ্য কে হইতে পারিবেন এবং সভ্য কিরূপে হওয়া যাইবে। অধিকাংশ গ্রন্থাগারে মুদ্রিত আবেদনপত্রে এক বা একাধিক সভ্যের সুপারিশ সহ দরখাস্ত করিয়া গ্রন্থাগারের সভ্য হইবার আবেদন জানাইতে হয়। তাহার পর কর্তৃপক্ষ সেই দরখাস্ত বিবেচনা করিয়া আবেদন-কারীকে সভ্যশ্রেণীভুক্ত করেন। গ্রন্থাগারের সভ্যদের নিকট হইতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কিছু টাকা গচ্ছিত রাখা হয়। আমাদের দেশে গ্রন্থাগার-ব্যবহার এখনও খুব সীমাবদ্ধ, অধিকাংশ লোকই গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা বিষয়েও বিশেষ অবহিত নন। সুতরাং জনসাধারণের মধ্যে গ্রন্থাগার ব্যবহারের প্রসার সাধনের উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থার বিলোপ বাঞ্ছনীয়। একথা সত্য অনেকক্ষেত্রে পাঠক গ্রন্থাগার হইতে বই লইয়া গিয়া সময়মত ফেরৎ দেন না। তাঁহাদের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের স্বার্থরক্ষার জন্য এই টাকা গচ্ছিত রাখার প্রথা হয়ত কার্যকরী

হইতে পারে। কিন্তু এই মুষ্টিমেয় লোকের অসাধুতা বা দীর্ঘসূত্রতা দমনের জন্য গ্রন্থাগারের ব্যবহার সঙ্কুচিত করা যুক্তিযুক্ত কিনা বিবেচ্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের সভ্য হইবার আবেদন পত্রে যাহাদের সুপারিশ নেওয়া হয়, তাঁহাদের সক্রিয় সাহায্য পাইলে ইঁহাদের নিকট হইতেও বই পুনরুদ্ধার করা অসম্ভব হয় না। বস্তুতঃ স্বার্থরক্ষার বৈকল্পিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া টাকা গচ্ছিত রাখার প্রথা তুলিয়া দিতে পারিলেই গ্রন্থাগার ব্যবহারের প্রসার সম্পাদন করা যাইবে বলিয়া মনে হয়।

টাকা গচ্ছিত রাখার প্রশ্নের সমাধান করিয়া কোন ব্যক্তিকে সভ্যশ্রেণীভুক্ত করিতে সম্মত হইলে সাধারণতঃ গ্রন্থাগারের পক্ষ হইতে সেই ব্যক্তিকে একটি পাঠকের প্রমাণপত্র (Readers' Ticket) দেওয়া হয়। চাঁদা আদায়ের হিসাব রাখার সুবিধার জন্য এই প্রমাণপত্রে চাঁদা জমা করার প্রথা ভাল। ইহাতে পাঠকের পক্ষে অল্প চাঁদা মাসিক দিবার সুবিধা হয়, কতদূর চাঁদা দেওয়া হইয়াছে হিসাব থাকে, এবং গ্রন্থাগারেরও যে সমস্ত সভ্যের চাঁদা বাকি পড়ে তাহাদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে সুবিধা হয়। যতদিন আমাদের গ্রন্থাগারগুলির ব্যয়ের প্রধান অংশ চাঁদা তুলিয়া সংগ্রহ করিতে হইবে ততদিন এই প্রথার কার্য্যকারিতা অস্বীকার করা যায় না। হাওড়ার বিখ্যাত মাধব স্মৃতি পাঠাগারে পাঠকের প্রমাণ পত্র এই নীতিতে রচিত হইয়াছে।

গ্রন্থাগার নিয়মে পরবর্তী প্রধান কথা গ্রন্থাগারের কার্যকাল নিরূপণ। যে কোন সুপরিচালিত গ্রন্থাগার পাঠকদের সুবিধামত সময়ে এবং যতদূর সম্ভব অধিকক্ষণের জন্য খোলা থাকা প্রয়োজন। এই সব বিবেচনা করিয়া গ্রন্থাগার খোলা রাখার সময় স্থির করিয়া সেই সময়টি পাঠক সাধারণের মধ্যে বিজ্ঞাপিত করিতে হয়। বস্তুতঃ এই বিজ্ঞাপনের উপর এতই গুরুত্ব দেওয়া হয় যে অনেকে বলেন প্রত্যেক বইতে এই সময়ের বিজ্ঞাপন আঁটিয়া দেওয়া উচিত। কিন্তু বিজ্ঞাপন প্রচারের অপেক্ষাও বিজ্ঞাপন অনুযায়ী কাজ করার দিকে অধিক নজর দেওয়া প্রয়োজন। যে গ্রন্থাগার আপনার কার্যকালের বিজ্ঞাপন অনুযায়ী খোলা থাকে না তাহার সাফল্যলাভের কোনরূপ সম্ভবনা নাই।

গ্রন্থাগার নিয়মের তৃতীয় প্রধান বিষয় হইতেছে, পাঠক গ্রন্থাগারের পুস্তক কতদিন রাখিতে পারিবেন তাহা নিরূপণ। পাঠক-সংখ্যা, গ্রন্থ-সংখ্যা, গ্রন্থের গুরুত্ব প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া সাধারণতঃ এক সপ্তাহ, এক পক্ষ বা এক মাসের জন্য পাঠককে গ্রন্থ নিজ হেপাজতে রাখিবার অধিকার দেওয়া হইয়া থাকে। সাধারণতঃ নির্দিষ্ট সময়ের অতিরিক্ত কাল বই রাখিবার জন্য নিয়মে নানারূপ

শাস্তির ব্যবস্থা থাকে। তবে পাঠককে যাহাতে এই শাস্তির আওতায় না পড়িতে হয়, সেইজন্য ফেরৎ দিবার নির্দিষ্ট শেষ তারিখটি পাঠককে স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য প্রত্যেক বইয়ের সঙ্গেই 'তারিখ-পত্র' সন্নিবিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। বস্তুতঃ নিয়ম সংরক্ষণের জন্য পাঠকদের সাহায্য করাই আজকাল গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য গ্রন্থাগার নিয়ম পালনের জন্য সুবিধা আদায় নহে।

প্রত্যেক পাঠক গ্রন্থাগার হইতে এককালে কয়খানি বই নিতে পারিবেন, ইহাও গ্রন্থাগার নিয়মের অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন। গ্রন্থাগার কক্ষে অনুপযুক্ত ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়া নিয়ম রচিত থাকাও ভাল।

সভ্য হইবার নিয়ম, গ্রন্থাগারের কার্যকাল, গ্রন্থাগার কক্ষে বিশৃঙ্খল ব্যবহার নিষেধ, পাঠকদের একসঙ্গে কতগুলি বই লইবার অধিকার থাকিবে এবং ঐ বইগুলি কতদিন রাখা যাইবে গ্রন্থাগার নিয়মের এই কয়টি বিষয়ের বর্ণনা পাঠকদের জানাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থাগার নিয়মে গ্রন্থাগার পরিচালনা সম্বন্ধীয় নীতিগুলিও অন্তর্ভুক্ত থাকা আবশ্যক।

আমাদের দেশের অধিকাংশ চাঁদার-চলা গ্রন্থাগারের পরিচালনার দায়িত্ব থাকে একটি সভার উপর। সাধারণতঃ এই সভা সভ্যদের দ্বারা নির্বাচিত হইয়া থাকে। আমাদের অধিকাংশ গ্রন্থাগারই এখনও বেতনভুক্ গ্রন্থাগারিকের ব্যবস্থা করিতে পারে নাই। সভ্যদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিষ্ঠাবান্ কর্মীই সাধারণতঃ গ্রন্থাগারিকের কার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন। যে সমস্ত ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার একটি ক্লাবের অঙ্গীভূত সেখানে গ্রন্থাগার বিভাগের তিনিই প্রধান ব্যক্তি। যেখানে গ্রন্থাগারটিই মূল প্রতিষ্ঠান সেখানে তিনি হয় পরিচালক সভার সম্পাদক না হয় সহকারী সম্পাদক হইয়া থাকেন। গ্রন্থাগারের পুস্তক নির্বাচন হইতে আরম্ভ করিয়া বাজেট প্রস্তুত প্রভৃতি সর্ববিষয়ে তিনি গ্রন্থাগারিকের প্রাপ্য অধিকার ভোগ করিয়া থাকেন। কিন্তু যে দুই একটি গ্রন্থাগার সামান্য বেতনে বেতনভুক্ গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করিতে পারে, সেই সব গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিকের অবস্থা সম্পূর্ণ পৃথক্। প্রায়শঃ তাঁহাকে পরিচালক সমিতির অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। যেখানে পরিচালক সভায় তাঁহাকে স্থান দেওয়াও হয়, সেখানেও তাঁহার কথায় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় না। সমিতির সম্পাদক বা অন্য সভ্যেরাই গ্রন্থাগার বিষয়ে যাহা কর্তব্য স্থির করেন। কিন্তু এই প্রথা সর্বথা নিন্দনীয়। বস্তুতঃ গ্রন্থাগার-পরিচালনার নিত্যকর্ম দীর্ঘদিন ধরিয়া করিয়া যাইতে হইলে যে সময় দিতে হয় আমাদের গরীব মধ্যবিত্ত সমাজে সেই সময় বহুদিন ধরিয়া কোন এক ব্যক্তির দেওয়া কঠিন। ঐ সময়ে কিছু আয় করার

প্রয়োজনে অনেক কর্মীকেই পরে গ্রন্থাগারের কার্য একান্ত মনোমত হওয়া সত্ত্বেও ছাড়িয়া দিতে হয়। গ্রন্থাগার যদি কোনরূপে সঙ্গতি সংগ্রহ করিতে পারে তাহা হইলেও এই সমস্ত কর্মী সম্মান ও প্রতিষ্ঠা হ্রাসের আশঙ্কায় গ্রন্থাগারে বেতন লইয়া কার্য করিতে সম্মত হন না। কিন্তু এই ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন। গ্রন্থাগারের কার্য করিয়া অর্থ গ্রহণ করিলেই কাহারও দাম কমিয়া গিয়াছে মনে করা অত্যন্ত অন্যায়। বস্তুতঃ যথোপযুক্ত মর্যাদা ও অর্থ দিয়া যদি আমরা গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করিতে পারি, তবেই আমরা নিয়মিত ভাল কাজ পাইবার বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইতে পারি। যতদিন তাহা সম্ভব না হয় ততদিন নিষ্ঠাবান্ কর্মীদিগকে সামান্য অর্থ দেওয়াই গ্রন্থাগার চালাইবার একমাত্র পথ।

গ্রন্থাগার পরিচালনার সমিতিতে নূতন কর্মী সংগ্রহ করার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বস্তুতঃ নূতন কর্মী সংগঠনের মধ্যেই প্রতিষ্ঠানের জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। ছাত্রদের মধ্য হইতে বা উৎসাহী পাঠকদের মধ্য হইতে চেষ্টা করিলে কর্মী সংগ্রহ করা অসম্ভব হয় না। গ্রন্থাগার পরিচালনা সমিতি নির্বাচনের সময় অর্থবান্ বা প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি নির্বাচনের চেয়েও প্রকৃত গ্রন্থানুরাগী বা গ্রন্থাগার বিষয়ে আগ্রহান্বিত ব্যক্তি নির্বাচনের দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। সাধারণতঃ গ্রন্থাগারের যাঁহারা নিয়মিত পাঠক তাঁহাদের প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালনা সমিতির প্রধান অংশ পূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

গ্রন্থাগার-পরিচালনা সমিতি সাধারণতঃ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচিত হইয়া থাকে। নিয়মাবলীর মধ্যে এই সময়ের উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। পরিচালক সমিতির বিভিন্ন পদাধিকারী (office bearers) ব্যক্তিবৃন্দের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিরূপিত থাকা আবশ্যক। সাধারণতঃ সম্পাদকের উপর সভার বিজ্ঞাপন দেওয়া, বিবরণ লেখা, গ্রন্থাগারের কার্যের মোটামুটি বিবরণ প্রচার করা সভ্যদের সুবিধা অসুবিধা দেখা, গ্রন্থাগার পরিচালনার সুবিধা অসুবিধার দিকে নজর রাখা, টাকা পয়সার হিসাব নেওয়া ও রাখা, বিভিন্ন বিষয়ে পরিচালনা সমিতির মত সংগ্রহ করা এবং জরুরী ও বিশেষ বিষয়ে ব্যবস্থা অবলম্বন করার দায়িত্ব থাকে। গ্রন্থাগারিক সাধারণতঃ গ্রন্থাগারের নিয়মিত ও সুশৃঙ্খল পরিচালনের জন্য দায়ী থাকেন। সভাপতি সমস্ত সভাকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেন। কোন গ্রন্থাগারকে উন্নত হইতে হইলে সভাপতি, সম্পাদক ও গ্রন্থাগারিকের এক মতে কাজ করিতে হইবে। বস্তুতঃ একে অপরের উপদেশ ও পরামর্শ অনুসারে চলিলে তবেই এক সুরে বাঁধা তারের যন্ত্রের মত সমস্ত গ্রন্থাগারটিকে ঠিক্ মত পরিচালনা করা সম্ভব হইবে।

ব্যক্তির বিভেদে মতবিভেদের সম্ভাবনা থাকে বলিয়া মতভেদ কমাইবার উদ্দেশ্যে অনেক গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিকই সম্পাদক নিযুক্ত হন। কিংবা গ্রন্থাগারের প্রয়োজন অনুযায়ী যাহাতে কার্য পরিচালনার অসুবিধা না হয় সেই জন্য গ্রন্থাগারিককে সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়।

গ্রন্থাগার চালাইতে হইলে অর্থের প্রয়োজন। পরিচালক সমিতির অন্যতম প্রধান কার্য অর্থ-সংগ্রহ করা। অর্থ সংগ্রহের জন্য গ্রন্থাগার যে যে পন্থা অবলম্বন করিবে নিয়মাবলীতে তাহার বর্ণনা থাকিলে সভ্যগণ বুঝিতে পারেন পরিচালক সমিতি তাঁহাদের কর্তব্য যথাযথ পালন করেন কিনা। চাঁদা ব্যতীত, সরকারী বা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের সাহায্য, দান, সাহায্য-অনুষ্ঠান প্রভৃতি গ্রন্থাগারের অর্থ-সংগ্রহের উপায় বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। গ্রন্থাগারে সংগৃহীত অব্যবহার্য কাগজ বিক্রয় করিয়াও কিছু অর্থ সঞ্চয় হয়। জরিমানাকে কখনও গ্রন্থাগারের আয়ের উপায় বলিয়া মনে করা উচিত নহে। গ্রন্থাগারে সংগৃহীত প্রতিটি কপর্দকের জন্য রসিদ দিতে হইবে। সমস্ত ব্যয়ের ভাউচার রাখিতে হইবে। পরিচালনা-সভার প্রতি অধিবেশনে গ্রন্থাগারের আর্থিক অবস্থা জানাইতে পারিলে ভাল হয়। বৎসরান্তে আয় ব্যয়ের হিসাব উপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া বাৎসরিক সভায় উপস্থাপিত করিতে হইবে। প্রতি বৎসর যে ব্যয় হইবে সেই ব্যয়ের আনুমানিক দফাওয়ারী হিসাব পূর্বেই পরিচালক সভায় অনুমোদন করাইয়া লইতে হয়। এই সমস্ত হিসাব উপস্থাপনের সময়াদি গ্রন্থাগার নিয়মের অন্তর্ভুক্ত থাকা ভাল।

চালু গ্রন্থাগারের বই, ব্যবহারের ফলে, অনেক সময় জীর্ণ হইয়া যায়। অনেকক্ষেত্রে যথাযথ নিয়ম পালন করা সত্ত্বেও কোন কোন বইয়ের হদিস পাওয়া যায় না—এই সমস্ত গ্রন্থের বিষয়ে কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে তাহারও উল্লেখ নিয়মাবলীতে থাকা বাঞ্ছনীয়। জীর্ণ পুস্তক বিক্রয় করিয়া যদি অর্থ সংগ্রহ করিতে হয়, হদিস-না-পাওয়া গ্রন্থকে যদি গ্রন্থতালিকা হইতে বাতিল করিতে হয় তাহা হইলে পরিচালক সভার অনুমতি আবশ্যক। প্রতিক্ষেত্রেই পরিচালক সভাকে নিশ্চিতভাবে জানিতে হইবে যে গ্রন্থসমূহের প্রতি যথাযোগ্য যত্ন নেওয়া হইয়াছিল। এ বিষয়ে নিশ্চিত হইতে না পারিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে দায়ী করিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। এই বিষয়ে গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের অবলম্বনীয় পন্থাগুলির নিয়মাবলীতে উল্লেখ থাকা ভাল।

গ্রন্থাগার নিয়মের অপালনের জন্য জরিমানা প্রাপ্য হইলে বিশেষ গুরুতর

কারণ ব্যতীত সে জরিমানা মাফ করা উচিত নয়। সাধারণতঃ এ বিষয়ে পরিচালক সভারই অধিকার থাকা উচিত এবং গ্রন্থাগারিকের সুপারিশ করা ব্যতীত অন্য অধিকার থাকা গ্রন্থাগারের পক্ষে হিতকর নয়।

কোন পাঠক স্ব-ইচ্ছায় সভ্যপদ ত্যাগ করিতে চাহিলে যে সব গ্রন্থাগার টাকা গচ্ছিত রাখে তাহাদের সেই টাকা ফেরৎ দেওয়া প্রয়োজন। এ সব ক্ষেত্রে পাঠকের নিকট গ্রন্থাগারের কিছু প্রাপ্য থাকিলে স্পষ্টতঃ গচ্ছিত টাকা হইতে সেই প্রাপ্য আদায় করিয়া লইতে হইবে। এই প্রাপ্য পুস্তক হইতে পারে, অনাদায়ী চাঁদা বা জরিমানাও হইতে পারে। গচ্ছিত টাকার জন্য গ্রন্থাগারের পক্ষ হইতে যে রসিদ দেওয়া হয় টাকা ফেরৎ লইবার সময় পাঠককে সেই রসিদ লইয়া আসিতে হয়। যদি ঐ রসিদ হারাইয়া যায় তাহা হইলে যে পদ্ধতিতে টাকা ফেরৎ লইতে হইবে, নিয়মে তাহার উল্লেখ থাকা উচিত। সংক্ষেপে বলিতে গেলে যে সমস্ত নীতি অনুসারে গ্রন্থাগার পরিচালিত হইবে, সেই সমস্ত নীতির সুস্পষ্ট উল্লেখ নিয়মাবলীতে থাকা প্রয়োজন। ইহাতে একরূপ ক্ষেত্রে সর্বত্র এক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধা হইবে এবং প্রতিষ্ঠানটিতে বিশৃঙ্খলা বা পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আসিবে না।

গ্রন্থাগার পরিচালনার নমুনা নিয়মাবলী :

পাঠক-প্রমাণপত্রের এক পৃষ্ঠে নিম্নের নিয়মগুলি ছাপা থাকিবে : —

১। গ্রন্থাগার রবিবার ও ছুটির দিন ব্যতীত প্রতিদিন সকালে ৭টা হইতে ৮টা এবং বিকালে ৬টা হইতে ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকিবে।

২। প্রতিটি বই নিবার সময় প্রমাণপত্র আনিতে ও জমা দিতে হইবে।

৩। পাঠক একখানি বই মাত্র এক পক্ষকাল নিজের কাছে রাখিতে পারিবেন। ফেরৎ দিবার নির্দিষ্ট দিন চলিয়া গেলে দৈনিক ১০ পয়সা জরিমানা লাগিবে।

৪। গ্রন্থাগার-কক্ষে বিশৃঙ্খল ব্যবহার নিষিদ্ধ।

৫। প্রমাণপত্র হারাইলে ৵০ জরিমানা দিতে হইবে।

গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য এইরূপ নিয়ম রচনা করিতে হইবে—

১। গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য হইল সাধারণ পাঠক, শিশু ও সমাজসেবক বয়স্কদের সেবা করা। এই তিন শ্রেণীর ব্যক্তিই বাৎসরিক যথাক্রমে ৩৲, ১৲ ও ১৷৷০ চাঁদা দিয়া সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবেন। চাঁদা বার্ষিক বা মাসিক কিস্তিতে অগ্রিম দেয়। শিশুরা কেবল শিশুদের জন্য নির্দিষ্ট বই লইতে পারিবে।

২। গ্রন্থাগার পরিচালনা করিবেন ১২ জনের একটি পরিচালক সভা। এই সভার ১০ জন সভ্য গ্রন্থাগারের বাৎসরিক সভায় সভ্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন। গ্রন্থাগারিক পদাধিকার বলে সভ্য থাকিবেন। এই দশজন সভ্য আর দুই জনকে নির্বাচন করিবেন। ঐ ১২ জন আপনাদের মধ্য হইতে সভাপতি, সম্পাদক, সহ-সভাপতি ও সহ-সম্পাদক নির্বাচন করিবেন। গ্রন্থাগারিককে সম্পাদক নির্বাচন করিতে পারিলেই ভাল হয়, নচেৎ সহ-সম্পাদক নির্বাচন করিতে হইবে। উহাদের মধ্যে সভাপতি সমস্ত সভা নিয়ন্ত্রণ করিবেন। সম্পাদক সভা আহ্বান করিবেন, সভার বিবরণ রাখিবেন, বাজেট প্রস্তুত করাইয়া পরিচালক সভার অনুমোদন সংগ্রহ করিবেন, সভ্যদের সুবিধা অসুবিধা দেখিবেন, পরিচালক সভা যাহা করিতে বলিবে করিবেন এবং বাৎসরিক সভায় বার্ষিক বিবরণী, পরিসংখ্যান ও পরীক্ষিত হিসাব দাখিল করিবেন। কার্যের সুবিধার জন্য তিনি এই সমস্ত কার্যের কিছু কিছু ভার সম্পাদক বা গ্রন্থাগারিকের উপর দিতে পারেন— তবে এ বিষয়ে পরিচালক সভার অনুমতি আবশ্যক। গ্রন্থাগারিক গ্রন্থাগারের কার্য নিয়মিত ও সুশৃঙ্খলভাবে চালাইয়া যাইবেন। পরিচালক সভা, গ্রন্থাগারের সম্পত্তি ত্যাগ করিতে (write off) বা প্রাপ্য জরিমানা বা অন্য অর্থ আংশিক বা সম্পূর্ণ মাফ করিতে পারিবেন। গ্রন্থাগারিক ও অন্যান্য কর্মী নিয়োগ, বাজেট পরীক্ষা, ব্যয় মঞ্জুর ছুটির তালিকা প্রস্তুত, কর্মীদের ছুটি মঞ্জুর এবং অন্যান্য আবশ্যক কার্য সম্পাদন করা পরিচালক সভার দায়িত্ব।

৩। সাধারণ সভ্য একসঙ্গে দুইখানি এবং অন্যেরা একখানি করিয়া বই বাড়ীতে পড়িবার জন্য লইতে পারিবেন। যিনি যতগুলি বই লইতে পারিবেন তাঁহাকে ততগুলি পাঠকের প্রমাণপত্র দিতে হইবে।

বাৎসরিক সভার বিজ্ঞাপন সভার দিনের অন্ততঃ সাতদিন পূর্বে দিতে হইবে, সভার বিজ্ঞাপনের সঙ্গে সঙ্গে বাৎসরিক আয় ব্যয়ের হিসাব এবং বাৎসরিক বিবরণীর এক এক প্রতিলিপি প্রত্যেক সভ্যকে পাঠাইতে হইবে।

৪। পরিচালক সভার সভানুষ্ঠানের বিজ্ঞাপন সভার তারিখের অন্ততঃ তিন দিন পূর্বে দিতে হইবে।

৫। পরিচালক সভা প্রয়োজন মত পুস্তক নির্বাচন অর্থসংগ্রহ, অর্থবণ্টন প্রভৃতি কার্যের জন্য এক বা একাধিক উপসমিতি গঠন করিতে পারিবেন।

পরিষদ সংবাদ

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষণ

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ পরিসমাপ্তি পরীক্ষায় যে সমস্ত পরীক্ষার্থী সফল হইয়াছেন তাঁহাদের নাম প্রকাশিত হইল। পরীক্ষায় মোট ৯৫ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৬০ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

যাঁহারা বিশেষ যোগ্যতাসহ উত্তীর্ণ হইয়াছেন :—

(যোগ্যতার মান অনুসারে লিখিত)

১। কল্যাণ সাহা (রোল নং ৯৯)
২। অজয়কুমার রায় (" ৮)
৩। রামদাস গাঙ্গুলী (" ২৮)
৪। বিমলভূষণ গুপ্ত (" ১০৫)
৫। কুমকুম মুখার্জি (" ১২)
৬। অরুণকুমার সেন ৯।
রাধাবল্লভ মণ্ডল (১৮)

অপর যাঁহারা উত্তীর্ণ হইয়াছেন (রোল নম্বর অনুসারে লিখিত)

১। বিশ্বেশ্বর ব্যানার্জি ২। রমেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি ৫। প্রভঞ্জন দে ৫। জানকীনাথ ব্যানার্জি ৭। অমলকৃষ্ণ দে ১০। শিবসাধন সিংহ ১১। বিমলকুমার ব্যানার্জি ১৪। অমরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ১৫। শশাঙ্ককুমার বাগচী ১৬। শ্যামলী দত্ত ১৭। রবীন্দ্রনাথ সেন ১৯। সনৎকুমার চ্যাটার্জি ২১। অশ্বিনীকুমার মণ্ডল ২২। শ্যামাপদ দাস ২৬। অশোককুমার গুহ চৌধুরী ২৭। সুনীলকুমার সেন ৩১। নিত্য রায় চৌধুরী ৩৪। প্রণবকুমার কুণ্ডু ৩৬ বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য ৩৯। প্রতাপচন্দ্র রায় ৪০। সুবোধরঞ্জন দে ৪১। অনিমা দাস ৪৪। আরতি মুখার্জি ৪৫। চিত্রভানু সেন ৪৬। আশীষকুসুম ঘোষ ৪৯। নিতাইসুন্দর বোস ৫১। গিরিজামোহন সিংহগুপ্ত ৫৩। অজিতকুমার চ্যাটার্জি ৫৫। রঞ্জনকুমার গুপ্ত ৫৭। বাসন্তী চৌধুরী ৫৯। নমিতা গুহ ৬১। রঞ্জিৎকুমার সান্যাল ৬৩। অরুণকুমার গুহ ৬৬। অশোক নাথ মুখার্জি ৬৮। শম্ভুনাথ দত্ত ৭১। কৃষ্ণলাল অরোরা। ৭৪। প্রীতিময়ী চ্যাটার্জি ৭৭। মনতোষ দাসগুপ্ত ৭৯। প্রভা মজুমদার ৮১। যামিনী কান্ত

ভট্টাচার্য্য ৮৪। সুপ্রীতি বল ৮৫। সন্তোষকুমার পাল ৮৭। রমণী মোহন পাল ৯০। অমলেন্দু সেনগুপ্ত ৯৬। স্বদেশরঞ্জন হালদার ১০০। অরবিন্দকুমার সিংহ ১০১। সবিতা রায় ১০৩। গীতারাণী দে ১০৪। জি, জে, দেশমুখ ১০১। ভূপেন্দ্র কুমার চ্যাটার্জ্জি ১১৪। নির্ম্মলেশ নন্দী

উত্তীর্ণদের মধ্যে রোল নম্বর ২, ৪৬, ৫৯, ৭৯, ৮৭, ৯০ ও ১০৮ বিশেষ অনুমত্যনুসারে কেবলমাত্র বিবলিওগ্রাফী পরীক্ষা দিয়াছিলেন।

নবদ্বীপ গ্রন্থাগার শিক্ষণ শিবির :—গত ১৬ই অক্টোবর হইতে নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগারে যে শিক্ষণ শিবির সুরু হইবার কথা ছিল প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের জন্য তাহা সম্ভবপর হয় নাই। নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগার ও পরিষদের সম্মিলিত পরামর্শে যত শীঘ্র সম্ভব এই শিবির উদ্বোধনের চেষ্টা করা হইবে।

বাৎসরিক সাধারণ সভা :—পরিষদের আগামী বাৎসরিক সভা ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হইবে। আগামী ২৬শে নভেম্বর ১৯৫৬ তারিখের মধ্যে যে সমস্ত সভ্য আমাদের চাঁদা পরিশোধ না করিবেন তাঁহারা প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন না। যে সমস্ত জেলায় এই চাঁদা যে পরিমাণ বাকী থাকিবে সেই জেলার নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি সংখ্যা সেই পরিমাণে হ্রাস পাইবে।

গ্রন্থাগার দিবস :—আগামী ২০শে ডিসেম্বর পশ্চিম বাংলায় গ্রন্থাগার দিবস অনুষ্ঠিত হইবে। পরিষদের সমস্ত প্রতিষ্ঠান সদস্য, অন্যান্য গ্রন্থাগার ও সমস্ত গ্রন্থাগার-অনুরাগী ব্যক্তিবর্গকে ঐ দিবসটি যথাযোগ্য রূপে পালন করিতে পরিষদ অনুরোধ জানাইতেছেন। যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান ২০শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠান করিতে সক্ষম হইবেন না তাঁহারা তৎপরবর্ত্তী সাত দিনের মধ্যেও ঐ অনুষ্ঠান করিতে পারিবেন। অনুষ্ঠান পালনের বিস্তারিত কার্য্যসূচী যথা সময়ে প্রতিষ্ঠান সদস্যদের পাঠান হইবে।

৺বিজয়ার শুভেচ্ছা :—

বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের তরফ হইতে পরিষদের দপ্তরে বহু ৺ বিজয়ার শুভেচ্ছা বাণী আসিয়াছে। এই বাণীগুলির উত্তরে পরিষদ সম্পাদক পরিষদের পক্ষ হইতে প্রতিষ্ঠানের সকল সভ্য, ও শুভানুধ্যায়ীদের অনুরূপ শুভেচ্ছা জানাইতেছেন। প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানে পত্র মারফৎ ৺বিজয়ার সম্ভাষণ জানান সম্ভব হইল না বলিয়া ত্রুটি মার্জ্জনীয়।

গ্রন্থাগার সংবাদ

তরুণ সমিতি ॥ পোঃ কাশিয়াডাঙ্গা ॥ নদীয়া

গত ২৬শে আশ্বিন শুক্রবার কাশিয়াডাঙ্গা তরুণ সমিতি পাঠাগারের এক সাধারণ সভায় স্থির হয় যে ভবিষ্যতে যে কোন ব্যক্তি নিজেকে পাঠক তালিকাভুক্ত করিয়া বিনা চাঁদায় পাঠকক্ষ ব্যবহার বা পুস্তক ধার করিতে পারিবেন।

উক্ত সভায় পাঠাগারের নিজ ভবন নির্মাণের পরিকল্পনাটি চূড়ান্তরূপে অনুমোদিত হয়।

মাধব স্মৃতি পাঠাগার ॥ শালিখা ॥ হাওড়া

গত শনিবার ৩রা অক্টোবর সন্ধ্যায় মাধব স্মৃতি পাঠাগারের চত্বারিংশত্তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। ইহাতে সভাপতিত্ব করেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি শ্রীপ্রমীল চন্দ্র বসু। প্রারম্ভে সম্পাদক মহাশয় বার্ষিক বিবরণীতে জানান যে বর্তমানে পাঠাগার সম্প্রসারণের একটি পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন রহিয়াছে। সভায় পাঠাগারের কার্য্যাবলীর প্রশংসা করিয়া সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারিক শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় ও হাওড়া জেলা পাঠাগার সঙ্ঘের সম্পাদক শ্রীগোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায় বক্তৃতা করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার ভাষণে বলেন স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের দেশে গঠনমূলক কার্যে উৎসাহ ও উদ্যমের যথেষ্ট হ্রাস ঘটিয়াছে, ইহা পরিতাপের বিষয়। যতদিন পর্য্যন্ত না গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সরকারী পরিচালনাধীন হয় ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের দেশের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির পরিচালনার দায়িত্ব স্থানীয় ব্যক্তিদের উপর বর্ত্তাইবে এবং ইহার জন্য সব সময়েই উপযুক্ত কর্মী গঠনের একান্ত প্রয়োজন হইবে। অন্ততঃ এই কারণেও প্রত্যেক গ্রন্থাগারে একটি কিশোর বিভাগ থাকা দরকার।

তাজপুর বীণাপাণি গ্রন্থাগার ॥ পোঃ সোনাখালি ॥ মেদিনীপুর

গত ২রা অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিবস উপলক্ষে গ্রন্থাগার প্রাঙ্গনে এক সভার অনুষ্ঠান করা হয়। সকাল ৭টায় পতাকা উত্তোলন করা হয় গ্রন্থাগার প্রাঙ্গনে এবং প্রায় সমস্ত দিন গ্রামের বিভিন্ন গঠনমূলক কার্যে হস্তক্ষেপ করা হয়। বৈকাল ৪টায় এক সভার অনুষ্ঠান হয়।

জুবিলী গ্রন্থাগার ।। সিউড়ী ।। বীরভূম

গত ২রা অক্টোবর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রামরঞ্জন পৌর ভবনে মহাত্মা গান্ধীর জন্ম বার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সভার পৌরোহিত্য করেন বীরভূম জেলা কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার মুখোপাধ্যায়। সভার উদ্বোধন করেন ডাঃ কালিগতি বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত মকবীল চন্দ্র মিত্র গান্ধীজীর জীবনের বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করেন। সভাপতি মহাশয় মহাত্মাজী সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দেন।

মগরা সাধারণ পাঠাগার ।। পোঃ মগরা ।। হুগলী

গত ২৮শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার মগরা সাধারণ পাঠাগারের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাসক শ্রীসৌরেন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য্য এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। পাঠাগার সম্পাদক শ্রীগোবর্দ্ধন দাস পাঠাগারের বার্ষিক বিবরণী ১৩৬২ সালের বার্ষিক রিপোর্ট ও পাঠাগারের সংবিধান পেশ করেন ও তাহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। বাগাটি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীরাম গোপাল বৈরাগী পাঠাগার সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন এবং পাঠাগার ভবনটি দানের জন্য শ্রীবিজয় কৃষ্ণ দে মহাশয়কে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

সভাপতির ভাষণে শ্রীভট্টাচার্য্য বর্ত্তমান শিক্ষার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

সম্পাদক মহাশয়ের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর এক মনোজ্ঞ গীতানুষ্ঠানের মধ্য দিয়া সভার পরিসমাপ্তি ঘটে।

কল্পনা ভারতী পাঠাগার ।। মন্তেশ্বর ।। বর্দ্ধমান

সমাজ শিক্ষা, পল্লী উন্নয়ন ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া গ্রন্থাগারটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং আদর্শ প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। বার্ষিক কার্য্য বিবরণীতে পাঠাগার সম্পাদক আর্থিক অসচ্ছলতা ও সরকারী সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে উল্লেখ করেন।

অন্যান্য রাজ্যের খবর :

তৃতীয় নিখিল হায়দরাবাদ গ্রন্থাগার সম্মেলন

গত সেপ্টেম্বর মাসে তৃতীয় নিখিল হায়দরাবাদ গ্রন্থাগার সম্মেলনের অধিবেশন হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের মন্ত্রী মাননীয় শ্রীবি, এন, দাতার

সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী ভাষণে শ্রীদাতার প্রাচীন ভারতের মহান গ্রন্থাগারগুলির ও গ্রন্থাগার পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা করেন। হায়দরাবাদ রাজ্যের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মাননীয় শ্রীডি, জি, বিন্দু এই উপলক্ষে এক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হিসাবে হায়দরাবাদ রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী মাননীয় শ্রীজি, এম, মেলসোটে সমাগত প্রতিনিধিদের সাদর অভ্যর্থনা জানান। ডাঃ রামকৃষ্ণ রাও সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। এই সঙ্গে হায়দরাবাদ বিশেষ গ্রন্থাগার সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রসার :—

সংযুক্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন সম্পর্কে ভারত সরকারের কর্মসূচীর যে বিস্তৃত বিবরণ এখন পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষাশেষি ভারতের প্রতিটি জেলায় একটি করিয়া জেলা গ্রন্থাগার এবং উহার সহিত সংযুক্ত পুস্তক বিতরণ কেন্দ্র সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইবে।

বিভিন্ন রাজ্যে এ পর্য্যন্ত নিম্নোক্ত সংখ্যক জেলা গ্রন্থাগার স্থাপিত হইয়াছে।

আসাম—৭ পশ্চিমবঙ্গ—১৭ বিহার—১২ মধ্যপ্রদেশ—২২ রাজস্থান—২ সৌরাষ্ট্র—৫ ভূপাল—২ এবং বিন্ধ্যপ্রদেশ—৭

অন্যান্য দেশের খবর :

জাপানে উজ্জীবিত গ্রন্থাগার আন্দোলন

যুদ্ধোত্তর যুগের গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রধানতঃ আমেরিকান প্রভাবের দ্বারা প্রভাবিত। যুদ্ধের মধ্যে জাপানের বহু গ্রন্থাগার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৯৫০ সালের গ্রন্থাগার আইনের দ্বারা এই নূতন গ্রন্থাগার আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

যুদ্ধোত্তর জাপানে গ্রন্থাগার সংগঠনের সর্বাপেক্ষা বড় প্রচেষ্টা ন্যাশনাল ডিয়েট গ্রন্থাগার স্থাপন। এই গ্রন্থাগার প্রথমতঃ যুদ্ধোত্তর জাপানী সরকারের সরকারী কার্য্যাবলীর সহায়তার জন্যই স্থাপিত হয় পরে গ্রন্থাগারটি জাপানী পার্লামেন্টের কার্য্যাবলীতে সহায়তা ছাড়াও সাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত হয়। বর্ত্তমানে ইহাই জাপানের জাতীয় গ্রন্থাগার। টোকিওর আলা মাসা প্রাসাদে এই গ্রন্থাগারটি প্রতিষ্ঠিত। শীঘ্র নূতন ভবনে এই গ্রন্থাগারটি স্থানান্তরিত হইবে এবং নূতন গ্রন্থাগার ভবনে ১৫০০ পাঠকের বসিবার উপযোগী পাঠকক্ষ থাকিবে। বর্ত্তমান জাপানে সর্বসাকুল্যে ৭৫৩টি গ্রন্থাগার আছে। এই গ্রন্থাগারগুলি ৩০০০ কর্মীকে নিযুক্ত রাখিয়াছে।

গ্রামাঞ্চলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার এখনও সম্যক প্রসার লাভ করে নাই। মাত্র ৫০টি ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার এখন পর্য্যন্ত জাপানে কাজ করিতে সক্ষম হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও স্কুল গ্রন্থাগারগুলি ব্যাপক প্রসার লাভ করিয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ওয়াসেদা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে প্রায় ৬ লক্ষ পুস্তক আছে। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির নিজস্ব সংঘ স্থাপিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে জাপান গ্রন্থাগার পরিষদের নাম উল্লেখ বিশেষ প্রয়োজন। গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রসারে এই পরিষদের সম্যক্ দান রহিয়াছে। পরিষদ ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থাগার পত্রিক প্রকাশ করে। দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতি, পঙ্‌ক্তীকরণ নিয়মাবলী প্রভৃতির প্রবর্তন করিয়া গ্রন্থাগার আন্দোলনের বুনিয়াদ স্থাপনে পরিষদ সম্যক সাহায্য করেন।

পৃথিবীর বৃহত্তম গ্রন্থাগার—লেনিন গ্রন্থাগার

পৃথিবীর বৃহত্তম গ্রন্থাগার লেনিন গ্রন্থাগার সম্বন্ধে অনেকেই কিছু কিছু শুনিয়াছেন। গ্রন্থাগারটি যে কত বৃহৎ তাহা নিম্নের তথ্যগুলিই সাক্ষ্য দিবে।

১। মস্কোর লেনিন গ্রন্থাগারের সমস্ত আলমারীগুলি পর পর সাজাইলে ২২০ কিলোমিটার লম্বা হইবে।

২। গ্রন্থ, পত্রিকা, খবরের কাগজ ও অন্যান্য প্রকাশনীর একত্র সংখ্যা প্রায় ১৮৫ লক্ষ।

৩। পাঠ কক্ষের সংখ্যা ১৫, সেখানে দৈনিক ৫ হাজার লোক লেখাপড়া করে।

৪। গ্রন্থাগারের পাঠকদের বই সরবরাহের জন্য বিভিন্ন যান্ত্রিক কৌশল কাজে লাগান হয় যথা—স্বয়ংক্রিয় পরিবহণ বেল্ট, ক্ষুদ্রাকৃতি বৈদ্যুতিক রেলপথ ইত্যাদি।

৫। পৃথিবীর ৪৮২০টি প্রতিষ্ঠানের সহিত লেনিন গ্রন্থাগার পুস্তকের আদান-প্রদান করে এবং এই সব প্রতিষ্ঠান হইতে বৎসরে তিন লক্ষ পুস্তক লেনিন গ্রন্থাগারে আসে। এই সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভারতবর্ষের পনরটি গ্রন্থাগার আছে। ভারতবর্ষ হইতে ১০০টি সংবাদ পত্র ও সাময়িক পত্রিকা লেনিন গ্রন্থাগারে রাখা হয়।

৬। বৎসরে ১৪ লক্ষ পুস্তক এই গ্রন্থাগার হইতে পাঠকদের বার দেওয়া হয়।

সম্পাদকীয়

বাঙলা দেশের তথা ভারতবর্ষের গ্রন্থাগার জগৎ যে এক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে তা' আমরা সকলেই লক্ষ্য করেছি। ইতিহাসের অত্যন্ত ব্যাপক পট ভূমিকায় দেখলে হয়তো এ পরিবর্তনকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলে আখ্যা দেওয়া চলবে না, তবুও একটা স্থিতিশীল অবস্থা থেকে গতিশীলতার মধ্যে চলে আসাকে তার উপযুক্ত মর্য্যাদা দিতেই হবে।

আমাদের দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের অসুবিধা হ'লো, যে তা জনশিক্ষা আন্দোলনের পরিপূরক হিসাবে দেখা দেয়নি। অক্ষর মাধ্যমের যে শিক্ষাকে ব্যাপকতায় এবং গভীরতায় সব চেয়ে বেশী ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য গ্রন্থাগারের আবির্ভাব, তা আজও আমাদের দেশের এক সঙ্কীর্ণ অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ কাজেই বিদেশী সরকার চুলচেরা আইন মত সম্পূর্ণ রকমে গ্রন্থকেন্দ্রিক গ্রন্থাগারের দিকে পুরোপুরি মন দিলে তাকে বোধ হয় বেশ কয়েক বছরের জন্যই "সর্ব্বসাধারণের" বলা সঙ্গত হবে না। অথচ এই সর্ব্বজনের গ্রন্থাগারের ভিত্তি স্থাপনই যে কোনও আধুনিক সমাজের অবশ্য কর্ত্তব্য।

কিন্তু যে সংগঠন অদূর ভবিষ্যতে সর্ব্ব অর্থেই প্রকৃত গ্রন্থাগারে বিকশিত হয়ে উঠবে আজ তার ভিত্তি স্থাপনেও পুরোপুরি বিশেষজ্ঞের দৃষ্টি রাখতেই হবে, শুধু শ্রমের ও অর্থের অপব্যয় থেকে বাঁচবার জন্য। গ্রন্থাগার জনশিক্ষার পরিপূরক বলে, এবং আমাদের দেশে জনশিক্ষা এখনও প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষা, সমাজ শিক্ষা ইত্যাদিকে সব চেয়ে বেশী আশ্রয় করে আছে বলে গ্রন্থাগার আন্দোলনও সমস্তের সঙ্গে জড়িয়ে আছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সীমান্তভাগটুকুই বোধহয় উপরের ব্যবস্থার সঙ্গে মিশে থাকতে পারে—সমাজের বর্ত্তমান অবস্থার জন্য - বাকিটুকুকে তার পরিপূর্ণ স্বরূপে বিকশিত হওয়ার রাস্তা এখনই ছেড়ে দেওয়া দরকার।

সময়ে সময়ে অভিযোগ এসেছে যে, গ্রন্থাগার আন্দোলনে এমনি প্রয়োজনের মুহূর্ত্ত যদি এসেই থাকে তবে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের তরফ থেকে পথের সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ কই? রাজ্যের গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞদের সব চেয়ে বড় সংগঠন হিসাবেই তার জবাব দেওয়ার নৈতিক দায়িত্ব পরিষদের নিশ্চয়ই আছে।

প্রথমতঃ গ্রন্থাগারের প্রকৃত স্বরূপ কি, সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণার আমাদের দেশে এখনও যথেষ্ট অভাব আছে। পরিষদের নেতৃত্বে সংগঠিত বিভিন্ন সম্মেলনে

এই প্রাথমিক ব্যাখ্যা কয়েকবার দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক পটভূমিকায় এই গ্রন্থাগার ব্যবস্থা কোন্ রূপে পূর্ণ পরিণতির দিকে এগিয়ে চলবে তাও পূর্ব্বের গ্রন্থাগার সম্মেলনে আলোচিত হয়েছে এবং তার সুপারিশাদি যথাস্থানে প্রেরিত হয়েছে।

দেশের যে গ্রন্থাগার কর্মীরা বর্ত্তমানে সর্ব্বত্র কাজ করে চলেছেন সামাজিক প্রয়োজনে, প্রধানতঃ এঁদের সাহায্যেই আমাদের পরিবর্ত্তনের প্রথম পদক্ষেপ করতে হবে। কিন্তু সে পদক্ষেপেও যাতে অপব্যয়ের সম্ভাবনা যথা সম্ভব রোধ করা যায় তার জন্য গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিষয়ে প্রচার করে গ্রন্থাগার গুলিকে একটি সংগঠনের ক্ষমতায় আনা একান্ত প্রয়োজন। পরিষদ এদিকেও যথাসাধ্য চেষ্টা করে চলেছে।

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে বর্ত্তমানের যে পরিবর্ত্তন দেখা দিয়েছে তা' তার গুণগত প্রভেদের জন্যই উল্লেখযোগ্য, পরিমাণের জন্য নয়। এদিক দিয়ে দেখলে এগুলি সমাজের সমস্ত চাহিদাকে অনুভব করার প্রচেষ্টার মতো। তবু সে প্রচেষ্টাও বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ মত পরিচালিত হওয়া সবচেয়ে বাঞ্ছনীয়। না হলে অনেকগুলি স্বপথে-পরিচালিত প্রচেষ্টাকে একত্র সংগঠিত করা ভবিষ্যতের উৎকণ্ঠার কারণ হবে। প্রচেষ্টাগুলি যাতে তার নীতির মধ্য দিয়ে বিভিন্ন রূপে সংগঠিত হয়ে ঐ সমস্যার সৃষ্টি না ক'রে অঞ্চলের গ্রন্থাগারগুলিকে নিয়ে পরিষদের পূর্ব্ব কল্পিত পথেই বিকশিত হয়, পরিষদ সেদিকে বিনা দ্বিধায় সর্ব্বপ্রকারের সাহায্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে।

অনেক সময়ে সরকারী পরিকল্পনা পূর্ব্ব হতে জানা না থাকার ফলে পরিষদের পক্ষে গোড়া থেকেই পরিপূর্ণ নির্দ্দেশ দেওয়া সম্ভব হয়নি। তবুও যেখানে যতটুকু সাহায্য করা আদৌ সম্ভব হয়েছে পরিষদ তা হতে বিরত থাকে নি।

কিন্তু বর্ত্তমান পর্য্যন্ত যা' দেখা দিয়েছে তা' প্রথম পদক্ষেপের সমস্যা। তার ভুলভ্রান্তির ফলাফলের একটা সীমা আছে। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে যখন বিশদভাবে আমরা রাজ্যব্যাপী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের কাজে লাগবো তখন তার উপযুক্ত অর্থের ব্যবস্থা করা থেকে সূচীলেখ প্রণয়নের নির্দ্দেশ পর্য্যন্ত সর্ব্বক্ষেত্রেই বিশেষজ্ঞের চিন্তার প্রয়োজন হবে। পরিষদ এ বিষয়েও কাঁথি সম্মেলনের নির্দ্দেশমত একটি সর্ব্বাঙ্গিক পরিকল্পনা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। দেশের সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনার বিচারের ভার যে জনসাধারণের হাতে পরিষদ তাঁদের কাছেই তার পরিকল্পনা প্রণীত হলেই নিবেদন করবে।

গ্রন্থাগার

৬ষ্ঠ বর্ষ] অগ্রহায়ণ : ১৩৬৩ [৮ম সংখ্যা

গ্রন্থাগার দিবস

আগামী ২০শে ডিসেম্বর ১৯৫৬ পশ্চিম বঙ্গে গ্রন্থাগার দিবস পালনের জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক নিম্নলিখিত বিবৃতিটি প্রচার করিয়াছেন :

বন্ধুগণ,

বর্তমান বৎসর হইতে ১৯শে আগষ্টের পরিবর্তে ২০শে ডিসেম্বর তারিখটিকে 'গ্রন্থাগার-দিবস'রূপে পালন করিবার যে সিদ্ধান্ত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উপদেষ্টা সংসদ্[১]-(কাউন্সিল) গ্রহণ করিয়াছেন তাহা আমরা পূর্বে সংবাদপত্র এবং বিশেষ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আপনাদের নিকট নিবেদন করিয়াছি। এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কারণগুলিও পূর্ব-প্রচারিত বিজ্ঞপ্তিতে এবং 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার শ্রাবণ, ১৩৬৩ সংখ্যার সম্পাদকীয়তে যথাযথরূপে বিশ্লেষিত হইয়াছে।

২০শে ডিসেম্বর সমাগত। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের এই দিনটিতে বাংলাদেশে প্রথম গ্রন্থাগার আন্দোলনের বীজ উপ্ত হইয়াছিল। এই কারণে শিক্ষা-সংস্কৃতি অনুরাগী প্রতিটি বাঙ্গালীর নিকট ২০শে ডিসেম্বর তারিখটির একটি বিশিষ্ট তাৎপর্য রহিয়াছে। আমরা একান্তভাবে এই আশা ও বিশ্বাস পোষণ করি যে—বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের এই স্মরণীয় দিনটি আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গের ছোট-বড় প্রতিটি গ্রন্থাগারে 'গ্রন্থাগার দিবস' রূপে যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে উদ্‌যাপিত হইবে।

'গ্রন্থাগার-দিবস' অতীত ইতিহাস বিশ্লেষণের, বর্তমান অবস্থা উপলব্ধির এবং ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণের দিন। আমরা আশা করি—সাধ্য এবং সুযোগ অনুযায়ী নিম্নলিখিত কর্মসূচী পালনের সঙ্গে সঙ্গে এই দিবস (সম্ভব না হইলে এই দিবস হইতে এক সপ্তাহ কালের মধ্যে কোনও দিন) আপনাদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত অঞ্চলস্থ গ্রন্থাগার তথা সমাজ সেবা কর্মীগণের বৈঠকে এবং জনসভায় এই প্রসঙ্গে

পূর্ণ আলোচনার ব্যবস্থা করা হইবে ; এবং এই সকল সভা-সমিতিতে **সরকার প্রবর্তিত গ্রন্থাগার পরিকল্পনার পূর্ণ-সাফল্যের জন্য সর্বস্তরের গ্রন্থাগার পরিচালন-সংস্থায় অঞ্চলস্থ বে-সরকারী গ্রন্থাগারকর্মী ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রয়োজনীয়তা ও অনুপাত** সম্পর্কে প্রস্তাব গৃহীত হইবে ; এবং 'গ্রন্থাগার-দিবস' অনুষ্ঠানের পূর্ণবিবরণীর সঙ্গে এই সকল সভায় গৃহীত প্রস্তাবের প্রতিলিপি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদকের নিকট প্রেরিত হইবে।

নভেম্বর ৩০, ১৯৫৬ সম্পাদক

৩৩, হজুরীমল লেন, কলিকাতা-১৪ **বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ**

"গ্রন্থাগার-দিবসের" খসড়া কর্মসূচী

- নিজ নিজ গ্রন্থাগারের পরিচ্ছন্নতা-বিধান।
- গ্রন্থাগারের উপযোগিতার প্রতি সর্বস্তরের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ।
- সাধ্যমত স্থানীয় গ্রন্থ-সংগ্রহ প্রদর্শনীর আয়োজন।
- গ্রন্থাগারের উন্নতি বিধানকল্পে অর্থ ও গ্রন্থ সংগ্রহ।
- আঞ্চলিক ভিত্তিতে সমাজ-সেবাকর্মীগণের আলোচনা-বৈঠকের আয়োজন, এবং পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণ।
- প্রতি অঞ্চলে কেন্দ্রীয় জনসভার আয়োজন।
- গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার-আন্দোলনের উন্নতিমূলক অন্যান্য কর্মসূচী পালন।

গ্রন্থাগারিকের মান ও মর্যাদা

বিমল কুমার দত্ত
গ্রন্থাগারিক বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

"সদা সত্য কথা বলিবে" এ কথা ছেলেবেলা থেকে পড়ে আসছি। সত্য কথা বলা আর সত্যকে জীবনে স্বীকার করে নেওয়ার মধ্যে যে তফাৎ অনেকখানি সেটা কিন্তু বয়স ও জ্ঞান কিছুটা পরিপক্ক হবার পর টের পেয়েছি। ব্যক্তিগত জীবনে হিসাব নিকাশ করলে যেমন এই তফাৎটা বোঝা যায় সমষ্টিগত জীবনেও তাই।

বর্তমান সমাজ মুখে বলেন যে, সমাজ জীবনের উন্নতির জন্য শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন এবং শিক্ষক ও শিক্ষা প্রচারকগণ সমাজ গঠনে বিশেষ সাহায্য করেন। তাঁদের এক নম্বর সমাজসেবী বললে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু সমাজ জীবনে শিক্ষকদের মান, মর্যাদা ও বেতনের হার বিবেচনা করলে……সত্য কথা বলা আর সত্য স্বীকার করার মধ্যে তফাৎটা বেশ সহজেই ধরা যায়।

শিক্ষকদের কাজ হচ্ছে শিক্ষা দান করা আর গ্রন্থাগারিকের কাজ সেই শিক্ষার প্রচার ও প্রসার ঘটান। কষ্টিপাথরে ঘষে হিসাব করলে দেখা যে, উভয়ই তুল্যমূল্য। একজন করেন রোপন আর একজন করেন তার তদারক, রক্ষণাবেক্ষণ তাকে পরিপক্ক ও সম্পূর্ণ হতে করেন সাহায্য। গ্রন্থাগারিকদের কাজও শিক্ষকদের মত সমাজ জীবন গঠনে একান্ত প্রয়োজনীয়।

প্রগতির ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ক্রমশঃ সমাজ উপরোক্ত সত্যকে আংশিকভাবে মেনে নিয়েছেন। শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দেশময় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার কাজ সুরু হয়েছে। কাগজে কলমে সরকার ও সমাজপতিগণ গ্রন্থাগারিকদের কাজের তারিফ করে প্রয়োজনীয়তাকে মেনে নিয়ে সত্য কথা বলছেন কিন্তু এখনও সমাজ জীবনে তাদের স্বীকার করে নিতে তাদের যথাযোগ্য মান, মর্যাদা ও মূল্য দিতে কুণ্ঠা বোধ করছেন। ব্যক্তিগত জীবনের মত সমাজ জীবনেরও এ এক মহা অগ্নিপরীক্ষা। এই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পারলে প্রকৃত সত্যকে লাভ করা সম্ভব নয়……এদেশের অসংখ্য মূঢ় ম্লানমুখে ভাষা

কোটান আর আশা জাগানও সম্ভব নয় এবং এই মৃতপ্রায় বিশাল দেশকে সত্যকার মহাদেশে পরিণত করাও সম্ভব নয়।

শিক্ষার প্রচার ও উন্নয়নের নিত্যনূতন পরিকল্পনায় সরকার ও সমাজপতিরা আজকাল খুবই ব্যস্ত। আনন্দের কথা যাঁরা এই সব পরিকল্পনার কাঠামো তৈরী করছেন সমাজ তাদের চড়াদামে স্বীকার করে নিয়েছেন কিন্তু দুঃখের কথা যাঁরা গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে এই সব পরিকল্পনাকে রূপায়িত করতে, সার্থক ও সম্পূর্ণ করতে সাহায্য করছেন ও করবেন সমাজ তাঁদের ন্যায্য অধিকার ও যথার্থ মূল্য দিতে কুণ্ঠা বোধ করছেন : এই কুণ্ঠা বোধের কারণ কি ?

মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করলেই যেমন পূজা হয় না ..... চাই যথাযোগ্য মর্য্যাদার সঙ্গে সেই মূর্ত্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা তেমনি পরিকল্পনায় শুধু কাজ হয় না সেই পরিকল্পনাকে যারা সার্থক করবেন—চাই তাঁদের মর্য্যাদার সঙ্গে স্বীকার করা। যদি যথাযোগ্য মূল্য ও মর্য্যাদা দিতে কুণ্ঠা বোধ হয় তাহলে বুঝতে হবে পরিকল্পনাকে রূপায়িত করবার আন্তরিক ইচ্ছার একান্ত অভাব।

গ্রন্থাগারিকের পদ আধুনিক সমাজ জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। একাধারে উপযোগী পুস্তক নির্ব্বাচন, ও সংগ্রহ, পাঠকসৃষ্টি, প্রচার পরিচালনা ও পাঠকের সহিত সরল বন্ধুভাবে মেলামেশা করা এবং উপযুক্ত পাঠকের হাতে উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত পুস্তক পত্রিকা সরবরাহ ও অন্যান্য সুযোগদান গ্রন্থাগারিকের কাজ। সে কারণ গ্রন্থাগারকে সক্রিয় জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান করে গড়ে তোলবার ভার গ্রন্থাগারিকের।

গ্রন্থাগারের এই গুরুদায়িত্বপূর্ণ কাজের জন্য চাই উপযুক্ত কর্মী কিন্তু হিসাব-নিকাশ করলে দেখা যাবে যে সমাজের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদের অতি নগণ্য সংখ্যক ছাত্র গ্রন্থাগারিক বৃত্তি জীবনের পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন। তাঁরা জানেন যে এই বৃত্তিতে মর্য্যাদা ও মূল্য পাবার আশা খুব কম। গ্রন্থাগারকে সার্থক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তুলতে হ'লে চাই – উপযুক্ত গ্রন্থাগারিক, উপযুক্ত গ্রন্থাগারিক গড়ে তুলতে হলে চাই—সমাজের সেরা ও বাছাই করা ছেলেমেয়েদের এই বৃত্তির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করান এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গ্রন্থাগারিক বৃত্তিকে যথাযোগ্য মূল্য ও মর্য্যাদা দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

কিন্তু এ কথা বলে কে, আর দাবী জানায় কে ?

গ্রন্থাগার-পরিষদের মাধ্যমে সমাজের সামনে এই দাবী জানাতে হবে। সরকারকে ও জনসাধারণকে বুঝিয়ে দিতে হবে—আমরা কারা ? আমরা কি চাই

ও কেন চাই ? অন্যান্য দেশের মত আমাদের সমাজ ও সরকার অবশ্যই একদিন জাতীয় জীবনে মর্য্যাদার সঙ্গে আমাদের স্বীকার করবেন—যদি অবশ্য আমরা আমাদের দাবী পরম প্রত্যয়ের সঙ্গে, আন্তরিকতা ও যুক্তির সঙ্গে গ্রন্থাগার-পরিষদের মাধ্যমে জানাতে থাকি। এ দাবী কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত লাভ লোকসানের জন্য নয়—এ দাবী আমাদের সমাজের ও দেশের সার্বত্রিক কল্যাণের জন্য।

আমাদের সরকার ও সমাজ মুখে সত্য কথা বলেন কিন্তু সত্যকে এখনও জাতীয় জীবনে স্বীকার করে নিতে পারেননি। তবে সত্যবোধ যখন জাগ্রত হয়েছে তখন স্বীকার তাঁদের করতেই হবে—আজ না হয় কাল। স্বীকার করানোর ভার কিন্তু আমাদের এবং তার জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

দীর্ঘদিন পরাধীনতার বন্ধনে থাকার জন্য আমরা প্রাণসত্তা হারিয়ে ফেলেছি। আমরা ভুলে গেছি—এ দেশ আমাদের—এ দেশের কল্যাণ, এ দেশের ভালমন্দ আমাদেরই কল্যাণ, আমাদেরই ভালমন্দ। এ দেশের অধিবাসী হিসাবে, আমাদের সম্পূর্ণ অধিকার আছে……সরকারের ও সমাজের দোষত্রুটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার……সত্যের জন্য, কল্যাণের জন্য দাবী জানাবার। আমরা দাবী করছি ……শিক্ষক ও গ্রন্থাগারিক দেশের পরম কল্যাণজনক কাজে নিযুক্ত –তাঁদের যথাযোগ্য মূল্য ও মর্য্যাদা দেওয়া হোক।

গ্রন্থাগার ও প্ল্যানিং

রাজকুমার মুখোপাধ্যায়

এ পৃথিবীতে আমরা যা কিছু দেখি সবই মানুষের সৃষ্টি। পৃথিবীকে মানুষ নিজের প্রয়োজন অনুযায়ীই তৈরী করে নিয়েছে। যদি ভগবানের অস্তিত্ব মেনে নেওয়া যায়, তা হ'লেও একথা স্বীকার করে নিতে হ'বে যে মানুষের চেতনার সংস্পর্শে এসেই ভগবানের সৃষ্টি সফল হ'য়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলতে গেলে :

প্রভু　আমায় যদি বাঁচাও তবে
তোমার ভুবন ধন্য হ'বে।

অর্থাৎ মানুষ না থাকলে পৃথিবীর অস্তিত্ব হ'তো নিশ্চেতন, নিরর্থক ও নিরানন্দময়। গ্রন্থাগারও মানুষের সৃষ্টি। একটী কলমও মানুষের সৃষ্টি। এ দুটী সৃষ্টির মধ্যে তফাৎ কোথায়? একটী জন্ম থেকে একই কাজ করে যা'চ্ছে। কলমের আকারের পরিবর্তন হ'চ্ছে বটে কিন্তু জন্ম থেকে কলমের কাজ হ'চ্ছে লেখা। গ্রন্থাগারের জন্ম থেকে তার কাজের ক্রমান্বয় পরিবর্তন হ'চ্ছে কিন্তু তার আকারের পরিবর্তন হয়নি। এখনও যে কোন গ্রন্থাগারকে আকারের দিক থেকে বলা যেতে পারে "গ্রন্থের আগার"। অথচ গ্রন্থাগারের কাজটা প্রথমের দিকে কি ছিল এবং আজকের দিনে কি হ'য়েছে তা বিচার করে দেখলে দেখা যা'বে ৫০ বছরের পূর্বের গ্রন্থাগারকে আর এখন চেনা যায় না।

প্রথম শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবেই গ্রন্থাগারের সৃষ্টি হয় কিন্তু শীঘ্রই দেখা গেল তাতে পাঠকদের মধ্যে নানারূপ আপত্তি-কারণ কোন একটা মান অনুযায়ীই শিক্ষা দেওয়া সম্ভব—এবং গ্রন্থাগারে শিক্ষার মান অনুযায়ী পুস্তক সঙ্কলন করতে গেলে সকলের মনোরঞ্জন করা সম্ভব হয় না। দ্বিতীয়ত শিক্ষার মধ্যে একটা বাঁধাবাঁধি থাকে, অর্থাৎ শিক্ষাটা জোর করে শিক্ষার্থীর স্কন্ধে চাপিয়ে দেওয়া হয়, ফলে একবার যারা স্কুল কলেজের মাষ্টারীর হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে তারা আর গ্রন্থাগারের মাষ্টারীতে ধরা দিতে চায় না। ফলে গ্রন্থাগারের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রূপ লোপ পায়। এখন কেউ যদি গ্রন্থাগারকে জনশিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বলে তাহলে ভুল হবে। কেবল তাই নয় এ উদ্দেশ্য নিয়ে কোন জনসাধারণের গ্রন্থাগার বেশী দিন চলতে পারবে না পৃথিবীর কোন দেশে চলেনি এবং এখনও চলেনা।

পরে গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য হ'য়ে দাঁড়ায় জনসাধারণকে সুখকর পাঠের সুযোগ দেওয়া। এ উদ্দেশ্য নিয়ে কিছুদিন গ্রন্থাগার চলেছিল—এবং গ্রন্থাগারের এ উদ্দেশ্য গ্রন্থাগারের এখনও কতকটা বজায় আছে কিন্তু গ্রন্থাগারের এ উদ্দেশ্যটা এখন দ্বিতীয় স্তরে নেমে গেছে কেন তা বলছি।

মানব সভ্যতা তার জন্ম থেকে এগিয়েই চলেছে ((Transcending) কারণ প্রত্যেক মানুষটির চরিত্র হ'চ্ছে যে সে ক্রমাগত "এগিয়ে চলেছে"—অর্থাৎ প্রথম মানুষ "হয়" (is) পরে সে নিজেকে সংজ্ঞা (essence) দেয় এবং সে তাকে নিত্য নতুন করে সংজ্ঞা দিতে থাকে। নিজেকে "সংজ্ঞা" দেওয়ার ক্ষেত্রে মানুষ সম্পূর্ণ মুক্ত। "আমি আমাকে গড়ে তুলবো আমার নিজের মত করে"—এইটাই হলো মানুষের মুক্তির লক্ষণ। কিন্তু ক্রমশঃ মানুষ এমন ভাবে সমাজ ও সভ্যতার

জালে জড়িয়ে পড়লো যে সে তার নিজের সত্তা হারাতে বসেছে। আজ যদি আমরা দেশ বিদেশের মানুষকে বিচার করে দেখি তা হ'লে দেখব, মানুষ আজ আর নিজেকে গড়ে তুলছে না, মানুষকে গড়ে তোলা হচ্ছে একটা standard পরিকল্পনা অনুযায়ী। যেমন একজোড়া জুতো, কিংবা একটা জামা গড়ে উঠছে ঠিক তেমনি একটা মান অনুযায়ী মানুষও গড়ে উঠছে এবং এই মানটা যে কি বস্তু তা একটু চিন্তা করে দেখলেই বুঝা যায়। **ইহা একটী দলের রূপ, কারণ পরিকল্পনাটী একটী দলীয় ব্যাপার।** মুক্ত প্রত্যেকটী মানুষের রূপ আলাদা। আর হাতে গড়া প্রত্যেকটী পুতুলের রূপ এক—এখন বিচার করে দেখুন কোনটী সুন্দর।

তারপর সিনেমা ও বেতার এ দুটী সামাজিক প্রতিষ্ঠানও মানুষকে যা শেখাচ্ছে, যা শোনাচ্ছে এবং যা দেখাচ্ছে, তা সবই একটী standard অনুযায়ী। কারণ তদ্ভিন্ন এ সব প্রতিষ্ঠানের বেঁচে থাকা অসম্ভব। এ সব প্রতিষ্ঠানকে সমষ্টিগত (enmasse) ভাবে শিক্ষা ও আনন্দ পরিবেশন করতে হয়। এসব প্রতিষ্ঠানের কাছে ব্যক্তির মূল্য বিশেষ নেই। ফলে কোন একটী সমাজের মানুষের ব্যক্তিগত বিশেষত্ব বলে আর কিছু থাকছে না এবং সমাজের রূপটা হ'য়ে যাচ্ছে রংহীন বৈচিত্র্যহীন। প্রত্যেক মানুষটী হ'য়ে যাচ্ছে ছাঁচে ঢালা।

আবার সমাজ আজ যে অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে সে অবস্থায় কোন একটী ব্যক্তির সংজ্ঞা দিতে গেলে তার পেশার মাধ্যমে ভিন্ন তাকে সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। কাউকে আমরা ডাকি রিক্সাওয়ালা বলে, কারণ তার পেশা রিক্সা টানা—তেমনি উকিল, ডাক্তার, গ্রন্থাগারিক ইত্যাদি। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না ডাক্তারও মানুষ। ডাক্তারী তার পেশাগত লক্ষণ হ'তে পারে কিন্তু মানুষ হিসাবে তার কাজের বিস্তার অনেক বেশী। সুতরাং একজন ডাক্তারীতে ভালো হ'লেও তাকে আমরা সম্পূর্ণ মানুষ বলতে পারি না—একজন ডাক্তার একজন মানুষের প্রতিকৃতি ব্যতীত আর কিছু নয়। সুতরাং শিক্ষিত মানুষকেও সত্যিকারের মানুষ বলতে পারা যায় না। **একজন সত্যিকারের মানুষ তাকেই বলবো যে মানুষ তার কৃষ্টির সঙ্গে সম্যকভাবে পরিচিত।** কোন একটী যুগের চিন্তাধারার সমষ্টিকেই কৃষ্টি নাম দেওয়া যেতে পারে।

প্ল্যানিংএর ব্যাপারটা সুরু হ'য়েছে গত যুদ্ধ থেকে এবং প্ল্যানিংএর প্রয়োজনও হ'য়ে পড়েছিল বিশেষ করে ইউরোপের মধ্যে। ইউরোপীয় সভ্যতা গত যুদ্ধের সময় থেকে এমন অবস্থায় এসে পড়েছে যে ব্যক্তি আর নিজেকে সমাজের

সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারছে না। মানুষের শাশ্বত চিন্তা, ধর্ম, রীতিনীতি তথা সমাজের বুনিয়াদ ভেঙে পড়ছে। কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা জোর করে কেউ তা বলতে পারছে না বলে মানুষ এক নির্দেশবিহীন চৌমাথার মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে—কোন দিকে যা'বে সে! তাকে পথ দেখাবার প্রয়োজন হওয়াতেই প্ল্যানিংএর প্রয়োজন।

সমাজের যখন এ অবস্থা তখন গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্যেরও পরিবর্তন হ'তে বাধ্য। একমাত্র জনসাধারণের গ্রন্থাগারে এসে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্তভাবে গড়ে তোলবার সুযোগ পায় কারণ গ্রন্থাগারে পড়া পাঠকের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। কারুর নির্দেশ অনুযায়ী সেখানে পাঠক বই বেছে নেয় না। বইয়ের মাধ্যমে সে নিজেকে এবং সমাজকে সম্পূর্ণভাবে চিনতে পারে ফলে নিজের এবং সমাজের দোষ গুণ তার নিজের চোখে পড়ে এবং তার বাকি থাকে নিজের এবং সমাজের দোষগুলিকে পরিমার্জন করে নেওয়া। এমনিভাবে জনসাধারণের গ্রন্থাগার ব্যক্তিগত বিশেষত্বকে বজায় রেখে Standardisationএর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে শেখায় এবং সমাজের মানুষগুলোকে কাঠের পুতুলে পরিণত হ'তে দেয় না।

ব্যক্তিত্বকে বজায় রেখে সম্পূর্ণ সক্রীয় ভাবে ব্যক্তিকে একমাত্র গ্রন্থাগার ভিন্ন অন্য আর কিছু গড়ে তুলতে পারে না। কোন একটী ছবি, বেতারের কোন একটী বক্তৃতা মানুষ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রীয় থেকেও তা উপভোগ করতে পারে কিন্তু সম্পূর্ণ নিষ্ক্রয়ভাবে সে একখানি বই পড়তে পারে না। কারণ কোন একটি বাক্যের মানে পাঠককে করে নিতে হয়। যতক্ষন না পাঠক একটী বাক্যকে সংজ্ঞা দিচ্ছে ততক্ষণ সে কথাটী সাদা কাগজের উপর কালো দাগ ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং বই পড়াটা সব সময়ে Creative (পাঠক যেন Re-creative ধরে না বসেন)— ফলে বই পড়ায় সৃষ্টির আনন্দ থাকে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে পড়ার মাধ্যমে আনন্দ দেওয়া গ্রন্থাগারের একটা কাজ হলেও এখন তা মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। এখন গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য হ'চ্ছে মানুষকে তার নিজের সঙ্গে, তার সমাজের সঙ্গে এবং তার কৃষ্টির সঙ্গে সম্যক পরিচয় করিয়ে দেওয়া।

পরিশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে জনসাধারণের গ্রন্থাগারকে প্ল্যানিংএর অন্তর্ভুক্ত করলে মারাত্মক ভুল হ'বে; তাতে তার উল্টা ফিরি হবে—অর্থাৎ গ্রন্থাগার আর মানুষ তৈরী করবে না, তৈরী করবে কেবল একটী দলগত মূর্ত্তি অনুযায়ী কাঠের পুতুল যাদের নিজস্ব বলতে কিছু থাকবেনা—তাদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত হবে ছাচে ঢালা।

গ্রন্থবিদ্যার ভূমিকা

আদিত্য ওহদেদার

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষাদানের কালে দেখা গেছে যে ছাত্রদের মধ্যে Bibliography সম্বন্ধে সুস্পষ্ট সম্যক ধারণা গড়ে ওঠে না। এই বিষয়টির নানা শাখাপ্রশাখা তাঁদের মনে একটা ধাঁধার সৃষ্টি করে; ফলে তাঁরা বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেন না এবং তার পঠনপাঠনকে অনাবশ্যক ভারাক্রান্ত বলে মনে করেন। অথচ বিষয়টি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা যার ওপর গ্রন্থাগারিকের প্রকৃত মর্যাদা নির্ভর করে।

Bibliography বিষয়টি হল গ্রন্থ সম্বন্ধে জ্ঞান। বাংলায় একে গ্রন্থবিদ্যা বলতে পারি। গ্রন্থাগারিকের কাজ গ্রন্থ নিয়ে, সুতরাং গ্রন্থবিদ্যা তাঁর আয়ত্ত হওয়া উচিৎ।

গ্রন্থবিদ্যা বিষয়টি ব্যাপক, তার কারণ গ্রন্থ যে যে উপাদান নিয়ে গড়ে ওঠে তারাও ব্যাপক। গ্রন্থের উপাদান সম্পর্কিত জ্ঞান নিয়েই গ্রন্থবিদ্যা।

গ্রন্থের উপাদান কি কি? একখানা বই দেখলেই তা জানা যায়। গ্রন্থের উপাদান হল—

(১) কাগজ
(২) ছাপাই
(৩) চিত্রণ
(৪) বাঁধাই

(১) কাগজ: কাগজ না হলে বই হবে না। কিন্তু তা কবে থেকে? কতোদিন ধরে কাগজের চল হয়েছে? একথা জানতে ইতিহাসের আশ্রয় নিতে হয়। তখন কাগজ সম্বন্ধে নানা চমকপ্রদ খবর পাওয়া যায়। তখন জানা যায় কাগজ আবিষ্কৃত হবার আগেও মানুষ অন্য দ্রব্যকে বইয়ের উপাদান হিসেবে ব্যবহার করেছে। যেমন, ব্যাবিলন আসিরিয়ার লোকেরা ব্যবহার করেছে clay tablet মাটির চাকতি, মিশরের লোকেরা papyrus নামক ঘাস যা নীলনদের তীরে খুবই জন্মাত, এবং ভারতীয়েরা ভূর্জপত্র ও তালপত্র।

কাগজ আপনি জন্মায় না, মানুষ তাকে তৈরী করে। সুতরাং জানতে হবে কি কি জিনিস দিয়ে কাগজ তৈরি হয়। অনেক রকম তো কাগজ আছে, তাদের প্রকারভেদ কী ভাবে সৃষ্টি করা হয়? শক্ত মজবুত কাগজ, সবচেয়ে ভালো কাগজ কী দিয়ে তৈরি হয়? কাগজ সম্বন্ধে জানতে গিয়ে এসব প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন এসে পড়ে।

কাগজ তৈরি হাতেও হয়, কলেও হয়। হাতে তৈরি কাগজ ও কলে তৈরি কাগজে তফাৎ আছে। সে তফাৎ কোথায়, কতোখানি এও তো জানা উচিৎ।

(২) **ছাপাই :** অতি সহজে এবং স্থায়ীরূপে বহুজনের কাছে যাতে মানুষের কথা পৌঁছায়—এই আকাঙ্খাই ছাপাখানা আবিষ্কারের মূলে। পাঁচশ বছর আগে ছাপাখানা আবিষ্কৃত হয়, তারপর এতদিন ধরে ছাপার কাজে কতো পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে, এবং আজও হচ্ছে। অক্ষরের শ্রীছাঁদ নিয়ে কতো শিল্পকার্য। ছাপার কাজ দ্রুতকরণের জন্যেও কী বিপুল উদ্যোগ। একটি একটি অক্ষর হাতে করে নিয়ে ছাপার পংক্তি সাজানো, ছাপার কাজের এই প্রাথমিক অবস্থা থেকে শুরু করে লাইনো টাইপ, মনোটাইপ এবং বর্তমানের ফটো কম্পোজার পর্যন্ত ছাপার কাজ সাফল্যের নূতন নূতন তোরণে নিজের বিজয় পতাকা উড়িয়েছে। কী বিচিত্র সে কাহিনী। নিচের তালিকা থেকে বোঝা যাবে ছাপার গতির অঙ্ক কোথা থেকে এসে পৌঁছেছে :

১৪৪০ সাল	হাতে ছাপাই আবিষ্কার	১,০০০ অক্ষর ঘণ্টায়
১৮৯০ সাল	লাইনোটাইপ "	১০,০০০ " "
১৮৯৭ সাল	মনোটাইপ "	৪০,০০০ " "
১৯৫২ সাল	ফটো কম্পোজার "	১২০,০০০ " "

(৩) **চিত্রণ :** বইয়ে খালি অক্ষর ছাপা হয় না, ছবিও ছাপা হয়। Alice in Wonderland এর Alice বলেছিল, বইতে যদি ছবি না থাকে তো বইয়ের মূল্য কি? বাস্তবিক, বক্তব্যবস্তু পরিস্ফুট করতে অধিকাংশ বইতেই ছবির প্রয়োজন হয়। কিন্তু সে-সব ছবি ছাপা হয় কী করে? আমাদের কাছে এ এক বিরাট কৌতূহল নয় কি? ছবি ছাপার প্রাথমিক অবস্থা হল কাঠখোদাইয়ের রেখাচিত্র। কিন্তু শুধু রেখায় কি মন ওঠে। বস্তুর সম্পূর্ণ প্রতিফলন চাই। শুধু সাদা কালোয় নয়, রঙেও—শিল্পী নানা রঙের সাহায্যে যে ছবি আঁকে সে ছবিকে ছাপার পাতায় দেখতে চাই। ছাপার কাজ এবিষয়েও পেছিয়ে নেই। আজ যে কোন ছবিকে, তাতে যতোই সূক্ষ্ম শিল্পকার্য ও বর্ণ-বৈচিত্র্য থাক না, অতি সহজেই ছাপা যায়, এবং তার রূপ অবিকৃত, অবিকল থাকে। ছবি-ছাপাইয়ের বিভিন্ন উপায়গুলি সম্পর্কিত তত্ত্ব ও তথ্য গ্রন্থবিদ্যার একটি অতি মনোজ্ঞ অংশ।

(৪) **বাঁধাই :** কাগজ, ছাপাই ও চিত্রণ বইয়ের আসল উপাদান বটে, কিন্তু এরা বইয়েরই আকার দিতে পারে না। বই তার নিজের রূপ ধারণ করে বাঁধাইয়ের

সাহায্যে। বাঁধাইয়ের দুটি অঙ্গ—এক সেলাই, দুই আবরণ বা মলাট। বাঁধাই কাজেরও বিচিত্র ইতিহাস। বিভিন্ন সময়ের কতো বিভিন্ন রুচির পরিচয় জড়িয়ে আছে বাঁধাইয়ের কাজে। তাছাড়া বাঁধাই শিল্পের কতো না রীতি, কতো ভঙ্গী, কতো ক্রমবিকাশ।

প্রশ্ন হ'তে পারে, এতো সব খবরে গ্রন্থাগারিকের কী প্রয়োজন? গ্রন্থাগার পরিচালনার কাজে এর মূল্য কী? মূল্য রীতিমতো আছে। ভালো কাগজ, ভালো ছাপাই ও ভালো বাঁধাই সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান না থাকলে পুস্তক নির্বাচনের কাজটা ভালো হয় না। কী রকমের কাগজের বই অল্পদিনেই বাদামী রং ধরে না, একটু টানেই তার পাতা ছেঁড়ে না, পাতা মুড়লে কেটে যায় না; কী রকমের ছাপাই পড়তে সুবিধা, অনেকক্ষণ পড়লেও চোখ টাটায় না; কী রকমের বাঁধাই বহুজনের হাত লাগলেও অটুট থাকে, বই খুলতে মুড়তে অসুবিধে হয় না, কী রকম মলাটের বই আলমারিতে পড়ে থাকলে অল্পদিনেই পোকায় কাটে—গ্রন্থাগারিক হিসেবে এসব তত্ত্ব জানা অত্যাবশ্যক।

গ্রন্থের ব্যবহার দু রকমের। এক. তার দেহকে নিয়ে; দুই, তার আত্মাকে নিয়ে। কাগজ, ছাপাই, চিত্রণ ও বাঁধাই—এদের সম্পর্ক গ্রন্থকে নিয়ে। কিন্তু গ্রন্থের আত্মা, অর্থাৎ গ্রন্থ যার আধার—সেই জ্ঞানকে নিয়েও গ্রন্থবিদ্যার কাজ। এবং সে-কাজের উদ্দেশ্য হল কোনও বিষয়ের ওপর যা যা বই আছে তার সন্ধান দেওয়া। অর্থাৎ গ্রন্থপঞ্জী রচনা করা। ছাপাখানা থেকে প্রতিদিন কতো বই তো বেরুচ্ছে। তার হদিশ না রাখলে জ্ঞানবিদ্যা চর্চা করা পদে পদে অসুবিধে-জনক ঠেকে। এই হদিশ দেবার উপায় হল গ্রন্থপঞ্জী নির্মাণ। কোনও বিশেষ স্থানের গ্রন্থ সংগ্রহের হদিশ যার দ্বারা দেওয়া হয় তাকে বলে তালিকা। গ্রন্থাগার প্রকাশালয়, পুস্তকবিক্রেতার দোকানে সংরক্ষিত পুস্তক সমূহের তালিকার সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। কিন্তু গ্রন্থপঞ্জীর দৃষ্টি কোন বিশেষ পুস্তকসংগ্রহের প্রতি নিবদ্ধ থাকে না। তার দৃষ্টি উন্মুক্ত—যেখানেই পুস্তক প্রকাশিত হোক না, অথবা সংরক্ষিত থাক না, প্রয়োজনমত তার সন্ধান দেওয়া তার কাজ। শুধু তাই নয়, গ্রন্থপঞ্জীতে গ্রন্থ সম্বন্ধে এমন বিবরণ থাকবে যাতে সুধিজনের উপকার হয়—গ্রন্থ না দেখেও গ্রন্থের বিষয় সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা জন্মে। প্রয়োজন সাধক গ্রন্থপঞ্জী কতো রকমের, তাদের আঙ্গিক বৈচিত্র্য ও প্রস্তুতকরার প্রণালী এ তত্ত্ব জানবার জন্যে গ্রন্থবিদ্যার সবক অনুশীলন প্রয়োজন।

গ্রন্থাগারিকের বিড়ম্বনা

গৌরীশংকর চট্টোপাধ্যায়

গ্রন্থাগারিক শ্রীগদাধর গ্রন্থাগার বহরকুলী, বর্দ্ধমান

পল্লীগ্রামের ছোটোখাটো গ্রন্থাগার। বইএর সংখ্যা কুড়িয়ে বাড়িয়ে পুঁথি পত্তর মিলিয়ে হাজার খানেক হবে। সাধারণতঃ অপরাহ্নের দিকে ঘণ্টা দুই করে গ্রন্থাগার খোলা থাকে। পাঠক সভ্যের সংখ্যা ছোটর বড়র অনূর্দ্ধ সত্তর। সত্তর জন সভ্যের তুলনায় গ্রন্থাগারের পুস্তক যথেষ্টই বলা চলে। এছাড়া আছে জেলা গ্রন্থাগারের যোগান। ৪৫ দিন অন্তর তাঁরা গ্রন্থযানে বাড়ী বয়ে বই দিয়ে যান। তবু হামেশাই গ্রন্থাগারিককে বিপদে পড়তে হয়। একজন সভ্য এসে ঢুকলেন। মুখের দিকে তাকিয়েই ত ঘাবড়ে গেলুম। এযে সিরাজদৌল্লার সেনাপতি মীরজাফরের প্রতি মোহনলালের চাউনি। তার ভাবটাই হল আর আমার দ্বারা হবে না। তবু একবার চেষ্টা করলাম, "কিগো 'আরোগ্য নিকেতন' কেমন লাগল ?"

"দূর দূর ! একদম বাজে বকে গেছে, শুধু নাড়ীটেপা আর ওষুধ…"

মরিয়া হয়ে বললাম, "অতবড় লেখক, দার্শনিক ভঙ্গীতে লেখা…"

"লেখক বড় তা স্বীকার করি কারণ ঐ হাতেইত 'রাইকমল'—তা যাক আজ একখানা ভাল বই দেবেন কিন্তু, নইলে আমার পক্ষে মেম্বার থাকা চলবে না…"

এতক্ষণে তাঁর অসন্তোষের কারণ বোঝা গেল। হেসে বললাম, "বেশ তাই হবে, কি ধরণের বই দোব, একটানা গল্প না উপন্যাস…"

"ছোট ছোট গল্প—না, না, একটানা নভেল দিন, যাতে পাতার পর পাতা suspense…"

"Suspense ?" ভুরু কুঁচকে বললাম, "ডিটেকটিভ বই নিয়ে যাও তাহলে।"

"দূর দূর। ও গুলিগোলা চলবে না, তবে এমন বই দিন যাতে আছে প্রেম, কান্না, হাসি…"

রীতিমত ঘাবড়াতে সুরু করি। দিলাম সুমথনাথের 'পরপূর্ব্বা'। খুঁতখুঁতে মন নিয়ে চলে গেল।

আমার গ্রন্থ নির্ব্বাচনে আস্থা নেই হয়ত। এই রকম সভ্য এলে সে সব দিন সত্যি সত্যিই আমার বড় ভয় করে। আবার এক রকমের মেম্বার আছেন যাঁরা চান মোটা বই তা নাটক হোক, গল্প হোক বা কবিতাই হোক, আশ্চর্য এই যে তার পরের দিনই সেই বই তাঁরা ফেরৎ দেন।

•

জিগ্যেস করি, "ভাল লাগল না বুঝি ?"

দিব্যি জবাব দেন, "কেন পড়া ত হয়ে গেছে।"

অথচ আমি জানি ভদ্রলোকের মুদীর দোকান আছে। তিনি নিশ্চয়ই তা বন্ধ রেখে রুদ্ধ নিশ্বাসে বই পড়েন না ; যাক ব্যক্তিগত সমালোচনা না করাই সঙ্গত। তৃতীয় দফায় মহিলা সভ্যদের কথা বলি। পল্লীগ্রামের বৌ ঝি তাঁরা, কবির ভাষায় অব্যক্ত সরল চোখের চাউনি নিয়ে বাঁশ বাগানের পথ ধরে কলস কাঁখে নিয়ে তাঁরা জল আনতে যান। এ হেন মহিলারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাথমিক বিদ্যালয়েই তাঁদের শিক্ষা সমাপ্ত করেছেন। সেই রকম আবহাওয়া বুঝে নিয়ে তাঁদের বই দিতে হয় অবশ্য নবীনা ও প্রবীণাকে সমগোত্রীয়া করি না, তবু সকলে আমার উপর সন্তুষ্ট হন না। কারণ বিয়ে থা' করে স্বামী পুত্র নিয়ে ঘর করতে লাগল এই রকম বই আমি যখন যোগান দিতে পারি না। সবক্ষেত্রেই যে এই রকম তা বলছি না, বরঞ্চ আশ্চর্য্য হবার মত ব্যতিক্রম আছে। সাধারণ কেরাণীর স্ত্রী, হয়ত বড় জোর উচ্চ বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেছেন, তাঁকে প্রায়ই কাব্যগ্রন্থ সমূহের আধুনিকতম সংস্করণ পর্য্যন্ত সরবরাহ করতে হয়। শুধু তাই নয় তিনি তাঁর ছেলে মেয়েদের তার থেকে আবৃত্তি করান।

মোটামুটী কথা এই যে শতকরা ১০ থেকে ১৫ জন সভ্য হয়ত ঠিক আমার নির্ব্বাচনমত বই পড়েন। বাকী সকলে আমার নির্ব্বাচনে আস্থা রাখতে পারেন না, আবার নিজের বুদ্ধির মাপকাঠিতে পুস্তক নির্ব্বাচনও করে উঠতে পারেন না। সেই জন্যই এই সকল সভ্য আমাকে গ্রন্থাগারিক হিসাবে ভাল বলেন না। অবশ্য সব দোষটা তাঁদের প্রাপ্য নয় আমাদেরও আছে, সেই মান্ধাতার আমলে আমাদের বাবা জেঠারা যে সব বই দিয়ে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, তার পর আমরা খুব বেশী এগিয়ে যেতে পারি নি। নতুন বই প্রকাশ পাওয়ার এক বছর পরে হয়ত সেটা কেনা হয়। পাঠক প্রদত্ত চাঁদাতে লাইব্রেরীর আনুসঙ্গিক খরচা মেটে, কিন্তু বই কেনা সম্ভব হয় না, আর সরকারের কাছ থেকে যেটা পাওয়া যায় প্রয়োজনের তুলনায় তা' অত্যল্প। অতএব পাঠকের ক্ষোভ দূর করতে পারি না বলে আমাদেরও কোন ক্ষোভ নেই।

পরিষদ কথা

গ্রন্থাগার দিবস—

আগামী ২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে পরিষদের উদ্যোগে কলেজ স্কোয়ারস্থ ইউনেটস হলে অপরাহ্ণ ৫।০ ঘটিকায় একটি কেন্দ্রীয় জনসভা অনুষ্ঠিত হবে। পৌরোহিত্য করবেন পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার মাননীয় স্পীকার শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করবেন শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য। এই উপলক্ষে ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীটে কুমার সিং হলে এক গ্রন্থ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সঙ্কলিত তের শ' মৌলিক গ্রন্থ সংগ্রহের তালিকার ও ১৯৪৬ সালের বাংলায় প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী প্রদর্শিত হবে।

বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন

পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী ২৩শে ডিসেম্বর বিকাল ৫টায় ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরীতে পরিষদের ২২তম বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ঐ দিনেই উক্ত স্থানে অপরাহ্ণ ৪।০ টায় ১৯৫৫ ও ১৯৫৬ সালে পরিষদের গ্রন্থাগারিক শিক্ষন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের সার্টিফিকেট বিতরণ করা হবে।

লাইব্রেরী ডাইরেক্টরী—

পশ্চিম বঙ্গ লাইব্রেরী ডাইরেক্টরীর প্রস্তুতির কাজ শীঘ্রই সমাপ্ত হবে। এবং আগামী বছরের প্রথমার্দ্ধেই মুদ্রণের কাজ সুরু হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। ডাইরেক্টরীতে পূর্বের ন্যায় গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ প্রাপ্ত সকলের নাম ইত্যাদি সন্নিবেশিত হবে। সেজন্যে পশ্চিম বঙ্গের সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা ও ডিগ্রী প্রাপ্ত সকলকে Convener, Publication Committee, 33, Huzurimul Lane, Calcutta-14 ঠিকানায় নিজ নাম ও ঠিকানা অবিলম্বে পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে। নাম ও ঠিকানা প্রাপ্তির পর পরিষদ তাঁদের নিকট ফর্ম পাঠাবেন।

গ্রন্থাগার সংবাদ

বাণীভবন লাইব্রেরী ॥ পুরাতন মালদহ।

গত ১লা ডিসেম্বর পুরাতন মালদহ বাণী ভবন গ্রন্থাগারের উদ্যোগে নিখিল ভারত সমাজ শিক্ষা দিবস সমারোহের সহিত উদযাপিত হয়। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক প্রাচীর চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন শ্রীনিধুগোপাল কাব্যপুরাণতীর্থ। অপরাহ্নে স্থানীয় থিয়েটার হলে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্রীকানাইলাল দাসের সভাপতিত্বে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষা বিষয়ে দুর্দশাগ্রস্ত মালদহ জেলায় কী ভাবে সমাজ শিক্ষার ভিত্তিতে গ্রামীন জনজীবনকে উন্নত করা যায় সে সম্পর্কে আলোচনা হয়। সর্বশেষে সন্ধ্যায় পুরাতন মালদহ কীর্তনীয়া সম্প্রদায়ের পরিচালনায় একটি সংকীর্তন অনুষ্ঠানটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলে। এতদুপলক্ষে সর্বশ্রী সুধীর আগরওয়ালা, মোহিত বসাক, গ্রন্থাগারিক সতীশ চন্দ্র দে প্রভৃতি কর্মীগণের অক্লান্ত প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

ভাকুড় আনন্দময়ী সাধারণ পাঠাগার ॥ বালুহাটি ॥ হাওড়া।

অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও সমাজ শিক্ষা দিবস পাঠাগারে পালিত হয়। তদুপলক্ষে সাংগীতিক অনুষ্ঠান ও অর্থ সংগ্রহ সেদিনকার অনুষ্ঠান সূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং সায়াহ্নে এক জনসভা হয়। পৌরোহিত্য করেন শ্রীসুধীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সভায় প্রায় দুইশত গ্রামবাসী যোগদান করেন।

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র স্মৃতি সাহিত্য মন্দির ॥ পাঁড়ুয়া ॥ হরিপুর ॥ হাওড়া।

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র স্মৃতি সাহিত্য মন্দির (সাধারণ পাঠাগার) পরিচালিত 'বাণী ভবনঙ্করী নৈশ বিদ্যালয়ের' উদ্যোগে গত ১লা ডিসেম্বর শনিবার সমাজ শিক্ষা দিবস পালন করা হয়। সকালে এক বিরাট জনসভায় বিভিন্ন বক্তা সমাজের সর্বস্তরে শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। রাত্রে স্থানীয় দুইজন বিশিষ্ট তরজা গায়ক তরজা গান করিয়া পরিতৃপ্ত করেন।

ধ্রুব সংহতি ॥ বালসী ॥ বাঁকুড়া ।

গত ২রা ডিসেম্বর সমিতির বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। বার জন সদস্যকে নিয়ে নতুন কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয়। ধ্রুব সংহতির কার্যাবলীতে পাঠাগার, নৈশ বিদ্যালয় পরিচালন ছাড়াও নানাবিধ সেবা কার্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

কুচুট শান্তি বাহিনী ॥ কুচুট ॥ বর্দ্ধমান ।

কুচুট শান্তি বাহিনীর গ্রন্থাগারটি প্রাচীন। কিন্তু কর্মী ও উৎসাহের অভাবে মধ্যে গ্রন্থাগারটির অবস্থা বিশেষ ভাল ছিল না। পরে গ্রামবাসীরা গ্রন্থাগারটির প্রতি যত্নবান হন ও গ্রন্থাগারটির উপযুক্ত নতুন নামকরণ হয়। বর্তমানে গ্রন্থাগারটি উন্নতির পথে।

ভারতী পাঠাগার ॥ করন্দা ॥ বর্দ্ধমান ।

গত ১লা ডিসেম্বর শনিবার করন্দা ভারতী পাঠাগারে "নিখিল ভারত সমাজ শিক্ষা দিবস" উদ্‌যাপিত হয়। প্রত্যূষে ভারতী পাঠাগার হতে শঙ্খ বাদ্যধ্বনি সহ একটি সুসজ্জিত প্রভাত ফেরী বের করা হয়। বেলা ৮ টায় একটি শোভাযাত্রা গ্রাম প্রদক্ষিণ করে পাঠাগার সমক্ষে সভাস্থলে যোগদান করে। সভায় বিভিন্ন বক্তা সমাজ শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। কয়েকজন নিরক্ষরকে পাঠাগারকক্ষে অক্ষরজ্ঞান দানের ব্যবস্থা করা হয়। সকাল ৭টা হইতে রাত্রি ৮ ঘটিকা পর্যন্ত পাঠাগারটিকে সুসজ্জিত করিয়া খুলিয়া রাখা হয়। রাত্রি দশ ঘটিকায় একটি নাটক মঞ্চস্থ করা হয়।

বিবেকানন্দ পাঠাগার ॥ কাঁদোয়া ॥ ধর্মদা ॥ নদীয়া ।

সমাজ শিক্ষা দিবস উপলক্ষে গত ১লা ডিসেম্বর পাঠাগারের উদ্যোগে এক জনসভা হয়। পাঠাগারের নিজস্ব নবনির্মিত ভবন আগামী পৌষ মাসে উদ্বোধন করা হবে। সর্বশ্রী ভবানী মোহন সাহা ও গোপাল চন্দ্র বিশ্বাস যথাক্রমে সম্পাদক ও সহ-সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন।

ভারতী পরিষদ ॥ ৬, আর, জি, কর রোড ॥ কলিকাতা-৪ ।

গত ৯ই অগ্রহায়ণ, রবিবার ভারতী পরিষদের ৬৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস পরিষদ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন

যথাক্রমে শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য ও সাহিত্যিক শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র। সভায় পৌর প্রতিনিধি শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বসু, ও সমাজ শিক্ষা বিভাগের (পশ্চিমবঙ্গ) শ্রীনির্মল রায়ও বক্তৃতা করেন। পরিষদের শুভ কামনা করে শ্রীপ্রমীল চন্দ্র বসু, গ্রন্থাগারিক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাণী প্রেরণ করেন। অনুষ্ঠান উপলক্ষে জলযোগ ও বিচিত্রানুষ্ঠানের বন্দোবস্ত করা হয়েছিল।

শশিপদ ইনষ্টিটিউট ॥ ৩, ইনষ্টিটিউট লেন ॥ কলিকাতা-৩৬।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে বরানগরে সেবাব্রত শ্রীশশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শশীপদ ইনষ্টিটিউট ৮০ বৎসর কাল অতিক্রম করায় উক্ত ইনষ্টিটিউটের কার্যকরী সমিতি ও সভ্যগণ আগামী জানুয়ারী মাসে ইনষ্টিটিউটের "হীরক জয়ন্তী" উৎসব পালন করবার আয়োজন করেছেন। বিশিষ্ট নাগরিকগণের উপস্থিতিতে এই উৎসব সাড়ম্বরে পালিত হবে এবং উৎসবে আলোচিত অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যে "গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা" বিশেষ ভাবে প্রাধান্য দেওয়া হবে।

অন্যান্য রাজ্যের খবর :

রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ভবনের ভিত্তি স্থাপন

গত ১১শে অক্টোবর জয়পুরে রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ভবনের ভিত্তি রাজস্থানের রাজপ্রমুখ জয়পুরের মহারাজা আনুষ্ঠানিকভাবে স্থাপন করেন। গৃহ নির্মাণে ৬·৫ লক্ষ টাকা খরচ হবে। তার মধ্যে ৪ লক্ষ টাকা পাওয়া যাবে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাণ্টস কমিশনের নিকট হতে। মহারাজা তাঁর ভাষণে বলেন, "সমাজ সচেতন নাগরিকদেরই ওপর বর্তায় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কল্যাণ ও উন্নতি। এবং রাষ্ট্রের অপরিহার্য একটি অঙ্গ হল গ্রন্থাগার। জনগণের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসারতা গ্রন্থাগারের মাধ্যমে সহজে সাধন করা সম্ভব।" রাজস্থানের ইতিহাস ঐতিহ্যময়। সামাজিক ও অর্থনৈতিক গবেষণাদির সঙ্গে ঐতিহাসিক গবেষণারও যে এক বিরাট কেন্দ্র হয়ে উঠবে গ্রন্থাগারটি এ তাঁর একান্ত আশা ও বিশ্বাস।

গ্রন্থাগার পরিকল্পনায় আসাম সরকার

অন্যান্য রাজ্যের ন্যায় রাজ্যব্যাপী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের পরিকল্পনা আসাম সরকার শিলং, গৌহাটি, তেজপুর, নওগাঁ, জোড়হাট, শিলচর প্রভৃতি সাতটি জেলায় একটি করে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার স্থাপনের সিদ্ধান্ত করেছেন। এজন্যে মোট ৩২ লক্ষ টাকাও মঞ্জুর করা হয়েছে। ইতোমধ্যে গ্রন্থ ক্রয় বাবদ উক্ত স্থানীয় গ্রন্থাগারগুলির জন্যে আশি হাজার টাকা খরচ করা হয়েছে। এক একটি জেলার বিভিন্ন গ্রন্থাগারের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন ও গ্রন্থ বিনিময়ের কার্যও পরিকল্পনাটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। রাজ্যের গ্রন্থপঞ্জী ও ইউনিয়ন ক্যাটালগ প্রণয়ন, নির্বাচিত গ্রন্থ তালিকা ও অনুবাদিত গ্রন্থ প্রকাশনা এবং অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপন প্রভৃতি কার্যের জন্যে একটি লাইব্রেরী বোর্ড গঠিত হয়েছে।

নেহরুজী কর্তৃক দিল্লীতে গ্রন্থাগারের দ্বারোদ্ঘাটন

স্বনামধন্যা সঙ্গীত-শিল্পী শ্রীমতী এম, এস, শুভলক্ষ্মী প্রদত্ত অর্থ ও তাঁর কণ্ঠ-সঙ্গীত সাহায্যানুষ্ঠানে সংগৃহীত ৮৮,৬৮৩৲ টাকার সাহায্যেই প্রধানতঃ দিল্লীতে সম্প্রতি রামকৃষ্ণ মিশনের গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণ সম্ভব হয়েছে। গত ২৩শে নভেম্বর উক্ত গ্রন্থাগারের দ্বারোদ্ঘাটন করেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু। দ্বিতল মনোরম গৃহটিতে ২৫,০০০ গ্রন্থের স্থান সঙ্কুলান করা যাবে। বর্তমানে গ্রন্থ সংগ্রহ ৮৪০০। সর্বাধিক ১২০ জনের বসে পড়াশুনার জন্যে স্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। মিশনের সচিব স্বামী রঙ্গনাথানন্দ গ্রন্থাগারটির বিবরণী ও ভবিষ্যৎ কর্মসূচী বিবৃত করেন।

"বিদ্যালয়ে শিশুকাল থেকে আমরা বাঁধা খোরাকে অভ্যস্ত হই বলে আমাদের মনন শক্তির সজীবতা হারাই—বুদ্ধির ক্ষেত্রে নিজেরা চরে খাবার অভ্যাস যারা না করে তাদের চিত্ত কোন কালে সবল হয় না। তোমরা গয়লার কাজ ছেড়ে রাখালের কাজ কোরো।"

—রবীন্দ্রনাথ

অন্যান্য দেশের খবর :

মোজুল পাবলিক লাইব্রেরী—ইরাক

১৯৩০ সালে মডেল পাবলিক লাইব্রেরী হিসেবে ইরাকের মোজুল লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শুধু গ্রন্থাগারেই এর কার্যাবলী সীমিত রাখা হয়নি। এটিকে একটি কম্যুনিটি সেন্টার তথা মোজুলের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত করা হয়। আবালবৃদ্ধবনিতা নির্বিশেষে সকলের মধ্যে গ্রন্থ পাঠ প্রবৃত্তি বৃদ্ধি করা ছিল একটি প্রধান উদ্দেশ্য। শ' চারেক পাণ্ডুলিপি সহ গ্রন্থ সংগ্রহ ছাব্বিশ হাজার। সূত্র-সন্ধানে সহায়তার জন্যে একজন সর্বসময় নিরত থাকেন। বলা বাহুল্য বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতেই গ্রন্থাগারটি পরিচালিত হয়। নানাবিধ সরঞ্জাম সমন্বিত শিশু বিভাগটি গ্রন্থাগারের একটি নিয়মিত অঙ্গ। সংগীত, অভিনয় প্রভৃতি অনুষ্ঠান নিয়মিত কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। গ্রন্থাগারের মারফৎ স্থানান্তরে গ্রন্থ সরবরাহ ছাড়াও গবেষণাদি কাজে গ্রন্থাগারটি সুনিয়মিতভাবে সহায়তা করে।

দামাস্কাসের দুটি গ্রন্থাগার

দামাস্কাসে অবস্থিত সিরিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারটিকে ইউনেস্কোর অন্যতম একটি প্রজেক্ট গ্রন্থাগার হিসেবে পরিণত করা হয়েছে। বর্তমানে গ্রন্থাগারটির নিজস্ব কোন গৃহ নেই—শীঘ্রই নির্মিত হবে। বর্গীকরণ, সূচীলেখ প্রভৃতি কাজে ইতোমধ্যে গ্রন্থাগারটি বহুদূর অগ্রসর হয়েছে।

দামাস্কাসের ইনস্টিতুত ফ্রাঁসের গ্রন্থাগারটি গ্রন্থ সংগ্রহে অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় ইনস্টিতুতের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। ইনস্টিতুতের প্রধান কাজ হল সাংস্কৃতিক গবেষণায় সাহায্য ও উৎসাহ দান। সেজন্যে গ্রন্থাগারটির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। বার হাজার গ্রন্থ সংগ্রহের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ সিরিয়া, মিশর, ইরাক, লেবানন ও ভারতে প্রকাশিত বিভিন্ন বিষয়ক যথা—ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন, সংস্কৃতি প্রভৃতি সম্পর্কিত পত্রিকা ও গ্রন্থাদি। আরবী ভাষা ও ইসলামিক দর্শন ও সভ্যতার ওপর গ্রন্থ সংগ্রহ খুবই মূল্যবান। ইনস্টিতুতের নিজস্ব প্রকাশন বিভাগ থাকায় কেবল গ্রন্থ বিনিময়েই বিভিন্ন দেশের বহু মূল্যবান গ্রন্থ ও পত্রিকাদি পাওয়া যায়, কিনতে হয় খুবই কম।

বিবিধ বার্তা

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটি

গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রসার ও উন্নতির পরিকল্পে ভারত সরকার নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে নিয়ে একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার উপদেষ্টা সংস্থা গঠন করেছেন :

বি, এস, কেশবন, গ্রন্থাগারিক, জাতীয় গ্রন্থাগার ; টি, ডি, ওয়াকনিস, কিউরেটর, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বোম্বাই ; ডি, আর, কালিয়া ডাইরেক্টর দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরী ; এন, বদরায়া, সভাপতি, মহীশূর বয়স্ক শিক্ষা সংসদ ; জে: সি, মাথুর, আই, সি, এস, অল ইণ্ডিয়া রেডিয়োর ডিরেক্টর ; শ্রীমতী অচম্মা জন মাথাই ; এস, এস, শেঠ, বৈদেশিক দপ্তরের ইতিহাস বিভাগের গ্রন্থাগারিক ; কে, পি, সিংহ, ডি, পি, আই, বিহার ; সোহন সিং, কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তরের সহ-উপদেষ্টা। শ্রীসোহন সিং কমিটির সম্পাদক। দেশের বর্তমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থা লোকের প্রয়োজন কতটা মেটায় ; লোকের পাঠ প্রবৃত্তি কীরূপ ও তার উন্নতি কীভাবে সম্ভব ; জাতীয় শিক্ষা কাঠামোয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার যোগাযোগ ; কুশলী গ্রন্থাগার কর্মী সৃষ্টি ও দেশের গ্রন্থাগার পরিকল্পনা সম্পর্কে পরীক্ষা ও উপদেশ দেওয়া বর্তমানে কমিটির পক্ষদকা কর্মসূচীর অন্তর্গত।

গ্রামাঞ্চলে দু'শ গ্রন্থাগার স্থাপন

জনশিক্ষার প্রসারতার জন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বর্তমান আর্থিক বছরে রাজ্যে দু'শ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেছেন। সেজন্যে ব্যয় লক্ষ টাকাও বরাদ্দ হয়েছে।

গল্প উপন্যাস প্রভৃতি সাহিত্যের বই ও জনপ্রিয় পত্রপত্রিকা ছাড়াও ঐসব গ্রন্থাগারে ব্যয় বহনে অক্ষম ছাত্রদের সুবিধার্থ পাঠ্য পুস্তকের একটি করে সেট রাখা হবে। একজন গ্রন্থাগারিক ছাড়া জেলার কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্যে একজন সাইকেল পিওন নিযুক্ত হবে। ইতোমধ্যে তেরটি গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়ে গেছে বলে প্রকাশ, বাকিগুলি আগামী মার্চের মধ্যে হবে।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শিক্ষার ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার

বছর তিনেক আগে সিসিলিতে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কো সম্মেলনে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য শিক্ষাপ্রাপ্ত বিষয়ক আলোচনা চক্রে যেসব সুপারিশ গৃহীত হয়, তদনুসারে উক্ত সংস্থা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শিক্ষা বিস্তারের জন্যে নানা ধরণের চিত্র সংবলিত ছয়টি ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার ভারতে শীঘ্রই পাঠাবার ব্যবস্থা করেছেন বলে প্রকাশ। ১৯৫৭ সালের ৬ই জানুয়ারী থেকে ১৯৫৮ সালের ১৫ই জুন পর্যন্ত উক্ত গ্রন্থাগারগুলি পর্যায়ক্রমে দিল্লি, লীলোখেরী, এলাহাবাদ, কলিকাতা, শ্রীনিকেতন, রাঁচি, হায়দ্রাবাদ, গান্ধীগ্রাম, উদয়পুর এবং বরোদায় সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রগুলি পরিভ্রমণ করবে। সামনের বছরে ১১ই মে থেকে ২৬শে জুন ঐ গ্রন্থাগারের কলিকাতায় ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। গ্রন্থাগারে ৬০ খানির অধিক ছায়াচিত্র, চার্ট, প্রাচীর চিত্র, প্রচার পুস্তিকাদি ও আলোক চিত্র থাকবে।

কলিকাতায় জাতীয় গ্রন্থাগারের সম্প্রসারণ

জানা গেল যে ভারত সরকার জাতীয় গ্রন্থাগারের সম্প্রসারণের জন্যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছেন। নিম্নপ্রদত্ত খাতে উক্ত অর্থ ব্যয়ের সিদ্ধান্ত হয়েছে :

১। বর্তমান গৃহের সংলগ্ন আর একটি ভবন নির্মাণ
২। কার্ড ক্যাটালগের পুনর্গঠন
৩। ভারতীয় বিষয়াদির উপর গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়ন
৪। নিজস্ব বাঁধাই বিভাগ সংগঠন
৫। শিশু গ্রন্থাগার স্থাপন

গ্রন্থাগারিকের বদান্যতা

বিশ্ববিখ্যাত কোলোন্ বর্গীকরণের স্রষ্টা ডক্টর এস, আর, রঙ্গনাথন ভারতের আধুনিক গ্রন্থাগার আন্দোলনের জনক। গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে তাঁর অবদান অসীম। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সাধনায় সারাজীবন অতিবাহিত করে বর্তমানে তিনি জুরিখ সহরে অবসর জীবন যাপন করছেন। জানা গেল যে তিনি তাঁর সারা জীবনের সঞ্চিত সমুদয় অর্থ ভারতের যে কোনও একটি বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করতে ইচ্ছুক। সর্ত এই যে পরিমাণ অর্থ তিনি দেবেন সেই পরিমাণ অর্থসহ গ্রন্থাগারিকতা বিষয়ে একটি পদের (চেয়ার) সৃষ্টি করতে হবে। অর্থের পরিমাণ জানা যায়নি।

গ্রন্থ সমালোচনা

জনসাধারণের গ্রন্থাগারে পুস্তক নির্বাচন : শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায় : ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলিকাতা-১২ : মূল্য ১৸ : ৭৮ পৃঃ।

জনসেবার অন্যতম প্রতিষ্ঠানরূপে গ্রন্থাগারের উপযোগিতা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। গ্রন্থাগারকে সজীব সক্রিয় ও সার্থক ক'রে তোলার দায়িত্ব গ্রন্থাগারিকের পক্ষে যেমন অপরিহার্য তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। জনসাধারণের গ্রন্থাগারে এ দায়িত্বের গুরুত্ব আরও বেশি। বহুজনের নিত্য পরিবর্তনশীল বিচিত্র রুচি ও প্রয়োজনের পরিপূরক, তাদের প্রয়োজনবোধের সুনিয়ন্ত্রণ ও সুপ্ত প্রয়োজনবোধের উদ্বোধন—এ সকল বিষয়েই গ্রন্থাগারিককে অবহিত হতে হবে। একটি জনসাধারণের গ্রন্থাগারকে সম্পূর্ণ সার্থক ক'রে তুলতে হলে যে সকল বিষয়ে বিশেষ বুদ্ধি, বিবেচনা, শ্রম ও দূরদৃষ্টির প্রয়োজন, পুস্তকনির্বাচন তার মধ্যে শুধু অন্যতম নয়, মুখ্যতম। জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের পুস্তক নির্বাচনে লক্ষনীয় নীতি ও অনুসরনীয় রীতি প্রণালী সম্বন্ধে উপযুক্ত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার অত্যন্ত প্রয়োজন রয়েছে—একথা অনস্বীকার্য। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের লব্ধপ্রতিষ্ঠ অভিজ্ঞ অধ্যাপক শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর "জনসাধারণের গ্রন্থাগারে পুস্তক নির্বাচন" নামক পুস্তকে উক্ত বিষয়সমূহ বেশ অল্পের মধ্যে সহজ ও সুন্দর ক'রে আলোচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে গ্রন্থকার যে সকল বিধিনিষেধ ও নিয়মাদি উল্লেখ করেছেন সেদিকে দৃষ্টি রাখলে গ্রন্থাগারিকের কাজ বহুলাংশে সহজ ও সুচারু হতে পারবে ব'লে আশা করা যায়। আলোচ্য পুস্তকটির একটি লক্ষনীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—গ্রন্থে উপস্থাপিত মতামতসমূহকে গ্রন্থকার একটা সুদৃঢ় দার্শনিকতার ভূমিতে দাঁড় করাতে চেষ্টা করেছেন, তত্ত্বের আলোকে তথ্য ও সিদ্ধান্তগুলিকে পরীক্ষা করতে বসে নিয়েছেন, পৃথিবী ও ইতিহাসের সঙ্গে মানুষের এবং মানুষের সঙ্গে গ্রন্থাগারের যে সম্পর্ক তারই পরিপ্রেক্ষিতে পুস্তক নির্বাচন সমস্যাটির সমাধানে তিনি আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। সরল সাবলীল ভাষা ও স্বচ্ছন্দ রচনাভঙ্গীর গুণে বইখানা বিশেষ উপাদেয় হয়েছে।

—ব্রজভবরণ দত্ত রায়।

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগার দিবসের সঙ্কল্প

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ্ তার একত্রিশ বছর বয়স পূর্ণ ক'রে আজ বত্রিশ বছরে প'ড়্‌ল। এই বত্রিশ বছর ধ'রে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ্ প্রধানতঃ চেষ্টা ক'রেছে জনসাধারণকে গ্রন্থাগার-মনা ক'রে তুল্‌তে জাতীয় জীবনে, আমাদের সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থায় গ্রন্থাগারের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে তা' প্রতিষ্ঠান করাতে। বিদেশী সরকারের শাসনাধীনে গ্রন্থাগারের প্রসার বেড়েছে বটে—কিন্তু সেই বৃদ্ধি হ'য়েছে খুব ধীর গতিতে। স্বাধীনতা লাভের পর দেশীয় সরকার যখন নিরক্ষরতা দূরীকরণের সঙ্কল্প গ্রহণ ক'রে কাজ আরম্ভ ক'রলেন তখন এই বৃদ্ধি চ'ল্‌ল দ্রুতবেগে। বস্তুতঃ গ্রন্থাগার পরিষদের নিরন্তর প্রচার, জাতীয় সরকারের নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রয়াস, স্বাধীনতা লাভের ফলে জাতির মনে নতুন আত্ম-প্রত্যয়ের আবির্ভাব এবং পূর্ববঙ্গ থেকে বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত লোকের পশ্চিম বঙ্গে আগমনের ফলে পশ্চিম বঙ্গে দ্রুতগতিতে গ্রন্থাগারের সংখ্যা বেড়ে গেছে।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রথম কথা হ'চ্ছে নতুন গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা। যথেষ্ট সংখ্যক গ্রন্থাগার না থাক্‌লে লোকে গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগই পায় না—সুতরাং গ্রন্থাগারের সুবিধা অসুবিধা বোঝবারও অবকাশ থাকে না। কিন্তু গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার পর দ্বিতীয় প্রধান কথা হ'চ্ছে গ্রন্থাগারকে ভালভাবে পরিচালিত করা। যে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হ'ল সেই গ্রন্থাগার ভালভাবে চালাতে পার্‌লে তবেই তার থেকে সবচেয়ে ভাল কাজ পাওয়া যেতে পারে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ্ তাই বৃত্তি বিষয়ক শিক্ষার, বৃত্তি বিষয়ক উপদেশ বিতরণের ব্যবস্থা রেখেছে।

গ্রন্থাগার পরিচালনার ক্ষেত্রে উপরের এই দুইটি বিষয়ে যেমন লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন—সমস্ত দেশের গ্রন্থাগার সংগঠনের ক্ষেত্রে তেমনই এই সব গ্রন্থাগারের মধ্যে সহযোগিতার প্রয়োজন। প্রয়োজন দেশের প্রতি অঞ্চলের জন্য সুপরিকল্পিত গ্রন্থাগার-সঙ্ঘ গঠনের। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ্ এই বিষয়ে অনেকদিন থেকেই চেষ্টা ক'রে এসেছে। কুমার মুনীন্দ্রদেব রায়ের উদ্যোগে একসময় বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলায় গ্রন্থাগার পরিষদ গড়ে তোলার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু বিরুদ্ধ পরিবেশে জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতার অভাবে তখন সে চেষ্টা

সম্পূর্ণ সফল হয়ে ওঠেনি। আজ সরকারের সহযোগিতায় যখন অঞ্চলে অঞ্চলে এই সঙ্ঘ গঠন করে তোলা সম্ভব হচ্ছে তখন খুবই আশা হয় গ্রন্থাগার আন্দোলনের তৃতীয় মুখ্য লক্ষ্য সমস্ত দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে সহযোগিতার মাধ্যমে সুগঠিত করে তোলা হয়ত সফল হয়ে উঠবে।

আজকের দিনে আমাদের প্রয়োজন সারা রাজ্যের কোথায় কেমন গ্রন্থাগার আছে খোঁজ নিয়ে যেখানে গ্রন্থাগার নেই সেখানে জনগণের পুস্তক প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা—যে সব গ্রন্থাগার আছে তাকে আরও বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে গঠিত করা। আমাদের গ্রন্থাগারগুলি আজ চেষ্টা করলেও জীবিকার বিষয়ে এবং অন্যান্য অনেক বিষয়ে বই খুঁজে পায় না। কোন্ কোন্ বিষয়ে বই লেখান দরকার সে খোঁজও রাখতে হবে। দেশের দূর অঞ্চলে অনেক গ্রন্থাগারে অনেক রত্ন অব্যবহৃত পড়ে আছে—সেগুলোর সন্ধান করে তার খোঁজ পাঠক সাধারণের সামনে উপস্থাপিত করতে হবে। এই সব কাজ খুব সহজ কাজ নয়। একদিকে এতে যেমন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, তেমনই প্রয়োজন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রন্থাগার সম্বন্ধে জ্ঞান, প্রয়োজন জনসেবার আদর্শের। বস্তুতঃ এই এই ক্ষেত্রে যাঁরা কাজ করে এসেছেন তাঁদের চেষ্টার সঙ্গে সরকারী প্রচেষ্টার সমন্বয় ঘটলেই গ্রন্থাগার আন্দোলন দ্রুত সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাবে।

(বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়—

অগ্রহায়ণের সংবাদেই সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আকস্মিক জীবনাবসান বাংলা সাহিত্যের সকল দরদীর পক্ষেই মর্মান্তিক ও বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক বিরাট ক্ষতি। জীবনবাদী সাহিত্যিক হিসেবে তিনি ছিলেন বলিষ্ঠ মনের মানুষ। জীবন বোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তাঁর বলিষ্ঠ লেখনী। নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে বাংলা সাহিত্যে তাঁকে একটি দিক বলা যেতে পারে। বেশীদিন তিনি সাহিত্য সেবার সুযোগ পেলেন না। জীবনের ছেচল্লিশটি বছরের মধ্যে মাত্র ছাব্বিশটি বছর। সাহিত্য-প্রতিভা ও সৃজনীশক্তির বিকাশ সচরাচর অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন ধীরে ধীরে দেখা যায় তাঁর ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হয়। সার্থক সাহিত্য প্রতিভার সাক্ষর নিয়ে হটাৎই তাঁর পূর্ণ শক্তির প্রকাশ হয়েছিল। তেমনি অকস্মাৎ হল তাঁর জীবনাবসান। মাঝখানে তিনি রেখে গেলেন বাংলা সাহিত্যে এক চিরায়ত সম্পদ। আমরা তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে আমাদের শ্রদ্ধা জানাই।

গ্রন্থাগার

৬ষ্ঠ বর্ষ] পৌষ : ১৩৬৩ [৯ম সংখ্যা

পশ্চিম বাংলায় গ্রন্থাগার দিবস

বিভিন্ন জেলায় বিপুল উদ্দীপনার সহিত উদযাপন। জেলায় জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায় পশ্চিম বঙ্গ সরকার প্রবর্তিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সাফল্যের জন্য বেসরকারী প্রতিনিধিমূলক পরিচালন সংস্থা গঠনের দাবী।

গত ২০শে ডিসেম্বর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আহ্বানে সারা পশ্চিম বাংলায় বিপুল উদ্দীপনার সহিত গ্রন্থাগার দিবস উদযাপিত হয়। পরিষদের নির্দেশে স্বীয় সুবিধা অনুযায়ী ঐদিন হতে পরবর্তী সপ্তাহের মধ্যে বহু প্রতিষ্ঠান উক্ত দিবস পালনে অংশ গ্রহণ করেন। প্রাচীর পত্র ও পুস্তক প্রদর্শনী, জনসভা ও প্রমোদানুষ্ঠান সর্বত্র ঐদিনের কর্ম-সূচীর প্রধান অঙ্গ হিসাবে দেখা যায়।

কলিকাতায় কেন্দ্রীয় জনসভা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার ২০শে ডিসেম্বর অপরাহ্ণে কলেজ স্কোয়ারে ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে এক কেন্দ্রীয় জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। পৌরোহিত্য করেন পশ্চিম বঙ্গের বিধান সভার মাননীয় স্পীকার শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য।

এতদুপলক্ষে ২১শে ডিসেম্বর কুমার সিং হলে আয়োজিত এক পুস্তক প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়। পৌরোহিত্য করেন শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু।

কেন্দ্রীয় জনসভার প্রারম্ভে পরিষদ সম্পাদক শ্রীফণিভূষণ রায় এক নাতিদীর্ঘ ভাষণে গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ও পরিষদের গত তিরিশ বছরের কর্ম ধারার পর্যালোচনা করেন। তিনি বলেন যে আজ থেকে তিরিশ বছর আগে পরিষদ

গঠনের মূল আদর্শ ও স্বপ্ন ছিল গ্রন্থাগারের মাধ্যমে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ অভ্যুন্নতি। এই স্বপ্নকে সফল ও সহজে রূপায়িত করার তাগিদে দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তোলার প্রয়োজন উপলব্ধি করেছিলেন আন্দোলনের পথিকৃতগণ। কুশলী কর্মী সৃষ্টি, পত্র পত্রিকা প্রকাশনা, কর্মীদের ভেতর সংযোগ স্থাপন প্রভৃতি প্রধানতঃ তৎকালীন কর্মসূচীর অঙ্গীভূত ছিল, যার এক পরিবর্ধিত রূপ পরিলক্ষিত হয় বর্তমান কর্মসূচীতে। অর্থাভাব ও বহুবিধ অসুবিধাজনিত কারণে পরিকল্পিত বহু কাজই অসম্পূর্ণ থেকে গেলেও পরিষদ তার বাংলা মুখপত্র গ্রন্থাগার পত্রিকাটিকে মাসিকে রূপান্তরিত ও বিভিন্ন জেলায় শিবির শিক্ষণের কাজে অবতীর্ণ হতে সমর্থ হয়েছে। বর্তমানে পরিষদের অজস্র অভাব অসুবিধার উপলব্ধির মধ্যেও পশ্চিম বঙ্গ সরকারের রাজ্যব্যাপী গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উদ্যোগ ও আয়োজনে পরিষদ আনন্দিত।

প্রধান অতিথি শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর ভাষণে বলেন যে—গ্রন্থাগার শুধু কিছু সংখ্যক পুস্তকের সংগ্রহ মাত্র নয়—মানুষের চিন্তাকে বলিষ্ঠ ও সুগঠিত করার এবং তাকে কাজে উদ্বুদ্ধ করার একটি প্রধান প্রতিষ্ঠান—যে কারণে গ্রন্থাগারকে সমাজ শিক্ষায় এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়েছে। এই গুরু দায়িত্বপূর্ণ কাজে প্রয়োজন উপযুক্ত কর্মীর—যাঁদের কাজ গতানুগতিক হলে চলবে না—পাঠক সমাজকে সক্রিয় সহযোগিতা দিতে হবে তাঁদের এবং নির্দেশ দেবার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে সকল কর্মীকেই।

পরিষদ সভাপতি শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু নিম্নলিখিত প্রস্তাব উত্থাপনকালে এক ভূমিকা দান করেন ও গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বাংলা দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের গতি প্রকৃতির পর্যালোচনা করেন :

কেন্দ্রীয় জনসভায় গৃহীত প্রস্তাব

"দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্প্রসারণে সরকারী সাহায্যের প্রয়োজনের উপর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বহু কাল যাবৎ গুরুত্ব আরোপ করিয়া আসিতেছেন এবং এ বিষয়ে সরকারকে অবহিত হইবার জন্য অনুরোধ জানাইয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি পশ্চিম বঙ্গ সরকার গত কয়েক বৎসর যাবৎ পশ্চিম বঙ্গে গ্রন্থাগার সম্প্রসারণের জন্য যে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, তাহা লক্ষ্য করিয়া এই সভা আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। আমাদের দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস প্রণিধান করিলে দেখা যাইবে যে জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রচেষ্টাতেই

এতাবৎকাল দেশের অধিকাংশ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং এই সভা মনে করে যে, সরকার গ্রন্থাগার সম্প্রসারণের জন্য রাজ্য ও জেলা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি যে সমস্ত নীতি ও কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন তাহার সহিত জনসাধারণের অধিক সংখ্যক উপযুক্ত প্রতিনিধিকে সংযুক্ত করিয়া জনসাধারণের সর্বাধিক সহযোগিতা লাভ করিতে পারিলে, কর্মরত প্রতিষ্ঠানগুলিকে সরকারী প্রচেষ্টার সহিত সাফল্য সহকারে সমন্বিত করিতে পারিলে এবং গ্রন্থাগার সম্প্রসারণের কার্যে নূতন কর্মশক্তি উদ্বুদ্ধ করিতে পারিলে তবেই সরকারী শুভ প্রচেষ্টা যথোচিত সাফল্য লাভ করিবে।

এই সভা আরও মনে করে যে, প্রতি জেলায় গ্রন্থাগার সংগঠন বিষয়ে যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হইতেছে তাহা পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদান দ্বারা যাহাতে সমগ্র পশ্চিম বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন সুপরিচালিত হইতে পারে তাহার জন্য সরকারের সহিত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ঘনিষ্ঠতর সংযোগ ও সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। এই সভা উপরি উক্ত বিষয়গুলির প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে উদ্যোগী হইয়া এবিষয়ে আবশ্যক ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য অনুরোধ জানাইতেছে।"

প্রস্তাব সমর্থন করে শ্রীবি. এস. কেশবন বলেন যে সরকার জনকল্যাণের জন্যে উদ্যোগী হয়েছেন এটা আমাদের পক্ষে খুবই আনন্দের কথা। আগেকার আমলে সরকার কখনও কোন ভাল কাজে হাত দিলেও জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে করতেন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় পুস্তক রেজেষ্ট্রীর আইনে আজ আমাদের গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়নের পক্ষে সুবিধাজনক হলেও ঐ আইন দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হওয়ার জন্যেই তৎকালে প্রণয়িত হয়। সরকারের জেলা গ্রন্থাগার পরিকল্পনা প্রভৃতি খুবই আশা ও আনন্দের বিষয়। কিন্তু সরকার স্বীয় প্রচেষ্টায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় উদ্যোগী হবার সময় যে সংস্থা ও যাঁরা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কর্মনিরত রয়েছেন এবং যথাযথ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করলে সার্থক পথের সন্ধান ও সুষ্ঠু সুপরিচালনের কাজে উপকৃত হবেন। আমরা বলছিনা যে সরকার শুধু আমাদের পরামর্শই নিন, পুস্তক নির্বাচনে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণ করাও উচিৎ।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ রুদ্র প্রস্তাব সমর্থন প্রসঙ্গে বলেন যে সরকার গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় যা কিছু করছেন তাকে সফল করতে হলে গ্রন্থাগার কর্মীদের সাহায্য ও পরামর্শ

একান্ত আবশ্যক। গ্রন্থাগার দিবসে উপস্থিত সকলকে পরিষদের সদস্য বৃদ্ধি ও পরিষদের সঙ্গে বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতা স্থাপনের সঙ্কল্প নিতে বলেন।

ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় প্রস্তাব সমর্থন করে বলেন যে বাংলাদেশের সমগ্র শিক্ষা কাঠামো যেমন জনসাধারণের সৃষ্টি তেমনি বাংলাদেশের গ্রন্থাগারগুলিও জনসাধারণের সৃষ্টি। আমরা দশ বছর স্বাধীনতা পেয়েছি—সরকার আমাদের অনেক উদ্দেশ্যকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন, গ্রন্থাগারকে অবশ্য সরকার যথোপযুক্ত স্বীকৃতি দেননি। সমাজ শিক্ষার অন্যতম মাধ্যম হিসাবে মাত্র গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা তাঁরা স্বীকার ক'রেছেন। আমরা এতে দুঃখিত নই। গ্রন্থাগার সমাজ-শিক্ষার প্রধান মাধ্যম একথা আমরাই বরাবর প্রচার ক'রে এসেছি। গ্রন্থাগার স্বীকৃতি পেয়েছে—এতেই আমাদের আনন্দ। কিন্তু এই স্বীকৃতি আমরা পেয়েছি সুগঠিত জনমতের জন্য। এই জনমত গঠনের জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ যে চেষ্টা ক'রেছে তাতে যদি পরিষদের চেষ্টায় সরকার স্বীকৃতি দিয়েছেন মনে করা হয় তা'হলে হয়ত খুব অন্যায় করা হবে না। কিন্তু সরকারী স্বীকৃতির কতটুকু সুবিধা আজ আমরা পেতে পারছি? সরকারের কাজকে কি আমরা ঠিকভাবে চালনা ক'রতে পারছি। সরকারী নিয়ন্ত্রণ সর্বাংশে ভাল হ'তে পারে না। পুস্তক-নির্বাচনের ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার না পেলে কর্মীদের কাজে উৎসাহ আসে না। তা'ছাড়া প্রত্যেক অঞ্চলের স্থানীয় সমস্যা থাকে, সেই সব সমস্যার সমাধানের ভার স্থানীয় কর্মীদের উপর দেওয়াতেই ভাল ফল পাওয়া যায়। বস্তুতঃ আজ মেকলের "filtration theory" বা শিক্ষাক্ষেত্রে "পরিস্রুতিবাদ" চ'লতে পারে না। জনসাধারণের সকলের মধ্যেই প্রথম শিক্ষাপ্রচার করা প্রয়োজন—উৎকর্ষ হ'বে তার পরে। বস্তুতঃ সরকার আজ জনসাধারণের সঙ্গে সহযোগিতা করুন এই আমাদের আবেদন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বহুবার সরকারকে সহযোগিতা দিতে চেয়েছেন। আমরা অভিমানভরেই ব'লছি আমাদের সে সহযোগিতা সরকার গ্রহণ করেন নি।

প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সভাপতির ভাষণে বিধান সভার অধ্যক্ষ শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন আমার সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে আমি ব'লতে পারি বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে জনসাধারণের প্রচেষ্টার ফল। আমি স্বীকার ক'রতে বাধ্য দেশের সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে যথেষ্ট আগ্রহের সৃষ্টি আমরা ক'রতে পারি নি'।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের চেষ্টা নেই একথা আমি ব'লছি না—কিন্তু কেন আমরা যথোচিত আগ্রহের সৃষ্টি ক'রতে পারছি না ? সরকার আজ কোন কাজেই সফল হ'তে পারেন না, যদি জনসাধারণের উপযুক্ত সহযোগিতা না পান। সরকারের যেমন কর্তব্য জনকল্যাণের জন্য জনসাধারণের মঙ্গলের চেষ্টা করা জনসাধারণেরও উচিত তেমনই সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করা। বেসরকারী জনমত আজ সম্পূর্ণভাবে সরকারী শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ ক'রতে পারে। দেশের কল্যাণসাধন করা আজ সমস্ত দেশের লোকের কাজ—সরকারী কয়েকজন লোকের মাত্র কাজ নয়। পশ্চিম বঙ্গের জনসাধারণ বিচারশীল—অন্য রাজ্যের লোকের মত এরা উন্মাদনার সঙ্গে সরকারের সব পরিকল্পনাকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করে না। গ্রন্থাগারিকদের আজ প্রধান দায়িত্ব জনসাধারণের মধ্যে গ্রন্থ-প্রীতি সৃষ্টি করা। আজকে যে প্রস্তাব উত্থাপিত হ'য়েছে এ প্রস্তাব খুবই যুক্তিযুক্ত। বস্তুতঃ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উপদেশ ও সাহায্য সরকারের উদ্দেশ্যকে সফল ক'রে তুলতে সাহায্য ক'রবে।

পুস্তক প্রদর্শনীর উদ্বোধন

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে কুমার সিং হলে আয়োজিত পুস্তক প্রদর্শনীটি পরদিন ২১শে ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। পরিষদ প্রনয়িত গ্রন্থাগারে সংগ্রহিতব্য ১৩০০ আরম্ভিক গ্রন্থ তালিকার গ্রন্থ ও ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য প্রায় সমুদয় গ্রন্থই প্রদর্শিত হয়। দুটি ভাগে বিভক্ত প্রদর্শনীটি বর্গীকৃতভাবে সাজানো হয় ও পরবর্তী সাত দিন খোলা থাকে।

প্রদর্শনী উদ্বোধন কালে ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় বলেন যে এই জাতীয় প্রদর্শনীতে যেমন পাঠক, প্রকাশক, লেখক ও মুদ্রাকরদের আগ্রহ থাকে গ্রন্থাগারিকেরও তেমনি এক বিশেষ আগ্রহ থাকে। পুস্তক নির্বাচনে পুস্তকে লিখিত বিষয়ের যেমন গুরুত্ব আছে পুস্তকের বহিরঙ্গেরও তেমনি গুরুত্ব আছে। এই বহিরঙ্গের সৌষ্ঠব সাধনে বাংলাদেশের বিপুল উন্নতি হয়েছে। অনেক সময় সমসাময়িক গ্রন্থের খবর পাঠকদের নিকট পৌঁছায় না। এই প্রদর্শনীকে সহরের বিভিন্ন অঞ্চলে দেখানর বন্দোবস্ত করলে খুব ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে। একাজে প্রকাশকদের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা প্রয়োজন।

সভাপতি শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন যে বাংলাদেশ গ্রন্থাগার আন্দোলনে অগ্রণী, কিন্তু বাংলাদেশে গ্রন্থের বিক্রয় সীমাবদ্ধ। আজ

অনেক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় গ্রন্থ বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের দেশে ১২ হতে ১৬ বছরের কিশোরদের উপযুক্ত বইয়ের খুবই অভাব। এ বিষয়ে প্রকাশক সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বলি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে। লেখক, প্রকাশক ও গ্রন্থাগারিকদের সংযুক্ত প্রচেষ্টায় এ ধরণের প্রদর্শনী ও অন্যান্য উপায়ে জনসাধারণের গ্রন্থ পাঠ প্রবৃত্তি বৃদ্ধি হোক এ আমার একান্ত কামনা।

নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠান ও প্রকাশকগণ আমাদের প্রদর্শনী আয়োজনে সহযোগিতা করায় তাঁদের আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি :

ঈষ্টার্ণ ট্রেডিং কোং
শিবলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
কমলা বুক ডিপো
রীডার্স কর্ণার
বেঙ্গল পাবলিসার্স
এ. মুখার্জী এণ্ড কোং লিঃ
চক্রবর্তী চ্যাটার্জী এণ্ড কোং লিঃ
মুকট্রাকো এণ্ড এজেন্সী
বিশ্ব ভারতী
জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড
পাবলিসার্স
উদ্বোধন
র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব
অরবিন্দ পাঠ মন্দির
ভট্টাচার্য সন্স (প্রাঃ) লিঃ
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
প্রেসীডেন্সী লাইব্রেরী
থ্যাকার স্পিঙ্ক এণ্ড কোং (প্রাঃ) লিঃ
ক্যালকাটা বুক ক্লাব
ওরিয়েন্ট লঙম্যানস লিঃ
সাধারণ পাবলিসার্স
নাভানা প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ
পশ্চিমবঙ্গ ভূদান যজ্ঞ সমিতি
সিগনেট প্রেস
ওরিয়েন্ট বুক কোং
ন্যাশনাল বুক এজেন্সী (প্রাঃ) লিঃ
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিঃ
বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স (প্রাঃ) লিঃ
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস

বিভিন্ন স্থানে গ্রন্থাগার দিবস অনুষ্ঠানের সংবাদ

পশ্চিম বঙ্গের বহু স্থানে গ্রন্থাগার দিবস অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ পরিষদ কার্যালয়ে এসেছে। কিন্তু যথাসময়ে অনুষ্ঠানের বিবরণ সকল প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে না পাওয়ায় অল্প কয়েকটি অনুষ্ঠানের বিবরণ প্রকাশিত হল:

বরাহনগর পিপলস্ লাইব্রেরী ॥ কুটিঘাট রোড ॥ কলিকাতা-৩৬।

২০শে ডিসেম্বর ১৯৪৬ বরাহনগর পিপলস্ লাইব্রেরীর উদ্যোগে সন্ধ্যায় গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে বরাহনগরের পৌর প্রধান শ্রীকানাই লাল ঢোলের সভাপতিত্বে এক সভা হয়। এই সভায় বরাহনগরের গ্রন্থাগারগুলিকে লইয়া "বরাহনগর গ্রন্থাগার সঙ্ঘ" গঠনের জন্য প্রস্তাব গৃহীত হয়। শ্রীযুক্ত ঢোল পৌর প্রতিষ্ঠানের অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনা এই সভায় ব্যক্ত করেন ও উক্ত পরিকল্পনা কার্যকরী হইবার পর বরাহনগরের গ্রন্থাগারগুলির সম্পর্কে পৌর প্রতিষ্ঠানের সর্ববিধ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন।

মহাজাতি পাঠাগার ॥ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট ॥ কলিকাতা-১২।

মহাজাতি পাঠাগারের উদ্যোগে গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে ২০শে ডিসেম্বর এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সমাজ জীবনে গ্রন্থাগারের দায়িত্ব ও ভূমিকা বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা হয়। উক্ত দিনে গ্রন্থাগারের কর্মীরা নতুন সদস্য বৃদ্ধি ও পুস্তক সংগ্রহের জন্য স্থানীয় অঞ্চলে বিশেষ চেষ্টা করেন।

সিঁথি ঘুঘুডাঙ্গা গ্রন্থাগার দিবস পালন কমিটি

সিঁথি ও ঘুঘুডাঙ্গা অঞ্চলে অবস্থিত দেশবন্ধু সাধারণ পাঠাগার, সিঁথি বনমালী বিপিন সাধারণ পাঠাগার, কিশোর মহল, বিদ্যুৎচক্র সাধারণ পাঠাগার ও নবজাতক পাঠাগারের সম্মিলিত উদ্যোগে গ্রন্থাগার দিবস প্রতিপালনের জন্য এক কমিটি গঠিত হয়। কমিটি উক্ত অঞ্চলে সপ্তাহব্যাপী এক কার্যসূচী গ্রহণ করেন। জনসভা ও প্রমোদানুষ্ঠান কর্মসূচীর বিশেষ উল্লেখযোগ্য অঙ্গ ছিল। বিভিন্ন দিনে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি অনুষ্ঠানগুলিতে অংশ গ্রহণ করেন।

প্যারীমোহন মেমোরিয়াল পাবলিক লাইব্রেরী ॥ বেলঘরিয়া ॥ চব্বিশ পরগণা

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে বেলঘরিয়া প্যারীমোহন মেমোরিয়াল পাবলিক লাইব্রেরী সপ্তাহকালব্যাপী এক কর্মসূচী গ্রহণ করেন। ২০শে ডিসেম্বর শ্রীননীগোপাল গঙ্গোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে এক সভা হয়। সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ে শ্রীনারায়ণ চৌধুরী এক ভাষণ প্রদান করেন। দ্বিতীয় দিনে এক প্রাচীর পত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। ২২শে ডিসেম্বর শ্রীরাইমোহন সাহার সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক শ্রীরথীন রায় আধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে আয়োজিত কবিকায় অংশ গ্রহণ করেন। পরদিন ২৩শে ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত এক সভায় গ্রন্থাগার আন্দোলন বিষয়ে অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য এক নাতিদীর্ঘ ও সারগর্ভ বক্তৃতা দান করেন। পৌরোহিত্য করেন শ্রীঅনাদি প্রসাদ সিংহ। স্থানীয় শিল্পীদের অঙ্কিত চিত্রের এক প্রদর্শনী হয় ২৪শে ডিসেম্বর। পরবর্তী দিনগুলিতে যথাক্রমে সাংস্কৃতিক প্রমোদানুষ্ঠান, বিতর্ক সভা প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে স্থানীয় জনসাধারণ বিশেষ উৎসাহে যোগদান করেন।

আনন্দমঠ ॥ ইছাপুর ॥ চব্বিশ পরগণা

গ্রন্থাগার দিবসে পুস্তক, অর্থ এবং যোগাযোগ রক্ষা করিয়া স্থানীয় পাঠাগার-গুলিকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিবার নিমিত্ত জনসাধারণকে অনুরোধ জানাইয়া প্রাচীর পত্র প্রকাশ করা হয়। এবং গ্রন্থাগার দিবসে প্রতিষ্ঠানের কর্মীবৃন্দ এতদঞ্চলের অধিবাসীগণের দ্বারে দ্বারে যাইয়া অর্থ এবং পুস্তক সংগ্রহ করেন। এই পরিক্রমায় মোট ৪০ খানা পুস্তক এবং ১১।/০ আনা সংগৃহীত হয়।

আনন্দমঠ কল্যাণ সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ দে মহাশয়ের সভাপতিত্বে পাঠাগার ভবনে রাত্রিতে প্রতিষ্ঠানের কর্মীগণ গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা, এর পরিচালন পদ্ধতি ও গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন করিবার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। গ্রন্থাগার দিবসে যাঁরা পুস্তক ও অর্থ দান করিয়াছেন তাঁহাদের ধন্যবাদ জানাইয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। পরিশেষে সভাপতি মহাশয় তাঁর নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় পাঠাগারের উৎপত্তি, প্রয়োজনীয়তা শৃঙ্খলা ও পরিচালকগণের কর্তব্য সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন।

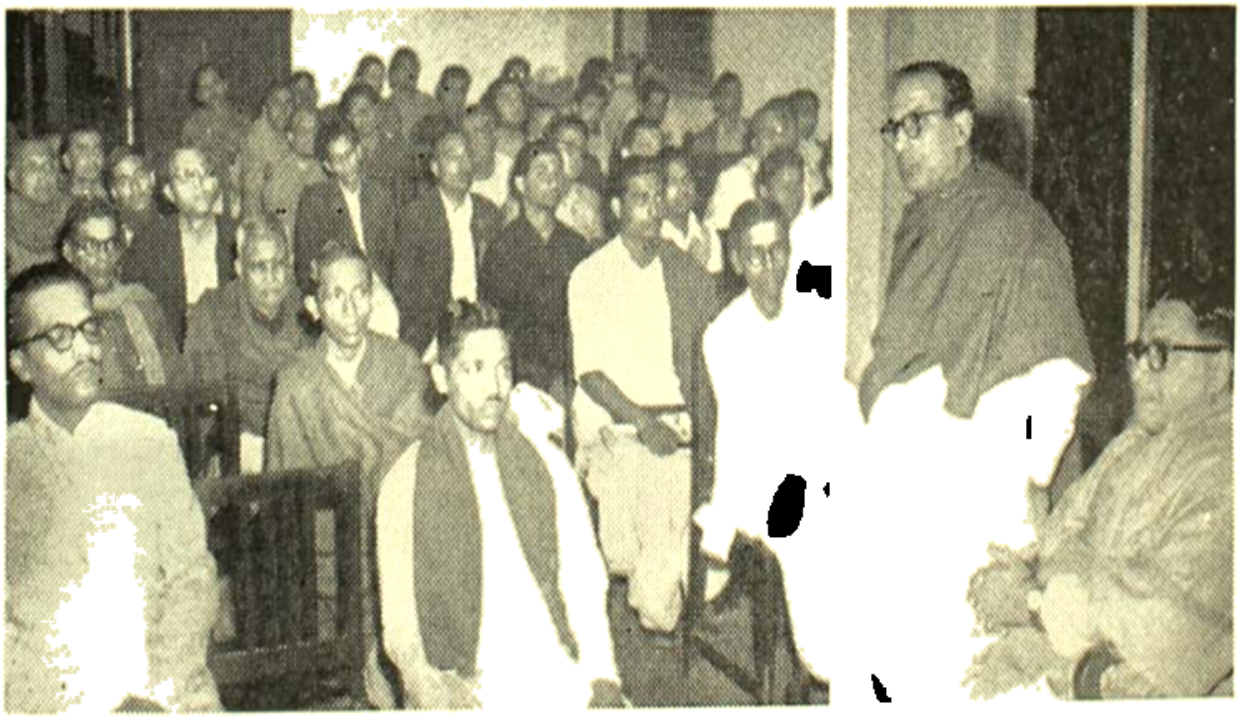

গ্রন্থাগার দিবসে স্টুডেন্টস হলে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় জনসভায় ভাষণ দিচ্ছেন শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য।

(ফটো ও ব্লক আনন্দবাজার পত্রিকার সৌজন্যে)

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষ্যে কুমার সিং হলে আয়োজিত গ্রন্থ-প্রদর্শনী উদ্বোধন করছেন ডক্টর নীহার রঞ্জন রায়।

ফটো : সুব্রত দত্ত

প্রদর্শনীতে প্রাচীন-পত্রাবলীর একাংশ।

গ্রন্থ-প্রদর্শনীর সাহিত্য বিভাগের একটি অংশ

প্রদর্শনীতে শিশু-সাহিত্য বিভাগ

ফটো : গৌতম চট্টোপাধ্যায়

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষ্যে কলিকাতায় শশিভূষণ দে ষ্ট্রীটে শান্তি ইনষ্টিটিউট ভবনে আয়োজিত গ্রন্থ, প্রাচীর-পত্র ও গ্রন্থ-প্রচ্ছদ প্রদর্শনীর একাংশ।

হাওড়ায় মাজু গ্রামে অনুষ্ঠিত হাওড়া জেলা পাঠাগার সম্মেলনের শেষের দিকে সভাপতি ডঃ নীহার রঞ্জন রায় চলিয়া যাওয়ায় জেলা পাঠাগার সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীরতন মণি চট্টোপাধ্যায় এম,এল,এ, মহাশয়কে সভাপতিত্ব করিতে চিত্রে দেখা যাইতেছে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক শ্রীফণিভূষণ রায় মহাশয়কে (বাম দিক হইতে দ্বিতীয়) সভামঞ্চে উপবিষ্ট দেখা যাইতেছে।

রামগঙ্গা নারায়ণী পাঠাগার ॥ বিশ্বনাথপুর ॥ চব্বিশ পরগণা।

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে ২০শে ডিসেম্বর পাঠাগার ভবন সুসজ্জিত করা হয়। অপরাহ্নে এক সভায় আলোচনাদি ও আবৃত্তি, পঠন ও গল্প প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। পৌরোহিত্য করেন শ্রীকমলাকান্ত ভারতী। পুস্তক ও এক প্রাচীন পত্র প্রদর্শনীরও আয়োজন হয়। এই দিনে গ্রামবাসীদের নিকট হতে অর্থ ও গ্রন্থ সংগ্রহ করা হয়।

বসন্ত স্মৃতি পাঠাগার ॥ চাকদহ ॥ নদীয়া।

২০শে ডিসেম্বর পাঠাগারে গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয়। অনুষ্ঠিত এক সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়: ১। এই সভা পুস্তকের উপর বিক্রয় কর তুলিয়া দিতে সরকারকে অনুরোধ করিতেছে। ২। গ্রন্থাগারে ব্যবহৃত পুস্তকসমূহের জন্য সুদৃশ্য প্রচ্ছদের পরিবর্তে মজবুত বাঁধাই এবং ভাল কাগজ দ্বারা গ্রন্থ প্রস্তুত করিতে এই সভা প্রকাশকদের অনুরোধ করিতেছে। ৩। এই সভা সরকার পরিচালিত জেলা গ্রন্থাগার পরিষদে অধিক সংখ্যায় বেসরকারী প্রতিনিধি নিতে অনুরোধ করিতেছে।

শ্রীগদাধর গ্রন্থাগার ॥ বহরকুলি ॥ বর্দ্ধমান।

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে ঐদিন অপরাহ্নে এক জনসভা আহূত হয়। পৌরোহিত্য করেন শ্রীশক্তিপদ কুণ্ডু। গ্রন্থাগারিক শ্রীগৌরীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে স্বাধীন দেশে গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্পর্কে এক ভাষণ প্রদান করেন। এ ব্যাপারে সরকারী শৈথিল্য ও দেশের স্বতঃস্ফূর্ত গ্রন্থাগার পরিচালনে আর্থিক অনটনের প্রসঙ্গও তিনি উল্লেখ করেন। সভাপতি তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে গ্রন্থাগার আন্দোলনে শিক্ষিত যুবকদের সবিশেষ সচেষ্ট হতে পরামর্শ দেন। তিনি আরও বলেন যে আন্দোলনের উন্নতিবিধানের দায়িত্ব একা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নয়। এর নৈতিক দায়িত্ব সকলেরই রয়েছে।

নোয়াড়া-গোয়াড়া জ্ঞানেন্দ্র গ্রন্থাগার ॥ বহরকুলি ॥ বর্দ্ধমান।

২০শে ডিসেম্বর নোয়াড়া-গোয়াড়া জ্ঞানেন্দ্র গ্রন্থাগার গৃহে গ্রন্থাগার দিবস সমারোহের সহিত পালিত হয়। অনুষ্ঠিত এক সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীগৌরহরি কুমার। সম্পাদক শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৯শে আগষ্টের পরিবর্তে ২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস তারিখের পরিবর্তন করার কারণ সুন্দরভাবে

ব্যাখ্যা করেন। পল্লীজীবনে গ্রন্থাগারের অবস্থান ও দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি একটি ভাষণ দান করেন। সভাপতি প্রত্যেক গ্রামে একটি করে গ্রন্থাগার স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন।

পারহাট এডাল্ট এডুকেশন লাইব্রেরী ॥ বর্দ্ধমান।

গ্রন্থাগার দিবসে পারহাট এডাল্ট এডুকেশন লাইব্রেরী এক প্রভাত ফেরীর আয়োজন করেন। তাতে যোগদান করেন গ্রন্থাগারের শতাধিক সভ্য ও সভ্যা। কর্মীরা সারাদিনে গ্রন্থাগার তহবিলের জন্যে অর্থ ও গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। সান্ধ্যে গ্রামের বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শ্রীগোপীবল্লভ গোস্বামীর সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসমাবেশ হয়। গ্রন্থাগারিক শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। শ্রীবলাইচন্দ্র গোস্বামী, ডাঃ সচ্চিদানন্দ কর্মকার, শ্রীনিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য ও সুধীরচন্দ্র হালদারও বক্তৃতায় অংশ গ্রহণ করেন। সরকারী গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় বেসরকারী প্রতিনিধিদের প্রস্তাবও গৃহীত হয়।

সংগঠন সঙ্ঘ ॥ সীতাহাটী ॥ বর্দ্ধমান।

গ্রন্থাগার দিবস পালনার্থ ঐদিন সীতাহাটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এক সভা আহূত হয়। পৌরোহিত্য করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয়। সমাজ জীবনে গ্রন্থাগারের প্রয়োজন ও প্রভাব সম্পর্কে শ্রীমাধুরা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এক ভাষণ দান করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁর ভাষণে গ্রন্থাগার মানুষকে শিক্ষায় ও সমাজ সচেতনতায় কী ভাবে সহায়তা করে তা বিশ্লেষণ করেন। গ্রন্থাগার আন্দোলনে তিনি সকলকে যথাযথ অংশ গ্রহণ করতে উপদেশ দেন। স্থানীয় কিশোরগণ কর্তৃক প্রকাশিত হস্তলিখিত একটি পত্রিকা সমবেত সকলের প্রশংসা অর্জন করে।

শ্রীখণ্ড চিত্তরঞ্জন পাঠ্যমন্দির ॥ শ্রীখণ্ড ॥ বর্দ্ধমান।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নির্দেশানুযায়ী শ্রীখণ্ড চিত্তরঞ্জন পাঠ্যমন্দিরে গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপিত হয়। প্রাচীর পত্র প্রদর্শনী, অর্থ ও গ্রন্থ সংগ্রহ ও সান্ধ্যে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। পাঠাগারের কর্মীরা ঐদিন গ্রাম প্রদক্ষিণ করে বহু লোকের সহিত মিলিত হন ও গ্রন্থাগার সম্পর্কে সকলকে উৎসাহী হতে অনুরোধ জানান।

বিবেকানন্দ পাঠ ভবন ॥ দারাপুর ॥ বাঁকুড়া।

গ্রন্থাগার দিবসে বিবেকানন্দ পাঠ ভবনের উদ্যোগে এক জনসভা আহূত হয়। শ্রীসুধীর চন্দ্র নন্দী সভাপতিত্ব করেন। বিভিন্ন ব্যক্তি গ্রামাঞ্চলে গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বক্তৃতা দান করেন; সভাপতি মহাশয় শিক্ষা বিস্তার ও গ্রন্থাগার আন্দোলন তথা গ্রামের সাংস্কৃতিক উজ্জীবনের জন্যে বিশেষ করে যুব সম্প্রদায়কে সচেষ্ট হবার অনুরোধ করেন। পরিষদ প্রেরিত খসড়া প্রস্তাবগুলি সভায় গৃহীত হয়।

পান্থুয়া রামকৃষ্ণ সাধারণ পাঠাগার ॥ লেগো ॥ বাঁকুড়া।

গত ২৩শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপিত হয় পান্থুয়া রামকৃষ্ণ সাধারণ পাঠাগারে। দিনটিকে পালনের জন্যে পূর্ব হতেই প্রচার পত্র লাগানো হয়েছিল। প্রত্যূষে গ্রন্থাগার কর্মীরা গ্রন্থাগার গৃহ পরিষ্কার ও সুসজ্জিত করেন। অপরাহ্নে আহূত এক সভায় পাঠাগারের উন্নতি সম্পর্কে আলোচনা ও স্থানীয় মনীষীদের পুঁথি ও পাণ্ডুলিপিগুলি সংগ্রহ করবার কথাও আলোচিত হয়। সরকারী গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সাফল্যের জন্যে বেসরকারী প্রতিনিধিত্ব মূলক পরিচালন সংস্থা গঠনের প্রস্তাবও গৃহীত হয়।

সন্তুদয় নেতাজী লাইব্রেরী ॥ পাত্রসায়র ॥ বাঁকুড়া।

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে প্রত্যূষে এক প্রভাত ফেরী আয়োজিত হয়। গ্রন্থাগার ভবন সুসজ্জিত ও এক গ্রন্থ প্রদর্শনীও অনুষ্ঠিত হয়। গ্রাম পরিক্রম করে বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট হতে অর্থ ও গ্রন্থ সংগ্রহ করা হয়। এতদুপলক্ষে সায়াহ্নে আহূত এক সভায় পরিষদ প্রেরিত খসড়া প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়।

নেতাজী সুভাষ গ্রন্থাগার ॥ পাঁচাল ॥ বাঁকুড়া।

পাঁচাল বান্ধব সমিতির সভ্যগণ গ্রন্থাগার দিবসে এক প্রভাত ফেরীর অনুষ্ঠান দ্বারা তাঁদের কর্মসূচী সুরু করেন। সকালেই উদ্বোধন করা হয় এক গ্রন্থ প্রদর্শনীর। গ্রামের ছাত্র ছাত্রী ও গ্রন্থাগার অনুরাগী সকলেই সমবেত হন সায়াহ্নে আহূত জনসভায়। সভাপতি শ্রীজীবন কৃষ্ণ বাজপেয়ী পাঁচাল বান্ধব সমিতি পরিচালিত নেতাজী সুভাষ গ্রন্থাগারের ইতিহাস প্রসঙ্গে গ্রন্থাগারের কার্যাবলী বিবৃত করেন। সন্ধ্যায় গ্রন্থাগারটিকে আলোক সজ্জিত করা হয়।

কারকবেড়ে পাবলিক লাইব্রেরী ॥ বাঁকুড়া।

গত ২০শে ডিসেম্বর কারকবেড়ে পাবলিক লাইব্রেরীর উদ্যোগে গ্রন্থাগার দিবস সমারোহের সহিত উদ্‌যাপিত হয়। শ্রীগৌরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গ্রন্থাগারের ভবিষ্যত উন্নতির জন্য এবং গ্রন্থাগারটি যাহাতে উক্ত ইউনিয়ন তথা থানার একটি আদর্শ গ্রন্থাগাররূপে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তজ্জন্য যুবকদিগকে উৎসাহিত করেন।

বড়া বয়েজ লাইব্রেরী ॥ বড়া ॥ বীরভূম।

বড়া বয়েজ লাইব্রেরীর উদ্যোগে গ্রন্থাগার দিবস অনাড়ম্বরের সহিত পালিত হয়। সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুবীর কৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় গ্রন্থাগারের উন্নতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এই সভার মুখ্য আলোচ্য বিষয় ছিল জনসাধারণের সহিত গ্রন্থাগারের নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন।

সীতারাম-মেমোরিয়াল পাবলিক লাইব্রেরী ॥ খড়ার ॥ মেদিনীপুর।

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে সীতারাম মেমোরিয়াল পাবলিক লাইব্রেরী গত ২০শে ডিসেম্বর একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। সভাপতি মহাশয় গ্রন্থাগারটিকে একটি জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবার আবেদন জানান। তিনি প্রতি গ্রামে এইরূপ একটি একটি গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারীতা সম্বন্ধে একটি চিত্তগ্রাহী ছবি জনসাধারণের নিকট তুলিয়া ধরেন। শ্রীঅনিলকৃষ্ণ মান্না মহাশয় তাঁর অভিভাষণে বলেন যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সরকারের এদেশে আরও গ্রন্থাগারের সংখ্যা বৃদ্ধি করা উচিত। পরিশেষে সভাপতি মহাশয়ের আবেদনে আগামী বৃহস্পতিবার (২৭।১২।৫৬) গ্রন্থাগার প্রাঙ্গনে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা মালার ব্যবস্থা করিয়া নিরক্ষর জনসাধারণের মধ্যে কিছু জ্ঞান সঞ্চার করা যায় কিনা এই আবেদন করিলে সহৃদয় ডাক্তার শ্রীহিমাংশু ভূষণ ঘোড়ুই মহাশয় উক্ত কাজের ভার গ্রহণ করেন।

পটগ্রাম পাঠচক্র ও জলসা ঘর ॥ পাঁশকুড়া ॥ মেদিনীপুর।

২০শে ডিসেম্বর পটগ্রাম পাঁশকুড়া, পটগ্রাম পাঠচক্র ও জলসা ঘরে 'গ্রন্থাগার দিবস' পালনের আয়োজন করা হয়। সভাপতি 'মালীবুড়ো' তাঁহার স্বভাব সুলভ সহজ ভাষায় গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস ও তাহার প্রয়োজনীয়তা

আলোচনার পর গ্রন্থাগারের উন্নতি ও গ্রন্থ সংগ্রহের কয়েকটি সুন্দর ও সহজ পন্থার কথা বলেন। সকলে শিশু-সাহিত্যিক 'মালীবুড়ো'র যুক্তি সমর্থন করেন।

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র স্মৃতি সাহিত্য মন্দির ॥ পাঁড়ুয়া ॥ হাওড়া।

'গ্রন্থাগার দিবস' উপলক্ষে গত ২০শে ডিসেম্বর উক্ত পাঠাগারে একটি বিরাট জনসভার আয়োজন হয়। বিভিন্ন বক্তা গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা, সমাজ, শিক্ষা ও গ্রন্থাগার সম্বন্ধে গঠনমূলক ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা করেন। ঐদিন পাঠাগারের কর্মীরা একটি প্রভাতফেরী বাহির করেন। পাঠকক্ষে পুস্তক ও পত্রিকার প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়।

কুলাপাড়া শ্রীদুর্গা লাইব্রেরী ॥ কোটবাড়ী ॥ মেদিনীপুর।

উক্ত গ্রন্থাগারে গত ২৩শে ডিসেম্বর 'গ্রন্থাগার দিবস' সাড়ম্বরে প্রতিপালিত হয়। এই সভাতে শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, শিল্পানুরাগী, গ্রন্থাগারমোদী, ও গ্রন্থাগার উন্নয়নে উৎসাহী কর্মী, বহুগণ্যমান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি সহ পাঁচ শতাধিক লোক যোগদান করেন। সম্পাদক শ্রীরামেশ্বর মিত্র মহাশয় গ্রন্থাগার উন্নয়ন ও প্রসারকল্পে জাতীয় সরকার যে বিশেষ অগ্রণী হইয়াছেন তাহার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

কেটৈরা তরুণ পাঠাগার ॥ কেটৈরা ॥ তারকেশ্বর ॥ হুগলী।

গত ২০শে ডিসেম্বর কেটৈরা তরুণ পাঠাগার 'গ্রন্থাগার দিবস' পালন করেন। এই উপলক্ষে সকাল ৮টায় শোভাযাত্রাসহ গ্রাম প্রদক্ষিণ করা হয়। বৈকাল ৩টায় জনসভার আয়োজন করা হয়। সভায় সম্পাদক, গ্রন্থাগারিক ও অন্যান্য কয়েকজন বক্তা পাঠাগারের ইতিবৃত্ত ও গ্রন্থাগার দিবস পালনের তাৎপর্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

হেমচন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার ॥ রাজবলহাট ॥ হুগলী।

উক্ত পাঠাগারের 'গ্রন্থাগার দিবস' মর্য্যাদাসহকারে পালিত হয়। এই উপলক্ষে ৩২ খানি পুস্তক এবং ১৮৲/১৫ সংগৃহীত হয়। জনসভায় এই প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। "এই জনসভা সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত গ্রন্থাগার পরিকল্পনার পূর্ণ সাফল্য কামনা করে এবং গ্রন্থাগার পরিচালন সংস্থায় অন্তত্ব বে-সরকারী গ্রন্থাগারকর্মী ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের সংখ্যাগরিষ্ঠতা গ্রন্থাগারের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও উন্নতির জন্য অত্যাবশ্যকীয়"।

প্রগতি পাঠাগার ॥ জিরাট ॥ হুগলী।

২০শে ডিসেম্বর "গ্রন্থাগার দিবস" উপলক্ষে প্রগতি পাঠাগার ইহার নিজস্ব গৃহে এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার মহাশয়ের সভাপতিত্বে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের উন্নতিকল্পে এক সভারও আয়োজন হয়। তাহাতে স্থানীয় বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণ যোগদান করেন।

ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি সাধারণ পাঠাগার ॥ ত্রিবেণী ॥ হুগলী।

'গ্রন্থাগার দিবস' উপলক্ষে গত ২৪শে ডিসেম্বর উক্ত পাঠাগারের উদ্যোগে একটি মনোজ্ঞ সভার আয়োজন হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীপ্রভাত চন্দ্র চক্রবর্তী ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়। পাঠাগারের সম্পাদক গ্রন্থাগার দিবস পালনের তাৎপর্য ও পাঠাগারের সংক্ষিপ্ত এক বিবরণী দেন। প্রধান অতিথি দেশবাসীর সাংস্কৃতিক জীবন গঠনে গ্রন্থাগারের গুরুত্ব ও বিশেষ ভূমিকার ব্যাখ্যা করেন। অনুষ্ঠানে সংগীত, আবৃত্তি ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা বিশেষ আকর্ষণীয় হয়। এতদুপলক্ষে গ্রন্থাগার সমূহের উন্নতি বিধানের জন্য নিয়মিত অর্থ সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা এবং আঞ্চলিক পরিচালন সংস্থায় গ্রন্থাগার আন্দোলনের উৎসাহী কর্মী ও সংগঠকদের প্রতিনিধি অধিক সংখ্যায় গ্রহনের জন্যে দুটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

হাইড রোড ইনষ্টিটিউট ॥ কলিকাতা বন্দর প্রতিষ্ঠান ॥ খিদিরপুর।

গত ২০শে ডিসেম্বর ইনষ্টিটিউট ভবনে গ্রন্থাগার দিবস উদযাপিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, এতদুপলক্ষে এক প্রাচীরপত্র প্রদর্শনী ও সঙ্গীতানুষ্ঠানেরও আয়োজন হয়েছিল।

তপেন্দ্র স্মৃতি আসর ॥ ১১১, বৈঠকখানা কার্ণ লেন ॥ কলিকাতা-৯।

আসর পাঠাগার বিভাগের উদ্যোগে ২১শে ডিসেম্বর আসর কার্য্যালয়ে গ্রন্থাগার দিবস পালন করা হয়। সভানেত্রীত্ব করেন আসরের গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী জয়শ্রী বসু। সোমেন পাল, উৎপল বসু, মিনু দাশগুপ্তা প্রভৃতি আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে আয়োজিত প্রদর্শনীতে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থাগার সম্পর্কিত বই এবং পত্রিকা প্রদর্শিত হয়। সব শেষে সঙ্গীত সম্পাদিকা রঞ্জু দাশগুপ্তার পরিচালনায় বিচিত্রানুষ্ঠান হয়।

গ্রন্থাগার-ভবন

বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থাগার সংগঠনের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন গৃহ বা আশ্রয় কিন্তু গ্রন্থাগারের জন্য উপযুক্ত ভবন সংগ্রহ বা নির্মাণ করা সহজ নহে। প্রথমতঃ গ্রন্থাগার ক্রম-বর্ধমান প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠার পর হইতে প্রতি বৎসরই সুপরিচালিত গ্রন্থাগারের পাঠক ও পুস্তক সংখ্যা বর্ধিত হইয়া থাকে। সুতরাং যে পরিমাণ লোকের জন্য গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়, অত্যল্পকাল মধ্যে ইহার পাঠক-সংখ্যা তাহা অপেক্ষা বেশী হইয়া পড়ে। পাঠক সংখ্যা বা পুস্তক সংখ্যা ভবিষ্যতে বাড়িয়া যাইবে বুঝিলেও এই সমস্যার সমাধান করা কঠিন, কোন কর্তৃপক্ষই কোন্ সুদূর ভবিষ্যতে গ্রন্থাগারের পাঠক সংখ্যা কিরূপ বাড়িবে তাহার উপর নির্ভর করিয়া বর্তমানে গৃহনির্মাণ খাতে অজস্র অর্থ ব্যয় করিতে পারেন না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অঙ্গীভূত গ্রন্থাগার, গবেষণার সহায়ক গ্রন্থাগার, জাতীয় গ্রন্থাগার প্রভৃতির পক্ষে এই সমস্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা সাধারণ গ্রন্থাগারে যেমন নূতন বই কেনা হয়, তেমনই পুরাতন বইয়ের এক অংশকে বাতিল করিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে নূতন বই রাখিবার স্থানের সমস্যা অনেকখানি লঘু হইয়া যায়। কিন্তু উল্লিখিত গ্রন্থাগার সমূহে বই বাতিল করার ক্ষেত্র বা প্রসঙ্গ অনেক পরিমাণে সঙ্কুচিত। ফলে এইসব গ্রন্থাগারের সংগ্রহ কেবল বাড়িতেই থাকে এবং গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে শীঘ্রই স্থান সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। এই জাতীয় গ্রন্থাগারের গৃহনির্মাণ পরিকল্পনায় সেইজন্য বর্তমানের প্রয়োজনের কথাও যেমন ভাবা দরকার তেমনই ভবিষ্যতের সম্প্রসারণের ব্যবস্থার কথাও মনে রাখা দরকার।

গ্রন্থাগার-ভবনের পরিকল্পনা নির্মাণের সময় আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে কার্যোপযুক্ত হওয়াই এই ভবনের প্রধানতম গুণ। নির্দিষ্ট পরিমাণ স্থানের মধ্যে, পরিমিত অর্থ ব্যয়ে গ্রন্থাগারের সর্ববিধ প্রয়োজন মিটান খুব সহজ কাজ নহে। তাই গ্রন্থাগার-ভবন সুষ্ঠু, সুন্দর করা সব সময় হয়ত সম্ভব হইয়া ওঠে না, কিন্তু কার্যোপযুক্ত করিয়া ইহাকে তুলিতে না পারিলে ইহার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যায়। গ্রন্থাগার-ভবন নির্মাণ করিতে হইলে সেইজন্য প্রতি পদে গ্রন্থাগারিক ও স্থপতির

মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা থাকা আবশ্যক। এই সহযোগিতা ব্যতীত প্রয়োজন ও সামর্থ্যের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া উপযুক্ত গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণ করা অসম্ভব।

গ্রন্থাগার ভবন বিশেষ করিয়া সাধারণ গ্রন্থাগার ভবন যতদূর সম্ভব সহরের কেন্দ্রস্থলে নির্মাণ করিতে হয়। সহরের গোলমাল হইতে দূরে নিস্তব্ধ পরিবেশে গবেষণার গ্রন্থাগার স্থাপন করা যাইতে পারে, কিন্তু কর্মব্যস্ত মানুষের আরও উন্নতির, আরও জ্ঞানের বা অবসর বিনোদনের সহায়ক হইয়া উঠাই যে গ্রন্থাগারের প্রধান উদ্দেশ্য, সে গ্রন্থাগার সাধারণ যাতায়াতের রাস্তার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। গ্রন্থাগারের প্রকৃতি অনুসারেই গ্রন্থাগারের যাবতীয় ব্যবস্থা করিতে হয়। স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রেও এ কথা মনে রাখিতে হইবে।

সহরের কেন্দ্রস্থলের মধ্যেও যথাসম্ভব শব্দমুখর কারখানা, অগ্নিভয়যুক্ত স্থান, কিংবা চারিদিকে গাড়ীর রাস্তা ঘেরা জায়গায় গ্রন্থাগার-ভবন নির্মাণ না করাই ভাল। যেখানে লোকে বেড়াইতে, বাজার করিতে বা অন্য কারণে সাধারণতঃই যাইয়া থাকে, তাহার নিকটে গ্রন্থাগার হইলে উহার ব্যবহার হওয়ার আশা বেশী থাকে। মনে রাখিতে হইবে গ্রন্থাগার পরিচালনার প্রথম সূত্রই হইতেছে যে গ্রন্থাগারের পুস্তক সংগ্রহ ব্যবহারের মধ্যেই সার্থক হইয়া উঠে।

গ্রন্থাগার-ভবনের অন্যান্য সমস্যা আলোচনার পূর্বে আমাদের স্থির করিতে হইবে ইহা অবাধ অধিগম্য (Open access) হইবে, না সঙ্কুচিত অধিগম্য (closed access) হইবে। বস্তুতঃ এই প্রশ্নের সিদ্ধান্তের উপরই গ্রন্থাগারের অন্য সমস্ত ব্যবস্থা নির্ভর করে। যদি গ্রন্থাগার সঙ্কুচিত অধিগম্য হয়, তাহা হইলে যেখানে পুস্তক-সংগ্রহ থাকে, তাহারই পাশে বসিয়া গ্রন্থাগারের সাধারণ নিত্যকর্ম করিতে কর্মীদের খুব অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। এই ক্ষেত্রে গ্রন্থগুলি রাখিতে জায়গাও হয়ত কম লাগিতে পারে। কেননা গ্রন্থাগারের ২।১ জন কর্মীই শুধু যদি নির্দিষ্ট বই আনার উদ্দেশ্যে পুস্তক-সংগ্রহের মধ্যে যায়, তাহা হইলে দুই দিকের তাকের মাঝে যাতায়াতের রাস্তা খুব চওড়া না রাখিলেও চলে, তাহা হইলে তাকগুলিকে খানিকটা বেশী উঁচু করিয়া তৈয়ারী করিলেও খুব ক্ষতি হয় না। কিন্তু আজকাল অধিকাংশ গ্রন্থাগারই ক্রমান্বয়ে অবাধ অধিগম্য হইয়া উঠিতেছে। সঙ্কুচিত অধিগম্য গ্রন্থাগারে স্থানের দিক্ দিয়া যেটুকু সুবিধাই পাওয়া যাক্ না কেন, ইহার দ্বারা গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য অনেকাংশেই ব্যর্থ হইয়া পড়ে। প্রথমতঃ পাঠকেরা যদি ভাল বই দেখিতে পান তাহা হইলে তাঁহাদের পড়িবার সুধা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। যে ভদ্রলোক সাধারণতঃ গ্রন্থাগারে আসেন না,

প্রয়োজন বশে বা বন্ধু-সংসর্গে একদিন দৈবক্রমে গ্রন্থাগারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন তাঁহার পক্ষে গ্রন্থ-সূচীর কোনরূপ আকর্ষণ থাকিতে পারে না—কিন্তু অবাধ অধিগম্য গ্রন্থাগারের পুস্তকগুলির মধ্যে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলে, জুয়ার নেশার মত বইয়ের নেশা তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে। তিনিও গ্রন্থাগারের পাঠক হইয়া পড়িতে পারেন। তাহা ছাড়া গ্রন্থ-সূচী যত বিস্তৃত ও সুন্দর করিয়াই রচনা করা হউক না কেন, পুস্তক দেখিয়া পাঠক আপন প্রয়োজন যেমন সহজে নির্ণয় করিতে পারেন গ্রন্থ-সূচীর সাহায্যে কখনও সেরূপ পারেন না। সঙ্কুচিত অধিগম্য গ্রন্থাগারে পাঠক কেবল পূর্ব-হইতে-জানা বইগুলিই চাহিতে পারেন। তাঁহার নিজের বিষয়েরও অজানা নূতন বই জানিবার ও দেখিবার সুযোগ তাঁহার আসে না—ফলে পাঠস্পৃহাও ক্রমান্বয়ে বাড়িয়া উঠে না।

উদ্দেশ্য সাধনে উল্লিখিত ব্যর্থতা ছাড়াও সঙ্কুচিত অধিগম্য গ্রন্থাগারে কর্মী বেতনের খাতে পৌনঃপুনিক ব্যয় কিছু বেশী পড়িবার সম্ভাবনা। কেননা এই জাতীয় গ্রন্থাগারে প্রতিটি পুস্তক বাহির করিবার এবং উঠাইবার জন্য প্রতিবারই কর্মীর প্রয়োজন হয়, পক্ষান্তরে অবাধ অধিগম্য গ্রন্থাগারে পাঠক নিজের ইচ্ছামত বই দেখিয়া বাছিয়া লন, ফলে এই কাজের জন্য কর্মীর প্রয়োজন হয় না।

গ্রন্থ-সূচী ভালভাবে নির্মাণ করিতে গিয়া দেখা যাইতেছে এই খাতে স্থানের বা অর্থের প্রয়োজন কম নয়। সেইজন্য সাধারণ গ্রন্থাগারে ক্রমশঃ সংক্ষিপ্ত সূচীর (simplified catalogue) এবং নির্বাচিত গ্রন্থের সূচী (selective catalogue) নির্মাণের বন্দোবস্ত করা যাইতেছে। যদি গ্রন্থাগার সঙ্কুচিত অধিগম্য হয় তাহা হইলে এই জাতীয় সূচী দ্বারা কখনই কাজ চলিতে পারে না। সুতরাং এই খাতেও গ্রন্থাগারের পক্ষে কোনরূপ ব্যয় সঙ্কোচের সম্ভাবনা থাকে না।

অবাধ অধিগম্য গ্রন্থাগারের বিরুদ্ধে প্রবলতম আপত্তি হইতেছে যে, এই ব্যবস্থায় গ্রন্থ হারাইবার সম্ভাবনা খুব বেশী থাকে। কিন্তু গ্রন্থাগার গৃহে উপযুক্ত দ্বারবান্ নিযুক্ত করিলে এই ভয়ও খুব কমিয়া যায়। বিশেষ করিয়া আমাদের দেশের পল্লী অঞ্চলে প্রত্যেকেরই প্রতিবাসীর গৃহে প্রবেশের যেরূপ অবাধ যাতায়াতের প্রচলন আছে তাহাতে আমাদের দেশে পল্লীর গ্রন্থাগার গুলিতে চেষ্টা করিলে গ্রন্থ চুরি নিবারণ করা কঠিন নহে।

অবাধ-অধিগম্য-গ্রন্থাগার-প্রতিষ্ঠার নীতি গ্রহণ করিলে আমাদের পল্লী অঞ্চলে মাত্র একটি প্রকোষ্ঠেই গ্রন্থাগারের যাবতীয় কাজ চলিতে পারে। সাধারণতঃ

পল্লীর গ্রন্থাগার গুলিতে পুস্তক-সংখ্যা খুব বেশী থাকে না। প্রকোষ্ঠের দেওয়ালের ধারে ধারে তাকের উপরই এই বইগুলি সাজাইয়া রাখা যায়। এক পাশে তাক গুলিকে দেওয়াল হইতে ঘরের মাঝের দিকে খানিকটা আগাইয়া দিলে দেওয়াল ও তাক পরিবেষ্টিত আর একটি ছোট্ট কক্ষ নির্মিত হইয়া যায়। ঐ ছোট্ট কক্ষে বসিয়া গ্রন্থাগার-কর্মীরা গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কার্য্যাদি করিতে পারেন। প্রকোষ্ঠের মধ্যখানে একজন লোক থাকিলেই বই লেন-দেনের কাজ. পাঠকদের বই বাছিয়া লওয়ায় সাধারণ সাহায্য বা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কাজ করিতে পারেন। একজন লোক যাতায়াতের দরজায় থাকিলেই বইয়ের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না। যে গ্রন্থাগারে বই লেন-দেন কম সেখানে অবশ্য ঐ প্রকোষ্ঠে বসিয়াই গ্রন্থাগার পরিচালনার আনুষঙ্গিক কাজ করা এবং যাতায়াতের পথে নজর রাখা অসম্ভব নয়। পল্লীর সাধারণ গ্রন্থাগারে বয়স্কদের বই পড়িয়া শুনান দরকার বটে – তবে সাধারণতঃ সভা-সমিতির জন্য স্থান সংরক্ষণ অপরিহার্য নয়। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক কৃষিজীবী। বর্ষাই কৃষকদের দুরন্ত পরিশ্রমের সময়। দেশের যাতায়াতের একমাত্র সম্বল কাঁচা রাস্তাগুলি এই সময় এতই পিচ্ছিল ও কর্দ্দমময় হইয়া উঠে যে বর্ষায় পল্লীর সমস্ত অঞ্চল হইতে লোকেদের একস্থানে বই শুনার জন্য আসা এখনই সর্বত্র খুব সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। বর্ষা ব্যতীত অন্য সময় অপরাহ্ণে রৌদ্র পড়িয়া গেলে গ্রন্থাগার-সংলগ্ন খোলা জায়গায় বসিয়া বই পড়া কিছুই কঠিন কাজ নয়। যে অঞ্চলে লোকেদের উৎসাহ বেশী, বর্ষায়ও যেখানে লোকেদের ভাল বই শুনিবার ইচ্ছা ও আগ্রহ থাকে, সে অঞ্চলে অবশ্য গ্রন্থাগারের সঙ্গে উপযুক্ত আয়তনের ঘর আর একখানি বাড়াইয়া লইতেই হইবে।

তবে একটি মাত্র ঘরেও পল্লীর ছোট গ্রন্থাগারের কাজ চালাইয়া লওয়া সম্ভব হইলেও ইহাতে আমাদের শেষ পর্যন্ত চলিবে না। পল্লীর গ্রন্থাগার হইবে পল্লীর সকলের মিলন কেন্দ্র। তাই আমোদ-আহ্লাদ, হাসি-খুসী, খেলা-ধুলার জন্য একটি ঘরের অভাব সকলে শীঘ্রই বোধ করিবে। এই আর একটি ঘর গড়িয়া তুলিতে পারিলেই গ্রন্থাগারে জিজ্ঞাসু পাঠকদের আলাদা করিয়া খেলা সম্ভব হইবে। তখন দৈনিক খবরের কাগজ পড়াও ঐ খেলা-ধুলার ঘরে বেশ চলিতে পারে। মূল কথা অবস্থা বিবেচনা করিয়া খুব কম খরচেও গ্রন্থাগার আরম্ভ করিয়া ধীরে ধীরে প্রয়োজনমত এর সম্প্রসারণ করা যায় শুরুতেই বহু টাকা না হইলে কিছুই করা যাইবে না মনে করিয়া হতাশ হওয়ার কারণ নাই। তবে প্রথম হইতেই বর্তমানের প্রয়োজন ও ভবিষ্যতের সম্প্রসারণ সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা রাখিতে হইবে।

জনবহুল সহর বা নগরে যখন গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণ করিতে হয়, তখন গ্রন্থাগারিককে মোটামুটি তাঁহার সমস্ত প্রয়োজনটিই বলিয়া দিতে হয়। গ্রন্থাগারের অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পাঠক, পুস্তক সংখ্যা বা বিভিন্ন আয়োজনের ব্যবহার বাড়ে বটে কিন্তু আয়োজন যাহা করা হইবে তাহা পূর্ব হইতেই স্থির থাকে। গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য আমাদের গ্রন্থাগার ভবনে নিম্নলিখিত কার্যগুলির জন্য স্থানের আবশ্যক হয় :

১। পাঠ-কক্ষ
- (ক) সাধারণের জন্য সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র পড়িবার স্থান
- (খ) শিশু ও কিশোরদের পড়িবার স্থান

২। গবেষণা ও অনুসন্ধান বিভাগ
- (ক) গবেষণা-কক্ষ
  - (১) সাধারণ
  - (২) আলোক-চিত্র পাঠ কক্ষ
  - (৩) রেকর্ড শুনিবার ঘর
- (খ) অনুসন্ধান-স্থান

৩। পুস্তক লেন-দেনের বিভাগ
- (ক) অবাধ-অধিগম্য বইয়ের তাক রাখিবার জায়গা
- (খ) দুষ্প্রাপ্য, দুর্মূল্য এবং চিত্রবহুল গ্রন্থের তাক রাখিবার জায়গা
- (গ) বই লেন-দেনের জায়গা

৪। পরিচালনা বিভাগ
- (ক) পরিচালক সমিতির ঘর
- (খ) কর্মীদের দপ্তর
- (গ) গ্রন্থাগারিকের কক্ষ
- (ঘ) পুস্তক-বাঁধাই বিভাগ
- (ঙ) গুদাম-ঘর
- (চ) কর্মীদের বিশ্রাম ও জলযোগের স্থান
- (ছ) দর্শনার্থীদের অপেক্ষার স্থান

(৫) সম্প্রসারণ বিভাগ
- (ক) সভা-প্রকোষ্ঠ
- (খ) গ্রন্থ যান বিভাগ

(৬) ধৌতাগার প্রভৃতি

ইহা ব্যতীত কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারগুলিতে আঞ্চলিক ও শাখা গ্রন্থাগারগুলির সহিত সংযোগ স্থাপনের জন্য পৃথক্ বন্দোবস্ত থাকিবে।

এক্ষণে প্রত্যেকটি বিভাগের জন্য কিরূপ স্থানের প্রয়োজন হইবে তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক। গ্রন্থাগার-ভবনের পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে লক্ষ্য

রাখা আবশ্যক যে অঞ্চলের জন্য গ্রন্থাগার—সে অঞ্চলে লোকসংখ্যা কিরূপ। কোন দেশেই শিক্ষিত জনসংখ্যার প্রধান অংশ গ্রন্থাগার ব্যবহার করে না—আমাদের দেশে শিক্ষিতের সংখ্যাই মোট জনসংখ্যার তুলনায় অত্যন্ত কম। সুতরাং বর্তমানে মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫ জনের জন্য সেবার ব্যবস্থা করিলেই কাজ চলিয়া যাইবে। ফলে ২০,০০০ অধিবাসীর সহরে মোটামুটি ১০০০ জনের জন্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থা থাকাই যথেষ্ট। ঐ সহরে একাধিক গ্রন্থাগার থাকিলে সেই অনুপাতে প্রতি গ্রন্থাগারে পাঠকের সংখ্যা কম হইয়া যাইবে। পাঠক পিছু তিনখানা করিয়া বই ধরিলে লেন-দেন বিভাগে ৩০০০ বইতেই কাজ চলিয়া যাইবে। তাকগুলি সাধারণতঃ তিনফুট লম্বা হইয়া থাকে, প্রতিফুটে সাধারণ বই ৮ খানি করিয়া ধরিয়া হিসাব করিলে এক তাকে প্রায় ২৫ খানি বইয়ের জায়গা হইবে। প্রতিটি তাক ১০ ইঞ্চি অন্তর করিয়া তৈয়ারী করিলে ৬৪০ ফুট উঁচু তাকেই ২০০ খানি বই ধরিতে পারে। ইউরোপ আমেরিকার গ্রন্থাগারে তাকগুলি ৭৪০ ফুট উঁচু করার রীতি থাকিলেও আমাদের দেশে অপেক্ষাকৃত খর্বকায় ব্যক্তিদের জন্য তাক ৭ ফুটের চেয়ে বেশী উঁচু হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। যেহেতু বাড়ীতে লেন-দেনের অধিকাংশ বইই ৯ ইঞ্চির বেশী উঁচু হয় না—সেই হেতু ১০ ইঞ্চির মধ্যে অধিকাংশ বইই ধরিয়া যাইবে। তবে কোন গ্রন্থাগার ইচ্ছা করিলে আরও উঁচু বইয়ের জন্য একটি তাক ২ ইঞ্চি উঁচু করিয়া তৈয়ারী করিতে পারে। সে ক্ষেত্রেও তাকের উচ্চতা ৬ ফুট ৮ ইঞ্চির বেশী হইবে না। সবচেয়ে নীচের তাকটিকে মাটি হইতে ৪ ইঞ্চি উঁচু করিয়া নির্মাণ করিলে মোট ৭ ফুট উঁচু তাকেই কাজ হইবে। এইরূপ ২৫টি তাক বসাইতে পারিলেই ৩০০০ বইয়ের স্থান হইয়া গেল। আরও ৫টি এইরূপ তাকের জায়গা থাকিলেই ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের বন্দোবস্তও করা হইল সুতরাং তাকের জন্য লাগিল মোট ২০×৩=৬০ ফুট লম্বা জায়গা। দু' দিকে মুখ-ওয়ালা তাক ব্যবহার করিতে পারিলে ৫০ ফুট লম্বা জায়গায়ই কাজ হইতে পারে। দুই সারি তাকের মাঝে অবশ্য অন্ততঃ ৪ ফুট করিয়া রাস্তা রাখিতে হইবে। বই লেন-দেনের জন্য একটি ঘর রাখিলেই চলিয়া যাইবে। ঐ ঘরের মধ্যেই বই সাজাইয়া রাখিয়া এক জায়গায় লেন-দেনের কাজ করা যায়। দুষ্প্রাপ্য বা বহুমূল্য বই সাধারণতঃ বাড়ীতে পড়িবার জন্য দেওয়াই হয় না। সেইজন্য সেই বইগুলিকে গবেষণা-বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করাই সাধারণ প্রথা হওয়া উচিত।

গ্রন্থাগার যদি দ্বিতল বাড়ীতে পরিচালনা করিতে হয়, তাহা হইলে নীচের তলায় পাঠকক্ষ, লেন-দেন বিভাগ, শিশু-বিভাগ এবং অনুসন্ধান-বিভাগ রাখিতে

হইবে। শিশু পাঠকদের প্রবেশের জন্য ভিন্ন প্রবেশদ্বার করার অনুকূলে অনেক যুক্তি আছে। কিন্তু গ্রন্থাগারের সমস্ত বিভাগে প্রবেশ ও নির্গমণের জন্য একটি মাত্র দরজা রাখিলে কাজের যে অনেক সুবিধা হয় একথা বলাই বাহুল্য। গ্রন্থাগারের দ্বিতীয় তলে পরিচালনা বিভাগ, গবেষণা বিভাগের অপরাপর অংশগুলি এবং সভাপ্রকোষ্ঠ রাখিতে হইবে। সভাপ্রকোষ্ঠের জন্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও নির্গমদ্বার রাখিতে পারিলে সর্বাপেক্ষা সুবিধা হয়। রেকর্ড শোনার বন্দোবস্ত রাখিলে, তাহা যতদূর সম্ভব সাধারণ পড়িবার জায়গা হইতে দূরে রাখা দরকার। সভাপ্রকোষ্ঠটিকে এমনভাবে নির্মাণ করিতে হইবে যাহাতে এখানে আলোকচিত্রের প্রদর্শন হইতে পারে। গ্রন্থাগার বিভাগটি রাস্তার উপরেই অবস্থিত হওয়া দরকার।

পাঠকক্ষের চারিদিকে সংবাদপত্র পড়িবার জন্য উঁচু টেবিলের বন্দোবস্ত করা ভাল। ঘরের মধ্যে অবশ্যই সাময়িক পত্রিকাদি পড়িবার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। সাময়িক পত্রিকাগুলিকে টেবিলের উপর ছড়াইয়া রাখার চেয়ে সাময়িক পত্রের তাকের মধ্যে রাখিতে পারিলে দেখিতেও ভাল হয়—শৃঙ্খলাও থাকে।

গবেষণা বিভাগে পড়িবার জন্য পাঠক প্রতি ১৫ স্কোয়ার ফুট জায়গার বন্দোবস্ত রাখা একান্ত প্রয়োজন। গবেষণা বিভাগের বইগুলি সাধারণতঃ বড় হইয়া থাকে। সুতরাং এই বইগুলিকে সাজাইয়া রাখিতে স্থানের প্রয়োজন বেশী। লেন-দেন বিভাগে যেমন বইয়ের এক বিপুল অংশ মধ্যে মধ্যে বাতিল করিয়া দিতে হয়—অনুসন্ধান বিভাগ ব্যতীত গবেষণা বিভাগের অন্যত্র তেমন হয় না। তাহা ছাড়া বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠকের প্রয়োজনের কথা চিন্তা করিয়া নানাবিধ বহুসংখ্যক ক্রমবর্ধমান পুস্তক রাশিকে এখানে স্থান দিতে হয়। তাহা ছাড়া আলোকচিত্র পাঠের ঘর এবং রেকর্ড শুনিবার ঘরকেও একটি বিশেষ নিয়ম অনুসারে নির্মাণ করিতে হয়।

গ্রন্থাগারের বিভিন্ন বিভাগের স্থানের বন্দোবস্ত করা ব্যতীত গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণের সময় যাহাতে মেজেগুলিতে শব্দ কম হয় তাহার বন্দোবস্ত রাখিতে হইবে। মেজের উপর রবার বিছাইয়া দিলেই এই ব্যবস্থা হইতে পারে। কলিকাতার এক বিশিষ্ট গ্রন্থাগারে উই নিবারণের জন্য বাড়ীর বালি ছাড়াইয়া ফেলিয়া নূতনভাবে বালি কাজ করা হয়। এই সময় বালি সিমেন্টের সঙ্গে ক্রিয়োজোট মিশাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। গ্রন্থাগারিক বলিয়াছেন তাহার পর হইতে সেই ঘরে উইয়ের উপদ্রব হয় নাই।

যাহাই হউক গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণের প্রকারের উপর যদি উইয়ের আক্রমণ নিবারণের উপায় হয়, তাহা হইলে গ্রন্থাগারিক সে বিষয়ে উদাসীন থাকিতে পারেন না।

চিঠিপত্র

[চিঠিপত্র বিভাগে কোনও চিঠি প্রকাশ করা না করা সম্পাদকের ইচ্ছাধীন। চিঠি সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন]

'গ্রন্থাগার' সম্পাদক মহাশয়েষু,

গ্রন্থাগার পত্রিকার অগ্রহায়ণ সংখ্যায় শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিত 'গ্রন্থাগার ও প্ল্যানিং' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি যে কথাগুলি বলেছেন তা আমার মতে ভ্রান্ত ধারণা প্রসূত ও যুক্তি বহির্ভূত।

প্রথমতঃ গ্রন্থাগারের আদি ও বিবর্তনের যে রূপ তিনি বিশ্লেষণ করেছেন সমাজতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণে তাকে নির্ভুল বলা চলে না।

প্ল্যানিং সম্পর্কে তাঁর চিন্তা ও মতামতের জন্যেই প্রধান আপত্তি। প্ল্যানিং কথাটা বলতে খুবই গালভরা—কিন্তু ব্যক্তির ও সমাজ জীবনের খুবই একটি মৌলিক ও মামুলি বিষয় হল প্ল্যানিং। আয় অনুযায়ী ব্যয় করবার প্রয়োজনেও প্ল্যানিংয়ের দরকার হয় সাধারণ একটা মানুষের। রাষ্ট্রের মত বৃহৎ ক্ষেত্রেতো হবেই। কি ব্যক্তি, কি রাষ্ট্র, উভয়েরই পক্ষে পরিকল্পনা-বিহীন অবস্থান বিশৃঙ্খল ও ভারসাম্যহারা হতে বাধ্য।

সীমিত অর্থ ও সময়ের মধ্যে সুষ্ঠু প্রণালীতে আদর্শ ও উন্নত লক্ষ্যমানে পৌঁছবার তাগিদেই প্ল্যানিংয়ের প্রয়োজন ঘটে। তাতে সমাজের বিকাশ সমানুপাতিক, সর্বাঙ্গীন ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় ও পক্ষান্তরে অর্থ, সময় ও মেহনতের অপচয় নিবারিত হয়; ঈপ্সিত আদর্শের পথ অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা ও যথেচ্ছাচারে আবদ্ধ ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে না। আর নির্দিষ্ট লক্ষ্যমান (standard) অনুযায়ী প্ল্যানিং করার অর্থ এই নয় যে তাতে ব্যক্তির নিজস্ব সত্তা বিনষ্ট হবে। রাষ্ট্র ও সমাজ বন্ধনের মূলগত সার্থকতাই হল ব্যক্তির নিরঙ্কুশ বিকাশ ও উন্নতি। ব্যক্তি সত্তা ও মানবিক মূল্যহীন সমাজ-কল্যাণ অলীক ও অবাস্তব। প্ল্যানিংয়েও উদ্দেশ্য ব্যক্তির মঙ্গল তথা দেশ ও দশের সামগ্রিক অভ্যুত্থান সাধন।

তবে প্ল্যানিংয়ের মধ্যে ভুল ত্রুটি থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। তার জন্যে সচেতন ও সতর্ক হওয়া দরকার। দেহের কোনও অংশে দূষিত ক্ষত দেখা দিলে শরীরটাকে বাতিল না করে যেমন আমরা চিকিৎসা করি ঠিক তেমনি প্ল্যানিংয়ের দোষ ত্রুটিও শোধন করে নিতে হবে।

লাইব্রেরী প্ল্যানিং ও অন্যান্য প্ল্যানিং বিশেষ করে অর্থনৈতিক প্ল্যানিং এক ব্যাপার নয়। উভয়ের মধ্যে দুস্তর প্রভেদ বিদ্যমান।

লাইব্রেরী প্ল্যানিং সীমিত সময় ও অর্থে সর্বজনের জ্ঞানার্জনের উপযুক্ত সুযোগ ও ব্যবস্থা প্রবর্তনেই সীমাবদ্ধ থাকে—অর্থাৎ অর্থের সংকুলান সাধন, গঠনতন্ত্র প্রণয়ন, কুশলী কর্মী নিয়োজন, পরিচালন সংস্থা সংগঠন ও সর্ববিধ সামঞ্জস্য বিধানই লাইব্রেরী প্ল্যানিংয়ের লক্ষ্য। আভ্যন্তরীন কাজকর্মে, বিশেষ করে গ্রন্থ নির্বাচন ও সংগ্রহে প্ল্যানিংয়ের নিয়ন্ত্রণ থাকে না। লোকের ইচ্ছা ও অভিরুচি অনুযায়ী জ্ঞানার্জনে প্ল্যানিং হস্তক্ষেপতো করেই না, বরঞ্চ সুযোগ ও সুবিধার পথ সুগম করে তোলে। চিন্তা নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন সম্পূর্ণ কাল্পনিক। ব্যক্তিত্বের উদয় ও সৃজনি শক্তির বিকাশ তথা সমগ্র সমাজের পূর্ণাঙ্গ অগ্রগতিই যখন লাইব্রেরী প্ল্যানিংয়ের লক্ষ্য তখন সকলেই এক ধাঁচে গড়ে উঠবে এ আশঙ্কা অমূলক। ইতি—
কলিকাতা, ৩০-১২-৫৬। চৈতালী সেন

হাওড়া জেলা পাঠাগার সম্মেলন

গত রবিবার ৩০শে ডিসেম্বর ১৯৫৬ মাজু পাবলিক লাইব্রেরী প্রাঙ্গণে হাওড়া জেলা পাঠাগার সঙ্ঘের উদ্যোগে হাওড়া জেলা পাঠাগার সম্মেলনের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে হাওড়া জেলার বিভিন্ন গ্রন্থাগারের প্রায় দুইশত প্রতিনিধি ভিন্ন বহু বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্,সমাজ-সেবী ও গ্রন্থাগার আন্দোলনে উৎসাহী কর্মী যোগদান করেন। সভাপতিত্ব করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগেশ্বরী অধ্যাপক ডঃ নীহার রঞ্জন রায়।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীনন্দীধন সরকার তাঁহার সুন্দর সংক্ষিপ্ত ভাষণে সমবেত সকল গ্রন্থাগার-প্রেমীকে স্বাগত জানান। হাওড়া জেলা পাঠাগার সঙ্ঘের সম্পাদক শ্রীগোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায় ১৯৫৫-৫৬ সালের কার্যবিবরণী পাঠ করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার সুদীর্ঘ মনোজ্ঞ ভাষণে সাধারণ গ্রন্থাগারের নানা সমস্যার কথা আলোচনা করেন এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশে গ্রন্থাগার-ব্যবস্থার পরিকল্পনা রূপায়ণে সরকার ও জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতার প্রয়োজনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপন করেন। তিনি বলেন, যে পরিকল্পনা তৈরী করছেন তার পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে কর্মীদের, তার ভাল-মন্দ বিচার করার ভার বিশেষজ্ঞদের। প্রয়োজন হ'লে পরিকল্পনার পরিবর্তন করতে হবে।

সম্মেলনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক শ্রীকণিভূষণ রায়, পল্লীবার্তার সম্পাদক শ্রীতড়েন্দু বসু প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। হাওড়া জেলার বিভিন্ন গ্রন্থাগারের কর্মীরা সকালে এক কর্মী-বৈঠকে মিলিত হন। এই বৈঠকে শ্রীঅক্ষয়কুমার সরকার "গ্রাম্যমাণ কার্যের সম্প্রসারণ" শীর্ষক এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ অনেকে ইহার আলোচনা করিলে সভাপতি মহাশয় ডঃ নীহার রঞ্জন রায় তাঁহার ভাষণ দেন। সন্ধ্যায় সঙ্ঘ সভাপতি শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে সঙ্ঘের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে ১৯৫৫-৫৬ সালের পরিমিত হিসাব অনুমোদিত হয়। সম্মেলনে হাওড়া জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের বিভিন্ন কার্যের পরিসংখ্যান ও তথ্য সমন্বিত প্রাচীর পত্রের একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

মুর্শিদাবাদ জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন

বেলডাঙ্গা প্রসন্ন স্মৃতি পাঠাগারের (আন্তঃশ্রী) উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় বিগত ৩১শে ডিসেম্বর (১৯৫৬) মুর্শিদাবাদ জেলার গ্রন্থাগারকর্মী তথা সমাজসেবা কর্মীগণের এক সম্মেলন বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এবং মুর্শিদাবাদ জেলার সমাজ শিক্ষা প্রাধিকারিক শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত যথাক্রমে সভাপতি এবং প্রধান অতিথিরূপে ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিনিধি হিসাবে শ্রীরাখাল চন্দ্র চক্রবর্তী বিশ্বাস সম্মেলনে যোগদান করেন।

জেলার ছোট ছোট গ্রন্থাগারগুলির বর্তমান দুরবস্থা, সরকারী-বেসরকারী প্রচেষ্টার মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা এবং সর্বস্তরের গ্রন্থাগার-সংস্থায় বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের যথাযথ প্রতিনিধিত্বের উপযোগিতা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর সম্মেলনের আলোচনা মূলতঃ কেন্দ্রীভূত হয়। এতদ্ব্যতীত সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত গ্রন্থাগারগুলির সংস্কার সাধনের জন্যে অবিলম্বে আর্থিক সাহায্যদানের জন্য সরকারকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়া সম্মেলনে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

দেশের বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে এই ধরণের গ্রন্থাগার সম্মেলনের গুরুত্বের প্রতি প্রধান অতিথি শ্রীদাশগুপ্ত এবং সভাপতি শ্রীমুখোপাধ্যায় তাঁহাদের ভাষণে সমাজসেবা কর্মীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সম্মেলনের প্রারম্ভে প্রসন্ন স্মৃতি পাঠাগারের সম্পাদক শ্রীরটন্তিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁহার মুদ্রিত ভাষণ পাঠ করেন।

সম্মেলন মণ্ডপে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রেরিত প্রাচীর পত্রগুলি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়।

পরিষদ কথা

অভিজ্ঞানপত্র বিতরণ

গত ২৩শে ডিসেম্বর সাপ্তাহে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ১৯৫৫ ও ১৯৫৬ সালে পরিষদ পরিচালিত সপ্তাহান্তিক ও গ্রীষ্মকালীন গ্রন্থাগার শিক্ষণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের অভিজ্ঞানপত্র বিতরণ করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার ডক্টর দুঃখহরণ চক্রবর্তী।

অভিজ্ঞানপত্র বিতরণ সমাপনান্তে ডঃ চক্রবর্তী এক নাতিদীর্ঘ ভাষণে বর্তমান সমাজে গ্রন্থাগারিকের দায়িত্বপূর্ণ বিশেষ ভূমিকা সম্পর্কে উপাধিপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের সচেতন হবার উপদেশ দেন ও তাঁদের ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের সাফল্য ও উজ্জ্বলতা কামনা করেন।

বার্ষিক সাধারণ সভা

অভিজ্ঞানপত্র বিতরণের পর পরিষদের ২২তম বার্ষিক সাধারণ সভা আরম্ভ হয়। সভাপতি শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসুর প্রস্তাবক্রমে পরিষদের পৃষ্ঠপোষক ডক্টর চারুচন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায় ও সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনাবসানে, উপস্থিত সকলে দুই মিনিটকাল নিরবে দণ্ডায়মান হয়ে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। একটি শোকজ্ঞাপক প্রস্তাবও গৃহীত হয়।

বিগত বছরের কার্যবিবরণী, আয়ব্যয়ের হিসাব ও উদ্বর্ত পত্র উপস্থাপিত ও গৃহীত হয়। বিষয় সূচী অনুযায়ী পরে নিম্নলিখিত পদাধিকারী ও সংসদ সদস্যগণকে পরবর্তী বছরের জন্যে নির্বাচিত করা হয়:

সভাপতি –	শ্রীপ্রমীল চন্দ্র বসু
সহ সভাপতি—	শ্রী বি, এন, কেশবন
	শ্রী তিনকড়ি দত্ত
	শ্রী শচীন্দ্র নাথ রুদ্র
	শ্রী যতীন্দ্র মোহন মজুমদার
	শ্রী সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়
কর্মসচিব—	শ্রী ফণিভূষণ সাহা

যুগ্ম কর্মসচিব—	শ্রী রাখালচন্দ্র চক্রবর্তী বিদ্যানিধি
সহ কর্মসচিব—	শ্রী নবীগোপাল বসাক
গ্রন্থাগারিক—	শ্রীমতী অশোকা ধর
কোষাধ্যক্ষ—	শ্রী বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়
পত্রিকা সম্পাদক—	শ্রী সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়

ব্যক্তিগত সদস্য, দাতা ও আজীবন সদস্যগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি

জনাব মহম্মদ আসাদ আলি	শ্রী গোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায়
শ্রী প্রমোদ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রী নির্মল চৌধুরী
শ্রীমতী বাণী বসু	শ্রী শিবরঞ্জন ঘোষ
শ্রী রামরঞ্জন ভট্টাচার্য	শ্রী বিমলেন্দু মজুমদার
শ্রী সুধীর ব্রহ্ম	শ্রী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
শ্রী অজিত কুমার চক্রবর্তী	শ্রী শক্তিদাস রায়

ডক্টর নীহার রঞ্জন রায়

প্রতিষ্ঠানিক সদস্যগণের প্রতিনিধি

বাঁকুড়া—(১টি আসন)	সহৃদয় নেতাজী লাইব্রেরী, পাত্রসায়র
বীরভূম—(১টি আসন)	কুবিলী লাইব্রেরী, সিউড়ি
বর্দ্ধমান—(১টি আসন)	ঝাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার, ঝাড়গ্রাম
কলিকাতা—(২টি আসন)	মাইকেল মধুসূদন লাইব্রেরী, খিদিরপুর
	তরুণ সঙ্ঘ, ঘোষ লেন
কুচবিহার—(১টি আসন)	প্রিন্স ভিক্টর নৃত্যেন্দ্র নারায়ণ ক্লাব, হলদিবাড়ী
হুগলী—(২টি আসন)	বৈদ্যবাটি ইয়ংমেন্‌স এ্যাসোসিয়েশন, সেওড়াফুলি
	গরলগাছা পাবলিক লাইব্রেরী, গরলগাছা
হাওড়া—(১টি আসন)	বাদব মেমোরিয়ল লাইব্রেরী, সালকিয়া
জলপাইগুড়ি—(১টি আসন)	বাবুপাড়া পাঠাগার, জলপাইগুড়ি
মালদহ—(১টি আসন)	বান্ধব পাঠাগার, হরিশ্চন্দ্রপুর

মেদিনীপুর—(২টি আসন)	রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার, কাঁথি ক্লাব, কাঁথি
মুর্শিদাবাদ—(১টি আসন)	পঙ্কজিনী স্মৃতি পাঠাগার, সাহানগর
নদীয়া—(১টি আসন)	আদর্শ সঙ্ঘ পাঠাগার, মদনপুর
চব্বিশ পরগণা—(২টি আসন)	বান্ধব লাইব্রেরী, জয়নগর
	ইছাপুর অনুশীলনী, ইছাপুর
পশ্চিম দিনাজপুর—(১টি আসন)	বালুরঘাট সাধারণ পাঠাগার, বালুরঘাট

নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলির একজন করিয়া মনোনীত প্রতিনিধি :

পশ্চিম বঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার
জাতীয় গ্রন্থাগার বিশ্বভারতী

বার্ষিক সভার বিবিধ পর্যায়ে সমবেত সদস্যগণ ও প্রতিষ্ঠানিক প্রতিনিধিগণের মধ্যে কয়েকজন বিভিন্ন বিষয় ও সমস্যাদির উত্থাপন ও পর্যালোচনা করেন। বিষয়গুলি সংসদের (Council) সভায় উপস্থাপিত করা হবে। সর্বশেষে খিদিরপুরে অনুষ্ঠিত নবম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে আয়োজিত শিশু উৎসবে মধুস্মৃতি মণিমেলা অভিনীত নাটকের জন্য পরিষদ কর্তৃক পূর্ব ঘোষিত একটি রৌপ্য পদক এই সভায় দেওয়া হয়।

সংসদের প্রথম অধিবেশন :

গত ৬ই জানুয়ারী জাতীয় গ্রন্থাগারে 'নবনির্বাচিত সংসদের' (Council) প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরিষদের সংবিধান অনুযায়ী সংসদের নিম্নোক্ত সাতজন সদস্যকে কার্য্য নির্বাহক সমিতিতে নির্বাচিত করা হয় :

ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়	শ্রীশিবরঞ্জন ঘোষ
শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীঅভয় সরকার
শ্রীপ্রমোদ বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য

শ্রীগোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায়

সংসদের সভায় নিম্নলিখিত কমিটিগুলিও গঠিত হয় :

প্রকাশন উপ-সমিতি

সর্বশ্রী যতীন্দ্রমোহন মজুমদার (সভাপতি), সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় (আহ্বায়ক), পরমেশ বসু, অরুণ দাশগুপ্ত, রাধাগোবিন্দ চক্রবর্তী বিশ্বাস, হিমাংশু দত্ত।

গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ উপ-সমিতি

সর্বশ্রী বি, এস, কেশবন (সভাপতি), প্রমোদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (আহ্বায়ক), সুবোধ মুখোপাধ্যায়, বিমলেন্দু মজুমদার, গোবিন্দভূষণ ঘোষ, নির্মল চৌধুরী, রাখালচন্দ্র চক্রবর্তী বিশ্বাস, শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর আদিত্যকুমার ওহদেদার, ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়।

গ্রন্থ-নির্বাচন উপ-সমিতি

ডক্টর শশিভূষণ দাসগুপ্ত (সভাপতি), সর্বশ্রী বিমলেন্দু মজুমদার, এস, বি, ঘোষ, তিনকড়ি দত্ত, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামরঞ্জন ভট্টাচার্য, অশোকা ঘর।

গ্রন্থাগার উপ-সমিতি :

সর্বশ্রী শচীন্দ্রনাথ রুদ্র (সভাপতি), অশোকা ঘর (আহ্বায়ক), অমল সরকার, বাণী বসু, ননীগোপাল বসাক অপূর্ব কুমার দত্ত, শক্তিদাস রায়, জ্যোতিষ ঘোষ।

প্রচারণ উপ-সমিতি

সর্বশ্রী দক্ষিণারঞ্জন বসু (সভাপতি), নগেন্দ্র দত্ত (আহ্বায়ক), ইন্দ্রনাথ মজুমদার, শিবরঞ্জন ঘোষ, গৌরেন গাঙ্গুলী।

সংযোগ ও সংগঠন উপ-সমিতি

সর্বশ্রী গোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি), রাখালচন্দ্র চক্রবর্তী বিশ্বাস (আহ্বায়ক), শিবরঞ্জন ঘোষ, নির্মল চৌধুরী, ইন্দ্রনাথ মজুমদার, জনাব আসাদ আলি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংসদে মনোনীত প্রতিনিধি ও সংসদে প্রতি জেলার প্রতিষ্ঠানিক সদস্যগণ।

টেকনিক্যাল উপদেষ্টা উপ-সমিতি

সর্বশ্রী সুবোধ মুখোপাধ্যায় (সভাপতি), সুধীর ব্রহ্ম (আহ্বায়ক), গোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায়, বিমলেন্দু মজুমদার, বিনয় সেনগুপ্ত, অমলকুমার সরকার, ডক্টর আদিত্যকুমার ওহদেদার।

অর্থ ও হিসাব উপ-সমিতি

সর্বশ্রী তিনকড়ি দত্ত (সভাপতি), বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় (আহ্বায়ক) অনাথবন্ধু দত্ত, অজিত চক্রবর্তী, পূর্ণেন্দু প্রামাণিক, নবকুমার চৌধুরী।

সভায় ১৯৫৭ সালের বাজেট উপস্থাপিত ও গৃহীত হয়।

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পৃষ্ঠপোষক পদ গ্রহণে সম্মতি দান করেছেন।

গ্রন্থ সমালোচনা

বয়স্ক সদ্য-সাক্ষরের বই :

লেখাপড়া শেখানর নূতন পদ্ধতি (গণিত শেখানসহ) । বিজ্ঞান ভিক্ষু । বেঙ্গল ম্যাস এডুকেশন সোসাইটি ; কলিকাতা ৪ । ৭২ পৃঃ । দাম দশ আনা ।

শরীর ভাল রাখতে হলে । অশোককুমার সেনগুপ্ত । ওরিয়েন্ট লংম্যান্স । কলিকাতা ॥ ৬৩ পৃঃ, সচিত্র । দাম বার আনা ।

পুরাণ কথা । বাণী গুপ্ত । ওরিয়েন্ট লংম্যান্স ॥ কলিকাতা । ৬৪ পৃঃ ; সচিত্র । দাম বার আনা ।

যোবগ ও মুরগী । শ্রীশচন্দ্র দাসগুপ্ত । ওরিয়েন্ট লংম্যান্স । কলিকাতা । ৪৮ পৃঃ ; সচিত্র । দাম বার আনা ।

গ্রামের সমাজ । চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস । ওরিয়েন্ট লংম্যান্স । কলিকাতা । ৪০ পৃঃ ; সচিত্র । দাম বার আনা ।

ভারতের শতকরা ৭৫ জন লোক এখনও নিরক্ষর । তাদের অক্ষর জ্ঞান দেওয়াটা বর্তমানে এদেশের বয়ঃ শিক্ষার (Adult Education) একটা প্রারম্ভিক ও প্রধান কাজ । চর্চার অভাবে অর্জিত যে কোনও বিদ্যাই মানুষের পক্ষে ভুলে যাওয়া স্বাভাবিক । সদ্য সাক্ষরদের (Neo-Literate) ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনি উপযোগী বইপত্তর অক্ষর জ্ঞান আয়ত্ত করার পর না পেলে বিস্মৃতির অতলে তাদের নবলব্ধ অক্ষর জ্ঞান তলিয়ে যেতে বাধ্য । তাই বয়ঃশিক্ষা ক্ষেত্রগুলির কর্মীদের সবচেয়ে বড় একটা দুশ্চিন্তা বাংলায় সদ্য-সাক্ষরদের উপযোগী বই পর্যাপ্ত না থাকায় । আশা ও আনন্দের কথা এই যে ইদানিং সরকারী ও কিছু সংখ্যক বেসরকারী প্রকাশন সংস্থা সদ্য-সাক্ষর বয়স্কদের উপযোগী পঠিতব্য বই প্রনয়নে অল্প বিস্তর নজর দিয়েছেন ।

প্রথম বইটিতে বয়স্কদের সীমিত সময়ে বিজ্ঞান সম্মতভাবে লিখতে ও পড়তে শেখানর অভিনব ও সুন্দর প্রনালীর পরিচয় পাওয়া যায় । সূত্রের সাহায্যে সংখ্যার প্রকাশ, আগে অঙ্ক পরে অক্ষর, অঙ্ক থেকে অক্ষর গড়া প্রভৃতি অংশগুলি খুবই চিত্তাকর্ষক । এবং ক্রম বিন্যাসে লেখকের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ও নৈপুন্য সুপরিস্ফুট । ভাষা সহজ ও সরল, ছাপা ও বাঁধাই ভালো ।

পরের চারখানি বই সদ্য-সাক্ষরদের জন্যে বিশেষভাবে রচনীত । বইয়ের নামগুলি থেকেই তাদের বিষয়বস্তুর পরিচয় পাওয়া যায় । বইগুলির ভাষা সহজ ও সাবলীল । ছবির সাহায্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি সুবোধ্য হয়ে উঠেছে প্রতিটি বইতেই । বইগুলি সকল গ্রন্থাগারেই সংগ্রহিতব্য ।

ক্রিকেট খেলার অ. আ. ক. খ। ডন ব্র্যাডম্যান। অনুবাদক—পরীক্ষিৎ। আর্ট এণ্ড লেটার্স পাবলিশার্স। ১৪৯ পৃঃ ; সচিত্র।

শিক্ষণ ও উপযুক্ত অনুশীলনের অভাবেই মূলতঃ আমাদের দেশের খেলাধূলার মান বর্তমানে অন্যান্য অনেক দেশের চেয়ে অনেক বেশী পেছিয়ে রয়েছে। প্রগ্রেসর দেশগুলিতে খেলাধূলার ক্লাব কিংবা ষ্টেডিয়ামে রীতিমত একটা করে গ্রন্থাগার থাকে। সেসব গ্রন্থাগারে ক্রিকেট, ফুটবল প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়েই অজস্র বই পাওয়া যায় তার কারণ সে সব দেশে খেলাধূলার ওপর বই লেখা হয়, ছাপা হয় এবং পাঠকের সংখ্যাও অগণিত। অথচ আমাদের কোনও গ্রন্থাগারে কেউ একজন বাংলায় খেলাধূলা বিষয়ক বই চাইতে এলে গ্রন্থাগারিককে খুবই মুস্কিলে পড়তে হয়। যাহোক একটা শুভলক্ষণ দেখছি ইদানিং যে আমাদের প্রকাশকরাও ক্রমে এ বিষয়ে যত্নবান হচ্ছেন। খেলাধূলা বিষয়ে বইয়ের একটা পরোক্ষ প্রভাব এই যে গ্রন্থবিমুখ লোকেদের গ্রন্থপাঠের অভ্যাস সৃষ্টি করা যায় ও তিন্ন বিষয়ক গ্রন্থপাঠেও লোককে প্রবৃত্ত করে তোলা সম্ভব হয়। আলোচ্য বইটি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ব্যাট্‌সম্যান ডন্ ব্র্যাড্‌ম্যান লিখিত 'How to play cricket' এর বাংলায় সার্থক ও সুন্দর তরজমা করেছেন পরীক্ষিৎ। প্রায় ১০০ খানা ছবির সাহায্যে ব্যাট ধরা, বল করা ও দেওয়া ও ফিল্ডিং করবার কৌশলগুলি সহজভাবে বুঝান হয়েছে। বইটির প্রচ্ছদপট, ছাপা ও বাঁধাই মনোরম। ভবিষ্যতে এ ধরণের আরও বই প্রকাশকের নিকট হতে আশা করি। বইটির বহুল প্রচার হোক। (সিরাজুর রহমান)

সাময়িক পত্রিকা :

Calcutta Citizen ; Vol. 1. Part 1. December, 1956 ; Organ of Calcutta, Citizens' Association.

মহানগরী কলকাতা। লোক সংখ্যার অনুপাতে সহরটা ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে। বাড়ছে যাবতীয় সমস্যা—অসুখ-বিসুখ, আবর্জনা, জলকষ্ট, অপর্যাপ্ত শিক্ষা ব্যবস্থা, খেলাধূলার স্থানের অসংকুলান প্রভৃতি অজস্র অসুবিধা ও অভিযোগ। এবং সর্বোপরি বহীধরের মত বিরাজ করছে কলকাতার বাসিন্দাদের ঔদাসিন্য ও নাগরিক দায়িত্বজ্ঞানহীনতা। কলকাতাবাসীদের সুখ, স্বাস্থ্য, শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ বৃদ্ধির ব্রত নিয়ে জন্ম নিয়েছে ক্যালকাটা সিটিজেন্স

এসোসিয়েশন। দায়িত্বে, কর্তব্যে ও অধিকারে নাগরিকদের সচেতন করে তোলার জন্যে অন্যান্য কার্যাবলীর মধ্যে আলোচ্য পত্রিকাটি প্রকাশে এ্যাসোসিয়েশন নিযুক্ত হয়েছেন। তাই তাঁদের অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানিয়ে, মুখপত্রটির দীর্ঘ আয়ুষ্কাল কামনা করি এবং বাংলা ভাষাতেও অনুরূপ প্রকাশনে সচেষ্ট হতে অনুরোধ জানাই। আলোচ্য সংখ্যাটি কয়েকটি সুলিখিত প্রবন্ধে সমৃদ্ধ। প্রচ্ছদ ও মুদ্রণে পত্রিকাটি মনোরম হয়েছে।

গ্রন্থ-জগৎ ॥ দ্বিতীয় বর্ষ ॥ প্রথম সংখ্যা ॥ ডিসেম্বর ; ১৯৫৬।

বঙ্গীয় প্রকাশক সভার ত্রৈমাসিক বাংলা মুখপত্র গ্রন্থজগৎ দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করায় আমরা তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করি যে, গ্রন্থ ব্যবসায়ের সঙ্গে এদেশের বিরাট এক জনসংখ্যার জীবিকা ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। লেখক, শিল্পি ও প্রকাশকদের কথা বাদ দিলেও কাগজ, মুদ্রণ, বাঁধাই প্রভৃতি বহুবিধ আনুষঙ্গিক ব্যবসায়ের ভাগ্য-ভবিষ্যৎ গ্রন্থ ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধির ওপর নির্ভর করে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট অনেক ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে হামেশাই শুনতে পাই যে বইয়ের ব্যবসায় বর্তমানে লাভের চেয়ে লোকসানের সম্ভাবনাই বেশী। স্বভাবতই লাভ না হলে বইয়ের ব্যবসায়ে মূলধন লগ্নীকরণে কেউ প্রবৃত্ত হবেন না। তাতে অর্থনৈতিক দিক ছাড়াও শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক থেকে চিন্তা করলে প্রশ্নটা খুবই আশঙ্কা ও গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাভাষী জনসংখ্যা যদিও একটি প্রকাণ্ড অঙ্ক, তবুও পুস্তক ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি না হওয়ার একমাত্র কারণ জন-সাধারণের শিক্ষার অনুন্নত মান। শিক্ষা সম্প্রসারণ ও সর্বজনকে গ্রন্থমুখী করে তোলার শ্রেষ্ঠতম মাধ্যম হ'ল গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রত্যক্ষভাবে গ্রন্থ-ব্যবসায়ের উৎকর্ষ সাধন করে। তাই গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে পুস্তক প্রকাশকদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও সক্রিয় যোগাযোগ থাকা দরকার। এ বিষয়ে বঙ্গীয় প্রকাশক সভা ও তাঁদের মুখপত্র গ্রন্থজগৎ আশা করি সচেষ্ট হবেন। পূর্বের সংখ্যাগুলির ন্যায় আলোচ্য সংখ্যাটিও সুচিন্তিত প্রবন্ধ ও তথ্যবহুল বিষয়াদিতে পূর্ণ।

সম্পাদকীয়

গত ২০শে ডিসেম্বর থেকে সুরু করে এক সপ্তাহ কালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বহু গ্রন্থাগারে "গ্রন্থাগার-দিবস" উদ্‌যাপিত হয়েছে। পরিষদ কার্যালয়ে এযাবৎ যেসকল আমন্ত্রণ-লিপি, অনুষ্ঠানের বিবরণী এবং জনসভায় গৃহীত প্রস্তাবাবলীর প্রতিলিপি এসে পৌঁছেচে তাতে আশান্বিত হবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

অন্য বৎসরের মতো এবৎসরও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ "গ্রন্থাগার দিবস" পালনের আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেছে। পরিষদের এই আহ্বানের সোৎসাহ সাড়া মিলেছে দূর পল্লী-অঞ্চল থেকেও। পরিষদের নিরলস কর্মপ্রচেষ্টা যে ধীরে ধীরে ব্যাপকতর জনসমর্থন লাভ করছে তারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে পরিষদেরই প্রতিষ্ঠা-দিবসটিকে "গ্রন্থাগার দিবস"-এর স্মরণীয় মর্যাদা দানের ব্যাপকতায়।

ব্যাপকতার মধ্যেই শুধু নয়, "গ্রন্থাগার দিবস" উপলক্ষে আয়োজিত সভা-সমিতির মূল আলোচনার ধারাটির মধ্যে যে একটা সুসংহতির পরিচয় পাওয়া গেছে—তার জন্যেও এবারের "গ্রন্থাগার-দিবস" অনুষ্ঠানের গুরুত্বকে অস্বীকার করবার উপায় নেই।

প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা-কাল শেষ হয়েছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকাল সুরু হয়েছে। অন্যান্য বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের যতটুকু অগ্রগতিই ঘটুকনা কেন, গ্রন্থাগার-ব্যবস্থা-স্থাপন বিষয়ে অগ্রগমন যে আশানুরূপ হয়নি—একথা বহু কর্মী-বৈঠকে এবং জনসভায় দুঃখের সঙ্গে আলোচিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে যে গ্রন্থাগারকর্মী তথা সমাজসেবাকর্মীদল নিতান্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে পূর্ণনিষ্ঠা সহকারে দীর্ঘদিন ধরে জনসেবার ব্রত পালনের চেষ্টা করে এসেছেন—তাঁদের এই মূল্যবান অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর যথাযথ সুযোগের অভাব এই শ্লথ-গতির অন্যতম কারণ বলে বর্ণিত হয়েছে।

সমাজ-কল্যাণমূলক কাজে জন-পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বলা হয়েছে :—

"..... In the past voluntary agencies depended entirely on donations from private persons. In the larger interest of the community these voluntary agencies have to be encouraged and assisted in extending the scope of their activities ....."

পরিকল্পনা কমিশনের মতে—সমাজকল্যাণমূলক কাজগুলোর দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলোকে (local authorities), এবং "..... to bring about a measure of coordination between the efforts of public authorities and of voluntary organisations"—পরিকল্পনার সাফল্যের জন্যে একান্ত প্রয়োজন।

গ্রন্থাগারের মাধ্যমে জনসেবা সমাজকল্যাণমূলক কাজের অন্যতম। এই কারণে "গ্রন্থাগার দিবসের" সভা-সমিতিতে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষ থেকে "সরকার প্রবর্তিত সর্ব-স্তরের গ্রন্থাগার-সংস্থায় বেসরকারী প্রতিষ্ঠান নির্বাচিত গ্রন্থাগার কর্মীগণের যথাযথ প্রতিনিধিত্বের"—যে দাবী উত্থাপিত হয়েছে তার মধ্যে পরিকল্পনা কমিশনের নীতির সমর্থন রয়েছে।

এ-সম্পর্কে পরিষদের ধারণাও অনুরূপ। যে-গাছ মাটির বুক থেকে প্রাণ-রসের জোগান পায় না, মাটিকে নিবিড়ভাবে আশ্রয় করে দাঁড়াতে পারে না সুস্থ-সবল ভাবে,—সে-গাছ দুর্বল, ক্ষীণায়ু; হতে বাধ্য; ওপর থেকে ঘড়া-ঘড়া জল ঢেলে তাকে বাঁচানো যাবে না; ফুলে-ফলে-পাতায় বিকশিত হয়ে ওঠার আশা তার সুদূরপরাহত!

আগামী বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের আগামী অধিবেশন ১৯শে—২১শে এপ্রিল (১৯৭৭) অনুষ্ঠিত হইবে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ শীঘ্রই উক্ত অধিবেশনের স্থান-নির্বাচন বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

এই স্থান-নির্বাচন বিষয়ে আগ্রহশীল ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানকে অনুরোধ জানান যাইতেছে যে তাঁহারা যেন অনতিবিলম্বে এই সম্পর্কে পরিষদ-সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন।

সম্পাদক
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বিনামূল্যে গ্রন্থ বিতরণ

পশ্চিমবঙ্গ বুদ্ধ-জয়ন্তী কমিটি রাজ্যের দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীদের 'বৌদ্ধ নীতি সুধা' গ্রন্থটি এবং সকল গ্রন্থাগারকে বৌদ্ধ দর্শন বিষয়ক আরও দুটি গ্রন্থ বিনামূল্যে বিতরণ করছেন। শ্রীশুভেন্দু বসু, দপ্তর-সম্পাদক, বুদ্ধ জয়ন্তী কার্যালয়, রাজভবন, কলিকাতা এ আবেদন পত্র পাঠাতে হবে।

গ্রন্থাগার

৬ষ্ঠ বর্ষ] মাঘ : ১৩৬০ [১০ম সংখ্যা

গ্রন্থ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক

এস আর. রঙ্গনাথন্

[গত বৎসর যে মাসে মাদ্রিদে অনুষ্ঠিত পঞ্চম আন্তর্জাতিক লাইব্রেরী এসোসিয়েশনের বার্ষিক সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ]

বৃত্তি হিসাবে গ্রন্থাগারিকতার প্রকৃত মূল্যায়ণ হয়নি বহুকাল যাবৎ। এবিষয়ে এখনও অনেকের মন মান্ধাতার আমলের ধারণায় আচ্ছন্ন। একশ্রেণীর মতে গ্রন্থাগারিক হবেন নিরীহ গোবেচারা পণ্ডিত গোছের ব্যক্তি—তালা-চাবিমারা কদাচ ব্যবহৃত বইপত্তরের কড়া পাহারা দেওয়াই হবে যাঁর কাজ।

আর এক দল আবার গ্রন্থাগারিকের পাণ্ডিত্য থাকারও কোনও প্রয়োজন বোধ করেন না—তাঁদের মতে গ্রন্থাগারিকের বইয়ের মলাটটা পড়বার মত বিদ্যা থাকলেই যথেষ্ট। বার্লিনের লর্ড মেয়র এই মতেরই কথা বলছিলেন। বিংশ শতাব্দীতেও যদি এ ধারণা বদ্ধমূল থাকে তাহলে তার জন্যে গ্রন্থাগারের হর্তাকর্তা পরিচালকরাই দায়ী হবেন—কারণ তাঁরাই নির্ধারিত করেন গ্রন্থাগারিক পণ্ডিত লোক হবেন, না শুধু মোটামুটি লিখতে পড়তে জানা লোক হবেন। এ বৃত্তি-জীবিদের সেজন্যে দোষারোপ করা চলে না। মেয়র মশায়ের ভাষণ তিরিশ বছর আগের এক ঘটনার কথা আমায় মনে পড়িয়ে দিল। ব্যাপারটা মাদ্রাজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রথম গ্রন্থাগারিক হিসেবে আমাকে নিয়োগের সময় ঘটে। কমিটির জনৈক সদস্য আমার গুণাবলী সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। আমি জবাব দিই যে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কের অধ্যাপনা করি। তাতে তিনি বলেন—অঙ্কের অধ্যাপক দিয়ে কোনও কাজই হবে না। তাঁদের ধারনা ছিল যে গ্রন্থাগারিক এমন একজন হওয়া দরকার যিনি পোকামাকড়ের উৎপাত দমনে সিদ্ধহস্ত। কারণ তাঁরা মনে করতেন যে মারাত্মক পোকামাকড়ই গ্রন্থাগারের সবচেয়ে বড় সমস্যা। যখন দেখলাম যে সে চাকরির আমার কোনও আশা নেই, তখন মরিয়া হয়েই বলে ফেললাম যে, কমিটি চাকরিখালির বিজ্ঞাপনে পোকামারার আবশ্যিক গুন থাকা চাই—কথাটা জানিয়ে দিলে ভাল করতেন।

যাক,: সে-সব দিন চিরতরে বিদায় নিয়েছে। ইতোমধ্যে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে সমাজ-জীবনে এ-বৃত্তি নিঃসন্দেহে শীর্ষস্থানীয়। জ্ঞান-বিদ্যা গ্রন্থাগারিকের অবশ্যই থাকা চাই—এতে কোনও দ্বিমত থাকতে পারে না—তবে তাঁর পারদর্শিতা থাকা চাই গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে। হ্যাঁ, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বলে একটি বিজ্ঞান বিদ্যমান—গত দু'পুরুষ ধরে তা গড়ে উঠেছে। এবিষয়ে গ্রন্থাগারিক বৃত্তিজীবিরা অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণাদি করেছেন। গ্রন্থাগারিকের সমুদয় ধ্যান-ধারণা, সময় ও শ্রম অতিবাহিত হয় নানা সুব্যবস্থিত পদ্ধতির উদ্ভাবনে, যাতে সর্বসাধারণ গ্রন্থাগারমুখী হয় ও গ্রন্থাগারে সংগৃহীত গ্রন্থরাজির সদ্ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। বড় গ্রন্থাগারে বইপত্তর চুরি-চামারির জন্যে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত থাকা প্রয়োজন। নিউ ইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরীতে এজন্যে বিশেষ ধরণের লোক নিযুক্ত থাকে। তার জন্যে গ্রন্থাগারিককে তলব করা হয় না। ঠিক তেমনি পোকামাকড়ের উৎপাত থেকে রেহাই পাবার উদ্দেশ্যে ঝাড়াপোছার কাজের জন্যে বড় গ্রন্থাগারে ভিন্ন লোক থাকে। পৌরভবন তদারক করতে যেমন মেয়রকে ডাকা হয় না, গ্রন্থাগারের সর্বধরণের কাজে গ্রন্থাগারিককে সক্রিয়ভাবে আশা করাও তেমনি অসঙ্গত।

একটা কথার পুনরুক্তি করি যে আজকের সমাজ-জীবনে ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ সাধনে গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা সর্বোচ্চস্থানীয়। এই সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়ই তার একটা প্রমাণ।

মানুষের গ্রন্থ ব্যবহারের সকল বাধাই দূর করতে হবে। তার জন্যে পাঠকদের সরাসরি তাক থেকে নিজ ইচ্ছা ও অভিরুচি অনুযায়ী বই বেছে নেবার সুযোগ দিতে হবে। অবাধ-অধিগম্য (Open Access) ব্যবস্থা এ সম্মেলনের একটি আলোচ্য বিষয়। বিভিন্ন গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ অবাধ-অধিগম্য ব্যবস্থা চালু করুন—এটাই এ সম্মেলনের অভিমত। আমার পরবর্তী বক্তা অবাধ-অধিগম্য ব্যবস্থার উপযোগী গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণ সম্পর্কে বলতে উঠবেন। প্রসঙ্গতঃ বলি যে আগেকার আমলে যখন গ্রন্থাগার ভবনের প্ল্যান করা হ'ত সে সময় গ্রন্থাগারিকরা হতেন এক একজন সুদক্ষ গ্রন্থ-রক্ষক। বইপত্তরও থাকত কম। সাক্ষর লোকের সংখ্যা সে সব দিনে কম ছিল বলে পাঠক সংখ্যাও ছিল খুব কম। বলা বাহুল্য সে যুগে অবাধ-অধিগম্য ব্যবস্থা ছিল না। সেকালে যেসব গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণ করা হয় বর্তমানে তা অবাধ-অধিগম্য ব্যবস্থা প্রবর্তনের অন্তরায় হিসেবে দেখা দিচ্ছে। এ ব্যবস্থা চালু করার সদিচ্ছা থাকলেও অনেক ক্ষেত্রেই

গৃহ সম্পর্কিত অসুবিধার দরুণ তা সম্ভব হচ্ছে না। ব্যাপারটা বড়ই দুঃখের। আমার পরে যে বক্তা আসছেন তাঁকে তাই আগে থাকতেই এ সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করে দিতে চাই। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঞ্চম নীতির (Fifth Law of Library Science) সার কথাই হ'ল যে গ্রন্থাগার একটি ক্রমবর্ধনশীল প্রতিষ্ঠান, আর বর্ধন বলতে বোঝায় পরিবর্তন। পরিবর্তন প্রগতিমূলক ও স্থায়ী হবে একথা বলাই বাহুল্য। গ্রন্থাগারের আদর্শ ও উদ্দেশ্য পরিবর্তনশীল—স্রোতস্বিনীর ন্যায় তার কর্মপ্রণালী প্রবাহিত।

আমাদের পূর্ব-পুরুষরা যে গ্রন্থাগার ভবন প্রতিষ্ঠা করে গেছেন আজকের দিনে আমাদের নব পরিকল্পিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পক্ষে তা একেবারেই অচল—একথা আপনারা খুব ভাল ভাবেই অনুভব করেন। তাই বলি যে এখন যেসব গ্রন্থাগার ভবন নির্মিত হচ্ছে তা যেন এমন ভাবেই হয় যাতে এগুলি একশ' বছর পরে যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে উঠবে তার প্রতিবন্ধক হিসেবে না দাঁড়ায়। তার জন্যে বাড়ীগুলো হয়ত আপাতদৃষ্টিতে শ্রীহীন ঠেকতে পারে। তবে এখন যেসব বিধি বন্দোবস্ত হবে তা বেশ কিছুকাল বিস্তর সমস্যার সুরাহা করে দেবে অন্ততঃ আগামী দিনের সম্ভাব্য পরিবর্তন এখনই আমরা যতটা আঁচ করতে পারছি। তা'বলে ভবিষ্যতে কি অদল বদল হবে তার স্বরূপ এখনই সুনিশ্চিতভাবে আন্দাজ করা সহজ ও সম্ভব নয়। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঞ্চম নীতি সম্ভাব্য পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতেই গৃহ নির্মাণের উপদেশ দেয়। আগেকার আমলের প্রাসাদোপম গ্রন্থাগার গৃহ ইতস্ততঃ অব্যবহার্য ও পরিত্যক্ত হয়ে পড়তে দেখা যায় প্রায়ই। সেজন্যে মনে হয় যে গ্রন্থাগার গৃহের মেয়াদ শ'খানেক বছরের হলেই যথেষ্ট, তার জন্যে খরচও খুব বেশী পড়বে না আর একশ' বছর বাদে যদি বর্তমান গৃহটী নূতন অবস্থার উপযোগী করে গড়ে তোলার প্রয়োজন ঘটে তাহলে অর্থ অপচয়ের প্রশ্ন মনকে বিশেষ পীড়া দেবে না। পঞ্চম নীতির সার কথাই হচ্ছে যে, **Build small and live big, build cheap and live rich.**

মানসিক উৎকর্ষে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কয়েকটি কথা এ উপলক্ষে না বলে থাকতে পারলাম না। কারণ যে বিশেষ সময়ে আমরা এখানে মিলিত হয়েছি তা খুবই স্মরণীয় ও তাৎপর্যপূর্ণ। এখন ভারতে বুদ্ধের ২৫০০তম জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপিত হচ্ছে। ভারতের মহান সন্তান গৌতমের নীতিকথা বিখ্যাত গ্রন্থ ত্রিপিটকে সংকলিত। জ্ঞানের ধারক ও বাহক হিসেবে এই গ্রন্থ দেশ-দেশান্তরে চলে গেছে—প্রেম, প্রীতি ও শান্তির ললিত বাণী বহন করে নিয়ে

গেছে জাপান হতে জর্ডান, সুমাত্রা থেকে মঙ্গোলিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে। তুর্কীস্থানে মরুভূমির নীচে অবলুপ্ত একদা সমৃদ্ধ জনপদের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে থেকে সম্প্রতি বহু অমূল্য বৌদ্ধ গ্রন্থাদি আবিষ্কৃত হয়েছে। বৌদ্ধ গ্রন্থরাজির অন্তর্নিহিত দেশাত্মবোধ ও বিশ্বমানবতার বাণী বিকীর্ণ করাই বর্তমানকালের গ্রন্থাগারিকের প্রধান আদর্শ হওয়া উচিৎ।

গ্রন্থ জ্ঞানের আলোক বহন করে। তমসাচ্ছন্ন মানব মনে জ্ঞানালোকের প্রস্ফলন, আন্তর্দেশিক হিংসা, ভীতি, বৈরিতা ও অশান্তির নিরসন সাধন ও সর্বদেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও সহ-অবস্থান মনোভাবের উন্নতির শ্রেষ্ঠতম সহায়ক হল গ্রন্থ। তাই আমি বিশ্বাস করি যে বর্তমান বিশ্ব-পরিস্থিতিতে কুশলী গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব ও ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও পদমর্যাদায় শীর্ষস্থানীয়।

সমাজ ও মানবতার দৃষ্টিকোণে গ্রন্থ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকের ইতিকর্তব্য বেদের একস্থানে সংক্ষেপে বিবৃত আছে ঃ

অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময়।

'পদ্মশ্রী' ডক্টর রঙ্গনাথন্

এই বৎসর ২৬শে জানুয়ারী সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে ভারতের রাষ্ট্রপতি ডক্টর রঙ্গনাথনকে 'পদ্মশ্রী' উপাধি দ্বারা ভূষিত করিয়াছেন।

ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসে ডক্টর রঙ্গনাথনের অবদান সর্বজন-স্বীকৃত। তাঁহার প্রতি এই সম্মান-প্রদর্শনে ভারতের প্রতিটি গ্রন্থাগারসেবী আনন্দিত বোধ করিবেন।

গ্রন্থাগারের সজ্জা ও আসবাব

বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়

পাঠকদের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই আজিকার দিনে গ্রন্থাগারের যাবতীয় ব্যবস্থা করিতে হয়। বস্তুতঃ গ্রন্থাগারের সজ্জা, আসবাব পত্র উপকরণের বন্দোবস্তের ক্ষেত্রেও এই নীতিই মানিয়া চলিতে হয়। তাই বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠকদের উপযোগী করিয়া বিভিন্ন বিভাগে পৃথক্ প্রকারের সজ্জা ও আসবাবের বন্দোবস্ত করিতে হয়। বাহিরে ধার দিবার বিভাগের আসবাব ও সজ্জার সঙ্গে গ্রন্থাগারের অনুসন্ধান বিভাগের সাজ সজ্জা অনেকাংশেই পৃথক্ হইয়া থাকে। প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য যেরূপ আসবাব প্রয়োজন, শিশু ও কিশোরদের আসবাব সেরূপ হইলে চলে না।

গ্রন্থাগারের সজ্জা ও আসবাবের পরিকল্পনার প্রধান বিবেচ্য বিষয় কার্যোপযোগিতা হইলেও সৌন্দর্য বা সৌষ্ঠবের বিষয়ে একেবারে উদাসীন হইয়া এই পরিকল্পনা প্রস্তুত করা উচিত নহে। সত্য বটে আমাদের দেশের অনেক গ্রন্থাগারেরই সঙ্গতি এত সীমাবদ্ধ যে তাহার দ্বারা প্রয়োজনমত কার্যক্ষম, দৃঢ়, স্থায়ী ও সুন্দর সজ্জা ও আসবাব সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। তাই কর্তৃপক্ষ সর্বপ্রথমেই সৌন্দর্যের চিন্তাকে বিসর্জন দিয়া সজ্জা বা আসবাব সংগ্রহ করিতে যান। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে পাঠককে সর্বরকমে গ্রন্থাগারে আকৃষ্ট করিয়া তাহাকে পড়িতে আগ্রহান্বিত করিয়া তোলাই গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য। সৌন্দর্যবিহীন নিরানন্দ পরিবেশে, অমূল্য পুস্তক সংগ্রহ থাকিলেও পাঠক তাহার দিকে আকৃষ্ট হন না, ফলে মরলা পাত্রে পরিবেশিত অমৃতের মত গ্রন্থাগারের অমূল্য সম্পদ্ অব্যবহারে হতাদরে পড়িয়া থাকে।

গ্রন্থাগারকে আকর্ষনীয় করিয়া সাজাইয়া তুলিতে হইবে, একথা নিঃসন্দেহ সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া সৌন্দর্যের বাড়াবাড়ি করিয়া তুলিয়া গ্রন্থাগারের আসবাব পত্রকেই দর্শনীয় করিয়া তোলা গ্রন্থাগার-সজ্জার উদ্দেশ্য নহে; প্রধানতঃ এই জন্য আজ প্রত্যেক দেশেই গ্রন্থাগার সজ্জাকে মোটামুটি এক রকম করিয়া গড়িয়া তোলার চেষ্টা করা হইতেছে। প্রতি গ্রন্থাগারে তাকগুলি এক বিভাগে একই রকম উঁচু করিয়া তৈয়ারী করা হইতেছে। গ্রন্থ-সূচীর আধারগুলিও সর্বত্র একই রকম ভাবে নির্মিত হইতেছে। বস্তুতঃ এই একীকরণভাব ("Standardisa-

tion) আজ গ্রন্থাগার সজ্জার ব্যবস্থাপনাকে সহজ ও সুলভ করিয়া তুলিতেছে। ইহারই ফলে অধিকাংশ গ্রন্থাগার আজ বহুবিষয়ে নূতন করিয়া ভাবিবার দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে। ইহারই ফলে অনেক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ব্যয়না না পাইয়াও একইরূপ আস্‌বাব বহু পরিমাণে নির্মাণ করিয়া রাখা সম্ভব হইয়াছে। গ্রন্থাগার সংগঠকগণ আজিকার দিনে আস্‌বাবের বিশেষ বিবরণ (Specification) মাত্র বলিতে পারিলেই অতি সহজে তাঁহাদের ঈপ্সিত দ্রব্য পাইয়া যাইতেছেন।

গ্রন্থাগার সজ্জার পরিকল্পনায় উল্লিখিত তিনটি বিষয় যেমন একদিকে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে অন্যদিকে তেমনই গুরুত্ব দেখা দিয়াছে সুলভ লৌহজাত দ্রব্য উৎপন্ন হওয়ার। এক সময় ছিল যখন গৃহ তথা গ্রন্থাগারের যাবতীয় আস্‌বাব কাঠেই তৈয়ারী করা হইত। কাঠ নানা রকমের পাওয়া যাইত ইহার দামেও হইত অনেক তফাৎ। ওক্, মেহগনি, বার্মার সেগুন প্রভৃতি ভাল কাঠের সঙ্গে আম জাম কাঠের আস্‌বাবের আকাশ পাতাল তফাৎ হইত। কাঠের প্রকারের জন্য শুধু যে পালিশ বা রংএর আকৃষ্টতার কম বেশী হইত তাহা নহে, ইহাদের স্থায়িত্ব, শীত এবং বর্ষায় সঙ্কোচন ও প্রসারণ, ফলে জোড়ের মুখগুলি আল্‌গা হইয়া যাওয়া, তাকের মধ্যভাগ নুইয়া পড়া, ঘুণ ও পোকায় ধরা প্রভৃতি নানা বিষয়েই আস্‌বাবে পার্থক্য দেখা দিত। তাই ওক, মেহগনি, সেগুন কাঠের আস্‌বাব যেমন সব দিক্ দিয়াই পছন্দসই ছিল, তেমনই অন্যান্য কাঠের আস্‌বাব সুলভতার জন্য গ্রন্থাগারের প্রথম অবস্থায় উপকারক হইলেও পরে ভারই হইয়া উঠিত। আজ লৌহময় আস্‌বাব সুলভ হইয়া যাওয়ায় গ্রন্থাগারকে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হয় তাহার আস্‌বাব কাষ্ঠময় হওয়া বাঞ্ছনীয় না লৌহজাত হওয়া বাঞ্ছনীয়। খারাপ কাঠগুলির কথা ছাড়িয়াই দেওয়া গেল; কেননা লৌহজাত দ্রব্য উহার কাছাকাছি দামেই সংগ্রহ করা যায়। ভাল কাঠের আস্‌বাবের বদলেও আজ লৌহজাত আস্‌বাব ব্যবহার করা যাইবে কিনা ইহাই প্রশ্ন।

লৌহময় আস্‌বাবগুলি সাধারণতঃ খুব মজবুত হইয়া থাকে। লোহার পাতগুলিকে দুইবার মুড়িয়া দেওয়ায় অনেক কম পুরু পাতেরও যে পরিমাণ ভার বহিবার ক্ষমতা থাকে, সম পরিমাণ পুরু তক্তা দূরে থাকুক্ অপেক্ষাকৃত বেশী পুরু তক্তারও সে ভার বহিবার ক্ষমতা থাকে না। বস্তুতঃ লোহার তাক গুলিকে ৪ ফুট লম্বা করিয়া প্রস্তুত করিলেও ভার বহন ক্ষমতার দিক্ দিয়া কোনওরূপ অসুবিধা হয় না।

লোহার আসবাব দামী কাঠের আসবাবের চেয়ে সস্তায় পাওয়া যায়। বার্মার ভাল সেগুন কাঠ এখন খুবই দুষ্প্রাপ্য, ওক্ মেহগনি ত' আমাদের দেশের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির সাধ্যের সীমানার কাছেও ঘেঁসিতে পারে না। যুদ্ধের পর, বিশেষ করিয়া দেশ-বিভাগের পর যখন হইতে আসামের সহিত যোগাযোগ রক্ষার পথ অনেক দীর্ঘ হইয়া গিয়াছে তখন হইতে কাঠের সমস্যা আরও গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। এদিকে শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে লোহার উৎপাদন ক্রমান্বয়েই বেশী হইতেছে। ফলে আজ কাঠের আসবাবের চেয়ে লোহার আসবাব সংগ্রহ করা সহজ এবং সুলভ।

লোহার আসবাবগুলি কাঠের তুলনায় অনেক হাল্কা। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি সমপরিমাণ পুরু লোহার পাতের বই বহন করিবার ক্ষমতা অনেক বেশী। তাই লোহার তাক কাঠের তাকের চেয়ে অনেক পাতলা পাতে তৈয়ারী হয়, ফলে ইহার ভারও কম হয়। গ্রন্থাগার সজ্জার একঘেয়েমী দূর করিবার জন্য মাঝে মাঝে যদি তাকগুলিকে ভিন্ন রকমে সাজাইতে হয় তাহা হইলে কাঠের ভারী তাকগুলির বদলে লোহার হাল্কা তাক রাখাই বাঞ্ছনীয়।

হাল্কা গঠনেও বেশী ভার বহন করার ক্ষমতা থাকায় লৌহময় তাকগুলির স্বপক্ষে তথা কাঠের তাকের বিরুদ্ধে আরও বলা যায় যে কাঠের তাকগুলি যেখানে এক ইঞ্চি পুরু হওয়া দরকার, লোহার তাক সেখানে আধ ইঞ্চি পুরুতেই চলিতে পারে। ফলে ৮টি তাকের এক একটি মকে মোটের ওপর চার ইঞ্চি করিয়া জায়গা বাঁচিয়া যায়। আরও কথা এই যে লোহার কাঠামোগুলিকে কাঠের তুলনায় বেশী পুরু করিয়া তৈয়ারী করিতে হয় না বলিয়া ইহা আলোকের গতিপথে কাঠের অপেক্ষা কম বাধা সৃষ্টি করিয়া থাকে।

লোহার তাক ঘুণে ধরে না—উইপোকা আমাদের দেশের কাঠের অন্যতম প্রধান শত্রু। কিন্তু উই লোহার তাকের কোনই ক্ষতি করিতে পারে না। ইঁদুরেও লোহার ক্ষতি করিতে পারে না। আগুনের ভয় লোহার তাকে একদমই নাই। সুতরাং লোহার তাকের বন্দোবস্ত করিতে পারিলে গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ অনেকাংশে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন।

সৌন্দর্যের দিক্ দিয়াও লোহার মকগুলির খারাপ হইবার কোনও কারণ নাই। মকগুলিকে অতি সহজে ইচ্ছামত রঙে রঞ্জিত করা যায়—কাঠের চেয়ে লোহায় ইচ্ছামত নানা রকমের রং করা বরঞ্চ সহজ। তাই ঘরের সঙ্গে ভাল রাখিয়া লোহার মককে রং করিয়া নিতে পারিলে যে সুন্দর পরিবেশের সৃষ্টি

করা যায়, কাঠের পক্ষে সেই পরিবেশ সৃষ্টি করিতে অনেক বেশী যত্নের প্রয়োজন হইয়া থাকে।

কাঠের মকের অনুকূলে প্রধান বক্তব্য এখনও আমাদের দেশে কাঠের মকেরই প্রচলন বেশী। যাহার প্রচলন বেশী, তাহাই সুলভ এবং মানুষ সর্বপ্রথম তাহারই খোঁজ করিয়া থাকে। তবুও ইহার সমর্থকেরা বলেন, লোহার মকে পুস্তকের যে পরিমাণ ক্ষতি হয় কাঠে তাহা হয় না, লোহার মকে তাকগুলিকে অতি সহজে ইচ্ছামত কম বেশী উঁচু করা যায় এবং পাঠকদের জন্য উৎকৃষ্ট বিজ্ঞপ্তিগুলি অতি সহজে কাঠের মকে পিন প্রভৃতি দ্বারা আট্‌কাইয়া দেওয়া যায়। লোহার মকগুলিতেও বিজ্ঞপ্তি ভরিয়া দিবার জায়গা নির্মাণ করা যায়, এবং লোহার মকেও তাকগুলিকে ইচ্ছামত বাড়ান কমান'র বন্দোবস্ত করা যাইতেছে ফলে মোটের উপর গ্রন্থাগারে কাঠের মকের পরিবর্তে লোহার মকের প্রচলন করাই বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হয়।

উপরের আলোচনায় আমরা তাক শব্দটি ব্যবহার করিলেও আলমারী শব্দটি ব্যবহার করি নাই—তাহার পরিবর্তে মক (shelf) শব্দটি ব্যবহার করিয়াছি। আমাদের বিবেচনায় গ্রন্থাগারকে অবাধ অধিগম্য (open access) করিয়া গঠন করিতে হইবে। কেননা এই ব্যবস্থায়ই পাঠকেরা গ্রন্থপাঠে সর্বাপেক্ষা বেশী উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠেন। যদি গ্রন্থাগারকে অবাধ অধিগম্য করিয়া গঠন করার প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহা হইলে আর আলমারী ব্যবহারের প্রশ্নই উঠিবে না। দরজা-বন্ধ আলমারীগুলির উদ্দেশ্য যে কেহ যেন যখন তখন বইয়ে হাত দিতে না পারে। যদি সমস্ত বইয়ে পাঠকের হাত দেওয়াই অভীষ্ট হয় তবে মকের দরজাগুলি অপ্রয়োজনীয় হইয়া যাইবে। তাহা ছাড়া আলমারীর দরজা থাকিলে ঐ দরজা খোলার ও বন্ধ করার জন্য গ্রন্থাগারের খানিকটা জায়গাও জুড়িয়া যাইবে। এই সব কারণে যে সব বইগুলি পাঠকেরা সহজেই পান ইহাই আমাদের ইচ্ছা থাকে সেগুলিকে আলমারীতে না রাখিয়া মকেই রাখিতে হয়।

গ্রন্থাগারের মকগুলিকে লৌহময় করিবার প্রথা অনেকটা চালু হইলেও ইহার অন্যান্য আসবাব পত্র লৌহময় করার প্রথা ততটা চালু হয় নাই। চেয়ারগুলিকে অনেক ক্ষেত্রে লোহার করা হইতেছে। আলমারী, দেরাজও লোহার করা অনেকটা চালু হইয়াছে। কিন্তু টেবিল, গ্রন্থসূচীর দেরাজ প্রভৃতি কোন কোন আসবাব কাঠের ছাড়া নির্মিত হয় না। মকের ক্ষেত্রে লোহের

উপযোগিতা যেমন সমধিক বোধ হয় এই সব ক্ষেত্রে কাঠেরই সেইরূপ বেশী উপযোগিতা আছে। গ্রন্থসূচীর দেরাজগুলির মধ্যে একটি করিয়া শলাকা যুক্ত থাকা একান্ত দরকার—নচেৎ পত্রকগুলি (card) হারাইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ঐরূপ শলাকা কাষ্ঠময় দেরাজের সহিত যোগ করাই অপেক্ষাকৃত সহজ। বই, খাতা প্রভৃতি তোলাতুলি করিতে গেলে লোহার টেবিলে বেশী আওয়াজ হওয়ার সম্ভাবনা। সুতরাং টেবিলগুলিও কাঠের হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

নিম্ন লিখিত কার্যের জন্য গ্রন্থাগারে সজ্জা আসবাব প্রভৃতির প্রয়োজন হয়।

১। পুস্তকের আদান প্রদান

২। পুস্তকগুলিকে সাজাইয়া রাখা
- (ক) পাঠকদের সর্বদা আপন হাতে প্রাপ্য পুস্তক।
- (খ) পাঠকেরা চাহিয়া থাকেন এরূপ পুস্তক।
- (গ) অন্যান্য পুস্তক, সংবাদপত্র প্রভৃতি।

৩। পত্র-পত্রিকার ব্যবস্থা
- (ক) দৈনিক সংবাদপত্র পাঠের ব্যবস্থা
- (খ) মাসিক পত্রিকাগুলি রাখার ব্যবস্থা।

৪। টেবিল

৫। চেয়ার

৬। গ্রন্থ-সূচীর দেরাজ

৭। প্রদর্শনী ও বিজ্ঞপ্তির বন্দোবস্ত

৮। কাগজপত্র রাখার ব্যবস্থা

অবাধ অধিগম্য গ্রন্থাগার প্রচলনের প্রথম যুগে গ্রন্থাগারিকদের গ্রন্থ সংরক্ষণের জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিতে হইত। গ্রন্থমঞ্চগুলির সম্মুখে এমন বেষ্টনী ছিল যে তাহার একটি দরজা দিয়া প্রবেশ এবং একটি দিয়া বহির্গমন করিতে হইত। লেন-দেনের জায়গাটির দুইধারে এই প্রবেশ এবং নির্গমনের দ্বার থাকিত। প্রবেশকালে পাঠকদের আপন আপন বই প্রভৃতি লেন-দেনের স্থানে নিযুক্ত কর্মীর হাতে দিয়া ভিতরে আসিতে হইত এবং বাহির হইবার সময় বইগুলিকে যথাযথভাবে লিখাইয়া লইয়া বাহির হইতে হইত। আজকাল এই

ব্যবস্থা উঠিয়া গিয়াছে। আমাদের দেশে এইরূপ বেষ্টনী (wicket) কোথায়ও নির্মিত হইতে দেখি নাই। বড় বড় গ্রন্থাগারের অনেক জায়গায় বাহিরে দারোয়ান থাকে। প্রত্যেক পাঠককে ভিতরে ঢুকিবার সময় আপন আপন বহি, ব্যাগ, ছাতা প্রভৃতি দারোয়ানের কাছে, জমা দিয়া একটি নিদর্শন লইয়া যাইতে হয়; ফিরিবার সময় গ্রন্থাগারের বই বা পত্র পত্রিকা লইয়া যাইতে হইলে ঐগুলি লইবার যথাবিধি অনুমতি দেখাইলে তবে ঐগুলি সঙ্গে লইয়া যাইতে দেওয়া হয়। অনেক পাঠক হইলে পাঠকদের জিনিষ যথাযথভাবে সাজাইয়া রাখিবার জন্য গ্রন্থাগারের বাহিরে কাঠের খোপ মত রাখা দরকার।

গ্রন্থাগারে প্রবেশের পথেই বিজ্ঞপ্তি ফলক প্রভৃতি এমনভাবে আঁটিয়া রাখিতে হইবে যেন সেগুলি দেখিতে সুন্দর হয়। বস্তুতঃ গ্রন্থাগারের আসবাবগুলি ইচ্ছামত সরাইয়া, ঘুরাইয়া সাজাইয়া রাখা যায়। কিন্তু ইহার সজ্জা গুলি (fixtures) গৃহের সহিত সন্নিবদ্ধ থাকে বলিয়া ইহাদের সরান সম্ভব হয় না। তাই অসৌন্দর্যের ফলে ক্রত যাহাতে ইহারা চক্ষুপীড়াদায়ক হইয়া না পড়ে সে দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। বিজ্ঞপ্তি-ফলক (Notice Board) সূচক পত্র (Notice plates), প্রভৃতি সুন্দর হওয়া প্রয়োজন। গ্রন্থাগারের প্রবেশদ্বারটি যদি আকর্ষক হইয়া পাঠককে ভিতরে ডাকিয়া আনিতে পারে তাহা হইলে সে গ্রন্থাগারের সাফল্য লাভের সম্ভাবনা সমধিক।

স্থির-সজ্জাগুলি (Permanent fixtures) অল্পদিনেই একঘেঁয়ে হইয়া ওঠে বলিয়া গ্রন্থাগারে স্থির-সজ্জা যতদূর সম্ভব কম করার নীতিই গৃহীত হইতেছে। বেষ্টনীর প্রথা উঠিয়াই গিয়াছে। আজ ঘরের মধ্যখানে প্রয়োজনীয় আসবাব লইয়াই পুস্তক লেন দেনের স্থান (Issue Counter) গড়িয়া তোলা হইতেছে। পুস্তক লেন-দেনের জন্য একটি ২ ফুট চওড়া তিন ফুট উঁচু টেবিল প্রয়োজন ইহা ১০ ফুট লম্বা হওয়া ভাল তাহাতে ভিতরে তাক করিয়া সেই তাকে বই লেন-দেনের হিসাবের জন্য পাঠক-পত্রক (Borrowers' Card)গুলি রাখা যাইতে পারিবে। তাকে ফেরৎ আসা বইগুলিও রাখা যাইবে। তাহা ছাড়া এই টেবিলে এমন টানা থাকা দরকার যেখানে রবারের সীল-মোহর, পেন্সিল প্রভৃতি রাখা যায়। দশ ফুট লম্বা টেবিলে সুবিধা হয় না মনে করিয়া অনেক গ্রন্থাগারেই আজকাল দুই পাশে আরও তিন ফুট করিয়া জায়গা পূর্বের সহিত লম্বভাবে বাড়াইয়া নিয়া এক বেষ্টনী করা হইতেছে। ইহাতে পূর্বে বিজ্ঞাপিত চাহিদানুযায়ী পুস্তক, জরিমানার বাক্স প্রভৃতি রাখিবার জায়গা আরও প্রশস্ত হইয়াছে।

অবাধ-অধিগম্য অংশে পুস্তক সংরক্ষণের জন্য মকই সর্বাপেক্ষা উপযোগী। মকের এক একটি ভাগ তিন ফুট লম্বা হইয়া থাকে। পূর্বে ৭॥ ফুট উঁচু করিয়া মকগুলিকে নির্মাণ করা হইত। আজকাল অবাধ অধিগম্য গ্রন্থাগারে সর্বশ্রেণীর পাঠকের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া মকগুলিকে আরও নীচু করার রীতি প্রচলিত হইতেছে। বহুত্র ৬॥ ফুট উঁচু মক করিবার প্রথাই চালু হইয়াছে। পাঠকদের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া মকগুলির উচ্চতাও যেমন কমাইয়া দেওয়া হইতেছে, তেমনই সবচেয়ে নীচু তাকটিকেও ১। ফুট উঁচু করার কথা বলা হইতেছে। তাকগুলিকে প্রয়োজনমত সরাইয়া উঁচু নীচু করিবার বন্দোবস্ত রাখার প্রয়োজনীয়তার কথা অনেকেই বলিয়া থাকেন। কিন্তু ইহার প্রকৃত সার্থকতা কতটুকু তাহা সন্দেহজনক। গ্রন্থাগারের কয়েকটি মকে তাকের এইরূপ বন্দোবস্ত রাখা সুবিধাজনক হইলেও সব মকের জন্যই এই ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। মকগুলিকে ২০" চওড়া করিয়া নির্মাণ করিলে সাধারণ আকারের বই দুই দিকে মুখ করিয়া দুই সারি সাজাইয়া রাখা যায়। অনেকে বলেন মকগুলিকে ঘূর্ণায়মান চক্রের উপর স্থাপন করিয়া গায়ে গায়ে সাজাইয়া রাখা ভাল। তাহা হইলে প্রয়োজনমত নির্দিষ্ট মককে বাহির করিয়া আনিয়া আবার ইহাকে যথাস্থানে রাখিয়া দেওয়া যায়। Snead's Rolling Caseগুলি এইরূপ মক। আমাদের জাতীয় গ্রন্থাগারে এই মকের ব্যবহার দেখা যায়। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় এই জাতীয় মক অবাধ-অধিগম্য গ্রন্থাগারের পক্ষে উপযোগী নহে। ইহা দ্বারা সাধারণ পাঠকের পক্ষে পুস্তক দেখিবার সুবিধা হয় না। গ্রন্থাগার কর্মীরা মাত্র যেখানে পুস্তক দেখিবার অধিকারী সেই সব গ্রন্থাগারের পক্ষে Snead's Rolling Case খুব উপযোগী। গ্রন্থাগারে সাধারণ মক রাখিলে দুই সারি মকের মধ্যে অন্ততঃ ৪ ফুট যাতায়াতের রাস্তা রাখিতে হয়, কিন্তু Snead's Caseগুলি গায়ে গায়ে রাখা যায়। ইহাতে গ্রন্থাগারে প্রায় ১½গুণ বই রাখিবার জায়গা পাওয়া যায়।

সাধারণ বইগুলিকে খোলা মকের মধ্যে রাখিলেও দুষ্প্রাপ্য, চিত্রপ্রধান এবং দুর্মূল্য বইগুলিকে অনেক গ্রন্থাগারিকই একেবারে খোলা মকে রাখিতে চাহেন না। এইগুলির জন্য আলমারির ব্যবস্থা করিতে হয়। লোহার আলমারির স্বপক্ষে অনেক কথা বলিবার থাকিলেও কাঁচের পাল্লা দেওয়া কাঠের আলমারী পাঠকদের পুস্তক পড়িবার জন্য নিমন্ত্রণ জানায় বলিয়া ঐরূপ আলমারীই এই ক্ষেত্রে উপযোগী।

গ্রন্থাগার গৃহটি যদি ১৫ ফুট উঁচু করিয়া নির্মাণ করা হয়, তাহা হইলে ৭ ফুট উঁচু মঞ্চ মাত্র রাখিলে ঘরের উঁচু দিকের অনেকখানি জায়গারই অপচয় হইয়া যায়। সেইজন্য মঞ্চগুলির উপর দোতলায় আর এক দফা মঞ্চ নির্মাণ করিয়া তাহাতেও অপেক্ষাকৃত কম ব্যবহৃত বই, পুরাতন সংবাদপত্র প্রভৃতি সাজাইয়া রাখা যায়।

এইরূপে গ্রন্থ সাজাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিবার পর পত্র-পত্রিকাগুলির জন্য যথোচিত বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন। বিদেশে কোন কোন গ্রন্থাগারে দৈনিক সংবাদপত্র রাখার ব্যবস্থা রহিত করা হইলেও আমাদের দেশে এখনও প্রত্যেক গ্রন্থাগারে দৈনিক সংবাদপত্র নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। সংবাদপত্রগুলি পাঠকের কাছে নানাভাবে পড়িতে দেওয়া হইয়া থাকে। অনেক জায়গায় সাধারণ টেবিলের উপর সংবাদপত্রগুলি আলগা রাখিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে প্রথমতঃ সুবিধা সংবাদপত্রের জন্য পৃথক্ আসবাব নির্মাণের খরচ বাঁচিয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ সংবাদপত্রের পৃথক্ পাতাগুলি বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া অনেক পাঠক একসঙ্গে ইহা পড়িতে পারেন। কিন্তু ইহাতে সংবাদপত্রটি হারাইয়া যাইবার বা অগোছাল হইবার আশঙ্কা আছে মনে করিয়া সংবাদপত্রগুলিকে কোথায়ও ফাইলের মধ্যে গাঁথিয়া পরিবেশন করার রীতি অবলম্বিত হয়। অনেক স্থলে সংবাদপত্র পাঠের জন্য চালু টেবিলের বন্দোবস্ত করা হয়। ঐ টেবিলের সহিত সংবাদপত্রটিকে আঁটিয়া রাখা হয় এবং পাঠকের জন্য হয় উঁচু চেয়ারের ব্যবস্থা থাকে, নচেৎ পাঠককে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই সংবাদপত্র পড়িতে হয়। সাধারণতঃ ৪৷৷০ ফুট পিছনে এবং ৪ ফুট সামনের উঁচু চাল তিনফুট চওড়া ৫ ফুট লম্বা টেবিল এক একটি সংবাদপত্রের জন্য রাখা হয়। আমাদের বিবেচনায় যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান দৈনিক সংবাদপত্রগুলিকে বাঁধাইয়া রাখিবে না সেখানে এই ব্যবস্থার প্রয়োজন নাই।

মাসিক পত্র পত্রিকার জন্য একই সঙ্গে প্রদর্শনীর ও সংরক্ষণের বন্দোবস্ত থাকা প্রয়োজন। মাসিক পত্রিকাগুলিকে টেবিলের উপর ছড়াইয়া রাখার প্রথা আজকাল একেবারেই উঠিয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ ইহাতে শৃঙ্খলা থাকে না—পত্রিকাগুলিও হারাইয়া যাওয়ার আশঙ্কা থাকে সেইজন্য আজকাল প্রায়শঃ দেরাজ ও তাহার উপর পত্রিকাধার নির্মাণের ব্যবস্থা করা হইতেছে। নীচে মেজে হইতে ৬ ইঞ্চি পরিমাণ জায়গা ছাড়িয়া ৩ সারি দেরাজ নির্মাণ করিলে পত্রিকা প্রদর্শনাধারটি ঠিক্ চোখে লাগিবার মত উঁচু হইবে। প্রত্যেক দেরাজ ৯ ইঞ্চি

গভীর ১ ফুট লম্বা ও ১০ ইঞ্চি চওড়া হইলেই কাজ চলিয়া যাইবে। কদাচিৎ অসম্ভব বড় আকারের কোন পত্রিকা প্রকাশিত হইলে তাহার সংরক্ষণের জন্য পৃথক বন্দোবস্ত রাখিতে হইবে। এক একটি দেরাজ এক একটি পত্রিকার জন্য নির্দিষ্ট থাকিবে এবং দেরাজের সম্মুখে একটি পত্রকে পরিষ্কার করিয়া পত্রিকাটির নাম লিখিয়া রাখিতে হইবে। প্রতি পত্রিকার সর্বশেষ সংখ্যাটি উপরের প্রদর্শনাধারে রাখিতে হইবে এবং ইহার পূর্ববর্তী সংখ্যাগুলি দেরাজের মধ্যে রাখিতে হইবে। প্রদর্শনাধারটি প্রয়োজনীয় উঁচু করিয়া নির্মাণ করিতে হইবে যাহাতে সমস্ত পত্রিকাগুলি বিভিন্ন সারিতে ইহার মধ্যে সাজাইয়া রাখা যায় দেরাজের পিছন হইতে লম্বভাবে কাঠের ঠেসান প্রস্তুত করিয়া সম্মুখ দিক্ হইতে হেলান একটি কাঠের আধার নির্মাণ করা যাইতে পারে। সারিবদ্ধভাবে পত্রিকা-গুলিকে সাজাইয়া রাখিবার জন্য প্রত্যেক সারির নিম্নভাবে মেজের সমান্তরাল একটু খানি কাঠের দাঁড়াইবার জায়গা নির্মাণ করিলেই কাজ চলিয়া যাইবে। বলা বাহুল্য নিয়মিত সময়ান্তে মাসিক পত্রিকাগুলিকে দেরাজ হইতে তুলিয়া বাঁধাইয়া লইতে হইবে।

টেবিল গ্রন্থাগারের বিভিন্ন কাজের জন্য প্রয়োজন। একদিন ছিল যখন গ্রন্থাগারে খুব বড় বড় টেবিল রাখা হইত। সেদিন আজ গিয়াছে। আজ বহুলোকের এক জায়গায় পড়ার ব্যবস্থার পরিবর্তে যতদূর সম্ভব প্রত্যেককে স্বতন্ত্রভাবে বসিতে দিবার কথা ভাবা হইতেছে যাঁহারা গবেষণা করিবেন তাঁহাদের জন্য পৃথক কামরার বন্দোবস্ত করিতে পারিলে গ্রন্থাগারিকেরা আনন্দিত হইবেন; কিন্তু সাধ্য সীমাবদ্ধ তাই যাহা চাওয়া যায় সব করা যায় না। গ্রন্থাগারিক বা অন্যান্য কর্মীদের প্রয়োজনীয় টেবিলের সমস্যা সাধারণ দপ্তরের সমস্যার সমান, সুতরাং এ বিষয়ে আমাদের বিশেষ কিছু বলিবার নাই সাধারণ পাঠককে যতদূর সম্ভব কম পাঠককে একত্র বসিতে দিবার বন্দোবস্ত করিয়া টেবিল সংগ্রহ করিতে হইবে গবেষকদের জন্য বই পত্র রাখার জায়গা, লিখিবার প্রচুর স্থান, আলোর ব্যবস্থা এই সব বিবেচনা করিয়া টেবিল প্রস্তুত করিতে হয়। টেবিলেরই একপাশে নীচের খালি জায়গায় বইয়ের, কাগজ পত্র রাখিবার তাক এবং ডানদিকে দেরাজে অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষ রাখার ব্যবস্থা করা ভাল, যদি এক টেবিলের দুইদিকে দুইজনের পড়িবার বন্দোবস্ত করা হয় তবে মধ্যভাগে একটি আবরণের ব্যবস্থা করিয়া ঐ আবরণের সহিত আলোক সম্বিবন্ধ করা যাইতে পারে

গ্রন্থাগারের চেয়ারগুলির তলে রবার লাগান থাকা একান্ত প্রয়োজন। বেতের চেয়ারে শীঘ্রই ছারপোকার উৎপাত হয়, এবং ইহা দীর্ঘস্থায়ী নয় বলিয়া বেতের চেয়ার গ্রন্থাগারের অনুপযোগী। স্প্রিং লাগান চেয়ারও একই কারণে ব্যবহার্য নয়। গ্রন্থাগারের পক্ষে হাল্কা, আরামদায়ক, নীচে রবার লাগান লোহা বা কাঠের চেয়ারই সবচেয়ে ভাল।

গ্রন্থসূচীর দেরাজগুলির ভিতরে ১½ ফুট লম্বা, ৪½ ইঞ্চি গভীর এবং ৫ ইঞ্চি চওড়া জায়গা থাকা প্রয়োজন। দেরাজের গভীরতা ৪½ ইঞ্চি হইলেও ইহার কাঠের পরিমাপ ২ ইঞ্চির বেশী হওয়ার প্রয়োজন নাই। সূচী-পত্রক-গুলিকে আটকাইয়া রাখার জন্য ইহার ভিতরে একটি শলাকা সন্নিবদ্ধ থাকা আবশ্যক। প্রয়োজনীয় সংখ্যক এই আকারের দেরাজ লইয়া গ্রন্থসূচীর আধার (Catalogue-cabinet) প্রস্তুত হইবে। যেখানে পাঠকের সংখ্যা বেশী সব গ্রন্থাগারে একসার দেরাজের মুখ একদিকে এবং পাশের সার দেরাজের মুখ আর একদিকে রাখা ভাল। ইহাতে গ্রন্থসূচী দেখিবার জন্য সমবেত লোকের ভিড় অন্ততঃ কিছুটা কমিবে।

এই সমস্ত ব্যতীত নূতন বইয়ের কথা পাঠকদের জানাইবার জন্য কিছু প্রদর্শনীর ব্যবস্থা সমস্ত গ্রন্থাগারই করিয়া থাকে।

তাহা ছাড়া দপ্তরের কাগজ পত্রাদি রাখার জন্য তাক (what not), বন্ধ-আলমারী প্রভৃতি থাকা প্রয়োজন।

সূত্র-সন্ধান বিভাগের জন্য ইহা ছাড়া আরও একটি দেরাজের প্রয়োজন। ইহার টানাগুলি ২ ফুট লম্বা, ১৫½ ইঞ্চি চওড়া এবং ১০½ ইঞ্চি উঁচু হওয়া প্রয়োজন। সাময়িক পত্র পত্রিকার সংগ্রহ ইহাতে শ্রেণীবদ্ধভাবে সাজাইয়া রাখার সুবিধা হইবে।

শিশু বিভাগের আসবাব পত্র স্বভাবতঃই একটু ভিন্ন প্রকারের হইবে। ইহার মঞ্চগুলি ৫ ফুটের চেয়ে উঁচু হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। চেয়ার টেবিলও পরিমাণ মত নীচু হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু শিশু বিভাগে শিশু এবং কিশোরের মধ্যে উচ্চতার অনেক ব্যবধান থাকে। তাই সাধারণ বিভাগে চেয়ার টেবিলের উচ্চতা এক রকম হইতে পারিলেও শিশু বিভাগে অন্ততঃ দুই রকম সব চেয়ে ছোটদের মত এবং কিশোরদের মত—আসবাবের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

গ্রামীন গ্রন্থাগারিকের কথা

রাধারমণ দত্ত
গ্রন্থাগারিক, পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী, মানকর, বর্ধমান

আজ থেকে বছর দশেক আগে জুন মাসে স্কুলে প্রাইজ পাওয়া এবং বিবাহাদিতে উপহার পাওয়া বই নিয়ে কয়েকজন উৎসাহী তরুণের চেষ্টায় অনেক গ্রন্থাগারেরই মত এ গ্রন্থাগারটিরও জন্ম হয়। তারপর দীর্ঘ দশ বৎসরের নানা আবর্তনের মধ্যে আজও এটি বেঁচে রয়েছে হাজার দেড়েক বই আর শ' দেড়েকের বেশী সভ্য নিয়ে—আপাতদৃষ্টিতে নেহাৎই মামুলী ব্যাপার। তবুও শুধু সভ্যদের দেওয়া সামান্য চাঁদার ওপর নির্ভর করে এই দীর্ঘদিন বেঁচে থাকাটা কিছুটা আশ্চর্যের বৈকি। আগে পল্লীগ্রামে এমন কত গ্রন্থাগার ক্ষণিক উত্তেজনায় গজিয়ে উঠেছে, আবার কর্মীর অভাবে, সহানুভূতির অভাবে তা' উঠেও গেছে। বোধ করি দেশের বর্তমান পরিবর্তনের আলোড়নে সমাজজীবনে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা কিছুটা অনুভূত হয়েছে বলেই পল্লী অঞ্চলেও গ্রন্থাগারের প্রসার বাড়ছে।

গ্রন্থাগারের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী, দৈনন্দিন সমাজজীবনে এর প্রয়োজন কতখানি, পল্লী-অঞ্চলে এসব নিয়ে বড় কেউ মাথা ঘামান না—বই সংগ্রহ করা এবং সভ্যদের মাঝে শুধু সেই বইএর লেনদেন করাটাই তার মুখ্য কাজ। কোন কোন গ্রন্থাগারে যাত্রা-থিয়েটার, গান-বাজনা, খেলাধূলা প্রভৃতি প্রমোদমূলক ব্যবস্থা থাকে। তবে আর্থিক দুরবস্থা এবং উৎসাহী কর্মীর অভাবে এই সব আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থাও নগন্য। নিঃস্বার্থ কর্মীর অভাবে অনেক ক্ষেত্রে সময়মত গ্রন্থাগার খোলা ও সভ্যদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখা সম্ভব হয় না। আবার কোনও গ্রন্থাগারের উৎসাহী কর্মীরা আশ্‌পাশের গ্রামের সভ্যগণকে বাড়ী বয়ে বই সরবরাহও করেন। কিন্তু এ ধরণের ব্যবস্থা প্রায় নেই বললেই চলে কারণ পল্লী অঞ্চলের দলাদলি, রেষারেষির জন্য অনেক গ্রন্থাগার নষ্ট হয়েছে—গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্যও ব্যাহত হয়েছে অনেকখানি।

যাঁরা চাঁদা দিয়ে বই পড়েন পল্লী-গ্রন্থাগারের সেইসব সভ্যরা জানেন গ্রন্থাগারে গেলে সময় কাটাবার মতো একটা কিছু পাওয়া যাবে। তাই গ্রন্থাগারে এসেই তাঁরা তালিকায় লেখা শেষের দিকের বইএর খোঁজ নেন—তাঁদের অনেকের ধারণা, তালিকায় শেষের দিকে লেখা সব বই নতুন, অতএব তাঁদের এসব বই ছাড়া তালিকায় লেখা অন্যান্য বই এর খোঁজ নেওয়ার দরকার নেই। বলা বাহুল্য,

নতুন বই বলতে অল্পদিন যে বই কেনা হয়েছে—নতুন প্রকাশিত বই নয়। কারণ নিদারুণ আর্থিক অভাবে কোন নতুন প্রকাশিত বই সঙ্গে সঙ্গে কেনা অধিকাংশ পল্লী গ্রন্থাগারের সামর্থ্যে কুলোয় না। সভ্যদের রুচি এবং চাহিদা অনুযায়ী বেশীর ভাগ উপন্যাস এবং ডিটেকটিভ বই পল্লী গ্রন্থাগারে রাখা হয়। তাই উপন্যাস আর ডিটেকটিভ ছাড়া আর কোন বই এগিয়ে দিতে গেলে সভ্যরা হয়তো বলেন, 'না না,—ও ভালো লাগে না। জীবনী? ওসব বই আমরা পড়েই বা কী করব? ধর্ম? না, ধর্ম পড়বার বয়সই হয়নি। প্রবন্ধ? না, ওসব বড় বড় কথা বুঝতেই পারিনা। ভ্রমণ? আরে না—না, কোনদিনতো গাঁয়ের গণ্ডী পার হব না জানি—তবে ও পড়েই বা কী হবে।' এমনিভাবে গ্রন্থাগারে সংগৃহীত বিভিন্নশ্রেণীর বই তিনি প্রত্যাখান করে কোন না'পড়া বই না পেলে একটা পুরানো ডিটেকটিভ গল্প বা উপন্যাস নিয়ে যান। আবার এমন অনেক সময় দেখা যায় কোন সভ্য একটা বই গ্রন্থাগারে বদলাতে এসেছেন অমনি আর একজন সভ্য তাঁর হাত থেকে বইটি নিয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'বইটি কেমন লাগল দাদা?' তৎক্ষণাৎ উত্তর আসে, 'নিয়ে যান—খুব ভাল বই। এই বইটা থেকেইতো সিনেমা হয়েছে।' ব্যস, একজনের সুপারিশে গ্রন্থাগারিক ও সভ্য উভয়েরই ঝামেলা মিটে যায়। অথচ সেই বইটিই আগে একদিন গ্রন্থাগারিক উক্ত সভ্যকে যখন দিতে যান সেসময় হয়তো, তিনি বলেছিলেন, 'ও সব বাজে লেখকের বাজে বই দেবেন না।' আবার এমনও দেখা যায় যে, পত্র-পত্রিকা অথবা লোকমুখে কোন বই এর সুনাম বেরোলে উপন্যাস বা ডিটেকটিভ বই না হলেও তার চাহিদা বাড়ে—যেমন পরম পুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, দেবতাত্মা হিমালয়, মরুতীর্থ হিংলাজ, দৃষ্টিপাত, দেশেবিদেশে, লৌহকপাট, কত অজানারে প্রভৃতি বইএর চাহিদা সর্ব গ্রন্থাগারিক-বিদিত।

গ্রন্থাগারিক যদি সভ্যের বয়স, রুচি, প্রকৃতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হন ও সভ্যের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশতে পারেন তাহলে একটা আশ্চর্য্যরকম ফল দেখা যায়; সভ্য পুস্তক নির্বাচনে গ্রন্থাগারিকের ওপর আস্থাবান হন। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও ঘটে। পল্লীগ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক যিনি থাকেন নানা কারণে তিনি অনেক সময় এ বিষয়ে সাফল্যলাভ করতে পারেন না।

এরপর কিশোর-সভ্যদের কথা। পল্লীঅঞ্চলে প্রায় কোন গ্রন্থাগারেই কিশোরদের উপযোগী কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না। যদি কোন গ্রন্থাগারে কিশোরদের জন্য নির্দিষ্ট কতকগুলি বই রাখা হয় তাহলেও অনেক সময় সভ্য জোটে না। কারণ যেসব কিশোর কিশোরীরা পড়তে শিখেছে তাদের পক্ষে পাঠ্য

বই ছাড়া আর কোন বই পড়া অভিভাবকরা রীতিমতো অন্যায় বলে মনে করেন আর শিক্ষক মশাইরা এ বিষয়ে কোন উৎসাহ দেন না। কাজেই রক্ষচক্ষু অভিভাবক এবং উদাসীন নির্লিপ্ত শিক্ষককে এড়িয়ে গ্রন্থাগারের বই পড়া বা গ্রন্থাগারে আনন্দলাভ করা পল্লীকিশোর-কিশোরীদের সাহসে কুলোয় না।

মহিলাদের অবস্থাও প্রায় কিশোরদের অনুরূপ—প্রথমতঃ অধিকাংশ পল্লী-মহিলাই নিরক্ষর—তারপর তাঁদের মধ্যে যাঁরা একটু লিখতে পড়তে পারেন তাঁরা অনেক সময় সাংসারিক কাজের চাপে বই পড়বার সময় পান না; অথবা বাড়ীর লোকেরা মেয়েদের বই-পড়া পছন্দ করেন না। লেখাপড়া-জানা পল্লী-মহিলাদের মধ্যে এরপর যাঁরা বাকী রইলেন তাঁরা হচ্ছেন চাকুরীজীবী, ধনী এবং তথাকথিত শিক্ষিত পরিবারের মহিলা। এঁরা বই পড়েন বটে তবে নিতান্ত লঘু সাহিত্য ছাড়া আর কিছু ক্রমাগত দিলে গ্রন্থাগারেরও আর কমবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে।

বই নেওয়া-দেওয়ার একঘেঁয়ে যান্ত্রিক কাজ ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে পল্লী-গ্রন্থাগারে আর কোন সমাজশিক্ষা-মূলক কাজ করা সম্ভব হয় না একমাত্র নিঃস্বার্থ কর্মী এবং সাধারণের সহানুভূতির অভাবে। গ্রামের যাঁরা শিক্ষিত তাঁরাও গ্রন্থাগার সম্বন্ধে নির্লিপ্ত ও উদাসীন। সভা-সমিতি আহ্বান করলে লোক জোটে না, অবশ্য যাত্রা-থিয়েটার হলে লোক-ধারণের জায়গা থাকে না।

এইতো হল পল্লীর গ্রন্থাগার, সভ্যবৃন্দ এবং জনসাধারণ। তারপর আর্থিক অবস্থা। শুধুমাত্র সভ্যদের দেওয়া চাঁদা ছাড়া গ্রন্থাগারের জন্য আর কেউ কিছু দিতে চান না। আবার চাঁদা আদায়ও হয় না সময় মতো। ফলে আর্থিক অবস্থা এমনভাবে দেখা দেয় যে পুরাণ সভ্যদের মাঝে নতুন বই না পাওয়ার বিক্ষোভ দেখা দেয়—গ্রন্থাগারিককে শুনতে হয় নানা কথা অথবা বই ফেরৎ না দেওয়ার হুমকী। অনেক সময় বইগুলি সভ্যদের কাছে দীর্ঘদিন ধরে আটক থাকার ফলে ফেরৎ পেতে দেরী হয় এবং এইজন্য অন্যান্য সভ্যরাও অসন্তুষ্ট হন। অনেক সময় সভ্যগণ বই হারিয়ে, অথবা নষ্ট করে ক্ষতিপূরণ করেন না, এজন্য লাইব্রেরীকেই ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়।

পল্লী অঞ্চলের গ্রন্থাগারের সবচেয়ে বড় সমস্যা, গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ কর্মীর অভাব এবং আর্থিক দুরবস্থা। বর্তমানে সরকার পল্লীগ্রন্থাগারে যে অর্থ বা বই সাহায্য করেন তা অতি নগণ্য। জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ যে বই ধার দেন তা সভ্যগণের রুচি প্রকৃতির বাইরে বলে প্রায়ই অপঠিত থাকে।

পরিষদ কথা

ডক্টর আর, এল, শকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন

গত ৬ই জানুয়ারী অপরাহ্নে জাতীয় গ্রন্থাগার ভবনে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন অব স্পেশাল

সংবর্ধনা সভায় ভাষণ দিচ্ছেন ডক্টর শ। পার্শ্বে উপবিষ্ট শ্রী বি, এস, কেশবন।

[ফটো ও ব্লক আনন্দবাজার পত্রিকার সৌজন্যে]

লাইব্রেরীজের সংযুক্ত উদ্যোগে আমেরিকান লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ডক্টর আর, এল, শকে এক সভায় সংবর্ধনা জানানো হয়। ডক্টর শ এক নাতিদীর্ঘ ভাষণে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে গ্রন্থাগার পরিচালনে আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্য গ্রহণের উল্লেখ ও তাঁর ভারত ভ্রমণে কৃষি-শিক্ষাকেন্দ্র ও গবেষণা-গ্রন্থাগারগুলি পরিদর্শনের বিশেষ উদ্দেশ্য বিবৃত করেন।

গ্রন্থাগারিকের সম্মাননা

সাধারণতন্ত্র দিবসে ভারতের রাষ্ট্রপতি ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনের পথিকৃৎ ডক্টর এস, আর, রঙ্গনাথনকে 'পদ্মশ্রী' উপাধিতে সম্মানিত করেছেন। সেজন্যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতি গত ২৮শে জানুয়ারী অনুষ্ঠিত এক সভায় ডক্টর রঙ্গনাথনের প্রতি অভিনন্দন সূচক একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন ও সেই মর্মে তাঁর নিকট একটি বার্তা প্রেরণ করেছেন।

গ্রন্থাগার সংযোগ ও সংগঠন উপসমিতি

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সংযোগ ও সংগঠন উপসমিতি গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগার আন্দোলনে উৎসাহী দরদীদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও চিন্তার আদান প্রদানের উদ্দেশ্যে নিয়মিত আলোচনা চক্র আয়োজনের সিদ্ধান্ত করেছেন। তদনুযায়ী গত ৯ই জানুয়ারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে ব্যবস্থিত প্রথম সভায় পশ্চিম বঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগার পরিকল্পনা সম্পর্কে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের সমাজ শিক্ষা বিভাগের প্রধান পরিদর্শক শ্রীনিখিল রঞ্জন রায় বক্তৃতা করেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণের সংক্ষেপিত বিবরণ গ্রন্থাগার পত্রিকায় যথাসম্ভব প্রকাশের চেষ্টা করা হবে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

পরিষদের হিসাবের দেখা যায় যে বহু সদস্যের বার্ষিক দেয় চাঁদা (ব্যক্তিগত ৩৲ ; প্রতিষ্ঠানিক ৪৲) বাকি পড়িয়াছে। বলাবাহুল্য সদস্যগণের অর্থানুকূল্যেই পরিষদের সুপরিচালনা ও নিয়মিতভাবে গ্রন্থাগার পত্রিকার প্রকাশনা নির্ভর করে। যে সকল সদস্যের চাঁদা বাকি পড়িয়াছে তাঁহাদের অনতিবিলম্বে পরিষদ কার্যালয়ে চাঁদা পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

গ্রন্থাগার সংবাদ

এসিয়াটিক সোসাইটি ॥ ১, পার্ক ষ্ট্রীট ॥ কলিকাতা।

গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী এসিয়াটিক সোসাইটির বার্ষিক সাধারণ সভায় সভাপতি ডক্টর ডি, এম, বসু জানান যে সোসাইটির গ্রন্থাগারটিকে আরও উন্নত করে তোলার জন্যে এক পরিকল্পনা করা হয়েছে। প্রাচীন পুঁথি, পাণ্ডুলিপি ও অমূল্য গ্রন্থসংগ্রহে সোসাইটির গ্রন্থাগারটি গৌরবান্বিত। গ্রন্থাগারের মুদ্রিত গ্রন্থের সংখ্যা লক্ষাধিক। সংস্কৃত পুঁথির সংখ্যা সাতাশ হাজার এবং ইসলামী পুঁথিপত্তরও প্রায় হাজার ছয়েক আছে। কিন্তু অর্থ ও পর্যাপ্ত কুশলী কর্মীর অভাবে গ্রন্থাগারটির গ্রন্থ-তালিকা সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয়নি। গ্রন্থাগারটির ব্যবহারে বিশেষ করে অবসরপ্রাপ্ত পণ্ডিত ও বিজ্ঞানীদের পড়াশুনা ও গবেষনাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেও এক পরিকল্পনা করা হয়েছে। প্রাচীন পুঁথিপত্তর বিজ্ঞান-সংতভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজনে সোসাইটি ভারত সরকারের নিকট অর্থসাহায্যের জন্যে আবেদন করেছেন।

রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিট্যুট অব কালচার ॥ ১১১, রসা রোড ॥ কলিকাতা।

সম্প্রতি প্রকাশিত ইনষ্টিট্যুটের গত তিন বছরের কার্যবিবরণীতে গ্রন্থাগার বিভাগের ক্রমোন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। বর্তমানে সংগৃহীত গ্রন্থ সংখ্যা সাড়ে বাইশ হাজারের মত। গ্রন্থাগারে বহু সাময়িক পত্রিকা রাখা হয়। দৈনিক ৫০ থেকে ৬০ জন লোক গ্রন্থাগারের পাঠকক্ষটি ব্যবহার করে থাকেন। গবেষনাদির কাজে গ্রন্থাগারে সর্ববিধ সুযোগ দেওয়া হয়। ডিউই বর্গীকরণ পদ্ধতি প্রবর্তন ও কার্ডে গ্রন্থ-তালিকা প্রণীত হয়েছে।

বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী ॥ ২, কে, সি, বোস রোড ॥ কলিকাতা ৪।

গত ৩০শে ডিসেম্বর লাইব্রেরীর সাংস্কৃতিক বিভাগের উদ্যোগে এক আবৃত্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। পৌরোহিত্য করেন নাট্যকার শ্রীশচীন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত। বিভিন্ন স্থান হতে অনেকে এই প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। সর্বশ্রী অমর বসু, সবিতাব্রত দত্ত ও সুনীল মুন্সী বিচারক পদ গ্রহণ করেন। পুরুষ বিভাগে সর্বশ্রী বিজন মুখোপাধ্যায়, শম্ভুনাথ দে ও দেবীপ্রসাদ সিংহ,

মহিলা বিভাগে সর্বশ্রী দীপা চক্রবর্তী, মীরা দাস ও নীলিমা ঘোষ এবং কিশোর বিভাগে সর্বশ্রী স্বপ্না সরকার, আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কালিপদ ভট্টাচার্য যথাক্রমে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করেন।

তরুণ সঙ্ঘ পাঠাগার ॥ ১৭এ, ঘোষ লেন ॥ কলিকাতা ৬।

গত ১৫ই ডিসেম্বর সঙ্ঘের নবম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন যথাক্রমে সর্বশ্রী গোপালদাস মজুমদার ও নিখিলরঞ্জন রায়। সম্পাদক শ্রীহিরণ ঘোষ সঙ্ঘের বিগত বছরের কার্যবিবরণী উপস্থাপিত করেন। শিল্পী শ্রীনির্মল চৌধুরী ও তাঁর সম্প্রদায় সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বাংলার লোক-সংগীত পরিবেশন করে সকলের প্রশংসা অর্জন করেন। সভায় পরবর্তী বছরের কার্যনির্বাহক সমিতি নির্বাচিত হয়।

কালিঘাট তরুণ সঙ্ঘ (যতীন দাস স্মৃতি পাঠাগার ॥ কলিকাতা।

গত ৫ই ও ৬ই জানুয়ারী কালিঘাট তরুণ সঙ্ঘের ৩০তম বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় ও ভাষণে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীবেরী সর্বাধিকারী ও অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য। ঐ দিনে আয়োজিত এক নৃত্য-গীতানুষ্ঠান খুবই চিত্তাকর্ষক হয়। দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ও বাংলার সংস্কৃতি ও লোক-সাহিত্য সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য ও বাংলার নট—নূতন ও পুরাতন সম্পর্কে শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী আলোচনা করেন। এদিনও এক সাংগীতিক অনুষ্ঠান সকলকে আনন্দ দান করে। ৭ই জানুয়ারী সঙ্ঘের প্রাক্তন ও বর্তমান সভ্য-সভ্যাদের এক মিলনোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

শান্তি ইনষ্টিট্যুট ॥ ২৬।১এ, শশিভূষণ দে ষ্ট্রীট ॥ কলিকাতা।

গত ২৩শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবসে ইনষ্টিট্যুট এক গ্রন্থ প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন অধ্যক্ষ শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এতদুপলক্ষে পরে অনুষ্ঠিত জনসভায় বিপুল জনসমাগম হয়। সভায় বিভিন্ন বক্তা ঐ দিবসের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে শিক্ষা বিস্তার ও দেশের সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নে গ্রন্থাগারের বিশেষ ভূমিকা সম্পর্কে ভাষণ দান করেন। আয়োজিত প্রদর্শনীটি স্থানীয় অঞ্চলে বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার করে।

রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হোম ॥ জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের উদ্বোধন ॥ চব্বিশ পরগণা।

২৪ পরগণায় দুইটি জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার সরকারী পরিকল্পনা আছে। তার মধ্যে উত্তর অঞ্চলের জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের উদ্বোধন গত ২৭শে জানুয়ারী রবিবার সকাল ১ ঘটিকায় রহড়ায় অনুষ্ঠিত হয়। রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন এই গ্রন্থাগার সংগঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। অনুষ্ঠানে আচার্য শ্রীযদুনাথ সরকার মহাশয় সভাপতিত্ব করেন। প্রারম্ভে সম্পাদক স্বামী শ্রীপূর্ণানন্দ মহারাজ রহড়া গ্রামের সংগঠন বিষয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রচেষ্টার উল্লেখ করে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁর ভাষণে উপযুক্ত পাঠস্পৃহা সৃষ্টিতে গ্রন্থাগারের গুরুত্বের আলোচনা করেন। শিক্ষা সচিব ডঃ ধীরেন্দ্রমোহন সেন মহাশয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যের প্রশংসা করেন। সভান্তে গ্রন্থাগারিক শ্রীমনোরঞ্জন রায় মহাশয় অতিথিবর্গকে গ্রন্থাগারের বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন করান।

ইছাপুর অনুশীলনী ॥ ইছাপুর ॥ চব্বিশ পরগণা।

গত ২৬শে ও ২৭শে জানুয়ারী ইছাপুর অনুশীলনীর দশম বার্ষিক উৎসব বিশেষ সমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। দুদিনব্যাপী উৎসবের উদ্বোধন করেন প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ডাঃ অনিল ভট্টাচার্য। শিল্প-প্রদর্শনী, খেলাধূলা ও প্রাচীর পত্র প্রদর্শনী ছাড়াও, বক্তৃতা, বিতর্কসভা ও সাংগীতিক অনুষ্ঠানাদি উৎসবের বিশেষ অঙ্গ ছিল। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে স্থানীয় জনসাধারণ বিশেষ উৎসাহের সহিত যোগদান করেন।

গোবিন্দকাটি সাধারণ পাঠাগার ॥ শ্রীধরকাটি ॥ চব্বিশ পরগণা।

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে পাঠাগারের উদ্যোগে ঐদিন প্রত্যূষে এক প্রভাত-ফেরী আয়োজিত হয়। বেলা ১০টায় পাঠাগার ভবনে পরে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। পল্লীজীবনে বিশেষ করে সুন্দরবনের মত গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার দিক ছাড়াও জীবনকে বৈচিত্র্যময় ও আনন্দদায়ক করে তোলার প্রয়োজনে গ্রন্থাগারের অবস্থান ও বিশেষ প্রয়োজনীয়তার কথা ঐ দিনের অনুষ্ঠানে অনেক বক্তাই উল্লেখ করেন।

শান্তিপুর পাবলিক লাইব্রেরী ॥ শান্তিপুর ॥ নদীয়া।

গত ৩০শে ডিসেম্বর শান্তিপুর পাবলিক লাইব্রেরীর সাধারণ বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। নূতন কার্যকরী সমিতিতে শ্রীহরিদাস দে এম. এল. এ. সভাপতি

এবং শ্রীপুলক গোস্বামী সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। নূতন বৎসরের জন্য কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পরিষদ কিশোর বিভাগের উন্নতি কল্পে ১০০০৲ টাকা মঞ্জুর করেছেন। স্থানীয় পৌরসভাকে পুনরায় সাহায্য দেবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে লাইব্রেরীর সভ্যসংখ্যা প্রায় এক হাজার।

নবদ্বীপে গ্রন্থাগার প্রদর্শনী।

সরস্বতী পূজা উপলক্ষে অরুণোদয় পাঠাগারের উদ্যোগে ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহযোগিতায় একটি গ্রন্থাগার প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। গ্রন্থাগার বিষয়ক পাঠাগারের নিজস্ব চিত্র ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক প্রেরিত চিত্র উহাতে প্রদর্শিত হয়। বাংলা দেশে প্রকাশিত প্রায় ২০০ পত্রিকা প্রদর্শনীতে দেখান হয়। বিশেষ করে মফঃস্বল হইতে প্রকাশিত পত্রিকাগুলি পৃথক করিয়া দেখান হয়। প্রচুর লোক সমাগমের জন্য প্রদর্শনী তিন দিন পর্য্যন্ত খোলা রাখা হয়। সুধীজন ও জনসাধারণের দৃষ্টি ইহাতে আকৃষ্ট হয়। পণ্ডিতপ্রবর বক্তা শ্রীযুক্ত গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ তাঁহার ভাষণে পাঠাগারের দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া নবদ্বীপ গ্রন্থাগারের ইতিহাসে এই দিনটি বিশেষ স্মরণীয় বলিয়া উল্লেখ করেন।

পীর গোরাচাঁদ সাধারণ পাঠাগার ॥ হাড়োয়া ॥ চব্বিশ পরগণা।

গত ২৬শে জানুয়ারী সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে পাঠাগারে সারাদিবসব্যাপী এক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবে গ্রামবাসীরা বিপুল উৎসাহের সঙ্গে যোগদান করেন। প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রীসুধীরচন্দ্র চক্রবর্তী। সায়াহ্নে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন ডক্টর ধীরেন সেন ও কবি গোলাম কুদ্দুস। ঐদিনই পাঠাগারের প্রতিষ্ঠা দিবস প্রতিপালিত ও বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার শেষে স্থানীয় শিল্পিগণ কর্তৃক পরিবেশিত সাংগীতিক অনুষ্ঠান ও অভিনয় উৎসবকে পূর্ণাঙ্গ করে তোলে।

করন্দা ভারতী পাঠাগার ॥ করন্দা ॥ বর্ধমান।

পাঠাগারের উদ্যোগে গত ২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয়। সভায় বিভিন্ন বক্তা গ্রন্থাগার আন্দোলনকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্যে আহ্বান জানান। ২৩শে ও ২৬শে জানুয়ারী নেতাজী জয়ন্তী ও সাধারণতন্ত্র দিবস সাড়ম্বরে পাঠাগারে উদ্‌যাপিত হয়।

নির্জাপুর নেতাজী গ্রন্থাগার ॥ বাঁকুড়া।

গত ২৩শে ডিসেম্বর নির্জাপুর নেতাজী গ্রন্থাগারে বিপুল উদ্দীপনার সহিত গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয়। তদুপলক্ষে প্রত্যূষে এক প্রভাত ফেরী অনুষ্ঠিত হয় ও গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণ সুসজ্জিত করা হয়। অপরাহ্ণে অনুষ্ঠিত এক সভায় সরকারী গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় জনসংযোগের প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীসুধীরচন্দ্র নন্দী।

রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার ॥ মেদিনীপুর।

গত ২৩শে ডিসেম্বর ভারতের প্রাচীনতম এই পাঠাগারে সাড়ম্বরে গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপিত হয়। আয়োজিত এক সভায় পৌরোহিত্য করেন জেলা শাসক শ্রীকুমুদকান্ত রায়। এতদুপলক্ষে পাঠাগার ভবনে প্রাচীন পুঁথি ও দুষ্প্রাপ্য পুস্তকের এক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। প্রদর্শনীটি পরবর্তী তিনদিন খোলা রাখা হয়। প্রদর্শনীতে বহু জনসমাগম হয় এবং সকলেই সবিশেষ প্রীত হন ও সন্তোষ প্রকাশ করেন। পাঠাগার প্রাঙ্গণে সম্প্রতি যে শিশু উদ্যান প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে শীঘ্রই সেখানে একটি শিশু গ্রন্থাগার স্থাপনের পরিকল্পনা পাঠাগার কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেছেন।

দেশরত্ন কিশোর পল্লী পাঠাগার ॥ কমলপুর ॥ মেদিনীপুর।

গত ২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে পাঠাগারে বহু সমাজ উন্নয়ন কর্মী ও পল্লীবাসীদের উপস্থিতিতে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন করেন শ্রীমতী অপর্ণা বালা পাল। সভাপতিত্ব করেন শ্রীপ্রবোধকুমার শাসমল। সরকারী গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় জনসংযোগের দাবী, অধিক সংখ্যক কুশলী কর্মী সৃষ্টি, পল্লীগ্রামের সমস্যাদির প্রতি অধিক লক্ষ্যদান করার জন্য কয়েকটি প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়।

সত্যেন্দ্র পাঠাগার ও বান্ধব সমিতি ॥ পাইকর ॥ বীরভূম।

গত ২৮শে ডিসেম্বর পাইকর হাই স্কুল প্রাঙ্গণে সমিতির ৪০তম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীহিমাংশু চট্টোপাধ্যায় সমিতির কার্যবিবরণী উপস্থাপিত করেন। সভাপতি মহাশয় পাইকরের ঐতিহ্যমণ্ডিত ইতিহাসের উল্লেখ করে গ্রামের তরুণ সম্প্রদায়কে গ্রামের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক উজ্জীবনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে উপদেশ দেন। তিনদিন ব্যাপী উৎসবে সংগীত ও নাট্যানুষ্ঠান বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হয়।

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগারিকের স্থান ও মর্যাদা

পোকা মারার কৌশল জানা গ্রন্থাগারিকের পক্ষে আবশ্যিক গুণ হওয়া উচিত কি-না একদিন এ'তর্ক উঠেছিল মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক নিয়োগের ব্যাপারে। 'গ্রন্থাগার'-এর বর্তমান সংখ্যায় ডক্টর রঙ্গনাথনের "গ্রন্থ-গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক" শীর্ষক যে বক্তৃতার অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে তাতে তিনি তাঁর নিজের জীবনের এই অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন।

তারপরে আজ প্রায় দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে। গ্রন্থাগারিকের আবশ্যিক গুণ কি হওয়া উচিত, তাঁর কাছ থেকে কি-ধরণের কাজ আশা করা সঙ্গত, কতখানি দায়িত্ব তাঁর ওপর ছেড়ে দেওয়া সম্ভব—এসব বিষয়ে আজও সর্বক্ষেত্রে ধারণা খুব স্পষ্ট বলে মনে হয় না। খবরের কাগজের কর্ম-খালির বিজ্ঞাপনে আজও চোখে পড়ে: 'Wanted a Librarian cum Ledger-Keeper', 'Wanted a Librarian cum Typist'—ইত্যাদি; এবং তা' সবসময়ে যে খুব ছোট-খাটো প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞপ্তি—তা' নয়।

গ্রন্থাগারিক-নামক কর্মচারীটির কাছ থেকে কি-ধরণের কাজ আশা করা সঙ্গত সে-ধারণাই যেখানে স্পষ্ট নয়—সেখানে তাঁর পদ-মর্যাদার প্রশ্ন অমীমাংসিত থাকবে—তাতে আর আশ্চর্য কি? সরকারী-বেসরকারী ছোট-বড় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান-সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিক নিয়োগ করা হয়ে থাকে। কিন্তু, সেসকল প্রতিষ্ঠানে অন্যান্য কর্মচারীদের পদমর্যাদাবেতন প্রভৃতি নির্ধারণ বিষয়ে মোটামুটি একটা নির্দিষ্ট নীতি থাকলেও গ্রন্থাগারিকের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম দেখা যায়। ফলে, এমনকি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলোতে পর্যন্ত গ্রন্থাগারিক শিক্ষক-শ্রেণীভুক্ত হবেন, কি কেরানী-শ্রেণীভুক্ত হবেন—এ' নিয়ে বিতর্কের অন্ত নেই। কোনও কোনও ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিককে স্টোরকীপার-এর পর্যায়ভুক্ত করে তাঁর কাছ থেকে সিকিউরিটি-ডিপোজিট অথবা ফাইডালিটি-বণ্ড আদায়ের চেষ্টা করা হয়েছে বলে শোনা যায়।

সবকিছু মিলিয়ে দেখলে একথা দুঃখের সঙ্গে স্বীকার না করে উপায় নেই যে—বৃত্তি হিসেবে গ্রন্থাগারিকতা আজও আমাদের দেশে যথাযোগ্য স্বীকৃতি লাভ করেনি। এ' অবস্থা নিতান্তই পরিতাপের সন্দেহ নেই।

এমন একদিন ছিল—যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু কৃতীসন্তান মোটা মাইনের চাকুরীর আকর্ষণকে উপেক্ষা করে স্বল্প মাইনের শিক্ষকতা জীবন হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছেন আদর্শের প্রেরণায়। সেদিন শিক্ষকের জীবনে আর্থিক স্বচ্ছলতা না থাকলেও একটা স্বকীয় মর্যাদা ছিল।— সেদিন গত হয়েছে। অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। আর্থিক যোগ্যতার মানদণ্ডে আজ বিচার হচ্ছে মানুষের সামাজিক মর্যাদার। আজ তাই শিক্ষকের জীবনে আর্থিক দৈন্য বেড়েছে যতটুকু, সামাজিক মর্যাদা কমেছে ততটুকু। আদর্শবাদের আকর্ষণ আজ তাই দুর্বল। সর্বস্তরের শিক্ষা ব্যবস্থায় আজ তাই কৃতী-শিক্ষকের অভাব দেখা দিয়েছে।

গ্রন্থাগারিকের অবস্থা তারও চেয়ে শোচনীয়। বৃত্তি-হিসেবে শিক্ষকতার তবুও বা একটা মামুলি গোছের স্বীকৃতি রয়েছে; শিক্ষকের কাছ থেকে সমাজ কি আশা করে সে সম্বন্ধে সকলের মনে একটা মোটামুটি ধারণাও রয়েছে। গ্রন্থাগারিকের ক্ষেত্রে কিন্তু তাও নেই।

সমাজে যাঁরা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন তাঁদের কেউ কেউ বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে গ্রন্থাগারিকগণকে সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করে সমাজের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করবার জন্যে উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানান। এই আহ্বানের মূল্য কি?—নিজের অর্জিত-বিদ্যা এবং অভিজ্ঞতাকে পরিপূর্ণভাবে প্রয়োগ করে সমাজের সেবা করবার স্বাধীনতা গ্রন্থাগারিকের কতটুকু?

সম্মান-মর্যাদা-সামাজিকস্বীকৃতি নিছক দাবী জানিয়ে আদায় করা যায় না—একথা সত্যি; এবং এ' প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্যও তা' নয়।

দেশের বৃহত্তর কল্যাণে সফল গ্রন্থাগারিকের দেবার রয়েছে অনেক কিছু। 'বই-দেওয়া-নেওয়া,' 'গ্রন্থসংগ্রহের চৌকিদারী,' 'গ্রন্থের কীট-বিতাড়ন'—নয়, তাঁদের করণীয় রয়েছে আরও বৃহত্তর কাজ—এ ধারণা স্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাঁদের কাছ থেকে আরও বড়ো কিছু আশা করা উচিত—এ' বিশ্বাসের ওপরে নির্ভর করে গ্রন্থাগারিকবৃত্তির মান-মর্যাদা ও ভবিষ্যৎ।

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

গ্রন্থাগার

৬ষ্ঠ বর্ষ] ফাল্গুন : ১৩৬৩ [১১শ সংখ্যা

গ্রন্থপঞ্জীর ভূমিকা

সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়

বিব্‌লিওগ্রাফী বলিতে সচরাচর আমরা বুঝি গ্রন্থপঞ্জী। সাধারণ ক্যাটালগ্‌ বা গ্রন্থসূচী হইতে ইহা ভিন্ন। কিন্তু এই কথাটির গ্রন্থপঞ্জী ছাড়াও আরও দুই একটি অর্থ আছে। প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার যুগে বিব্‌লিওগ্রাফিয়া বলিতে "বই লেখা" বুঝাইত। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে Fenning এর ইংরাজী অভিধানে "বিব্‌লিওগ্রাফার" কথাটির অর্থ করা হইয়াছে যে, "যিনি বই লেখেন বা বই নকল করেন।" বাক্যটির "বই লেখা" এই সংজ্ঞা ফরাসী দেশে ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে বদলাইয়া গিয়া দাঁড়ায় 'পুস্তক বা বইএর বিষয় লেখা।' ইংলণ্ডে বিব্‌লিওগ্রাফী কথাটির এই নূতন অর্থ বা সংজ্ঞা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে Rev. T. F. Dibdin বেশ ভালো ভাবেই চালু করেন কিন্তু মিঃ Southey নূতন অর্থে 'বিব্‌লিওলজি' কথাটিই অধিক সমর্থন করেন।

সাধারণ হিসাবে 'বিব্‌লিওগ্রাফি' কথাটির বিভিন্ন সংজ্ঞা (হিসাবে) ধরিলে দুইটি অর্থ করা যায়। প্রথম অর্থে ইহা পুস্তকের লেখক, বইটি লেখার সময় বা তারিখ ও স্থান, যেখান হইতে বইটি প্রকাশিত হইয়াছে, কিভাবে প্রকাশিত হইয়াছে—হস্তলিখিত পুঁথি অথবা ছাপা বা মুদ্রিত, উহার ভিতরকার চিত্র-বিচিত্র বা অলঙ্কারাদি, উহার বাঁধাই, উহার প্রকাশক, উহার বিক্রয় মূল্য ও বিক্রেতা ও বইটির প্রচারের পথে বিভিন্ন বাধা-বিঘ্ন ইত্যাদির বিশেষ বিবরণ বা নির্দেশ বুঝায়। দ্বিতীয় অর্থে পুস্তকে বর্ণিত বিষয়ের উপর যত কিছু লেখা আছে তাহার দেশ কাল ও পাত্রের বা লেখকের বাচবিচার না করিয়া তাহাদের একত্র সঙ্কলন বুঝায়। শেষোক্ত অর্থে বিব্‌লিওগ্রাফী বলিতে বিশিষ্ট বিষয়ের উপর লেখা বিভিন্ন লেখকের গ্রন্থ ও আলোচনাদির তালিকা

প্রণয়নও হইতে পারে। একটিকে অথবা বিব্‌লিওগ্রাফী ও অপরটিকে সাব্‌জেক্ট বিব্‌লিওগ্রাফী বলা চলে। গ্রন্থাগারের ক্যাটালগ্‌ বলিতে ইহা বুঝায় না, ক্যাটালগ্‌ সচরাচর গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুস্তকের তালিকাই নির্দেশ করে। গ্রন্থাগারে নাই এমন পুস্তকের নির্দেশ গ্রন্থাগারের ক্যাটালগে থাকে না। কিন্তু কোনো বিষয়ের বিব্‌লিওগ্রাফী বলিতে শুধু যে কোনো একটি বা কয়েকটি গ্রন্থাগারে রক্ষিত নির্দিষ্ট বিষয়ের পুস্তক তালিকা বুঝায় তাহা নহে—ঐ তালিকায় নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর লিখিত যে কোনো লেখকের বই অথবা লেখা যে কোন দেশে প্রকাশিত, যে কোনো সময়ে প্রকাশিত এবং ব্যাপকভাবে বলিতে যে কোনো ভাষায় রচিত তাহারই সুনির্দিষ্ট পন্থায় প্রণীত তালিকা বুঝায়। যে কোনো একটি বা কয়েকটি গ্রন্থাগারে উক্ত নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর লেখা সব বই সচরাচর থাকে না—কাজে কাজেই ক্যাটালগ ও বিব্‌লিওগ্রাফীতে প্রভেদ প্রচুর। ক্যাটালগকে সচরাচর গ্রন্থসূচী ও বিব্‌লিওগ্রাফীকে গ্রন্থপঞ্জী বলা হয়। গ্রন্থপঞ্জী সচরাচর যে কোনো লেখকের হইতে পারে, যে কোনো বিষয়ের হইতে পারে ইহার আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে। গ্রন্থপঞ্জীর বদলে কেহ কেহ বিব্‌লিওগ্রাফীকে গ্রন্থ বিবরণীও বলিয়া থাকেন। বাংলায় শরৎচন্দ্রের অথবা রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ বিবরণী বলিতে উক্ত লেখকের লেখা সমস্ত বই, রচনা, আলোচনা, প্রবন্ধাদি সমস্ত কিছুরই সুনির্দিষ্ট পন্থায় প্রণীত তালিকা বুঝায়। সচরাচর এই তালিকা প্রনয়ণ করা হয় পুস্তক বা লেখার রচনা কালের ক্রম অনুযায়ী। অনেকে আবার এই তালিকা প্রণয়ন কালে রচনা কালের ক্রম বাদ দিয়া কেবলমাত্র পুস্তকের নামের বর্ণানুক্রমিক ভাবেই এই তালিকা লিপিবদ্ধ করিবার পক্ষপাতি। যে কোনো পন্থাতেই হউক না কেন গ্রন্থপঞ্জী বা গ্রন্থ বিবরণীতে পুস্তক বা লেখার রচনা কাল অথবা প্রকাশের তারিখ সব সময়ই দিতে হয়।

Oxford অভিধানে 'বিব্‌লিওগ্রাফী' শব্দটির অর্থ করা হইয়াছে যে পুস্তকের ধারাবাহিক গঠন বর্ণনা, পুস্তকের ইতিহাস, লেখক, প্রকাশক, মুদ্রণস্থান ও সন, সংস্করণ, বাঁধাই, সাইজ, পৃষ্ঠা সংখ্যা ও চিত্রাদির বিবরণের সম্যক পরিচয়। গ্রন্থ বিবরণী হিসাবে গ্রন্থের প্রকৃষ্ট বিবরণ ইহাতে পাওয়া যায়। গ্রন্থ সম্বন্ধে এই জ্ঞানের বিশেষ বা সম্যক আলোচনাই গ্রন্থ বিবরণী বা গ্রন্থপঞ্জী অথবা ইংরাজী বিব্‌লিওগ্রাফীর মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

ইংরাজীতে পুস্তকের আকার প্রকারাদির বিবরণকে Bibliography of

the form of books বলে এবং বিষয়ীভূত গ্রন্থবিবরণী বা গ্রন্থপঞ্জীকে Bibliography of their subjects বলা হয়। প্রথমোক্ত বিষয় অথবা গ্রন্থের আকার প্রকারাদির বিবরণ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে এই বিজ্ঞানের মূলে রহিয়াছে পুস্তকের প্রতিটি খণ্ডের সযত্ন পরীক্ষা ও তাহার যথাযথ বিবরণ। প্রাচীনকালের বই ছাপা আধুনিক যুগের বই ছাপা হইতে ভিন্ন রকম ছিল। সেযুগে প্রতিটি পুস্তকের খণ্ড সবসময় এক রকম হইত না। একই পুস্তক বিভিন্ন সংস্করণে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিত এবং বিভিন্ন প্রকাশকের প্রকাশিত বা মুদ্রণশালায় মুদ্রিত এক পুস্তকের আকার প্রকারও সব সময়ে এক রকম হইত না। সে কালে বই ছাপার প্রচলন অধুনা কালের মত সহজ ছিল না। পুস্তকের সংখ্যাও ছিল অনেক কম। আজকাল যেমন হাজার হাজার বা লক্ষ লক্ষ বই ছাপা অল্পায়াসেই সম্ভব তখন তাহা ছিল না। দেশে যে ২।৪টি বা দু'দশটি মুদ্রণশালা ছিল তাহা হইতে বৎসরে শতাধিক বইও সচরাচর মুদ্রিত হইত না। এক লেখকের একই বই আজকাল একই স্থানে একই প্রকাশকের দ্বারা সচরাচর মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়া থাকে এবং এক খণ্ড হইতে অন্য খণ্ডের বিশেষ কিছুই তফাৎ বা প্রভেদ লক্ষিত হয় না। এমন কি পরবর্তী সংস্করণেও একটি বইয়ের খুব বেশী আকার প্রকার বদল করা হয় না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবশ্য ইহার ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। আজকাল পুস্তকের ছাপার তারতম্য ও হরফের রকম ফের ইত্যাদির নির্দিষ্ট পরিচয় সব বইতে সচরাচর পাওয়া যায় না—কিন্তু পুস্তক মুদ্রণের প্রথম যুগে ইহা বই ছাপার বিশেষ অঙ্গ হিসাবে পরিগনিত হইত। সে কালের যে কোনো পুস্তকের বা আধুনিক কালের যে কোনো পুস্তকের সাহিত্যিক ও মুদ্রাঙ্কণ সম্বন্ধীয় প্রকৃষ্ট বা যথাযথ বিবরণ উল্লেখ করিতে হইলে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ প্রয়োজন :

(১) যদি পুস্তকে আখ্যাপত্র থাকে তাহা হইলে তাহার আক্ষরিক অথবা অবিকল অনুলিপি এবং যদি পুস্তকে পুষ্পিকা (colophon) থাকে তাহার অনুরূপ প্রতিলিপি এবং পুস্তকের শিরোনামায় অথবা অন্য কোনো অংশে প্রভেদাত্মক যদি কিছু থাকে যাহা উক্ত পুস্তকের অন্য কোনো সংস্করণে বা খণ্ডে নাই তাহারও অনুরূপ উল্লেখের প্রয়োজন।

(২) পুস্তকের আকার তাহার অবয়ব, পৃষ্ঠার মিছিল (gatherings), সম্পূর্ণ পৃষ্ঠাসংখ্যা, পুস্তকটির এবং আখ্যাপত্রের দৈর্ঘ ও প্রস্থ—ইত্যাদির যথাযথ

বিবরণ। পুস্তকের বিভিন্ন অংশে যে বিভিন্ন প্রকারের টাইপ্ (type) বা হরফ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার টিপ্পনী বা টীকা এবং এবিষয়ে পূর্বে প্রামাণিক কিছু মুদ্রিত হইয়া থাকিলে তাহারও উল্লেখ করিতে হয়।

(৩) পুস্তকটির সাহিত্যিক প্রতিপাদ্য বিষয়-বস্তুর ও তাহাদের মুখবন্ধের সম্যক পরিচয় প্রদান প্রয়োজন।

(৪) ইহা ব্যতিরেকে যদি কোনো অতিরিক্ত টীকা টিপ্পনীর প্রয়োজন অনুভূতায় তাহাও সন্নিবেশ করিতে হইবে।

পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহার কিছু বিশদ আলোচনা প্রয়োজন। পুস্তকের আখ্যাপত্রের অথবা অন্য কোনো অংশের অনুলিপি করিতে হইলে আরম্ভিক বাক্যগুলির সম্পূর্ণ বা পুরা উল্লেখ প্রয়োজন। পরবর্তী অংশে বাদ বা উল্লেখ না করিলে পর পর তিনটি বিন্দু (…) দ্বারা তাহা বুঝাইতে হয়। কোনো লাইনের সমাপ্তি দেখাইতে হইলে পূর্ণচ্ছেদের ন্যায় (upright stroke) সোজা দাঁড়ি ব্যবহার করিতে হয়। পুরাকালে মুদ্রিত পুস্তকের দীর্ঘ দ্বিতীয়চ্ছেদ (old long commas) গুলি দুইটি দাঁড়ি (double strokes) দ্বারা দেখানো হইয়া থাকে। মুদ্রণকালে পুস্তকে ব্যবহৃত হরফগুলি বা টাইপ্ গুলি রোমান অথবা গথিক্ (Roman, Gothic) সোজা হরফে (Letter) অথবা বাঁকা মুদ্রাক্ষরে (italics majascules—minuscles) নীচের কেসের অথবা উপরের কেসের—ইহার সম্যক্ পরিচয় প্রয়োজন। ইহা আঁকিয়া দেখাইতে পারিলে আরো ভাল হয় কিন্তু ইহাতে ছাপার খরচ বাড়ে এবং ভুলের সম্ভাবনাও থাকে। ১৬৪১ খৃষ্টাব্দের পূর্বে মুদ্রিত পুস্তকে উপরের কেসের হরফ বা টাইপ্ যদি নীচের কেসের টাইপের সাহায্যে মিলিত হয় (transliterate) সেক্ষেত্রে মুদ্রাকরের স্বকীয় রীতি বা প্রথানুযায়ী প্রারম্ভিক ও মাধ্যমিক = i = ও = j = u ও v র ব্যবস্থা বা নির্দেশ প্রতিপালন করা উচিত। মূল আখ্যায় যদি কোনো ভুল ছাপা বা মুদ্রণ প্রমাদ থাকে তাহা যেমন আছে তেমন দেখাইয়া বন্ধনীর ভিতর [sic] লিখিতে হইবে অথবা পাদটীকায় তাহার বিবরণ লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

পুস্তকের সাইজ বা আকার (সাধারণতঃ) পুস্তকের পৃষ্ঠার সহিত মূল কাগজের ভাঁজের সম্পর্ক বুঝায়। ফোলিও পুস্তক হইলে মূল কাগজ একবার মাত্র ভাঁজ করা হইয়াছে বুঝায়। এক্ষেত্রে প্রতিটি বড় কাগজে ভাঁজের পর দুইটি করিয়া পাতা পাওয়া যায়। কোয়ার্টো (Quarto) পুস্তকে প্রতিটি কাগজকে দুইবার ভাঁজ করা হয় যাহাতে ৪টি পাতা বা ৮ পৃষ্ঠা পাওয়া যায়।

(Octavo) অক্টেভো পুস্তকে ইহা আরো একবার ভাঁজ করিলে প্রতি খণ্ড কাগজে ৮টি পাতা ১৬ পৃষ্ঠা হয়। এই ভাবে 16 mo—32 mo—64 mo ইত্যাদি হইয়া থাকে। ১২ বা ২৪ পৃষ্ঠার ক্ষেত্রে ইহাই বুঝাইত যে মূল কাগজের ভাঁজ কোনো এক সময়ে দুইয়ের বদলে তিনবার করা হইয়াছিল এবং সেইজন্যই ঐ সব বইএর সাইজ ভিন্ন রকম হইত। বইয়ের পাতার কাগজের যে দাগ বা লাইন লম্বা বা খাড়া ভাবের অথবা সমতল ভাবের দেখা যাইত—তাহার দ্বারাই বইয়ের আকার বা সাইজ নির্ধারণ করা যায়। আলোর দিকে বইএর যে কোনো পাতা তুলিয়া ধরিলেই ঐ দাগ বেশ প্রতীয়মান হয়। কাগজ তৈয়ারী করিবার সময় তারের ঐ দাগ folio ও octavo সাইজের ক্ষেত্রে খাড়াভাবে এবং quarto ও sextodecimos সমতলভাবে ক্ষেত্রে দৃষ্ট হয়। এ বিষয়ে যথাস্থানে আরো বিশদ আলোচনা করা হইবে।

যখন কোনো পুঁথি অথবা প্রথম যুগের ছাপা কোনো বই বাঁধাইবার ব্যবস্থা হইত তখন এক একটি পাতার সমষ্টি বা খণ্ড বা section or gathering যথাযথভাবে পর পর রাখিবার নির্দেশ দেওয়া হইত একটি সাধারণ রীতি বা রেওয়াজ অনুযায়ী—যথা, প্রত্যেকটি খণ্ড, বর্ণমালার অক্ষর বা বর্ণ দিয়া পর্যায়-ক্রমে চিহ্নিত করা হইত। পুরাতন ইংরাজী পুস্তকের বেলায় ঐ বর্ণমালার অক্ষর Latin ভাষা হইতে লওয়া হইত এবং উহাতে I অক্ষর I এবং J ও V অক্ষর U এবং V হিসাবে ব্যবহৃত হইত। ঐ বর্ণমালায় W অক্ষর থাকিত না। বাংলায় এই খণ্ডগুলি পর পর সাজানোর যে আক্ষরিক চিহ্ন বা সংকেত, বর্ণমালার বদলে অনেক স্থলে ১, ২, ৩, ঐইরূপ সংখ্যার দ্বারাও দেখানো হয়। প্রতিটি খণ্ডের বা ফর্মার প্রথম পাতার পাদদেশে ঐ চিহ্ন বা নির্দেশন থাকে। প্রথম যুগের ছাপা ইংরাজী পুস্তকে লক্ষ্য করা যায় যে মিছিলে যদি বর্ণমালার ২৩টি অক্ষরের বেশী প্রয়োজন হইত তাহা হইলে সংক্ষিপ্তভাবে et, con, run এবং কখনও কখনও us অতিরিক্ত চিহ্ন হিসাবে ব্যবহার করা হইত। পুস্তকের আকার স্থূল হইলে (miniscules ও majescules)—বড় হাতের ও ছোট হাতের দুই প্রকার হরফই ব্যবহৃত হইত। এইভাবে অক্ষরের সংখ্যা ডবল করা হইত। ১৪৭২ সালেই প্রথম ঐ মিছিল চিহ্ন হাতে না লিখিয়া ছাপিয়া দেওয়া সুরু করা হয় এবং অদ্যাবধিই উহাই প্রচলিত আছে।

যদি কোনো পুরাতন পুস্তকের ঐ মিছিল চিহ্ন ছাপা পাওয়া যায় তাহা হইলে বর্ণনা কালে ঐ চিহ্ন সকল কোনো বন্ধনী না দিয়াই দেখাইতে হইবে। আর

যদি কোনো মিছিল চিহ্ন না থাকে তাহা হইলে চতুষ্কোণ বন্ধনীর ভিতর (square brackets) বর্ণমালার সাহায্যে ঐ পুস্তকের প্রতিটি gathering বা খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা অনুক্রমণ সংখ্যা দ্বারা দেখাইতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যদি পুস্তকের প্রথম ছয়টি gathering বা প্রতি খণ্ডের পাতা সংখ্যা ৮ হয় এবং পরের খণ্ডটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪ হয়—তাহার সমাক বর্ণনা ইংরাজীতে এইভাবে লিখিতে হইবে A—F^{8}G^{4}. পুরাতন যে কোনো পুস্তকের মৌলিক বাঁধাই সচরাচর প্রমাণিত হয় কাগজের প্রতি দিস্তার মধ্যবর্তী সুতার দ্বারা (strings in the middle of each quire)। পুরাতন folio ও quarto সাইজের নূতন করিয়া বাঁধানো (rebound) বইএর ক্ষেত্রে কাগজের জলের চিহ্নের (water mark) পর্যায়ক্রম লক্ষ্য করিলে ইহা জানা যাইবে। কাগজ তৈয়ারীর সময় প্রস্তুতকারক যে চিহ্ন দ্বারা প্রতিটি খণ্ড কাগজ চিহ্নিত করিত তাহার কথাই বলা হইতেছে। ফোলিও পুস্তকে কোনো পাতায় কোনো চিহ্ন থাকে না আবার কোনো পাতার ভাঁজের মাঝখানে ঐ চিহ্ন দেখা যায়।

পুস্তকের বিভিন্ন gathering বা মিছিলের আকার ও তাহাদের ক্রমোন্যাস বা বিন্যাসের পরিচয় দিবার পর পুস্তকে মোট পৃষ্ঠা সংখ্যার উল্লেখ করিতে হয় এবং পুস্তকে যদি বিভিন্ন সংখ্যার ব্যবহার হয় তাহাও নোট করিতে হয়। প্রথম যুগের ছাপা বইয়ে অনেক সময়েই পৃষ্ঠা সংখ্যার ভুল দেখা যায়। প্রায় ১৪৭০ খৃষ্টাব্দেই প্রথম পৃষ্ঠা সংখ্যা মুদ্রিত করা হয় এবং দশ বৎসর পর হইতেই ইহার প্রচলন হয়। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগেই মুদ্রিত পৃষ্ঠা সংখ্যার চলন বেশী হয়।

এ যাবৎ আমরা যাহা দেখিলাম তাহাতে পুস্তকের আকার বা অবয়ব সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নাই। বইয়ের পাতার মাপ uncut copyর পাতা হইতে লওয়া হয় কিন্তু পুরাতন পুস্তকের uncut পাতা সব সময় পাওয়া যায় না, কাজেই টাইপ্ পৃষ্ঠা হইতেই তাহা লওয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রে আখ্যা পত্র হইতেই মুদ্রাকরের অভ্যাস বা স্বভাবের পরিচয় মেলে এবং তাহা হইতেই uncut copyর মাপ বা সাইজ আন্দাজ করা যায়। ইহার পর যে পাতাটির মাপ লওয়া হইল তাহাতে কত লাইন লেখা ছাপা হইয়াছে তাহার সংখ্যার উল্লেখ করিতে হয়। ইহার পর ছাপার অক্ষরের বিশেষত্ব যথা—gothic, রোম্যান অথবা italic বা বাঁকা ধরণের তাহার পরিচয় সন্নিবেশ করিতে হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর পুস্তকের ক্ষেত্রে অনেক সময় মুদ্রিত ২০ লাইনের মাপ দিতে

হয়। পরিশেষে পূর্বে মুদ্রিত এই বিষয়ের কোনো প্রামাণিক কিছু থাকিলে তাহার উল্লেখ করিয়া এই পুস্তক বিবরণ শেষ করিতে হয়।

সমাজ শিক্ষায় চীনের একটি গ্রাম

চ্যাঙ য়ুনলী

দিনের শেষে গোধূলি লগ্নে আমরা গাঁয়েতে পৌঁছলাম। গাঁয়ের চাষীরা সব তখন একে একে চলেছে সেখানকার বয়ঃশিক্ষা কেন্দ্রে। তাদের ত্বরিত পদক্ষেপে তুষারাচ্ছন্ন পথ মুখরিত হয়ে উঠেছে।

গাঁটি চীনের কিরিণ প্রদেশে—নাম চেঙ্গি।

বয়ঃশিক্ষা কেন্দ্রে গিয়ে দেখি যে একটি ঘর প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ শিক্ষার্থীতেই ভরে গেছে। সেটি শুনলাম বর্ণ-পরিচয় বিভাগ। পড়ুয়ারা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছে। পড়াচ্ছে একটি তরুণী, বয়স তার বছর ষোল হবে। নাম য়ুশিয়েন চী। অল্প কিছুক্ষণ যোঝানর পর শিক্ষিকাটি খড়ি দিয়ে বোর্ডে বড় গোটা গোটা অক্ষরে লিখল, 'গম কাট, জমি চষ'। লিখে জনৈকা রমনীকে সে লেখাটা পড়ে শোনাতে বলল।

রমনীটি দাঁড়িয়ে উঠে বানান করে লেখাটা চেঁচিয়ে পড়ল, এবং তার মানে বুঝিয়ে দিয়ে বসে পড়ল।

আমরা ধারনাই করিনি যে রমনীটি শিক্ষিকার মা। বাড়িতে সেসময় শিক্ষিকাটির পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধ ঠাকুর্দা তাঁর নাতিপুতিদের আগলাচ্ছিলেন। য়ুশিয়েন চী আর তার মার সঙ্গে তাদের বাড়ীতে গেলাম। বৃদ্ধ তখন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে অক্ষর পরিচয় অভ্যাস করছিলেন। কচি বাচ্চাটা গভীর নিদ্রায় মগ্ন। ঘরে ঢুকে দেখি যাবতীয় আসবাবপত্রের গায়ে বৃদ্ধ খড়ি দিয়ে অক্ষর লেখা অভ্যাস করেছেন—'দরজা', 'দেয়াল' ইত্যাদি। এভাবে লিখে রাখলে নাকি ওঁর খুব সুবিধে হয়। বাড়ীর বৌ-ঝিয়েরা সন্ধ্যাবেলায় বয়ঃশিক্ষা কেন্দ্রে চলে গেলে

কাচ্চাবাচ্ছাগুলোকে আগলানোর ভার তাঁর ওপর পড়ে। সেসময় তিনিও লেখাপড়া শেখার লোভ সামলাতে পারেন না। য়ুলিয়েনের দাদা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ে আর তার বৌদি সবে বর্ণ-পরিচয় শেষ করেছে।

'মা আর দাদু ছাড়া এখন বাড়ীর সবাই লিখতে পড়তে পারে বেশ ভালই," য়ুলিয়েন বলতে থাকে, "মা আমার ছাত্রী ভালই, মার্কও ভাল পাচ্ছেন, কিন্তু দাদুর শিখতে বড় দেরী হয়।" মৃদু হেসে মাথা দুলিয়ে বৃদ্ধ প্রতিবাদ করতে যান.....

মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকেই চেঙ্গী গ্রাম মুক্ত হয়েছিল বলে গ্রামে নিরক্ষরতা দূরীকরণের গুরুত্ব প্রথম থেকেই অনুভূত হয়। গাঁয়ে সবশুদ্ধ ৩৭৬টি পরিবার—সেগুলির অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন লোকের সংখ্যা আগে আঙুলে গুণে শেষ করা যেত। বর্তমানে প্রতি দশ জনের মধ্যে ৯ জন লিখতে পড়তে শিখে গেছে।

লেখাপড়া শেখার একটা ফল হাতেনাতেই পাওয়া গেছে। গ্রামের যৌথ ক্ষেতখামারে নয়ত সমবায় প্রতিষ্ঠানে অনেকেই নানা পদে বহাল হয়েছে। বাইরে থেকে লোক সংগ্রহের প্রয়োজন হয়নি। গাঁয়ের বহু লোকই স্বতঃস্ফূর্ত প্রচেষ্টায় গ্রামবাসীদের নিরক্ষরতা দূরীকরণে বা ঐজাতীয় সমাজ শিক্ষার কাজে সাধ্যমত অবসর সময়ে অংশ গ্রহণ করে। যে যেভাবে পারে। কেউ হয়ত দৈনিক খবরের কাগজটা পড়ে শুনিয়ে দেয় যারা পড়তে না পারে তাদের কাছে। য়ুশান নামে একটি যুবকের সঙ্গে পরিচয় হল। গাঁয়ের সাংস্কৃতিক কাজকর্মে সেই শুনলাম পাণ্ডা।

"গাঁয়ে সপ্তাহে সাতখানা দেওয়াল পত্রিকা বেরোয়," য়ুশান বলল, "তাতে সকলেই নিজের খুসীমত লেখা দিতে পারে, অবশ্য প্রেম পত্র ছাড়া, গাঁয়ে বক্তৃতা, জলসা, অভিনয়ও হয় প্রায়ই..."

গাঁয়েতে একটা গ্রন্থাগার খোলা হয়েছে। তাতে বইয়ের সংখ্যা হাজার আড়াইয়ের কাছাকাছি। চাষের ব্যস্ত মরশুমে বেশীর ভাগ সময়ই চাষীদের মাঠেই কাটে। সেজন্যে অনেকে মাঠে যাবার সময় সঙ্গে বইপত্তর নিয়ে যায়। ফুরসৎ পেলে যাতে পড়া যায়। অনেকে জাবার মাঠ থেকে বাড়ী ফেরার পথে গ্রন্থাগার হয়ে যায়। গ্রন্থাগারে সাধারণ বইয়ের লেনদেন থাকলেও চাষ আবাদ ও সমবায়ের নিয়ম-কানুন সংক্রান্ত বইয়ের চাহিদাই বেশী দেখা যায়।

গ্রন্থাগার ও সমাজ শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে গ্রামবাসীদের ঘনিষ্ঠ সংযোগ থাকার ফলে চেঙ্গী গ্রামের পরিবেশ ও অধিবাসীদের জীবন খুবই আনন্দ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ।

[China Pictorial থেকে অনূদিত]

পুরুলিয়ার সাধারণ গ্রন্থাগার

অভয় কুমার সরকার

পশ্চিমবঙ্গের নবতম জেলা পুরুলিয়া। সেখানকার সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির অবস্থা সম্বন্ধে জানবার কৌতূহল গ্রন্থাগারামোদীদের থাকা স্বাভাবিক। সম্প্রতি সেখানে যাবার সুযোগ হ'য়েছিল। তখন সেখানকার সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির সম্বন্ধে কিছু খবর সংগ্রহ ক'রেছিলাম।

পুরুলিয়া জেলার আয়তন ২,৩১৮'৪ বর্গমাইল এবং লোক সংখ্যা প্রায় ১২ লক্ষ। পুরুলিয়া সহরেই প্রায় ৫০ হাজার লোকের বাস। সমগ্র জেলার সাক্ষর জনসংখ্যা আনুমানিক ১২% এবং সহরাঞ্চলে প্রায় ২৫%। এই জেলায় ১৬টি থানা এবং তিনটি মিউনিসিপ্যালিটি। পুরুলিয়া থেকে রাঁচী, বাঁকুড়া, ধানবাদ ইত্যাদি স্থানে নিয়মিত বাস চলাচল করে। এই বাসের পথের ধারে ধারে অনেক জনপদ গড়ে উঠেছে। পুরুলিয়ার গ্রামগুলি পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় আকারে ক্ষুদ্রকায় ও বিচ্ছিন্ন এবং জেলার অন্তর্বর্তী অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল নয়।

সমগ্র পুরুলিয়া জেলায় নাম করবার মত সাধারণ গ্রন্থাগার বেশী নেই। সহর পুরুলিয়ায় হরিপদ সাহিত্য মন্দির, কালদা মিউনিসিপ্যাল অঞ্চলে কালদা ব্যায়াম সমিতির সাধারণ গ্রন্থাগার এবং রঘুনাথপুর মিউনিসিপ্যালিটিতে রঘুনাথপুর পূর্ণিমা বাণী মন্দির বড় গ্রন্থাগার। পল্লী অঞ্চলে গড়জয়পুর, বড়বাজার, তপোবন তুলিন উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া ১০০।২০০খানা বই নিয়ে পুস্তকাগারের সংখ্যা ৫০এরও অধিক। সবশেষে উল্লেখ ক'রতে হয় জেলা গ্রন্থাগারের কথা। বিহার সরকারের আমলে পুরুলিয়া সহরে সরকারী অর্থে ও উদ্যোগে একটি রাজ্য গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল। সম্প্রতি এই গ্রন্থাগারটি জেলা গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত হয়েছে।

সারা পুরুলিয়ার হরিপদ সাহিত্য মন্দির সবচেয়ে বড় গ্রন্থাগার। ১৩২৭ সালে মুন্সেফডাঙার কয়েকজন উৎসাহী যুবকের চেষ্টায় এই প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হবার পর নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বর্তমান রূপ গ্রহণ করেছে। অনেক চেষ্টার পর ১৩৩৩ সালে সাহিত্য মন্দিরের কর্তৃপক্ষ মিউনিসিপ্যালিটির নিকট

থেকে এক খণ্ড জমি সংগ্রহ করেন। ঐ বৎসরেই স্থানীয় ঠিকাদার ৺হরিপদ দাঁ মহাশয়ের বদান্যতায় উক্ত জমিতে সাহিত্য মন্দিরের নিজস্ব গৃহ নির্মিত হয় এবং তাঁর বদান্যতাকে স্মরণীয় ক'রে রাখবার জন্য গ্রন্থাগারটির নাম হরিপদ সাহিত্য মন্দির রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। দাঁ মহাশয় নিজে লেখাপড়া জানতেন না। কিন্তু যে কোন শিক্ষামূলক প্রচেষ্টায় তাঁর সাধ্যাতীত দান ছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করছি, একবার জেলার নিরক্ষরতা দূরীকরণ কল্পে সাহিত্য মন্দিরের পক্ষ থেকে দাঁ মহাশয় ঘোষণা করেন, যে ব্যক্তি গ্রামে দশ বা ততোধিক নিরক্ষরকে এক বৎসরে প্রথম ভাগ লিখন পঠনক্ষম করবেন, তাঁকে একটি স্বর্ণ পদক পুরস্কার দেওয়া হবে। এই ঘোষণায় বেশ সাড়া পড়ে গিয়েছিল এবং প্রথম বৎসরেই এই রকম সতেরোটি পুরস্কার দেওয়া হ'য়েছিল। বলা বাহুল্য টাকার অভাবে সকল আবেদন মঞ্জুর করা সম্ভব হয়নি।

১৯৫০ সালে হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের কর্তৃপক্ষ সরকারের নিকট থেকে ১০,০০০ টাকা আর্থিক সাহায্য পান এবং নিজেরাও সমপরিমান অর্থসংগ্রহ ক'রে সম্প্রতি গ্রন্থাগার ভবনটির সম্প্রসারণ করেন এবং মঞ্চসমেত একটি সুন্দর বিরাট হলঘর নির্মাণ করেন। এই কাজ অবশ্য এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। এঁরা সরকারের কাছ থেকে এ বৎসর ৩০০০ টাকা সাহায্য পেয়েছেন, তাছাড়া পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটির নিকট থেকে মাসিক ২৫৲ টাকা সাহায্য পেয়ে আসছেন। এই গ্রন্থাগারে ৪,৫০০এরও অধিক গ্রন্থ আছে ও সদস্য সংখ্যা ১৫০, চাঁদার হার মাসিক চার আনা। নিঃশুল্ক পাঠকক্ষে এক সঙ্গে ১৫।২০ জন বসে পড়বার ব্যবস্থা আছে। হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের কর্মীদের উৎসাহের অন্ত নেই। উপযুক্ত অর্থ সাহায্য পেলে একটি প্রত্নতাত্ত্বিক ও স্থানীয় সংগ্রহশালা, ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার, শ্রব্য-দৃশ্য দপ্তরখানা সমেত একটি স্বতন্ত্র কিশোর বিভাগ এবং ছৌ, নাটোয়া, সাঁওতালী ইত্যাদি লোকনৃত্য ও ঝুমুর, বাউল, তুসু, করম ইত্যাদি লোক-সঙ্গীত-চর্চার জন্য একটি সঙ্গীত-নাটক-নৃত্য বিভাগের প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা এঁদের আছে।

হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের পরই নাম করতে হয় ঝালদার ব্যায়াম সমিতি ও সাধারণ গ্রন্থাগারের। ঝালদা মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে এইটিই সবচেয়ে বড় গ্রন্থাগার। এঁদের পুস্তক সংখ্যা প্রায় ৩০০০। মিউনিসিপ্যালিটি থেকে এঁরা বার্ষিক ৭৫৲ টাকা অর্থ সাহায্য পান। পুস্তকের লেনদেন ছাড়াও এঁরা মধ্যে মধ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন ক'রে থাকেন। পুরুলিয়া জেলার তৃতীয়

মিউনিসিপ্যালিটি রঘুনাথপুরের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাগার রঘুনাথপুর পুলিমা বাণী মন্দির। বাণী মন্দিরের নিজস্ব গৃহ আছে এবং পুস্তক সংখ্যা ১৭০০। এঁরা মিউনিসিপ্যালিটি থেকে বার্ষিক ৫০৲ অর্থসাহায্য পেয়ে থাকেন।

পল্লী অঞ্চলে গড়জয়পুরের গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যা ১,২০০। বড়বাজারের ভারতী পুস্তকাগারের ১,৫০০ এবং তপোবন তুলিনের ১০০০ বই। শেষোক্ত গ্রন্থাগারটি এই বৎসর ১,০০০৲ টাকা সরকারী সাহায্য পেয়েছেন। পুরুলিয়া জেলায় তিনটি জাতীয় সম্প্রসারণ কেন্দ্র এবং একটি সমাজ-উন্নয়ন-অঞ্চলের কাজ চলছে। উন্নয়ন বিভাগ থেকে এই সব এলাকায় সাধারণ গ্রন্থাগার-গুলিকে অর্থসাহায্য দেবার ব্যবস্থা থাকায় সেখানে ছোট ছোট গ্রন্থাগার গড়ে উঠছে।

সব শেষে সরকারী অর্থে ও পরিচালনায় যে গ্রন্থাগারটি গড়ে উঠছে তার কথা বলি। হরিপদ সাহিত্য মন্দিরটিকে জেলা গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত করবার একটি পরিকল্পনা বিহার সরকার কয়েক বছর আগে উক্ত গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষের কাছে উপস্থাপিত করেন। তখনকার সরকারী নীতির পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রস্তাবে তাঁরা সম্মত হতে পারেন নি। তাঁরা স্বভাবতঃই এই আশঙ্কা করেছিলেন যে সরকারী ব্যবস্থাধীনে এলে প্রতিষ্ঠানটির স্বাচ্ছন্দ্য বিকাশ ব্যাহত হবে এবং বাঙলা বইয়ের পাঠকদের বিশেষ অসুবিধায় পড়তে হবে। এই আশঙ্কা যে একেবারেই অমূলক ছিল না তা উত্তর কালে প্রমাণিত হয়েছে। এঁদের সঙ্গে আলোচনা ব্যর্থ হবার পর সরকার যখন নিজেই স্বতন্ত্র একটি রাজ্য গ্রন্থাগার স্থাপিত করলেন তখন তাতে হিন্দী বইই সংগৃহীত হলো, বাঙলার কোন স্থান হলো না। এই রাজ্য গ্রন্থাগারটির জন্যে বহু অর্থব্যয়ে একটি মনোরম দ্বিতল ভবন নির্মিত হলো, সম্মুখে সুন্দর উদ্যান রচিত হলো। তারপর কয়েক বছর কেটে গেছে, কিন্তু স্থানীয় অধিবাসীর কাছে এই প্রতিষ্ঠানটি আজও তেমন স্বীকৃতি পায় নি। যাঁর সঙ্গে আমরা এই গ্রন্থাগারটি পরিদর্শনে যাই, তিনি মাত্র ১০ মিনিট দূরে থাকেন। গ্রন্থাগারটি দেখে বেরিয়ে আসার সময় তিনি যখন বললেন, "আজ এই প্রথম আমি এই গ্রন্থাগারটির কথা জানলাম," তখন আমরা যে বিস্ময় বোধ করেছিলাম তা বলাই বাহুল্য। যাক সে কথা, শুনলাম পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্ভুক্তির সময় বিহার সরকার এই গ্রন্থাগারের অধিকাংশ বই ও আসবাবপত্র নিয়ে গেছেন। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই গ্রন্থাগারটিকে

জেলা গ্রন্থাগারে রূপায়িত করতে মনস্থ করেছেন। ইতিমধ্যে জেলা সমাজ শিক্ষা প্রাধিকারিক ২,৫০০ টাকার বাঙলা বই কিনে এনেছেন, গ্রন্থাগারিক ব্যতীত প্রায় অন্যান্য সব কর্মচারী নিযুক্ত করেছেন এবং লেনদেন ও পাঠ বিভাগের কাজ সুরু করে দিয়েছেন। গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হলেই ভ্রাম্যমান বিভাগের কাজ আরম্ভ হবে। বর্তমানে এঁদের প্রায় ২০০ জন সদস্য। এখানে মাসিক চাঁদা চার আনা ও সদস্য পিছু আমানত পাঁচ টাকা।

অন্যান্য জেলার তুলনায় পুরুলিয়ায় সুপ্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার কম, প্রায় অধিকাংশ গ্রন্থাগারই সবে গড়ে উঠছে। সেইজন্য এখানে প্রথম থেকেই একটি সুস্পষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে কাজে নামবার অবকাশ আছে। সমস্ত জেলা সমীক্ষা করে কোথায় কোথায় গ্রন্থাগারের প্রয়োজন তা নিরূপন করে, এলোমেলো গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার সুযোগ না দিয়ে সুচিন্তিত কার্যক্রম নিয়ে অগ্রসর হলে অচিরেই সুফল পাওয়া যাবে এবং অন্যত্র জেলা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ও পরিকল্পনার ব্যাপারে যে সমস্ত অসুবিধা দেখা দিয়েছে তাও পরিহার করা সম্ভব হবে।

ডক্টর সয়ালী রামামৃত রঙ্গনাথন

তিনকড়ি দত্ত

সে আজ আটাশ বছর আগেকার কথা যখন ডাঃ রঙ্গনাথনের সঙ্গে প্রথম পরিচয় ঘটে। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বেনারসে অখিল এসিয়া শিক্ষা সংমেলন হবে তারই গ্রন্থাগার বিভাগের কর্মকর্তা নির্বাচিত হয়েছেন মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীরঙ্গনাথন। তিনি পূর্বে ছিলেন গণিতের অধ্যাপক। পরে গ্রন্থাগারিক নির্বাচিত হয়ে বিলাতে শিক্ষাগ্রহণ করে ফিরে এসেছেন। তিনি গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কিত প্রবন্ধ চেয়ে পাঠিয়েছেন এসিয়ার সব নাম করা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠান থেকে। সেইগুলি আগে থেকে মুদ্রিত করা হয়েছে মাদ্রাজের South Indian Teacherএ। তিনি তখন তার সম্পাদক। তিনি জানালেন হাওড়া থেকে ডাঃ প্রমথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়কে সঙ্গে নিয়ে এক সঙ্গে

যাবার ব্যবস্থা করবার জন্য। আমি তখন টাটানগরে। সেখান থেকে গাড়ী রিজার্ভ করার ব্যবস্থা ঠিক হল। যাত্রার দিন তিনি কলকাতায় এসে মহাবোধি

হলে একটি বক্তৃতা দেন Five Laws of Library Science সম্বন্ধে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র সেই সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন। তাঁর সুললিত ভঙ্গীতে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা শুনে সকলেই বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। গ্রন্থাগারের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে এরূপভাবেও কেহ আগে বলেন নাই। বেনারসের চারদিনব্যাপী কার্য্যধারার মধ্যে সকালে, বৈকালে ও সন্ধ্যার কোন সময়েই

কাহারও অবকাশ থাকিত না অন্য কোন অনুষ্ঠানে যোগ দিবার। শ্রীনিউটন মোহন দত্ত এই বিভাগের সভাপতি ছিলেন। ঐখানেই গ্রন্থাগার আইন কিরূপ হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পরে সমস্ত আলোচনার বিবরণ South Indian Teacherএর আর এক বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ফেরবার পথে তিনি হুগলী জেলার বিভিন্ন গ্রন্থাগার পরিদর্শন করেন।

কিছুদিন পরেই মাদ্রাজে তাঁহার গৃহে আতিথ্য গ্রহণের সুযোগ হয়। তখন তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এক মাসের জন্য গ্রন্থাগারিক শিক্ষাকেন্দ্র খুলিয়াছেন। শ্রেণীর প্রত্যেক ছাত্রের সঙ্গে প্রত্যহ সকালে আলোচনা করিতেন এবং তাহাদের পাঠ্যক্রম নিজেই নিয়ন্ত্রণ করিতেন। মাদ্রাজ লাইব্রেরী এসোসিয়েসনের তিনি সম্পাদক। কিভাবে তিনি গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসারের জন্য কাজ করিতেছেন তাহা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাই। প্রত্যহ সকালে তিনি এসোসিয়েসনের জন্য কোন বইয়ের পাণ্ডুলিপি তৈয়ার করিতেছেন। তিনি বলিয়া যাইতেছেন এবং তাঁহার কোন সহকারী উহা লিখিয়া লইতেছেন। যখনই পাণ্ডুলিপি তৈয়ারী হয় তিনি আবার তাঁহার সংস্কার করিয়া তবে প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। এইভাবে যে সমস্ত বই প্রকাশিত হইয়াছে তাহার লভ্যাংশ মাদ্রাজ লাইব্রেরী এসোসিয়েসনের প্রাপ্য। মাদ্রাজ প্রদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে তিনি এসোসিয়েসনের আজীবন সদস্য করিয়া লইয়াছেন। এরূপ প্রায় এক হাজার সদস্য আছেন। তিনি যেমন নিজস্ব চিন্তার দ্বারা উদ্ভূত Colon Classification-এর প্রবর্তক তেমনই তিনি গ্রন্থাগারে লোহার তাকের পরিবর্তে কাঠের তাকের পক্ষপাতী। সেগুলির ধারে পিতলের tongue and groove fitting থাকে যাহাতে আবশ্যক মত তাক নামান বা উঠান যায়। তখন তিনি সংস্কৃত পুথীর তালিকা প্রনয়নে (catalogus catalogorum) আচার্য্য কুপুস্বামী শাস্ত্রীর সঙ্গে কাজ করিতেছিলেন। পরে যখন ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ১২ই সেপ্টেম্বর কলিকাতায় নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলন হয় তখন তিনি আলোচনায় বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন এবং মিঃ মন্টেগুর সঙ্গে Indian Library Association এর গঠনতন্ত্র প্রনয়ন করেন।

নাগপুরে যে গ্রন্থাগার সম্মেলন হয় তাহাতেই তিনি Indian Library Association এর সভাপতি নির্বাচিত হন। তখন তিনি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়িয়া দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করিয়াছেন এবং ঐখানে

প্রথম Master-degree in Librarianship course আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি দিল্লী হইতে Abgila নামে নিয়মিত ত্রৈমাসিক মুখপত্র প্রকাশ করিতে থাকেন Indian Library Associationএর পক্ষ হইতে। তিনি International Federation of Library Associations ও International Federation of Documentationএর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। তাঁহার চিন্তাধারা বিশেষ প্রশংসিত। অনেকবার তাঁহার আতিথ্য স্বীকারের সুযোগ হইয়াছে এবং প্রতিবারই তাঁহার সহকর্মীদের লইয়া বিবিধ কার্যধারা রূপায়িত করিবার আপ্রাণ চেষ্টা দেখিয়াছি। সকলের সঙ্গে মধুর ব্যবহার তাঁহাকে মধুরতর করিয়াছে। তাঁহার D. Lit এবং পদ্মশ্রী উপাধি লাভ সকল গ্রন্থাগার কর্মীর মনেই যথেষ্ট আনন্দের সৃষ্টি করিয়াছে।

পরিষদ কথা

একাদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের একাদশ অধিবেশন আগামী ১৯শে ও ২০শে এপ্রিল ইস্টারের ছুটিতে অনুষ্ঠিত হবে। ইতিমধ্যে কয়েকটি জেলা থেকে সম্মেলন অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ পাওয়া গেছে। পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতি শীঘ্রই অধিবেশনের স্থান-নির্বাচন করবেন। এতদ্ব্যতীত সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে সমিতি চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছবার পূর্বে সদস্যগণের পরামর্শ ও মতামত আহ্বান করছেন। বিষয়-নির্বাচনে আগ্রহশীল ব্যক্তি ও সদস্যগণ যেন অনতিবিলম্বে পরিষদ সম্পাদকের সহিত যোগাযোগ করেন।

পুরুলিয়ায় জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ স্থাপন

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী পুরুলিয়া সহরে জেলার ১৬টি গ্রন্থাগারের প্রতিনিধিগণ এক সভায় মিলিত হন। জেলার বিভিন্ন গ্রন্থাগারের মধ্যে ঘনিষ্ট সংযোগ ও সহযোগিতা স্থাপনই ছিল সম্মেলনের প্রধান আলোচ্য বিষয়। এ সম্পর্কে বিশদ

আলোচনাদির পর সভায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের শাখা হিসাবে একটি জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ সংগঠিত হয়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে সর্বশ্রী অভয় কুমার সরকার ও বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় যোগদান করেন।

গ্রন্থাগার সংযোগ ও সংগঠন উপসমিতি

গত ১০ই ফেব্রুয়ারী পরিষদের সংযোগ ও সংগঠন উপসমিতি এক সভায় মিলিত হয়। বিভিন্ন জেলা থেকে ১৭ জন প্রতিনিধি সভায় যোগদান করেন। সভাপতিত্ব করেন শ্রীগোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায়। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সমিতি পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় সরকার গঠিত জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের সঙ্গে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জেলার সমাজ শিক্ষা প্রাধিকারিকগণের সহিত আলাপ আলোচনার জন্যে অনতিবিলম্বে এক বৈঠক আহ্বানের সিদ্ধান্ত করেন। ঐ দিনের সভায় সমিতি প্রতিষ্ঠান সদস্যগণের সঙ্গে পরিষদের ঘনিষ্ট সংযোগ ও সহযোগিতার জন্যে একজন পরিদর্শক নিয়োগের সিদ্ধান্তও করেন।

গ্রন্থাগার সংবাদ

বাদলা পল্লী উন্নয়ন পাঠাগার ॥ সিজারকোণ ॥ বর্ধমান।

গত ১লা জানুয়ারী পাঠাগারের দ্বিতীয় বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সর্বশ্রী ধ্রুবকুমার দত্ত ও গোপেন্দু ভূষণ সাংখ্যতীর্থ যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। বিগত বছরের কার্যবিবরণী ও হিসাব উপস্থাপিত করেন সম্পাদক শ্রীশম্ভুনাথ শীল। সভায় পাঠাগারের প্রধান পৃষ্ঠপোষক শ্রীব্রাসবিহারী সেন ২৫৲ শ্রীচণ্ডীচরণ হালদার ১০৲, শ্রীকেশব চন্দ্র অধিকারী ৫৲, শ্রীযদুগোল কিশোর দে ৫৲, শ্রীকালিকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় ৫৲ এবং শ্রীধ্রুব কুমার দত্ত কয়েকখানি পুস্তক পাঠাগারে দান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন। সেজন্যে পাঠাগার সম্পাদক শ্রীমোহন চাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের ধন্যবাদ জানান।

জুবিলী পাঠাগার ॥ সিউড়ি ॥ বীরভূম।

জানা গেল সিউড়ির খ্যাতনামা আইনজীবি শ্রীকরুণা ভূষণ মুস্তাফী তাঁর লোকান্তরিত পুত্র কল্যাণ ভূষণ মুস্তাফীর স্মৃতি রক্ষার্থ পাঠাগারে একটি পুস্তকাধারসহ ৫০০৲ টাকা দান করেছেন, গত ৯ই ডিসেম্বর সহরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিতে পুস্তকাধারটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়।

ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি পাবলিক লাইব্রেরী ॥ ত্রিবেণী ॥ হুগলী।

গত ২৫শে জানুয়ারী গ্রন্থাগারের ৩১তম প্রতিষ্ঠা দিবস সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়। বার্ষিক কার্যবিবরণী দান প্রসঙ্গে সম্পাদক শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া পাঠাগারের ক্রমোন্নতির ইতিহাস ও সাফল্যের উল্লেখ করেন এবং বর্তমান সমস্যাদির জন্য স্থানীয় অধিবাসীদের সহযোগিতা কামনা করেন। সভায় আয়োজিত এক সাংগীতিক অনুষ্ঠান বিশেষ উপভোগ্য হয়। সর্বশ্রী পাঁচুগোপাল দাস ও এফ, এ, বেনউইক যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির পদ অলংকৃত করেন। সভায় বিপুল জনসমাগম হয়।

পূর্বাশা গ্রন্থাগার ॥ বালী ॥ হাওড়া।

বালী পূর্বাশা গ্রন্থাগারের উদ্যোগে "ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতি"—বক্তৃতা-মালার চতুর্থ অনুষ্ঠান গত ৯ই ডিসেম্বর গ্রন্থাগার ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। আলোচ্য বিষয় ছিল "মীরাবাঈর জীবনী ও ভজন"। স্বামী জগদীশ্বরানন্দ মহারাজ সঙ্গীত সহযোগে ও কথকতার মাধ্যমে মীরার ধর্মজীবন অতি সুললিত ভাষায় ও পরম আকর্ষণীয় ভাবে আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে মীরার চরম ও পরম পতি গিরিধারীলালের প্রতি অপূর্ব তিতিক্ষা, ঐকান্তিক আত্মসমর্পণ এবং ৫০০ ভজন মধ্যযুগের ইতিহাসে এক বিস্ময়কর ঘটনা। এই অনুষ্ঠানে সংগীতে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীবীরেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীবিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়। তাঁহাদের সুললিত কণ্ঠের বাণী সকলকে পরম তৃপ্তি দান করে। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সমাগমে এবং সুন্দর, শান্ত ও রুচিপূর্ণ পরিবেশের জন্য অনুষ্ঠানটি অতি মনোরম হয়।

পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী ॥ মানকর ॥ বর্ধমান।

গত ২৭শে জানুয়ারী লাইব্রেরীর একাদশ বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সর্বশ্রী ভূধর চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও মহীতোষ সাহা যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। বার্ষিক বিবরণীতে গ্রন্থাগারিক শ্রীরাধারমন দত্ত

নৈশ বিদ্যালয় পরিচালন ও অন্যান্য কার্যাবলীর উল্লেখ প্রসঙ্গে গৃহ সমস্যার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সভায় আরও অনেকে বক্তৃতা করেন।

তরুণ লাইব্রেরী ॥ কোতুয়ালী ॥ মালদহ।

গত সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে লাইব্রেরীতে এক প্রমোদানুষ্ঠান ও শিশু উৎসবের আয়োজন হয়। পৌরোহিত্য করেন মহকুমা শাসক শ্রীসুবোধ কুমার চৌধুরী। অনুষ্ঠানে জেলার অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করেন।

বাণী ভবন লাইব্রেরী ॥ পুরাতন মালদহ।

গত ২রা জানুয়ারী গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়। প্রধান অতিথি শ্রীঅতুলচন্দ্র মীরবহর সমাজ-জীবনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা এবং কুশলী কর্মীগণের দায়িত্ব সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ দান করেন। শ্রীরঘুনাথ আগরওয়ালা বার্ষিক কার্যবিবরণীতে সরকারী সাহায্য হতে বঞ্চিত হওয়ার কথা উল্লেখ করেন। সভার শেষে একটি সংগীত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

মিলন সঙ্ঘ ॥ শ্রীরামপুর ॥ হুগলী।

নেতাজী জয়ন্তী উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে সংঘের বার্ষিক আবৃত্তি প্রতিযোগিতা ও সংঘের হস্তলিখিত "মুকুল" পত্রিকার ত্রয়োদশ সংখ্যার আবরণ উন্মোচন করা হয়। কলম আবৃত্তিতে সর্বশ্রী বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, ভোলানাথ ভট্টাচার্য, অভয় কুমার দাশ; অভিসার আবৃত্তিতে সর্বশ্রী মমতা ঘোষ, লতিকা বসু, মায়ারাণী শীল ও পাকাপাকি আবৃত্তিতে সর্বশ্রী মমতা ঘোষ, চন্দ্রমা মুখোপাধ্যায় ও অশোক বিশ্বাস যথাক্রমে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করেন, উৎসবের সাংগীতিক অনুষ্ঠানে স্থানীয় বহু কুশলী শিল্পী অংশ গ্রহণ করেন।

ছাত্র সংহতি ॥ ৫, জহরলাল দাস লেন ॥ কলিকাতা-৬।

গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী "ছাত্র সংহতি" নবম বছরে পদার্পণ করেছে। এই উপলক্ষে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন ডাঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী মহাশয় এবং শ্রীগোপাল দাস মুন্সী মহাশয় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। 'ছাত্র সংহতি' পরিচালিত অবৈতনিক নৈশ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পুস্তক উপহার দিয়া উৎসাহিত করেন। সভায় 'ছাত্র সংহতি' সম্পাদক শ্রীঅমর দে মহাশয় গ্রন্থাগারের নিজস্ব ভবন ক্রয় করিবার আশা ব্যক্ত করিলে শ্রীগোপাল দাস মুন্সী মহাশয় এই উদ্দেশ্যে ৫০১৲ টাকা সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেন। এবং শ্রীভূপেন দে, শ্রীশৈলেন দে, শ্রীমতী ডলি দে ও শ্রীমতী ছবি দে এবং শ্রীকুমুদবন্ধু চৌধুরী মহাশয় প্রত্যেকে ১০১৲ টাকা সাহায্য দেন।

অন্যান্য রাজ্যের খবর :

গ্রন্থাগার আন্দোলনে বিহার

বিহার রাজ্য গ্রন্থাগার সম্মেলনের গত অধিবেশনে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে জনপ্রিয় করে তোলা এবং অধিক সংখ্যক কুশলী কর্মী সৃষ্টির জন্যে একটি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। আঞ্চলিক সংযোগ ও সংগঠন পরিকল্পনা অনুযায়ী ইতিমধ্যেই হাজারিবাগ, রাঁচি, ভাগলপুর প্রভৃতি কয়েকটি স্থানে একটি করে গ্রন্থাগার শিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনের ব্যবস্থা হয়েছে। নিকট ভবিষ্যতে পাটনাতেও একটি ত্রৈমাসিক শিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালিত হবে। বিহার রাজ্য পুস্তকালয় সংঘের বর্তমান সদস্য সংখ্যা তিন সহস্রের উপর। উন্নত প্রনালীতে রাজ্যের গ্রন্থাগারগুলিকে সুসংগঠিত করে তোলা ও অন্যান্য কার্যক্রমের জন্যে বিহার সরকার সঙ্ঘকে বার্ষিক ২৫০০০৲ টাকা অর্থসাহায্য করে থাকেন। অধ্যাপক জগন্নাথ প্রসাদ মিশ্রের সুযোগ্য সম্পাদনায় "পুস্তকালয়" নামে হিন্দীতে সঙ্ঘের একটি মাসিক মুখপত্র প্রকাশিত হয়।

মহীশূরের গ্রামাঞ্চলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

সদ্যসাক্ষরদের অক্ষরজ্ঞান বাঁচিয়ে রাখার জন্যে প্রথম প্রয়োজন তাঁদের উপযোগী বইপত্তরের যোগান দেওয়া। তাই মহীশূর বয়ঃ শিক্ষা পরিষদ রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েতগুলিকে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার জন্যে অর্থ সাহায্য করে থাকেন। একটি গ্রন্থাগার গড়তে শতখানেক টাকা লাগে। তার সত্তর ভাগ পরিষদ দেন যদি কোনও গ্রাম্য পঞ্চায়েত বাকি অর্থবহনে রাজি থাকেন। সদ্যসাক্ষরদের উপযোগী গ্রন্থ প্রণয়ন ও সরবরাহ পরিষদ করেন। গ্রন্থাগার পরিচালনের অন্যান্য খরচ যথা গ্রন্থাগারিকের বেতন ও আসবাবপত্র বাবতও পরিষদ পৌনঃপুনিক অর্থসাহায্য করেন যদি সংশ্লিষ্ট গ্রাম্য-পঞ্চায়েত নিজ অংশের অর্থবহনে সম্মত হন।

পাঞ্জাব ও পেপসু গ্রন্থাগার পরিষদের সংযুক্তিকরণ

জানা গেল যে সম্প্রতি রাজ্য পুনর্গঠনের পর জলন্ধরে পাঞ্জাব ও পেপসুর গ্রন্থাগারিকগণ এক সম্মেলনে মিলিত হয়ে উভয় রাজ্যের গ্রন্থাগার পরিষদকে সংযুক্ত করেন। চণ্ডীগড় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক সর্দার বলবন্ত সিং ও পাঞ্জাব বিধান সভা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রী জি, এল, মেহান যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন। সম্মেলনে শীঘ্রই এক রাজ্য গ্রন্থাগার সম্মেলন ও গ্রন্থ-উৎসব আয়োজনের সিদ্ধান্ত হয়।

গ্রন্থ সমালোচনা

Manual of Reference Work, by Ajit Kumar Mukherjee. Calcutta. The World Press, 1957. XII. 109p. Rs. 7/-

গ্রন্থাগার বিষয়ক জ্ঞানচর্চা খুব বেশি দিনের না হলেও পাশ্চাত্যের কয়েকটি দেশে বিশেষ করে আমেরিকা ও ইংলণ্ডে, সেভাবে এর অনুশীলন হয়েছে তাতে এ জ্ঞানচর্চার একটা রীতিমতো উচ্চ মান দাঁড়িয়ে গেছে।

আমাদের দেশেও সম্প্রতি এ জ্ঞানচর্চা শুরু হয়েছে; অবশ্য এখনো এর প্রাথমিক অবস্থা কাটেনি বলতে পারি। এ সম্পর্কে পঠনপাঠনের জন্যে স্বভাবতই আমরা বিলিতী বইয়ের মুখাপেক্ষী। আমাদের দেশে এ বিষয়ের ওপর প্রায় কিছুই লেখা হয়নি। যেটুকু হয়েছে তা বিলিতী বইয়েরই চর্বিতচর্বণ মাত্র। একমাত্র ডক্টর রঙ্গনাথন্ এ বিষয়ে বিস্তৃত সাফল্য লাভ করেছেন—গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সব রকম দিক নিয়েই তাঁর চিন্তা ও লেখনী বিস্ময়করভাবে উর্বর ও মৌলিক। তাঁর অধিকাংশ বই বিদেশেও পাঠ্যরূপে নির্বাচিত হয়েছে।

আলোচ্য পুস্তকের লেখক একজন সুদক্ষ গ্রন্থাগারিক এবং অধিকন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান বিভাগের সুপরিচিত অভিজ্ঞ শিক্ষক। গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকের যে অভাব আমাদের দেশে আছে সে অভাব মেটাবার দাবী আমরা তাঁর মতো যোগ্য লোকের কাছ থেকেই করতে পারি।

এ পুস্তকের বিষয়বস্তু গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের একটি অতি প্রয়োজনীয় অংশ অবলম্বন করেছে। এ যুগে গ্রন্থাগার কেবলমাত্র নিষ্ক্রিয় পুস্তকসংগ্রহশালা নয়, সক্রিয়রূপে তথ্য ও জ্ঞান নির্দেশকও বটে। দেশের মাথার কাজে গ্রন্থাগারিক আজ অপরিহার্য অংশীদার। তিনি বিভিন্ন বিষয়ের ওপর নানাবিধ কোষগ্রন্থ ও প্রামাণ্যগ্রন্থের খবরাখবর রাখেন, তাদের নিপুণ বাছাই ও সংগ্রহ বিষয়ে তৎপর হন, এবং গবেষণা ও তথ্যানুসন্ধানের কাজে বিনা কালক্ষেপে প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ যোগান দেবার দক্ষতা অর্জন করেন।

এই দক্ষতা অর্জনের জন্যে গ্রন্থাগারিককে যে বিষয় নিয়ে অনুশীলন করতে হয় তাকেই বলা হয় Reference Work বিষয়টিকে ঘিরে অনেক

তত্ত্ব ও তথ্যের সমাবেশ হয়েছে, যার ফলে Reference Work আজ একটি পূর্ণাঙ্গ বিদ্যারূপে পরিগণিত।

বলাবাহুল্য এ বিদ্যা নিয়ে বিলিতী অনেক বই রচিত হয়েছে, এবং সে সব বই যথেষ্ট উপযোগী ও সমৃদ্ধ। এ ক্ষেত্রে কোন ভারতীয় যদি এ বিষয়ে বই লেখেন তাহলে তাঁর লেখা বিলিতী বইয়ের সম-পর্যায়ের হওয়া বাঞ্ছনীয় যাতে বিলিতী বইয়ের বিকল্পে তাঁর বই পাঠযোগ্য হতে পারে। কিংবা বিলিতি বইয়ে যা নেই তা তাঁর বইতে থাকবে। ভারতীয় জ্ঞানবিদ্যা সংক্রান্ত সমাহরণ গ্রন্থের সন্ধান ও পরিচয় বিলিতী বইয়ে অবহেলিত। ভারতীয় গ্রন্থকার সে অভাব মেটাবার প্রয়াস পেতে পারেন, এবং সে কারণে মৌলিকত্ব দাবী করতে পারেন।

আশা করা গিয়েছিল আলোচ্য গ্রন্থ উপরিউক্ত কোন এক দিক দিয়ে বিশিষ্টতা অর্জন করবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সে আশা পূর্ণ হয়নি। গ্রন্থাগার বিদ্যার ছাত্রদের পরীক্ষার আশু প্রয়োজন মেটাবার উদ্দেশ্যের প্রতি লেখকের দৃষ্টি সম্পূর্ণভাবে নিবদ্ধ ছিল মনে হয়। ফলে গ্রন্থটি নোটবই পর্যায়ের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি। একশটি সমাহরণ গ্রন্থের সূলভ বর্ণানুক্রম বিবরণদান নিছক নোটবইয়েরই অনুকৃতি।

গ্রন্থের নামানুযায়ী বিষয়বস্তু গুরুত্ব পায়নি। Reference কাজের পেছনে যে তত্ত্ব, সংগঠন ও বিধিব্যবস্থা গড়ে উঠেছে সে সম্পর্কে অতি সামান্য আলোচনা করা হয়েছে। এ আলোচনা আরো বিস্তৃত হওয়ার সঙ্গত অবকাশ রাখে। কোষগ্রন্থের যে উল্লেখ ও বিবরণ দেওয়া হয়েছে তার গণ্ডীও যথেষ্ট সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। কোষগ্রন্থের বর্গীকরণ সম্বন্ধেও লেখক সতর্ক হননি। কোষগ্রন্থ মূলতঃ দুই শ্রেণীর—সর্ববিদ্যাগত ও বিশেষ বিদ্যাগত। লেখক যে বর্গীকরণ করেছেন তা গ্রন্থের form অর্থাৎ আধারের দিক থেকে, content অর্থাৎ আধেয়র দিক থেকে নয়। ফলে কোষগ্রন্থের বিষয়ানুগ কোন পরিচয় এ পুস্তকে নেই। এটি অনুল্লেখনীয় ত্রুটি।

সমাহরণ বিদ্যার কাজে ভারতীয় উদ্যোগ-আয়োজন সম্পর্কে লেখক উপেক্ষাভরে দুচার কথা বলেছেন। কিন্তু যতোটুকু উদ্যোগ-আয়োজন হয়েছে তার একটা ইতিবৃত্ত সহানুভূতির সঙ্গে দেবার সঙ্গত কারণ রয়েছে। এ বিষয়ে কিছু বিস্তৃত আলোচনা প্রাসঙ্গিক হতো। ভারতে প্রকাশিত কোষগ্রন্থের একটা

তালিকা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তা নিছক তালিকাই। গ্রন্থগুলির কোন পরিচয় দেবার চেষ্টা করা হয় নি। অথচ এইটাই একান্ত উচিৎ ছিল। গ্রন্থাগার-বিদ্যার ভারতীয় ছাত্রেরা নিজেদের দেশের কোষগ্রন্থের কোন পরিচয় এ পুস্তক মারফৎ পাবে না—এটা নিশ্চয়ই দুঃখের কথা।

তথ্যঘটিত ত্রুটিবিচ্যুতির কিছু উল্লেখ করা গেল ঃ

Index Translationumএর পরিচয় যা দেওয়া হয়েছে তাতে মনে হয় ও-কাজ যেন বন্ধ হয়ে গেছে। অথচ Unesco প্রতিবছর নিয়মিতভাবে এ গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশিত করে চলেছে।

Indian Annual Reglster মৃত, অথচ দেখানো হয়েছে জীবিতরূপে।

Statistical Abstract for India কি শুধু 1911–12 সাল থেকে? তার পূর্বে আরো যে ৩৫টি সংখ্যা বেরিয়েছে সে খবর না দেবার কারণ কি? 1939–40 সালের পরেও এ কোষগ্রন্থের ঐ নামই বজায় আছে। Guide to Current Official Statistics আলাদা বস্তু।

ভারতীয় তথ্য সংক্রান্ত কতকগুলি অতি মূল্যবান কোষগ্রন্থ বাদ পড়েছে, যথা—

Buckland Dictionary of Indian Biography.
Malalasekera Dictionary of Pali Proper Names.
Nundo Lal Dey Geographical Dictionary of Ancient and Mediaeval India.
Visva-Kosha (Hindl)
Watt Dictionary of the Economic Products of India.

বইটির মূল্য কিঞ্চিৎ অধিক ধার্য করা হয়েছে। (আদিত্য কুমার ওহ্‌দেদার)

——

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগারিক নির্বাচন

কোনও একটি প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ অভিযোগ করছিলেন তাঁর প্রতিষ্ঠান-সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক সম্পর্কে। সামান্য লেখা-পড়া জানা পিওন-শ্রেণীর একটি কর্মচারী আগে গ্রন্থাগারের বই লেন-দেন করত। পরে তার বদলে একজন 'পাশকরা' গ্রন্থাগারিক নিয়োগ করা হল। নতুন গ্রন্থাগারিকটি এসেই বললেন কি-না—পুরোনো এক্‌সেশন-রেজিস্টার বাতিল কর; খাতায় রাখা, ক্যাটালগে চলবে না, কার্ড চাই, ক্যাবিনেট চাই; চার্জিঙের জন্যে চাই বুক-কার্ড, বুক-পকেট; বর্গীকরণের জন্যে চাই ক্লাসিফিকেশন সিডিউল—ইত্যাদি ইত্যাদি। যা-হোক করে জোগাড় করে দেওয়া হল সবই। সর্বসাকুল্যে হাজার খানেক বই। জিজ্ঞেস করা হল—কতদিন লাগবে? উত্তরে বললেন—তা-কি বলা যায়? কাজটা তো আর তেমন কিছু সহজ নয়। তা-ভাল। মাস ছয়েক পরেও দেখি সব ওলট-পালট! আগে তবু যা হোক বই চাইলে চট করে পাওয়া যেত—এখন দেখছি তা-ও সম্ভব হচ্ছে না।

এ-তো গেল এক ধরণের অভিযোগ। অপর ধরণের অভিযোগ আসে কোনও কোনও নব-নিযুক্ত গ্রন্থাগারিক বন্ধুর কাছ থেকে। তাঁরা বলেন: মশাই, একদম কো-অপারেশন নেই। গ্রন্থাগারটি ভালভাবে চলুক মনে-প্রাণে কেউ তা' চান না। একান্ত প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি চাইলেও পাওয়া যায় না; বলে—যা-আছে ঐ-দিয়েই যা-হোক করে চালিয়ে নিন মশাই, ওখানে আমার পোষাবে না। ভাল চাকুরীর সন্ধান থাকে তো জানাবেন দয়া করে।.....

বৃত্তি হিসেবে গ্রন্থাগারিকতা আজ ধীরে ধীরে স্বীকৃতি পেতে চলেছে। এই অবস্থায় দু'তরফের অভিযোগগুলোরই সুসমাধানের কথা ভাবা প্রয়োজন।

কর্তৃপক্ষের অভিযোগগুলো ধৈর্যহীনতা প্রসূত কি অন্য কোনও কারণপ্রসূত তা' নিয়ে তাঁদের সমালোচনা করে লাভ নেই; বরঞ্চ তাঁদের অভিযোগগুলোকে সামনে রেখে আমরা যারা বৃত্তিহিসেবে গ্রন্থাগারিকতাকে বেছে নিয়েছি তাদের আত্ম বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। এই আত্মবিশ্লেষণ এবং আত্ম প্রস্তুতি শুধু আমাদের নিজেদের স্বার্থেই নয়—যাঁরা ভবিষ্যতে এই বৃত্তি গ্রহণ করবেন তাঁদেরও স্বার্থে একান্ত দরকার।

ডাক্তারী পাশ করলেই ভাল ডাক্তার হওয়া যায় না ; স্বাভাবিক প্রবণতা থাকা চাই। রোগীর সবদিক বিচার করে তার উপযোগী ঔষধ প্রয়োগের ওপর নির্ভর করে চিকিৎসার সাফল্য। ঔষধটি যখন ভাল রোগী তা' জোগাড় করতে না পারলে বা তাতে তার রোগ না সারলে রোগীর ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে তার বদলে মেটিরিয়া মেডিকার নির্দ্দেশ-মেনেচলা' শান্ত-শিষ্ট রোগী খুঁজে বেড়ানো কোনও কাজের কথা নয়।

দু' একটি ব্যতিক্রম ছাড়া পশ্চিম বঙ্গের গ্রন্থাগারগুলো হয় সদ্যোজাত নয় জীর্ণরোগীর অবস্থাপ্রাপ্ত। এদের সুস্থভাবে পরিচালন করতে হলে স্বাভাবিক প্রবণতাসম্পন্ন গ্রন্থাগারিকের প্রয়োজন। আমাদের মধ্যে ক'জনার তা' আছে বিচার করে দেখতে হবে।

প্রতি বছর গ্রন্থাগারিকতা-শিক্ষণ শ্রেণীতে ভর্ত্তির জন্যে প্রচুর আবেদনপত্র পাওয়া যায়। গ্রন্থাগারিক বৃত্তির প্রতি ঐকান্তিক আকর্ষণই যে এর একমাত্র কারণ নয়—একথা বুঝতে কষ্ট হয় না। দেশের বেকারসমস্যা এর একটা মস্ত বড় কারণ।

পশ্চিম বঙ্গে গ্রন্থাগারিক-শিক্ষণ ব্যবস্থা অত্যন্ত সীমিত। ছাত্র-গ্রহণ ব্যাপারে এমন কোনও পদ্ধতি-প্রয়োগ কি সম্ভব নয়—যাতে ক'রে বহু প্রার্থীর মধ্য থেকে শুধুমাত্র তাঁদেরই বাছাই করে নেওয়া চলে যাঁদের সফল গ্রন্থাগারিক হবার মতো মানসিক গঠন রয়েছে ? শিক্ষাদান এবং পরীক্ষা গ্রহণ ব্যাপরে এমন কোনও পরিবর্তন-সাধন কি সম্ভব নয় যাতে করে ছাত্ররা দেশের বর্তমান অবস্থার উপযোগী হয়ে উঠবার শিক্ষা পায় ?

সুনির্মল বসু

সুসাহিত্যিক সুনির্মল বসু গত তেরই ফাল্গুন লোকান্তরিত হয়েছেন। তাঁর আকস্মিক ও অকাল মৃত্যু সকল সাহিত্যানুরাগীরই মনে গভীর বেদনার সৃষ্টি করেছে। বাংলার শিশু-সাহিত্যে সুনির্মল বাবুর অবদান অপরিমেয়। শিশুমানসে প্রভাব-বিস্তারী রচনা-নৈপুণ্য বাংলার শিশু সাহিত্যে যে অল্প ক'জনের মধ্যে পাওয়া যায় তাঁদের মধ্যে সুনির্মলবাবু অন্যতম। তাঁর সাহিত্য প্রতিভা শুধুমাত্র শিশু সাহিত্যেই সীমিত থাকেনি—তাঁর আর একটি বড় পরিচয় যে তিনি ছিলেন একজন কবি। তাঁর মৃত্যু বাংলা সাহিত্যকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত করল। তাঁর স্মৃতির প্রতি আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY

গ্রন্থাগার

৬ষ্ঠ বর্ষ] চৈত্র : ১৩৬০ [১২শ সংখ্যা

গ্রন্থাগারে অবাধ-অধিগম্য ব্যবস্থা

চৈতালী সেন

আমেদাবাদ সহরের কাছেই সম্প্রতি কোনও এক গ্রামের এক অরক্ষিত স্থানে ডাক টিকিট রেখে দেওয়া হয়। কর্তৃপক্ষ নিয়ম করে দেন যে নির্দিষ্ট জায়গায় দাম রেখে যে কেউ প্রয়োজনমত টিকিট নিয়ে যেতে পারবে। এতে ঝুঁকি ছিল দুটি। প্রথমতঃ কেউ হয়ত টিকিট নিয়ে দাম রেখে যাবে না, দ্বিতীয়তঃ কেউ হয়ত পয়সা ও টিকিট দুইই নিয়ে চম্পট দেবে। সৌভাগ্যের কথা যে পরীক্ষাটি পুরোপুরিই সাফল্যমণ্ডিত হয় টিকিট বা পয়সা কিছুই খোয়া যায়নি।

ঘটনাটি এই কথাই প্রমাণ করে যে সহজাত বিবেকবুদ্ধি থাকার ফলে মানুষ মূলতঃ নীতিনিষ্ঠ। ছাই-চাপা আগুনের মত মানুষের মনে শুভবুদ্ধি ও সৎ-প্রবৃত্তি বিরাজ করে। মানব মনের এই সৎ-বৃত্তিগুলির উন্মেষেই দেশ ও দশের প্রকৃত কল্যাণ সম্ভব। শুধু নিয়মকানুনের বজ্র-বাঁধুনি আর কড়া পুলিসী-পাহারায় সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষা করা যায় না।

মানুষের সহজাত সৎ-প্রবৃত্তির ওপর আস্থা রেখেই প্রতীচ্যের গ্রন্থাগার-গুলিতে যখন অবাধ-অধিগম্য (open access) ব্যবস্থার প্রবর্তন হয় তখন প্রবল আপত্তি ওঠে। কেউ বললেন এ ব্যবস্থা চালু করলে লাইব্রেরীতে বই আর থাকবে না—আস্তে আস্তে সরতে সুরু করবে। আবার কেউ বললেন—সর্বনাশ হয়ে যাবে—আলমারির তাকে বইগুলো যাওবা সাজানো থাকে, পাঁচ হাতে পড়ে তা' সব ঘেঁটেঘুঁটে একশা হয়ে যাবে - ছিঁড়েমুড়ে বইগুলোরও আর কিছু থাকবে না। তবুও ক্রমে এ ব্যবস্থার চলন হল। ব্যাপক বিস্তার ও জনপ্রিয়তাই অবাধ-অধিগম্য ব্যবস্থার সাফল্য ও উপযোগিতার পরিচয় দেয়।

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রদ্ধেয় রঙ্গনাথন মহাশয় এক বক্তৃতায় অবাধ-অধিগম্য ব্যবস্থার যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে বলেছেন যে গ্রন্থ ব্যবহারে সকল বাধা অপসারিত করে ইচ্ছা ও অভিরুচি মত বই বেছে নেবার সুযোগ ও স্বাধীনতা সকলকে দিতে হবে। পশ্চিমী দেশগুলির বার আনা লাইব্রেরীতেই অবাধ-অধিগম্য ব্যবস্থা অর্থাৎ তাক থেকে সরাসরি বই দেখে ও বেছে নেবার পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশের গ্রন্থাগারগুলি এ ব্যাপারে একেবারেই পেছিয়ে রয়েছে। পুস্তক ও পাঠকের মধ্যে প্রত্যক্ষ কোনও যোগাযোগ নেই। ক্যাটালগ কিংবা কর্মীদের সাহায্যেই যেটুকু সংযোগ ঘটে—অনেকটা রেডিয়োয় খেলার রীলে শোনার মত! সেজন্যে দুর্ভোগও কম পোয়াতে হয় না আমাদের পাঠক ও কর্মীদের! একসঙ্গে অনেকে লাইব্রেরীতে বই নিতে এলে কর্মীদের বই যোগান দিতে হিমশিম খেয়ে যেতে হয়। কেউ তাড়া দেন তাঁকে চটপট ছেড়ে দেবার জন্যে; কেউ হয়ত যে বইটি চাইছেন সেটাই বেরিয়ে গেছে; ক্যাটালগ দেখেই চাওয়া বই পেয়ে পছন্দ হয়না এতো প্রায়ই ঘটে। এতে সদস্যদের অসন্তোষ, কর্মীদের দুর্ভোগ ও লাইব্রেরীতে হট্টগোল ও অশান্তি উপস্থিত হয়।

কিছুদিন আগে আমাদের পাড়ার লাইব্রেরীতে জনৈক সদস্য বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে একটা বই খুঁজছিলেন। নিয়ম অনুযায়ী লাইব্রেরীর কর্মীরা তাঁকে ক্যাটালগ দেখে নাম ও নম্বর বলতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু বোধ হল যে বিশেষ কোনও দরকারেই লাইব্রেরীতে সে'বিষয়ে যে ক'খানা বই আছে সেগুলো সবই দেখে নেড়েচেড়ে তার থেকে একখানা বেছে নেওয়াই তাঁর ইচ্ছে। তাতে কর্মীরা নারাজ, সব বই এনে উজাড় করে দেখানো অসুবিধাজনক আবার ভেতরেও সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। শেষ পর্যন্ত কর্মীরা তাঁকে ভেতরে গিয়েই তাক থেকে বই বেছে নেবার অনুমতি দেওয়ায় সদস্যটি খুবই উপকৃত হলেন। কিন্তু সকলেই যদি ক্রমে এ সুযোগ চান তাহলে লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষ কোনমতেই তা দেবেন না একথা স্বতঃসিদ্ধ।

কাজেই লোকের পাঠস্পৃহা স্বাধীনভাবে চরিতার্থ হতে পায় না। গ্রন্থের পূর্ণ ও অবারিত ব্যবহারের আদর্শ জনসভার বক্তৃতায় আর পত্রপত্রিকার প্রবন্ধেই সীমাবদ্ধ থাকে। আদর্শের দিক ছাড়াও সুবিধার দিক থেকে বিচার করলে শুধু গ্রন্থাগার পরিচালনে অবাধ-অধিগম্য ব্যবস্থা খুবই উপযোগী ও ফলপ্রসূ।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান (Library Economy) মূল কথাই হল পাঠক ও কর্মীদের সময়ের অপচয় নিবারণ। গ্রন্থাগারে গিয়ে পাঠকদের যদি অধিকক্ষণ অপেক্ষায় থাকতে হয় তাহলে গ্রন্থাগারের প্রতি পাঠকদের বিরক্তি জন্মায় ও আকর্ষণ কমে যায়। পক্ষান্তরে কর্মীরাও সকলের প্রতি সমানভাবে মনোযোগ দিতে না পারায় অসন্তোষ ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। ভেতরে পাঠকদের ঢুকতে দিয়ে বই বেছে নেবার সুযোগ-সুবিধা দিলে পাঠকগণ আরও বেশী গ্রন্থাগারমুখী হবেন একথা জোরের সঙ্গেই বলা যায় এবং কর্মীরাও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজে অপেক্ষাকৃত অধিক মন দিতে পারেন। সরাসরি বই নিতে দেওয়ায় পাঠক ও পুস্তকের মধ্যে প্রত্যক্ষ মিলন ঘটে।

অনেক সময় দেখা যায় যে পাঠকরা গ্রন্থাগারে গিয়ে ঠিক কি চান তা প্রকাশ করতে পারেন না। ক্যাটালগ উল্টেও মনের মত বই বা লেখক সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা হয় না। একসঙ্গে অনেকগুলো বই দেখতে পেলে পাঠকদের উচ্ছ্বসিতভাবে বলতে শোনা যায়—আরে এই বইত খুঁজছিলুম! আবার দৃষ্টির গোচরে না থাকলে বহু কিছুই মানুষ যেমন ভুলে যায় তেমনি প্রিয় লেখক ও বইও স্বাভাবিক কারণেই পাঠকের চোখ এড়িয়ে যায়। তাই মনে হয় সকল পুস্তকের সঙ্গেই অবারিত যোগাযোগ থাকলে পাঠক মনোমত গ্রন্থ চয়ন করবার সুযোগ পাবে।

একথা সকলেই জানেন যে গ্রন্থাগার একটি ক্রমবর্দ্ধায়মান প্রতিষ্ঠান। পুস্তক, পাঠক, গৃহ সব কিছুই বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সেজন্যে কর্মীর সংখ্যাও বাড়াতে হবে তার কোন মানে নেই। অবাধ-অধিগম্য ব্যবস্থার প্রচলনে এর সুরাহা সহজেই সম্ভব।

পরীক্ষামূলক ভাবেই আমাদের দেশের গ্রন্থাগার কর্মীরা যদি নিজ প্রতিষ্ঠানে অবাধ-অধিগম্য ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন নিশ্চয় তাঁরা সাফল্যলাভ করবেন। ইদানিং উন্নতিমূলক অনেক কিছুই এদেশে প্রবর্তনের সময় লোকের মনে সংশয় দেখা গেছল—কিন্তু পরে সেগুলির সাফল্য সকলের মনে যথেষ্ট আস্থার সৃষ্টি করেছে। অবাধ-অধিগম্য ব্যবস্থাও ঠিক তেমনি পরীক্ষা করে দেখতে বলি।

অবাধ-অধিগম্য ব্যবস্থা চালু করবার সময় কয়েকটা বিধি-বন্দোবস্ত থাকা প্রয়োজন।

প্রথমতঃ ভেতরে যাওয়া ও আসার পথ একটাই থাকবে। দ্বিতীয়তঃ ভেতরে ঢোকবার সময় কাগজ কলম বা খাতা ছাড়া সঙ্গে অন্য কিছু থাকলে

পাঠকদের তা জমা রাখতে হবে। তৃতীয়তঃ কোনও বই নিয়ে থাকলে যেকবার মুখে যে কর্মী বসে থাকবেন তাঁর কাছে পাঠককে সেটা 'টল্ল' করিয়ে নিতে হবে। চতুর্থতঃ পাঠকদের জানিয়ে দিতে হবে যে কোনও বই বের করে টেবিলে নামিয়ে পড়ার পর বই যেন তাঁরা তাকে না তুলে টেবিলেই রেখে দেন। কারণ পাঠকরা তুলে রাখতে গেলে যথাস্থানে ভুলক্রমে তাঁরা রাখতে পারবেন না— বই এলোমেলো হয়ে যেতে পারে। পরে কর্মীরা সেগুলি তুলে রাখবেন।

এ ছাড়াও পাঠকদের কাছে গ্রন্থাগারে প্রবর্তিত বর্গীকরণ পদ্ধতির মোটা-মুটি পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়া দরকার। যাতে কোন্ বইটা কোন্ জায়গায় গেলে পাওয়া যাবে তাঁদের জানা থাকে।

একটা বিষয় সদস্যদের কাছে সবচেয়ে বেশী তুলে ধরা দরকার যে গ্রন্থাগারটি তাঁদেরই, গ্রন্থাগারের সকল সম্পত্তিই সদস্যদের। তার যে কোনও ক্ষয়ক্ষতিই সদস্যদের একান্তই নিজস্ব, একথা হৃদয়ঙ্গম করলে সকল সদস্যই গ্রন্থাগারের শুভাশুভ সম্বন্ধে সচেতন থাকবেন এবং ক্ষতি নিবারণে পরোক্ষে সহায়তা করবেন। গ্রন্থাগার সংরক্ষণের দায়িত্ব ও কর্তব্য সকল সদস্যের রয়েছে সে সম্বন্ধে সদস্যগণকে সজাগ করে তোলা চাই।

মাঝেসাঝে দু'চারখানা বই খোয়া যাওয়াটা খুব অস্বাভাবিক নয় এবং সেজন্যে আস্থা হারাবার কোন কারণ নেই। রাতারাতিই মনোমত ফলের প্রত্যাশা সঙ্গত নয়। দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা (যারা সংখ্যায় কম) যাতে গ্রন্থাগারের কোনও ক্ষতি না করতে পারে তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

কলকাতার বৈদেশিক দপ্তর গ্রন্থাগারগুলিতে কিংবা জাতীয় গ্রন্থাগারের রেফারেন্স বিভাগে গেলে অবাধ-অধিগম্য ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়।

নিয়ম-কানুন ও বিধি-নিষেধের বেড়াজালে মানুষকে আটকে ও আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখার দরুনই সমাজে আজ অনেক অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে। গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রেও ঠিক সেই কারণেই পাঠকদের পাঠস্পৃহা উন্মুক্ত ও অবারিতভাবে চরিতার্থতার সুযোগ থেকে বঞ্চিত— গ্রন্থাগারের সঙ্গে পাঠকদের তাই তেমন প্রাণের যোগ নেই।

অবাধ-অধিগম্য ব্যবস্থায় মানুষের নিজ রুচি ও ইচ্ছা অনুযায়ী পাঠস্পৃহা চরিতার্থ ও গ্রন্থাগারের পরিচালন সহজ ও সহজ হবে এ আমার একান্ত বিশ্বাস।

সংস্কৃতের গবেষণা ও গ্রন্থাগার

গোপিকামোহন ভট্টাচার্য
অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

জাতীয়তাবোধের নবমন্ত্র চারিদিকে উদ্‌ঘোষিত হচ্ছে। কত যুগ পরে আবার যেন স্বাধীনতার উজ্জ্বল দীপ্তি আমাদের নতুন করে নিজেকে চিনতে শেখাচ্ছে। আমরা জাতীয় সংস্কৃতির প্রতি আবার যেন শ্রদ্ধাশীল হতে সুরু করেছি। যে ভাষার মাঝে আমাদের যুগচেতনার উৎস নিহিত রয়েছে সেই সংস্কৃত ভাষা, সাহিত্য ও দর্শনের প্রতি সর্বত্র একটা অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি হতে চলেছে। এখনি দিনে পুরাণ রত্নরাজী উদ্ধার করাই হবে আমাদের প্রধান কর্তব্য। আর সেই ব্রত উদ্‌যাপনের একমাত্র সোপান গ্রন্থাগার।

বহুদিনের পরাধীনতার নাগপাশ, সংস্কৃত ভাষার দুরূহতা ও সংস্কৃত সেবীদের আত্মমুখীনতার ফলে সাধারণের জীবন থেকে এ ভাষার যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। খেয়ে-পরে সুন্দর জীবন যাপনের সমস্যা যে দেশে এমন প্রবল সেখানে আধুনিক শাস্ত্রের আলোচনায় মানুষ প্রাণ মন ঢেলে দিয়েছে। তাতে রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা হবে। অলস মুহূর্তে আর আমরা কালিদাসের মেঘদূত, শকুন্তলা পাঠে মনোনিবেশ করি না—বঙ্কিমচন্দ্রও অপাংক্তেয় হতে চলেছেন—একেবারে আধুনিক বাংলা উপন্যাস, প্রধানতঃ সাময়িক সমস্যাই যার উপজীব্য—তাই পড়েই আমরা সাহিত্য আলোচনায় নিজেদের কৃতার্থ মনে করি। নিতান্ত কালিদাস কি ছাই পাঁস লিখে গেছেন যদি জানতে ইচ্ছা হয়—বাঙলা অনুবাদের মাধ্যমেই সে কাজটা সেরে ফেলি। ফলে সাধারণ গ্রন্থাগার বা Public Libraryতে সংস্কৃত গ্রন্থের সংখ্যা একেবারে নগণ্য বললেই হয়, অথচ এমন একদিন ছিল যখন বাঙলাদেশে প্রতিটি গ্রন্থাগারেই বাচস্পতির অভিধান বা শব্দকল্পদ্রুম ত ছিলই—তাছাড়া সংস্কৃত ভাষায় সংকলনই ছিল অধিক। বাঙলা আজ সে স্থান অধিকার করেছে। ফলে সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্য-দর্শন নিয়ে যাঁরা গবেষণা করতে চান আবশ্যক আলোচ্য গ্রন্থের সন্ধান লাভ তাঁদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই Specialisation এর যুগে Special Libraryর প্রয়োজনীয়তা সকলেই অনুভব করছেন। কিন্তু Special Library বলতে আজকাল সাধারণতঃ মূলত বিজ্ঞান বা কারিগরী বিদ্যা বিষয়ে গ্রন্থাগারকেই বোঝা হয়। আধুনিক যন্ত্রের যুগে তার প্রয়োজনীয়তা আছে নিশ্চয়ই কিন্তু সংস্কৃতভাষায় যা রত্ন সঞ্চিত আছে তার সংগ্রহের জন্য কি Special Library করা যায় না। মনে হয় সংস্কৃত বিদ্যার্থীদের মাঝে জ্ঞান চর্চার এই সুযোগ একমাত্র সংস্কৃত বিষয়ক Special Libraryর মাধ্যমেই সম্ভব।

সংস্কৃতের গবেষণার প্রধানতম অন্তরায় উপযুক্ত গ্রন্থপঞ্জীর (Bibliography) অভাব। আজ পর্যন্ত ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতিটি বিষয় নিয়ে কোথায় কোন্ পুস্তক, কোন প্রবন্ধ বেরিয়েছে তার বিষয়ানুক্রমিক সূচী প্রণয়ন আশু কর্তব্য। আচার্য সুনীতিকুমারের কাছে শুনেছি তিনি প্যারিসের একটি বিখ্যাত গ্রন্থাগারে গিয়ে 'সুফী' ধর্ম সম্বন্ধে কিছু জানতে চান। তখনই তাঁরা একটি Bibliography তাঁকে দিলেন যার মধ্যে বাঙলা ভাষায় প্রকাশিত 'সুফী ধর্ম' সম্বন্ধে কি প্রবন্ধ বেরিয়েছে তাও সংকলিত রয়েছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কিছু কাজ হয়েছিল। এই Bibliographyর অভাবে কতদিনের পরিশ্রম যে বৃথা যায়—তার ভূরি ভূরি নিদর্শন এই বাঙলা দেশেই আছে। কেন্দ্রীয় সরকার সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতি বিধানের জন্য 'সংস্কৃত কমিশন' নিয়োগ করেছেন—তাঁরা এই Special Library স্থাপনের অনুমোদন করতে পারেন যার প্রথম কাজ হবে সসম্পূর্ণ বিষয়সূচী প্রণয়ন। দ্বিতীয় কাজ গ্রন্থের জাতিবিভাগ (classification)। এই বিভাগের উপরে পাঠকের জ্ঞানস্পৃহা নির্ভর করে। বিশেষজ্ঞগণ মনে করছেন এই বিষয়ে Deweyর Classificationএর সংবর্ধন (extension) প্রয়োজন, কিন্তু এই সংবর্ধনটি সর্বসম্মত হওয়া উচিত। আজকাল বিভিন্ন গ্রন্থাগারে সকলেই নিজের ইচ্ছামত পরিবর্তন করছেন। একটি নির্দিষ্ট মানদণ্ড অবলম্বন করে আশু এর নতুন রূপদান করা উচিত।

তৃতীয়তঃ প্রয়োজন Subject Heading for Cataloguing' গ্রন্থসূচীর জন্য বিষয়নাম তালিকা। আমাদের দেশের যে সব গ্রন্থাগারে সংস্কৃত পুস্তকের মূল্যবান সংগ্রহ আছে তার দুরবস্থা অবর্ণনীয়। চার্বাক দর্শনের বই জৈন দর্শনের মধ্যে প্রবেশলাভ করেছে—তত্ত্ববার্তিক (যদিও মীমাংসা দর্শনের বই) তন্ত্রের মধ্যে স্বীকৃতি পেয়েছে। রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের গ্রন্থাগার এক্ষেত্রে অমূল্য। কিন্তু তার কোন সম্পূর্ণ Catalogueই নেই। Catalogueএ বইয়ের উল্লেখ আছে ত আলমারিতে বই নেই। অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে সংস্কৃতের মূল্যমানের অভাব, সাধারণের উপেক্ষার দৃষ্টি, আর সর্বোপরি সংস্কৃত ব্যবসায়ীর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব—এই কারণেই সংস্কৃত গবেষণা গ্রন্থাগারের অভাব এদেশে লক্ষনীয়। কেন্দ্রীয় সরকার সংস্কৃত কমিশনের মাধ্যমে ভারতের চারি প্রত্যন্তে চারিটি সংস্কৃতের Special Library গঠন করে এদিকে মনোনিবেশ করলে এতদিনের একটা অভাব মিটবে সন্দেহ নেই।

পশ্চিম বঙ্গ জেলা-গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে

মিহির বন্দ্যোপাধ্যায়

শিক্ষা ও সমাজ উন্নয়নের পটভূমিকায় সরকারী নীতি ও পরিকল্পনা আমাদের দেশে আজ অবধি যতগুলি গঠনমূলক কার্যের সূত্রপাত করিয়াছে—এবং অদূর ভবিষ্যতে ঐ সমস্ত কার্য্যাবলীর সুফল লাভের যে সুদূরপ্রসারী অনির্ব্বাণ দীপশিখার বিচ্ছুরিত আলোক রশ্মিকণা আমাদের অন্তরে আশার নিশানা জাগাইয়াছে, তাহাদের মধ্যে, গ্রন্থাগার রূপ জ্ঞানাগারের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার কার্য্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থাগারকে ব্যাপক সমাজশিক্ষার কেন্দ্র করিয়া সরাসরি সরকারী প্রচেষ্টার এই সুপ্রসারণ সত্যই আজ লক্ষ লক্ষ জনগণের চিত্তে আশা ও আনন্দের সঞ্চার করিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমাদের দেশে গ্রন্থাগার উন্নয়ন বিষয়ে সরকার যে সকল চেষ্টা করিয়াছেন তা' প্রত্যক্ষভাবে নয়—পরোক্ষ ভাবে; আর তাহা উল্লেখযোগ্যও নয়। জাতীয় গ্রন্থাগার ও দেশের কয়েকটি বিশিষ্ট সরকারী ও বেসরকারী গ্রন্থাগারের কথা বাদ দিলে সহরতলী ও গ্রামাঞ্চলের শত শত গ্রন্থাগারগুলোর অবস্থা কত যে হীন, বিদেশের তুলনায় কত যে অনুন্নত তাহা আমরা সকলেই জানি। পাশ্চাত্য দেশের গ্রন্থাগার উন্নয়নের যে নিদর্শন দেখিতে পাই—তাহার মূলে আছে ঐ দেশের সরকারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বহুবিধ সাহায্য ও সহযোগিতা। বিনা চাঁদায় ও বিবিধ আধুনিক বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার পরিবেশনে, দেশবাসীর অজ্ঞানতা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণে গ্রন্থাগারের সুপ্রসার ও ব্যবহারের প্রভূত সুযোগের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। দেশের সর্ব্বোচ্চ গ্রন্থাগার হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রামে গ্রামে সুপরিকল্পিত ও সুসংরক্ষিত গ্রন্থাগারের সংখ্যা সেখানে প্রচুর। সুদূর পল্লীতে যেখানে এই গ্রন্থাগার স্থাপনার সুবিধা নাই—সেখানেও ওদেশের সরকার "বুকমোবাইল" বা গ্রন্থযানের সাহায্যে জ্ঞানের আলো বিস্তারের সকলপ্রকার সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। ছোট বড় শত শত গ্রন্থযান নিত্য নূতন পুস্তক পত্রিকা সংগ্রহ করিয়া পল্লীর অঞ্চলে অঞ্চলে—পাঠক-দিগের কুটীরের দ্বারে দ্বারে বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে দেদীপ্যমান জ্ঞানালোকবর্ত্তিকা।

বিদেশের গ্রন্থাগার উন্নয়নের এই ব্যাপক প্রস্তুতি ও সকল প্রসার আমাদের দেশের সরকারকেও আজ অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিয়াছে। দেশের জাতীয় গ্রন্থাগার ব্যতীত সরকার সকল রাজ্যে একটি করিয়া State Library বা "রাজ্য গ্রন্থাগার"-এর ব্যবস্থা করিয়াছেন। আবার প্রত্যেক রাজ্যে যতগুলি করিয়া জেলা আছে—তাহার প্রত্যেকটিতে একটি করিয়া District Library বা "জেলা গ্রন্থাগার", এবং যে সমস্ত জেলার সীমানা বৃহৎ, সেইখানে অনুরূপ দুইটি করিয়া "জেলা গ্রন্থাগারের" ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সমস্ত জেলা গ্রন্থাগারের মাধ্যমে জেলার অন্তর্গত সমস্ত ছোট বড় গ্রন্থাগারগুলিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করা হইবে। উপরন্তু দেশের নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য সরকার যে জনশিক্ষার (Adult Education প্রভৃতি) পরিকল্পনা করিয়াছেন, সেইগুলির কার্য্যও ঐ সমস্ত জেলা গ্রন্থাগারগুলির মাধ্যমে পরিচালনার সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত সুদূর গ্রামাঞ্চলে যেখানে গ্রন্থাগার গঠন সম্ভব নয়—সেখানেও যাহাতে লোকে গ্রন্থাগারের সুযোগ লাভ করিতে পারে—তাহার জন্য কতকগুলি "গ্রন্থযানের" ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

উপরোক্ত সরকারী প্রাথমিক পরিকল্পনার কিছু কিছু কার্য্য ১ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সুরুতেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে হাওড়া, ২৪ পরগণা জেলার কার্য্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৈগাছির অন্তর্গত বাণীপুরে গ্রন্থ আদানপ্রদান এবং গ্রন্থাগার মাধ্যমে জনশিক্ষার কার্য্য সত্যই প্রশংসনীয়। হাওড়ায় গ্রন্থাগারের নিজস্ব ভবনের অভাবে গ্রন্থ আদানপ্রদান বর্ত্তমানে 'গ্রন্থযানের' সাহায্যেই চলিতেছে। সরকারী ব্যয়ে এইখানেই প্রথম "গ্রন্থযান" গড়িয়া ওঠে। হাওড়ার এই গ্রন্থযানের চলন বর্ত্তমানে অন্যান্য স্থান অপেক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা সুদূরপ্রসারী।

২৪ পরগণার অন্তর্গত বিদ্যানগরেও এমনি একটি জেলা গ্রন্থাগারের সূচনা হইয়াছে। তবে এখানে আজও গ্রন্থাগার ভবন গড়িয়া উঠে নাই। কেবলমাত্র গ্রন্থযানের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহাছাড়া এই জেলার অন্তর্গত বহড়া রামকৃষ্ণ আশ্রমের নিকটে ও তত্ত্বাবধানে এমনি আর একটি "জেলা-গ্রন্থাগারের" প্রবর্ত্তন হইয়াছে। এই গ্রন্থাগারেরও অন্তর্গত একটি সুন্দর গ্রন্থযানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে; কিছুদিন হইতে এতদঞ্চলেও ঐ গ্রন্থযান মারফৎ পুস্তক সরবরাহ কার্য্য সুরু হইয়াছে। মাত্র কিছুদিন হইল এই গ্রন্থাগারের একটি নিজস্ব গ্রন্থাগার ভবন সরকারী পরিকল্পনায় ও ব্যয়ে গড়িয়া উঠিয়াছে। আচার্য্য যদুনাথ সরকার মহাশয় ইহার দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া আসিয়াছেন। স্বাধীনতা লাভের পর এইরূপ একটি

সুবৃহৎ আদর্শ গ্রন্থাগার ভবন প্রতিষ্ঠা, মনে হয় এইই প্রথম হইল। এত শীঘ্র গ্রামাঞ্চলে এমনতর একটি জাতীয় জেলা গ্রন্থাগার যে গড়িয়া উঠিবে—তাহা সত্যই কল্পনাও করা যায় নাই। সত্যকার Public Library বা সাধারণ গ্রন্থাগারের চাহিদা ও প্রয়োজন এতদিনে আমাদের সকল হইতে চলিয়াছে।

সরকারী প্রচেষ্টার এই সুযোগে জেলা গ্রন্থাগারগুলির অন্তর্গত ছোট বড় গ্রাম্য গ্রন্থাগারগুলির আজ মনে হয়, একটা বড় সমস্যা মিটিবার সম্ভাবনা দেখা গিয়াছে। নিজেদের খরচায় পুস্তক ক্রয় না করিয়াও, জেলা গ্রন্থাগার হইতে প্রাপ্ত প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি বর্তমানে তাহারা তাহাদের পাঠকদিগকে অনায়াসে সরবরাহ করিতে সক্ষম হইয়াছে। প্রতি সপ্তাহেই জেলা গ্রন্থাগার হইতে প্রয়োজনীয় পুস্তক বহন করিয়া গ্রন্থযান আজ প্রতি গ্রন্থাগারে পুস্তক সরবরাহ করিতেছে। আর ঐ সকল গ্রন্থাগারের কর্মীরা সেই সমস্ত পুস্তক চাহিদানুযায়ী তাহার পাঠকদিগকে বিতরণ করিতেছে। এই সুযোগে দরিদ্র গ্রাম্য গ্রন্থাগারগুলি আপাততঃ নূতন কোন পুস্তক ক্রয় না করায় এবং পুস্তক বাঁধাইএর তাহাদের প্রয়োজন না হওয়ায় আশা করা যায় বেশ কিছু অর্থ তাহারা বাঁচাইতে পারিতেছে। ফলে সেই উদ্বৃত্ত অর্থ তাহারা তাহাদের নিজেদের গ্রন্থাগার গৃহ সংরক্ষণ, প্রসারণ ও অন্যান্য খাতে ব্যয় করিবার সুযোগ পাইয়াছে।

জেলা-গ্রন্থাগারের পুস্তক সাহায্যে উহার অন্তর্গত ঐ সমস্ত গ্রাম্য গ্রন্থাগারগুলি আজ যথেষ্ট সুযোগ ও সুবিধা লাভে পুষ্ট হইয়া উঠিলেও - উক্ত উভয় গ্রন্থাগারের সংযোগ রক্ষার দিকটি কিন্তু মোটেই সুষ্ঠু ও সন্তোষজনক নয়। ইহার কারণ, উক্ত গ্রন্থাগারগুলির প্রত্যেকটির নিয়মকানুন, পরিচালনার নীতি, পুস্তক আদানপ্রদানের রীতি ও কার্য্যধারা একে অন্যের সহিত সম্পূর্ণ পৃথক। এক গ্রন্থাগারের গ্রন্থসূচী ও পুস্তক শ্রেণী বিন্যাসের ধারা, অন্য আর এক গ্রন্থাগার হইতে ভিন্ন। এমন কি জেলা গ্রন্থাগারগুলিরও একটির সহিত অন্যটির কোনরূপ সমতা ও সামঞ্জস্য দেখা যায় না। হাওড়ার জেলা গ্রন্থাগারের কার্য্যধারা নিয়মাবলীর সহিত বহড়া জেলা গ্রন্থাগারের কোন মিল নাই বলিলেই চলে। হাওড়ার জেলা গ্রন্থাগারে পুস্তকাদি ডিউই পদ্ধতির অনুরূপে বিন্যাসিত; বহড়া জেলা গ্রন্থাগারের পুস্তকের শ্রেণীবিন্যাস প্রভাতবাবুর বর্গীকরণ পদ্ধতিতে সজ্জিত। এমনকি উভয় জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থযানও একে অন্যের হইতে পৃথক।

একই সরকারের অধীনে পরিচালিত একটি জেলা গ্রন্থাগারের সহিত অন্য আর একটি জেলা গ্রন্থাগারের নিয়ম ও কার্য্যধারার এই গভীর বৈষম্য সত্যই

আমাদের মনকে বিভ্রান্ত করিয়া দেয়। জেলা গ্রন্থাগারগুলির এই বৈষম্য উহাদের অন্তর্ভুক্ত গ্রাম্য গ্রন্থাগারগুলির মধ্যেও এক সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। জেলা গ্রন্থাগারের পুস্তকের সূচী ও শ্রেণীবিন্যাস আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গঠিত ও পরিকল্পিত। কিন্তু তাহাদের সংশ্লিষ্ট গ্রাম্য গ্রন্থাগারগুলি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অনগ্রসর ও অনুন্নত। দ্বিতীয়তঃ জেলা গ্রন্থাগারগুলি পরিচালিত হইতেছে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষাপ্রাপ্ত কুশল ও অভিজ্ঞ বেতনভোগী কর্ম্মীদের সাহায্যে। কিন্তু গ্রাম্য গ্রন্থাগারগুলি পরিচালিত হয় অধিকাংশই অনভিজ্ঞ, অকুশল কর্ম্মীদের বিশৃঙ্খল ও ত্রুটিপূর্ণ রীতিনীতিতে।

একই নির্দ্দিষ্ট এলাকার গ্রন্থাগারগুলির উপরোক্ত বিবিধ ভিত্তিগত বৈষম্য অধুনা গ্রন্থাগার উন্নয়নের পথে যে কিরূপ বাধা সৃষ্টি করিতেছে এবং ভবিষ্যতে আরও অধিক করিবে—অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা, আশা করি তাহা অবশ্যই উপলব্ধি করিতেছেন। বর্ত্তমানে গ্রন্থাগার উন্নয়নের সবেমাত্র সূত্রপাত হইয়াছে। এখন হইতেই এই সূত্রে উপরোক্ত মূলীভূত সমস্যাগুলি বিবেচনাপূর্ব্বক সুষ্ঠুভাবে সতর্কতার সহিত সমাধান করিতে না পারিলে ভবিষ্যতে যে এক বিষম ত্রুটীবহুল সঙ্কটাপন্ন অবস্থার সৃষ্টি হইবে ইহা সুনিশ্চিত।

এ বিষয়ের সমাধান করিতে হইলে সরকার পক্ষ হইতেই তাহা করিতে হইবে। সরকারের অন্তর্গত সমস্ত জেলা গ্রন্থাগারগুলিকে এক নিয়মে ও রীতিতে পরিচালনা ব্যবস্থা করিতে হইবে। সকল জেলা গ্রন্থাগারে যাহাতে একই ধরণে ও একই পদ্ধতিতে গ্রন্থসূচী, গ্রন্থ শ্রেণীবিন্যাস, পুস্তক আদানপ্রদান ব্যবস্থা প্রভৃতি মৌলিক কার্য্যগুলি পরিচালিত হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রত্যেক জেলার গ্রন্থাবানগুলির কার্য্যধারাতেও একটি সমতা থাকা আবশ্যক। উপরন্তু, জেলা গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে নূতন ক্রীত বা সংগৃহীত পুস্তক পত্রিকাদির পরস্পর তালিকা বিনিময় রীতিরও একটি ব্যবস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

এইরূপভাবে একই রাজ্যের অন্তর্গত জেলা গ্রন্থাগারগুলির কার্য্য ও পদ্ধতির সমতা রক্ষা করা যেমন একান্ত আবশ্যক; সেইরূপ প্রত্যেক জেলা গ্রন্থাগারটিকেও তাহার অন্তর্গত নিজ নিজ গ্রাম্য গ্রন্থাগারগুলির সহিত সমতা রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অর্থাৎ, একটি জেলা গ্রন্থাগারের অন্তর্গত যতগুলি গ্রাম্য গ্রন্থাগার থাকিবে তাহাদের প্রত্যেকটির কার্য্যধারা ও পুস্তক শ্রেণীবিন্যাস, গ্রন্থসূচী প্রণয়ন প্রভৃতিও যেন ঐ জেলা গ্রন্থাগারের প্রবর্ত্তিত

সমরীতি ও আদর্শে পরিচালিত হয়। এই ভাবে কার্য্যধারার প্রবর্ত্তন ও বহনের দায়িত্ব জেলা গ্রন্থাগারের কর্ম্মীদেরই উপর ন্যস্ত থাকা উচিত।

এইরূপে রাজ্যের সকল গ্রন্থাগারগুলি একই আদর্শে ও রীতি-নীতিতে সুষ্ঠুভাবে শৃঙ্খলতার সহিত পরিচালিত হইলে—তবেই দেশের বৃহত্তম গ্রন্থাগারের সহিত অতি ক্ষুদ্র বহুদূর বিস্তৃত গ্রাম্য-গ্রন্থাগারের সংযোগ ও সহযোগিতা রক্ষা করা সম্ভব হইবে। জ্ঞানপিপাসু পাঠক সুদূর পল্লীর নিভৃত কুটীরে বসিয়াই অনায়াসে দেশের সকল গ্রন্থাগারের সুযোগ-সুবিধা লাভ করিতে পারিবে। "গ্রন্থাগার উন্নয়ন" ব্যবস্থায় সরকারী পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টাও অতি অল্পদিনের মধ্যেই সুফল প্রদানে সার্থক হইয়া উঠিবে।

গ্রন্থাগার ও স্থানীয় ইতিহাস

আদিত্য ওহদেদার

গ্রন্থাগারে যে গ্রন্থ-সংগ্রহ গড়ে ওঠে তার দু'টো রূপ আছে। একটি হল বিশ্বজনীন, আর একটি হল আত্মজনীন। বিশ্বজনীন রূপটা আশ্রয় করে আছে গ্রন্থ-সংগ্রহের পরিধির ব্যাপকতাকে নিয়ে, যে ব্যাপকতার ফলে দেশকালপাত্র নির্বিশেষে উপযোগী পুস্তকমাত্রই গ্রন্থাগারে সংগৃহীত হয়ে থাকে। অন্যপক্ষে, গ্রন্থ-সংগ্রহের আত্মজনীন রূপটা বিধৃত থাকে এই সংগ্রহের একটা বিশেষ সীমার মধ্যে। এই রূপ-ভেদের নামকরণ অন্যভাবেও করতে পারি। বলতে পারি, নির্বিশেষ ও বিশেষ, কিম্বা অসীম ও সসীম।

যে ভাবেই বলা যাক না কেন, এই আত্মজনীন, বিশেষ কিম্বা সসীম রূপটি গ্রন্থ-সংগ্রহের যে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ধরা পড়ে, সেই সীমাটি কি? সে সীমা হল গ্রন্থ-সংগ্রহের সেই অংশ যার আত্মিক সংযোগ থাকে স্থানীয় অঞ্চলের সঙ্গে। অর্থাৎ, কোনো গ্রন্থাগার যে অঞ্চলে অবস্থিত থাকে সেই অঞ্চল সংক্রান্ত যাবতীয় পুঁথিপত্র, লিপিলিখন সে গ্রন্থাগারে সংগৃহীত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এই সংগ্রহের বিশেষ সার্থকতা আছে। ঐতিহাসিকের কাছে এই সংগ্রহ অন্তর্গত বস্তুগুলি অতি প্রয়োজনীয় দলিল-দস্তাবেজ ও মালমশলার কাজ করতে পারে। আজকাল লোকের মনে আঞ্চলিক অনুসন্ধিৎসা বেড়ে গেছে, ফলে স্থানীয় ইতিহাস রচনা করার রেওয়াজ দেখা দিয়েছে। কথাসাহিত্যেও অঞ্চল-প্রধান কাহিনী খুব প্রবল। এই পরিস্থিতির দরুণ আধুনিক গ্রন্থাগার-সংগঠনের একটা

বিশেষ লক্ষ্য হল কীভাবে গ্রন্থাগারকে আঞ্চলিক তথ্য সরবরাহের অপরিহার্য কেন্দ্ররূপে দাঁড় করানো যায়।

এ বিষয়ে গ্রন্থাগারিকের কাজ হল—আগেই যা বলা হয়েছে—অঞ্চল সংক্রান্ত যাবতীয় পুঁথিপত্র, লিপিলিখন সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে সংগ্রহ করা। অবশ্য এই যাবতীয় পুঁথিপত্র, লিপিলিখন বলতে কী বোঝায় সে সম্বন্ধে সম্যক ধারণা থাকা দরকার। নইলে কিছু ঝাঁঝাঁয় পড়ার সম্ভাবনা থাকে।

প্রথমেই মনে রাখা প্রয়োজন, আঞ্চলিক তথ্য যে সব বস্তু মারফৎ পাওয়া যেতে পারে তারা নিম্নলিখিত পর্যায়ের অন্তর্গত :—

(ক) মুদ্রিত বস্তু, অর্থাৎ ছাপা বই, কাগজপত্র ইত্যাদি।

(খ) পাণ্ডুলিপি ও হস্তলিখিত বস্তু, যেমন প্রাচীন পুঁথি, হাতে লেখা পত্রিকা, অথবা ছাপা হয়নি এমন পাণ্ডুলিপি, ছাপানো বইয়ের পাণ্ডুলিপি ইত্যাদি।

(গ) চিত্রিত বস্তু, অর্থাৎ ছবি—হাতে আঁকা, ছাপানো কিম্বা ফটোগ্রাফ্।

(ঘ) খোদাইকৃত বস্তু, অর্থাৎ কাঠ, পাথর ও ধাতব পদার্থের ওপর খোদাইয়ের কারুকার্য।

উপরিউক্ত পর্যায়-ভেদগুলি form অর্থাৎ রূপগত। একই বিষয় এই সব রূপে প্রকাশিত হতে পারে। যেমন, হাওড়া অঞ্চলের ওপর লেখা ছাপানো বই থাকতে পারে, না-ছাপানো পাণ্ডুলিপি থাকতে পারে, ও-অঞ্চলের দৃশ্যাবলী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ছাপা, হাতে-আঁকা অথবা ফটোগ্রাফ্ চিত্র থাকতে পারে, কিম্বা তৎসংক্রান্ত খোদাইকৃত নক্সাও থাকতে পারে।

আঞ্চলিক তথ্য-উপাদান সংগ্রহকে Local Collection বা স্থানীয় সংগ্রহ বলা হয়। এখন প্রশ্ন হল, কি কি উপাদান এই সংগ্রহকে পুষ্ট করে।

উপাদানগুলি মূলতঃ দুই শ্রেণীর। এক, স্থানীয় অঞ্চলভুক্ত উপাদান ; দুই, স্থানীয় অঞ্চল সম্বন্ধীয় উপাদান। দুই শ্রেণীরই উপাদানগুলি নানাপ্রকারের হয়ে থাকে।

স্থানীয় অঞ্চলভুক্ত উপাদানগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল এই যে স্থানীয় অঞ্চল থেকেই এদের প্রকাশ ও পুষ্টিলাভ ঘটে। এদের প্রকার-ভেদ নিচে দেওয়া গেল :—

(১) স্থানীয় গ্রন্থকার লিখিত পুস্তক। যে অঞ্চলে লেখকের দেশ, অথবা যেখানে তাঁর জন্ম ও কর্ম, অথবা যেখানে অনেক দিন তিনি বাস করেন, সে অঞ্চলের তিনি স্থানীয় গ্রন্থকার।

(২) স্থানীয় অঞ্চল থেকে প্রকাশিত পুস্তক। জাতীয় গ্রন্থাগারে দেশের সর্বত্র প্রকাশিত পুস্তকের স্থান পাওয়া আইনত বিধেয়। কিন্তু কার্যত তা হয় না। কোন অঞ্চলে কতো বই ছাপা হচ্ছে তার হদিস রাখা সম্ভব নয়, তাছাড়া ছাপানো সব পদার্থই জাতীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষণের দাবী করতে পারে না। কিন্তু

আঞ্চলিক গ্রন্থাগার নিজের অঞ্চলের প্রকাশিত পুস্তকের সন্ধান অনায়াসে পেতে পারে এবং আঞ্চলিক উপাদান হিসেবে তাদের সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে পারে।

(৩) সংবাদপত্র ও অন্যান্য পত্রপত্রিকা। এমন কি হাতে-লেখা পত্রিকাও সংগৃহীত হওয়া উচিৎ।

(৪) জনস্বার্থ সংক্রান্ত উপাদান, যথা আইন-আদালত, পৌরপ্রতিষ্ঠান এবং শাসন ও বিধান সম্পর্কিত বিষয়।

(৫) ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত উপাদান, অর্থাৎ স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের বিবরণী, বাৎসরিক রিপোর্ট, পরিসংখ্যান তথ্য ইত্যাদি।

(৬) আমোদ-প্রমোদ সংক্রান্ত উপাদান, যথা—থিয়েটার, সিনেমা ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের কার্ড-বিবরণী, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি।

(৭) প্রাচীর-পত্র ও প্রচার পত্র। প্রাচীর পত্র (posters) ও প্রচারপত্র (hand bills) মারফৎ অনেক তথ্য পাওয়া যায়। আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য, লোকমন সমসাময়িক ঘটনা সম্পর্কে গবেষণার কাজে এগুলি প্রয়োজনীয় উপাদান রূপে গণ্য হতে পারে।

স্থানীয় অঞ্চল সম্বন্ধীয় উপাদানগুলি প্রকাশিত ও পুষ্ট হবার কোন নির্দিষ্ট এলাকা নেই। স্থানীয় অঞ্চলেও হতে পারে, আবার অন্যত্রও হতে পারে। আঞ্চলিক গ্রন্থাগারের সমাহরণ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যাবে এইসব বিক্ষিপ্ত উপাদানগুলিকে একত্র সংগ্রহ করার মধ্য দিয়ে। এই উপাদানগুলি নিম্নলিখিত বিষয়ভুক্ত হতে পারে।

(১) স্থানবিবরণ। গোটা অঞ্চল অথবা অঞ্চলভুক্ত বিভিন্ন স্থান ও বস্তুর বিবরণ।

(২) ইতিহাস। (৩) জীবনী। (৪) জনস্বার্থ সংক্রান্ত উপাদান, যথা—আইন-আদালত, পৌরপ্রতিষ্ঠান এবং শাসন ও বিধান সম্পর্কিত বিষয়।

(৫) গল্প-উপন্যাস, নাটক ও কবিতা। মনে রাখতে হবে, সব গল্প-উপন্যাস, নাটক ও কবিতা নয়, শুধু সেই সব বাদের মধ্যে স্থানীয় অঞ্চলের কথা আছে।

(৬) দৈনিক সংবাদপত্র ও অন্যান্য পত্রপত্রিকাভুক্ত উপাদান। গোটা অঞ্চল অথবা অঞ্চলভুক্ত স্থান ও বস্তু সম্বন্ধে সংবাদপত্রাদিতে যে সব লেখা ও খবরাখবর প্রকাশিত হয় সেগুলি বিছিন্ন করে একত্র সংগ্রহ করা। এই সংগ্রহ বিশেষ মূল্যবান, কারণ এগুলি এভাবে সংগ্রহ না করলে পরে তাদের সন্ধান পাওয়া দুষ্কর হয়ে ওঠে। স্থানীয় অঞ্চল সংক্রান্ত বহু তথ্য এই সংগ্রহ থেকে সহজলভ্য হয়ে পড়ে। সাধারণতঃ কোনো অঞ্চল সম্বন্ধে গোটা বই বড় একটা প্রকাশিত হয় না, আর হলেও তার থেকে অনেক তথ্য বাদ পড়তে বাধ্য। এই সব তথ্য সংবাদপত্রাদি থেকে কেটে রাখা

টুকরো লেখার সংগ্রহের মধ্যে থাকতে পারে এবং ভবিষ্যৎজনের কাছে অতি প্রয়োজনীয় মনে হতে পারে।

স্থানীয় সংগ্রহ গড়ে তোলবার মানসে উপাদান খুঁজতে গিয়ে গ্রন্থাগারিকের মনে এ প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক যে এ বিষয়ে কোন বাছাই করা হবে কি না। বিশেষ করে প্রাচীর-পত্র, প্রচার-পত্র ও সংবাদপত্রাদিতে প্রকাশিত টুকরো লেখা সম্পর্কে বাছাইয়ের প্রশ্নটা স্বতঃই মনে আসে। এ বিষয়ে আজকালকার সর্বাধিক প্রচলিত নীতি হল—"collect everything and leave its evaluation to posterity", অর্থাৎ সবকিছু সংগ্রহ করে যাও ও তাদের মূল্যনিরূপণের কাজ ভবিষ্যৎজনের হাতে ছেড়ে দাও। এই নীতি পালন করাই শ্রেয়। কারণ বাছাই করতে গেলে কিছু বিপদের আশঙ্কা আছে; তা হল এই যে অনেক সময় অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য বাছাই করতে গিয়ে খোয়া যেতে পারে। বহু বড় গ্রন্থাগারে নির্দেশের কাজ (reference work) করবার সময় দেখা গেছে যে ছোটখাট বস্তু বহু ক্ষেত্রে রীতিমতো মূল্যবান হয়ে ওঠে। সুতরাং আপাত সম্বন্ধীয় কোন বস্তুকেই তুচ্ছ ভেবে বাদ না দেওয়াই ভালো। কে বলতে পারে, আজ যা তুচ্ছ অপ্রয়োজনীয় মনে হচ্ছে কাল ইতিহাসের চোখে তা মূল্যবান ঠেকবে না।

কিন্তু সংগ্রহ করা এক কথা এবং সংরক্ষণ করা আর এক কথা। সংগ্রহের সঙ্গে যদি সংরক্ষণের ব্যবস্থা না থাকে তাহলে সংগ্রহ করার কাজটা অর্থহীন হয়ে পড়ে। সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা দেখা দেয়। এই সমস্যাগুলি গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে সমাধান করা বিধেয়। নইলে সংগৃহীত উপাদান বিশৃঙ্খল ও ক্ষণভঙ্গুর স্তূপে পরিণত হবে। এই সংগ্রহের সঙ্গে স্থান সঙ্কুলানের যে প্রশ্ন জড়িত আছে তার সমাধান আধুনিক বিজ্ঞান করে দিয়েছে। অণুচিত্র (microfilm) সাহায্যে অতি অল্প জায়গায় অনেক উপাদান সুরক্ষিত করা যায়। এছাড়া অন্যান্য উপায়ও আছে।

আমাদের দেশের গ্রন্থাগার স্থানীয় সংগ্রহ গড়ার কাজে এখনো দৃষ্টিপাত করে নি। অবশ্য গ্রন্থাগারের কর্তব্য সম্বন্ধে আমরা এখনো তেমন অবহিত নই, এ বিষয়ে যে পরিমাণ চিন্তা ও সংগঠন দরকার তার অভাব একান্তভাবেই রয়েছে। তবে আশার কথা এই যে গ্রন্থাগারের মূল্য সম্বন্ধে দেশবাসী ও জাতীয় সরকারের মধ্যে সচেতনতার লক্ষণ দেখা দিয়েছে যার ফলে গ্রন্থাগার সংক্রান্ত কিছু কাজ আরম্ভ হয়েছে। গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রাথমিক অবস্থা এখনো কাটে নি; কিন্তু তা না কাটলেও এই অবস্থাতেই আমাদের গ্রন্থাগারগুলি স্থানীয় সংগ্রহ গড়ে তোলার কাজে মন দিতে পারে। বিশেষ করে জেলা গ্রন্থাগারগুলির কর্তৃপক্ষ এখন থেকেই এ বিষয়ে তৎপর ও অগ্রসর হতে পারেন।

বিবিধ বার্তা

রবীন্দ্র পুরস্কার

বাংলা দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে তাঁর "রবীন্দ্র জীবনী" (চার খণ্ড) গ্রন্থের জন্য পশ্চিম বঙ্গ সরকার এবার তাঁকে রবীন্দ্র-পুরস্কারে সম্মানিত করেছেন। এ সংবাদে পশ্চিমবঙ্গের সকল গ্রন্থাগার কর্মীই অত্যন্ত

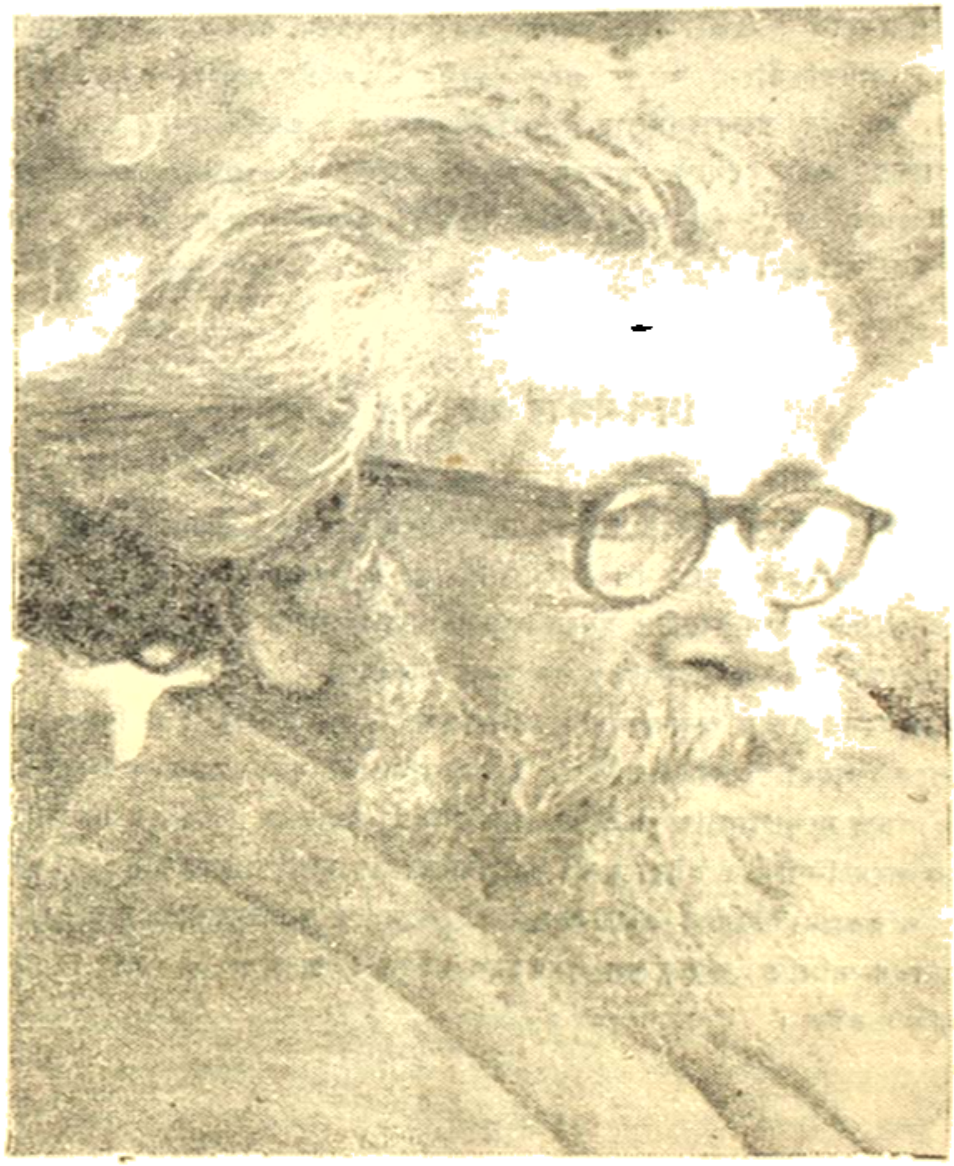

আনন্দিত। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্য-নির্বাহক সমিতি গত ৮ই এপ্রিল এক সভায় শীঘ্রই তাঁকে বিশেষ এক অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা জ্ঞাপনের সিদ্ধান্ত করেছেন।

গ্রন্থাগারিক শিক্ষার্থীদের প্রীতি সম্মেলন

গত ৬ই এপ্রিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ বিভাগের বিদায়ী ছাত্র-ছাত্রীরা একটি প্রীতি সম্মেলনের আয়োজন করেন। ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকে বিচিত্রানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। সর্বশ্রী প্রমীলচন্দ্র বসু, বি, এস, কেশবন, প্রমোদ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোবিন্দভূষণ ঘোষ প্রভৃতি ভাষণ দান করেন। উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রীদের Re-union ও Alumni Association গঠনের কথা বলা হয়। এতদুপলক্ষে একটি 'স্মরণী' প্রকাশ করা হয়েছে।

একাদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতি পুরুলিয়ার হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের আমন্ত্রণক্রমে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের একাদশ অধিবেশন পুরুলিয়ায় আহ্বানের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আগামী ১৯শে ও ২০শে এপ্রিল হরিপদ সাহিত্য মন্দির প্রাঙ্গণে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রী বি, এস, কেশবন সম্মেলনের মূল সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিবেন।

সম্মেলনের ব্যবস্থাপনার জন্য পুরুলিয়া জেলার বহু বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সমাজ-সেবিগণকে লইয়া একটি শক্তিশালী অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করা হইয়াছে। শ্রীজগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীঅশোক চৌধুরী যথাক্রমে সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক পদে নির্বাচিত হইয়াছেন। শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় রচিত "গ্রন্থাগার-ব্যবস্থা পরিকল্পনা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ এই সম্মেলনে আলোচনার জন্য পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতি কর্তৃক মূল-প্রবন্ধরূপে গৃহীত হইয়াছে। এ সংখ্যায় অন্যত্র সেটি মুদ্রিত হইল।

গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপন পরিকল্পনা

শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়

(এই প্রবন্ধটি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতি কর্তৃক একাদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের মূল-আলোচ্য প্রবন্ধরূপে গৃহীত হইয়াছে।—গ্র. স. ।)

আমাদের দেশে গ্রন্থাগার সেবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে গেলে কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন :—

(ক) রাজ্যের বিভিন্ন অংশে আঞ্চলিক ও শাখা গ্রন্থাগার স্থাপন

(খ) রাজ্য কেন্দ্র গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা

(গ) কেন্দ্র, আঞ্চলিক ও শাখা গ্রন্থাগারের পরস্পর সম্পর্ক

(ঘ) গ্রন্থাগারের কর্তৃত্ব

(ঙ) গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষা ব্যবস্থা ও গবেষণা

(চ) গ্রন্থাগার আইন

(ক) রাজ্যের বিভিন্ন অংশে আঞ্চলিক ও শাখা গ্রন্থাগার স্থাপন :

পশ্চিমবঙ্গের বহুত্র গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত আছে। কিন্তু কেবলমাত্র ঐ গ্রন্থাগারের উপর নির্ভর করিয়া দেশে গ্রন্থাগার-সেবার ব্যবস্থা করা চলে না। কেননা, (১) ঐ সমস্ত গ্রন্থাগার দেশের বিভিন্ন অংশে পরিকল্পনানুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কোন কোন ক্ষেত্রে অত্যন্ত নিকটবর্তী অঞ্চলে একাধিক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত আছে—অথচ অনেক স্থলে বিস্তৃত অঞ্চলের মধ্যেও গ্রন্থাগার নাই। (২) গ্রন্থ-সংগ্রহের উপরেই এই সমস্ত গ্রন্থাগারে বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হয়। কিন্তু উপযুক্তরূপ গ্রন্থের ব্যবহার যাহাতে হয় সে বিষয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যত্ন নেওয়া হয় না। বস্তুতঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাঠকদের চাহিদানুযায়ী বই সরবরাহের ব্যবস্থাও আশানুরূপ নয়। প্রতিষ্ঠাতারা বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রায়ই স্বেচ্ছাসেবক কর্মীর অভাব হইয়া পড়ে। ফলে নিয়মিতরূপে গ্রন্থাগার খোলাই অনেক গ্রন্থাগারের পক্ষে দুরূহ ভার বলিয়া বিবেচিত হয়। (৩) এই সমস্ত গ্রন্থাগার প্রধানতঃ স্থানীয় অধিবাসীদের অবসর বিনোদনের জন্য কিছু সংখ্যক পুস্তক লইয়া গঠিত হয়। জনসাধারণের বৃত্তিবিষয়ক কৌশল অর্জনের সহায়ক কিংবা মানসিক বা আধ্যাত্মিক উন্নতির বিধায়ক যে সমস্ত গ্রন্থের প্রয়োজন, কিংবা

মানুষের খেয়াল খুশীর অনুশীলনের জন্য যে জাতীয় পুস্তকের প্রয়োজন তাহার কিছুই এই সমস্ত গ্রন্থাগারের অধিকাংশতেই পাওয়া যায় না। ফলে জনশিক্ষা বা সমাজ শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে এই সমস্ত গ্রন্থাগারের ব্যবহার হওয়া সুকঠিন।

বস্তুতঃ উপযুক্ত কর্মীদের দ্বারা পরিচালিত, গল্প-আলোচনা প্রভৃতির যথোচিত বন্দোবস্তের দ্বারা সমৃদ্ধ, নানাবিষয়ক গ্রন্থের সমাবেশে সংগঠিত, প্রত্যেক অঞ্চলে সুবিন্যস্ত গ্রন্থাগার-মালা স্থাপন ব্যতীত এই দেশে গ্রন্থাগার-সেবার ব্যবস্থা করা যাইবে না। এই গ্রন্থাগারগুলিকে সম্পূর্ণরূপে নিঃশুল্ক করিতে হইবে। দেশের স্বল্প সংখ্যক পাঠেচ্ছু উন্নতিকামী ব্যক্তির প্রচেষ্টাকে নানাভাবে আজিকার দিনে উৎসাহিত করাই প্রয়োজন। তাহাদের উপর অর্থের ভার চাপাইয়া, অনেককে কার্যতঃ গ্রন্থাগার ব্যবহার হইতে বিমুখ করা জাতীয় স্বার্থের নিতান্ত পরিপন্থী হইবে। সুতরাং নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যতীত, চাঁদার উপর নির্ভরশীল গ্রন্থাগারে আমাদের কাজ চলিবে না। বলা বাহুল্য নিঃশুল্ক অথচ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত সেবাপরায়ণ গ্রন্থাগার দেশের সব অঞ্চলের জন্য প্রতিষ্ঠা করিতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। তাহা ছাড়া বেসরকারী চেষ্টা বা নিয়ন্ত্রণে এই কাজ বরাবর সুষ্ঠুভাবে চলার উপর আস্থা রাখা যায় না। সুতরাং এই সমস্ত গ্রন্থাগার পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপের প্রয়োজন আছে।

আমাদের শাসনতন্ত্র গণতন্ত্রের নীতির উপর বিরচিত। সুতরাং সরকারী হস্তক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের সহযোগিতার বিশেষ স্থান আমাদের দেশের শাসন ব্যবস্থায় রহিয়াছে। তাহা ছাড়া প্রায় দুইশত বৎসরের বিদেশী শাসন-কালে আমাদের দেশের বেসরকারী প্রচেষ্টায় দেশের নানাস্থানে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য ইহাদের অনেক গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংগ্রহ নানাদিক দিয়াই মূল্যবান্। আমাদের দেশে আদর্শবাদী সঙ্গতিসম্পন্ন, জনসাধারণের জন্য শিক্ষার বা গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য অর্থপ্রদান করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিও কিছু কিছু আছেন। সুতরাং বর্তমানে বেসরকারী যে গ্রন্থাগার সম্পদ আমাদের আছে বা যে-সরকারী সাহায্য পাইবার যে সম্ভাবনা অন্তর্ভুক্ত হইতেছে তাহাকে একেবারে অস্বীকার করিয়া গ্রন্থাগার সেবার বন্দোবস্ত করিতে গেলেও অনেকখানি সম্পদ অপচয়ের সম্ভাবনা আছে। ইংলণ্ড-আমেরিকার গ্রন্থাগার ব্যবস্থায়ও কার্নেগী ট্রাষ্ট ফাণ্ড প্রভৃতির অবদান অনস্বীকার্য। সুতরাং সরকারী প্রচেষ্টার সহিত বেসরকারী প্রচেষ্টার সমন্বয়ের সমস্যাও আমাদের দেশে চিন্তনীয়।

আমাদের মনে হয় রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রন্থাগার সেবার বন্দোবস্ত প্রধানতঃ সরকারী প্রচেষ্টায় হওয়া প্রয়োজন। সরকারই ঐ সমস্ত গ্রন্থাগার পরিচালনা ও সংগঠনের জন্য যতদূর সম্ভব বেশী বেসরকারী সহযোগিতা সংগ্রহের চেষ্টা করিবেন।

আমাদের দেশের আঞ্চলিক গ্রন্থাগার প্রধানতঃ তিন রকমের হওয়া উচিত। সমৃদ্ধ সহর অঞ্চলের জন্য একরূপ, মফঃস্বল সহরের জন্য অন্যরূপ এবং গ্রামের জন্য তৃতীয় প্রকারের। যে সমস্ত স্থানে ম্যুনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠিত আছে, এবং সেই ম্যুনিসিপ্যালিটির আর্থিক স্বাচ্ছল্য আছে সেই সমস্ত অঞ্চলে গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা একরূপ রাখা প্রয়োজন। বস্তুতঃ এই সব অঞ্চলেই শিক্ষিত ও শিক্ষাকামী ব্যক্তিরা অধিক সংখ্যক বাস করেন বলিয়া এই সমস্ত অঞ্চলে গ্রন্থাগারের প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভূত হইয়া থাকে। এইস্থানে পাঠকের প্রয়োজনানুযায়ী গ্রন্থাগার গড়িয়া তুলিতে না পারিলে গ্রন্থাগার-সেবার প্রাথমিক বন্দোবস্তও সফল হইয়াছে বলিয়া কোন ক্রমেই মনে করা যায় না।

যেখানে ম্যুনিসিপ্যালিটি আছে, কিন্তু তাহার আর্থিক অবস্থা আশানুরূপ স্বচ্ছল নহে, সেইখানে—কিংবা থানা, সাবরেজেষ্ট্রারী অফিস, মহকুমা প্রভৃতি যেখানে অবস্থিত সেখানেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্কুল প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যক শিক্ষিত লোকের বসবাস থাকে। সুতরাং সেই সমস্ত অঞ্চলেও সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠিত থাকা প্রয়োজন। বিশেষতঃ এই সব স্থান হইতে সাধারণতঃ কয়েকটি ইউনিয়নের যাতায়াতের ব্যবস্থা থাকে এবং কয়েকটি ইউনিয়নের কেন্দ্রস্থলে এইসব স্থান প্রতিষ্ঠিত থাকে বলিয়া ঐ সমস্ত ইউনিয়নকে লইয়া একটি অঞ্চল কল্পনা করিয়া এই স্থানে অনায়াসে একটি আঞ্চলিক কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা যায়। এই কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার একদিকে যেমন একটি সুপরিচালিত গ্রন্থাগারের কাজ করিবে, তেমনই অন্যদিকে আপনার সীমাভুক্ত অঞ্চলে গ্রন্থ-সরবরাহ করা, গ্রন্থাগার সহযোগিতা সংগঠন করা এবং উপদেশ ও অন্যবিধ সাহায্য দিবার দায়িত্ব লইতে পারিবে। সমৃদ্ধ ম্যুনিসিপ্যাল অঞ্চলে একটি কেন্দ্রীয় এবং তদধীন কয়েকটি শাখা গ্রন্থাগার রাখিতেই হইবে, এমন বাধ্যবাধকতা নাই। ম্যুনিসিপ্যালিটীর পরিধি যদি খুব বেশী বৃহৎ না হয়, উহার অধিবাসীদের ম্যুনিসিপ্যালিটীর কেন্দ্রস্থলে যাতায়াতে যদি বিশেষ অসুবিধার কারণ না থাকে তবে একটিমাত্র সুপরিচালিত গ্রন্থাগারেই ম্যুনিসিপ্যালিটীর কাজ চলিতে পারে। অবশ্যই প্রয়োজনমত ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা প্রভৃতি করিয়া দূরবর্তী

পাঠকদের উপযুক্ত সুবিধা দিবার প্রয়োজন হইতে পারে। কিন্তু কলিকাতা বা তৎপার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চল ব্যতীত অন্য কোথায়ও ম্যুনিসিপ্যালিটীর মধ্যে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও তাহার শাখা স্থাপনের অনিবার্য আবশ্যকতা এখনই আছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু পল্লী অঞ্চলে একটি একটি আঞ্চলিক কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি শাখা গ্রন্থাগারের নিশ্চিত প্রয়োজনীয়তা আছে। এমনকি যে সমস্ত স্থানে শাখা গ্রন্থাগারের প্রয়োজন সন্দিগ্ধ বলিয়া মনে হইবে সেইসব স্থানের জন্যও ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করা উচিত হইবে।

আমরা জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কথা বলি নাই। ছোট ছোট জেলা যেখানে সারা জেলায় যাতায়াতের উত্তম ব্যবস্থা আছে সেখানে হয়ত জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করিলেই কাজ চলিয়া যাইবে। কিন্তু অনেক জেলায়ই এইরূপ একটি কেন্দ্রীয় জেলা গ্রন্থাগার অভীষ্ট ফললাভ করিতে পারিবে না। বস্তুতঃ সরকারী পরিকল্পনানুযায়ীও মেদিনীপুর, বর্ধমান ও ২৪-পরগণায় একাধিক জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইয়াছে। আমাদের মনে হয় রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার উপযুক্তভাবে কাজ করিলে প্রতি জেলার কার্যের সমন্বয় সাধনের জন্য জেলা গ্রন্থাগারের প্রয়োজন হইবেনা। আঞ্চলিক কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার সমস্ত অঞ্চলের মধ্যে সাধারণ গ্রন্থ লেন-দেনের বন্দোবস্ত করিবে; প্রয়োজনমত রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার বিশেষক্ষেত্রে সাহায্য দিবে। এই ব্যবস্থা থাকিলে শাখা গ্রন্থাগারগুলির কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা সহজ হইবে এবং শাখা গ্রন্থাগারে অপ্রয়োজনীয়, অনীপ্সিত কতকগুলি বই পৌঁছাইবার বিড়ম্বনা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারকে ভোগ করিতে হইবে না।

(খ) রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা :

সমস্ত দেশের গ্রন্থাগার সংগঠনের কেন্দ্র হইবে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার। ইহার অন্ততঃ সাতটি কর্তব্য থাকিবে :—

(১) আপন এলাকায় গ্রন্থাগার হিসাবে লেন-দেনের কাজ ও গ্রন্থাগার সেবার কাজ।

(২) রাজ্যের মধ্যে প্রকাশিত সমস্ত গ্রন্থ দুই খণ্ড করিয়া সংগ্রহ করা, তাহাদের সূচী নির্মাণ করা এবং তাহাদের প্রকাশ বিষয়ে বিজ্ঞাপন প্রচার করা।

(৩) রাজ্যের অভ্যন্তরে গ্রন্থ-ঋণের ব্যবস্থা করা; রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত গ্রন্থাগারের গ্রন্থের একটি সম্মিলিত সূচী সংগ্রহ করা রাজ্য গ্রন্থাগারের কর্তব্য

হইবে। ফলে কেহ কোন গ্রন্থ ঋণ চাহিলে ঐ গ্রন্থ কোথায় আছে নির্ণয় করিয়া প্রার্থীকে ঐ ঋণ সংগ্রহ করিয়া দেওয়া ইহার পক্ষে সুসাধ্য হইবে।

(৪) পণ্ডিত ব্যক্তিদের ও যথোপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের সহিত সহযোগিতা করিয়া নানা বিষয়ে গ্রন্থপঞ্জী নির্মাণ করা এবং নানা বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া দেওয়া ইহার একটি প্রধান কর্তব্য হইবে।

(৫) যেহেতু রাজ্যে প্রকাশিত সমস্ত গ্রন্থের সূচী ইহাকে নির্মাণ করিতেই হইবে, সেই হেতু যদি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থাগারগুলি ইহার মাধ্যমে তাহাদের প্রয়োজনীয় পুস্তক ক্রয় করে তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে জাতি বিভাগ, সূচীনির্মাণ প্রভৃতি করিতে হইবে না। বস্তুতঃ সমস্ত রাজ্যের অধিকাংশ গ্রন্থ ইহার মাধ্যমে কেনা হইলে কেনার ব্যয় কম পড়ার সম্ভাবনা, নির্ব্বাচিত পুস্তকটি সংগৃহীত হইবার বেশী সম্ভাবনা থাকে। তাহা ছাড়া সমস্ত রাজ্যে গ্রন্থসূচী একরূপ গড়িয়া ওঠে—রাজ্যের সম্মিলিত গ্রন্থসূচীকেও অনেক বেশী কার্যকরী করিয়া তোলা যায়। বস্তুতঃ সমস্ত রাজ্যের জন্য গ্রন্থ কেনা, সমস্ত গ্রন্থের জাতি বিভাগ ও সূচীনির্মাণ রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের এক প্রয়োজনীয় দায়িত্ব হওয়া উচিত।

(৬) রাজ্যের গ্রন্থাগার পরিকল্পনা নির্মাণ করা এবং প্রয়োজনমত বিভিন্ন গ্রন্থাগারের কার্য পরিদর্শন করিয়া বিবরণ দাখিল করা।

(৭) উপযুক্ত পুস্তক প্রকাশের প্রয়োজন অনুভূত হইলে সরকারকে সে বিষয়ে অবহিত করাও রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কর্তব্য।

(গ) কেন্দ্র, আঞ্চলিক ও শাখা গ্রন্থাগারের পরস্পর সম্পর্ক :

রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার সমস্ত গ্রন্থাগার সংগঠনের শীর্ষদেশে অবস্থিত থাকিবে। শাখা বা আঞ্চলিক কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার প্রয়োজনমত সবরকম সাহায্যই ইহার নিকট হইতে পাইতে পারিবে। কিন্তু আঞ্চলিক গ্রন্থাগারগুলি শাখার সহিত যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখিবে, শাখা গ্রন্থাগার না চাহিলেও আঞ্চলিক কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার যেমন তাহাকে নিয়মিত পুস্তক সরবরাহ করিয়া যাইবে, রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার সেরূপ করিবে না। ইহার নিকট সাহায্য চাওয়া হইলে তবেই ইহা সাহায্য দিবে। শাখা গ্রন্থাগারগুলি আঞ্চলিক কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারেরই বিভাগ মাত্র বলিয়া লইতে হইবে। সুতরাং ইহাদের পরস্পরের সম্পর্ক ও রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সহিত ইহাদের সম্পর্ক পৃথক হইতে বাধ্য। অবশ্য পূর্বেই বলা হইয়াছে

রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের আঞ্চলিক কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কাজ পরীক্ষা ও পরিদর্শনের অধিকার থাকা উচিত।

(ঘ) গ্রন্থাগারের কর্তৃত্ব :

আমরা এখন পর্যন্ত চার শ্রেণীর গ্রন্থাগারের আলোচনা করিয়াছি। (১) রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার (২ আঞ্চলিক কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার (৩) শাখা গ্রন্থাগার ও (৪) ম্যুনিসিপ্যাল গ্রন্থাগার। এই গুলির পরিচালনার এমন বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন যাহাতে সর্বাধিক উপযুক্ত বে-সরকারী সহযোগিতা লাভ করা যাইতে পারে। রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার পরিচালনার দায়িত্ব প্রধানতঃ রাজ্যের শিক্ষা বিভাগের হওয়া উচিত। কিন্তু যেহেতু এই গ্রন্থাগার সব জাতীয় গ্রন্থাগারের উপর নজর রাখিবে, এবং যেহেতু আমাদের প্রস্তাব অনুযায়ী আঞ্চলিক গ্রন্থাগার পরিচালনার দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলির উপরই দিতে হইবে সেই হেতু রাজ্য গ্রন্থাগার পরিচালক সমিতিতে স্বায়ত্তশাসন বিভাগের প্রতিনিধিও থাকা বাঞ্ছনীয়। বলাবাহুল্য বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন গবেষক প্রতিষ্ঠান বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষানুরাগিগণকেও এই পরিচালক সমিতিতে রাখিতে হইবে। এই গ্রন্থাগারের যাবতীয় ব্যয় শিক্ষা বিভাগকে বহন করিতে হইবে।

যে সমস্ত ম্যুনিসিপ্যালিটী একক বা পার্শ্ববর্তী এলাকার সহিত সহযোগে বাৎসরিক অন্যূন ১৫,০০০৲ গ্রন্থাগারের জন্য ব্যয় করিতে পারিবে তাহারা একক বা যুক্তভাবে আপনাপন এলাকায় প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারের কর্তৃত্বভার পাইতে পারিবে। বলাবাহুল্য এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার ঠিক ঠিক যাহাতে চলে সেই জন্য সরকারকে প্রথমতঃ অন্ততঃ প্রচুর অর্থ সাহায্য করিতে হইবে। ম্যুনিসিপ্যাল গ্রন্থাগার পরিচালক সমিতিতে ম্যুনিসিপ্যালিটির জনপ্রতিনিধির সংখ্যা অন্ততঃ পরিবর্তনযোগ্য সভ্যের ½ হওয়া উচিত এবং বাকী ½ স্থানীয় উৎসাহী গ্রন্থাগার কর্মী এবং শিক্ষাবিদ্‌গণের মধ্য হইতে গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা ভিন্ন জেলা শাসক রাজ্য-গ্রন্থাগারিক এবং শিক্ষা বিভাগের আর একজন প্রতিনিধি প্রত্যেক পরিচালক সমিতির স্থায়ী সভ্য হইবেন।

ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের উপরেই পল্লীর আঞ্চলিক কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের ভার থাকা উচিত। যে সমস্ত স্থানে ম্যুনিসিপ্যালিটি আছে—অথচ ম্যুনিসিপ্যালিটীর আর্থিক অবস্থা বিশেষ সচ্ছল নহে, সেই সমস্ত স্থানও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত হওয়া

উচিত। সমস্ত জেলার গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য একটি পরিচালক সমিতি থাকিলেও আঞ্চলিক গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য এবং শাখা গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য স্থানীয় পরিচালক সমিতি রাখাই সুবিধা। ইহাতে স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতা অধিকতর পাওয়ার সম্ভাবনা। তাহা ছাড়া আশা করা যায় অনেক ক্ষেত্রে বর্তমান গ্রন্থাগারগুলিও হয়ত আঞ্চলিক বা শাখা গ্রন্থাগারের অন্তর্ভুক্ত হইতে সম্মত হইতে পারে। বলা বাহুল্য প্রথম প্রথম পরিচালক সমিতি গঠনের নিয়মকে এমন ব্যাপক ও উদার রাখিতে হইবে যাহাতে সব রকম স্থানীয় অবস্থার সম্মুখীন হওয়া যায় এবং সুবিধামত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে আইনগত অসুবিধা না ঘটে।

ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের গ্রন্থাগার সমিতিও ম্যুনিসিপ্যাল সমিতির মত করিয়া গঠন করিতে হইবে; অর্থাৎ ইহারও পরিবর্তনযোগ্য সভ্যের ⅔ অংশ বোর্ডের সভ্যের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবেন এবং ⅓ অংশ অন্যান্য উপযুক্ত লোকের মধ্য হইতে গ্রহণ করিতে হইবে। জেলা শাসক, রাজ্য-গ্রন্থাগারিক এবং শিক্ষা-বিভাগের একজন প্রতিনিধি এই সমিতিরও স্থায়ী সভ্য হইবেন। এই সমিতি শাখা ও আঞ্চলিক গ্রন্থাগারের কার্যের মূল নীতি নির্ধারণ করিবেন, ঐগুলির জন্য অর্থব্যবস্থা করিবেন, আঞ্চলিক গ্রন্থাগারের স্থান নিরূপণ করিবেন, প্রত্যেক গ্রন্থাগারের জন্য লোক নিয়োগ ও পরিদর্শনের বন্দোবস্ত করিবেন।

কিন্তু সাধারণতঃ তাঁহাদের প্রদত্ত আর্থিক ও বৈধানিক কাঠামোগুলির মধ্যে আঞ্চলিক কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারগুলি বা শাখা গ্রন্থাগারগুলি কাজ করিয়া যাইলে তাহাদের দৈনন্দিন কার্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না। আমাদের বর্তমান প্রস্তাব কোন প্রতিষ্ঠান বিশেষকে আঞ্চলিক গ্রন্থাগার পরিচালনার দায়িত্ব দিবার বিরুদ্ধে নয়। বস্তুতঃ অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা বর্তমান সময়ে না করিয়া কেবল নীতির উপর জোর দিতে গেলে বিশেষ ভুল হইবে। বলা বাহুল্য ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের এই কার্যকে সফল করিতে হইলে বর্তমান অবস্থায় প্রচুর সরকারী সাহায্যের প্রয়োজন হইবে।

(৪) গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষা-ব্যবস্থা ও গবেষণা :

উল্লিখিতভাবে রাজ্যব্যাপী গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষিত কর্মীর প্রয়োজন হইবে। গ্রন্থাগারগুলিতে ব্যবহারিক শিক্ষা পাওয়া গেলেও গ্রন্থাগার কর্মীদের আপনাপন কাজ করিয়া প্রায়ই শিক্ষা দিবার সময় থাকিবে না। তাহা ছাড়া গ্রন্থাগারগুলিতে একটি প্রচলিত নিয়মানুযায়ী কাজ

করিয়া যাওয়ার প্রয়োজন আছে। কেমন ভাবে কাজ করিলে কাজের উন্নতি হইতে পারে ইহার পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্থান কখনই সাধারণ গ্রন্থাগার হইতে পারে না। সুতরাং গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষার দায়িত্ব এই গ্রন্থাগারগুলির উপর না রাখিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উপর ছাড়িয়া দেওয়া আবশ্যক। আঞ্চলিক প্রয়োজনের জন্যই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রাথমিক, শিক্ষার ব্যবস্থা করা কর্তব্য। কিন্তু মাধ্যমিক ও উন্নত ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্ব মূলতঃ বিশ্ববিদ্যালয় ও নিখিল ভারত গ্রন্থাগার পরিষদের হওয়া উচিত। আমাদের বিবেচনায় আঞ্চলিক গ্রন্থাগারে শিক্ষা দানের ব্যবস্থায় অনেক ত্রুটি হওয়া সম্ভব। বর্তমানে অনেক আঞ্চলিক গ্রন্থাগারের পক্ষেই উপযুক্ত শিক্ষক সংগ্রহ করা কঠিন। তাহা ছাড়া বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা যাহাতে একরূপভাবে গড়িয়া উঠে, সেইদিকে দৃষ্টি দেওয়া আমাদের প্রথম কর্তব্য। একটি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষিত ছাত্ররা যদি গ্রন্থাগার কর্মে নিয়োজিত হয় তাহা হইলে কার্যগত একরূপতার সম্ভাবনা খুব বেশী থাকে।

শিক্ষা বা বিজ্ঞান একটি স্থির পদার্থ নহে। নিরন্তর গবেষণার সাহায্যে বিজ্ঞানের উন্নতি করিতে হয়। বস্তুতঃ ইহার জন্য একটি পৃথক সংস্থা থাকা প্রয়োজন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে উপযুক্ত অর্থ সাহায্য করিয়া এই গবেষণার দায়িত্ব দিতে হইবে। আমাদের দেশে গ্রন্থাগার সংগঠনের কাজ উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক ভিত্তির অভাবে অনেকখানি পশ্চাৎপদ আছে। রাজ্য গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হইলে বৃত্তিকুশল গ্রন্থাগারিক আমাদের বৃত্তিবিষয়ক জ্ঞান প্রয়োগে প্রচেষ্টার অভাব নিরন্তর অনুভব করিবেন। বস্তুতঃ রাজ্য গ্রন্থাগার ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্মিলিত সহযোগ ও প্রচেষ্টা ব্যতীত আমাদের এই দৈন্য ঘুচিবার নহে।

(৮) গ্রন্থাগার আইন :

আমাদের দেশে গ্রন্থাগার সম্প্রসারণ প্রচেষ্টার জন্য সরকারী শুভ প্রচেষ্টাই অনেকাংশে ধন্যবাদার্হ। বস্তুতঃকোন স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান আজ পর্যন্ত উদ্যোগী হইয়া আপন এলাকায় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করিতে অগ্রসর হন নাই। সরকারই বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রন্থাগার সমিতি স্থাপন করিয়া প্রতি জেলায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা করিতে অগ্রণী হইয়াছেন। বস্তুতঃ দেশের শিক্ষার আরও খানিকটা অগ্রগতি না হওয়া পর্যন্ত আমাদের গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে সরকারের ও পৌর প্রতিষ্ঠানগুলির শুভ বুদ্ধির উপর অনেকখানি নির্ভর করিতে হইবে। গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা এখনও দেশের

সকলের কাছে স্পষ্ট নয়। সুতরাং গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করা বা গ্রন্থাগারের জন্য নূতন কর বসাইবার প্রস্তাব করিতে অনেকেই দ্বিধাগ্রস্ত হইবেন। অনেকেই মনে করেন সরকারী প্রচেষ্টার সহিত সহযোগিতা করিয়া গ্রন্থাগার যখন আমাদের জাতীয় জীবনে সক্রিয় মঙ্গলকর প্রতিষ্ঠান বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারিবে তখন আমাদের দেশে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করিবার সময় আসিবে। অপর পক্ষে ইহাও মনে রাখা আবশ্যক আমরা গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনার জন্য উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ করিতে না পারিলে কখনই আশানুরূপ গ্রন্থাগার পাইতে পারি না। সরকারী বদান্যতায় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হওয়া ভালই কিন্তু আবশ্যিক নিঃশুল্ক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা পর্যন্ত যেখানে করা যায় নাই সেখানে সরকারী অর্থে রাজ্যের সর্বত্র উপযুক্ত গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা হইবে এ আশা করা বাতুলতা মাত্র। সুতরাং যথোচিত গ্রন্থাগার-বন্দোবস্ত করিতে হইলে শেষ পর্যন্ত আমাদের জনসাধারণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতেই হইবে। হয়ত দেশের সর্বত্র জনসাধারণ এ বিষয়ে একই সময় সমান উৎসাহ দেখাইতে পারিবেন না—হয়ত কোন কোন অঞ্চলে কর-প্রদানের নামেই গ্রন্থাগার সেবার আয়োজনকে পর্যন্ত সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হইবে। কিন্তু তবুও কোন কোন অঞ্চলে হয়ত শীঘ্রই সাড়া পাওয়া যাইতে পারে। অন্যত্র কর বসানোর ধারাটুকুকে এখনই কার্যকরী না করিয়াও সরকারী বদান্যতার সুযোগে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা যাইতে পারে। সুতরাং এমন একটি গ্রন্থাগার আইন আমাদের রাজ্যে বিধিবদ্ধ হওয়া উচিত যাহাতে পূর্বোক্ত বিভিন্ন গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ জনমত সংগ্রহ করিয়া অবিলম্বে গ্রন্থাগার সেবার বন্দোবস্ত করিতে পারেন। এই বিষয়ে খানিকটা সময় দেওয়া যাইতে পারে—ঐ সময়ের মধ্যে প্রত্যেক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান গ্রন্থাগার সেবার বন্দোবস্ত করিবেন। ঐ সময় অতিক্রান্ত হইলে জেলার সমাহর্তাই ভূমি রাজস্বের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগার কর আদায় করিয়া গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার বন্দোবস্ত করিবেন। এরূপ ক্ষেত্রে জেলার সমাহর্তার বিবেচনার উপরই অঞ্চলের গ্রন্থাগার সেবার কর্তৃত্ব নির্ভর করিবে। মোটের উপর গ্রন্থাগার আইনকে কার্যকরী করিয়া তুলিবার জন্য খানিকটা সময় ও স্বাধীনতা দিলে কাহারও ইহার বিরুদ্ধে বলিবার সঙ্গত কারণ থাকে না। অথচ গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত এই রাজ্যে গ্রন্থাগারের আয়োজন প্রয়োজনীয় পরিকল্পনানুযায়ী হওয়া সুকঠিন।

সম্পাদকীয়

সালতামামী

বর্তমান সংখ্যা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে "গ্রন্থাগার" পত্রিকার ষষ্ঠ বর্ষ এবং নব-পর্যায়ের প্রথম বর্ষ পূর্ণ হলো। আজ থেকে এক বৎসর আগে যখন এই পত্রিকাটিকে ত্রৈমাসিক প্রকাশের পরিবর্তে মাসিক প্রকাশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল তখন পরিষদের কর্মী এবং শুভানুধ্যায়িগণের মনে একদিকে যেমন এই পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার আন্তরিক উপলব্ধি ছিল—অপর দিকে তেমনি ছিল একটা গুরুদায়িত্ব গ্রহণের পূর্ব-মুহূর্তের অনিশ্চয়তার ভাব। স্বল্প-সংখ্যক কর্মীর অক্লান্ত চেষ্টা সত্ত্বেও যে-পত্রিকার ত্রৈমাসিক প্রকাশ পদে পদে বিলম্বিত হতো তাকে মাসিক-পত্রিকায় রূপান্তরিত করার মধ্যে একটা সংশয়ের ভাব থাকবে—এ-তো খুবই স্বাভাবিক। তা'ছাড়া ছিল উপযুক্ত লেখা সংগ্রহের সমস্যা। বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার-এবং গ্রন্থাগার-আন্দোলন বিষয়ক লেখা পড়বার আগ্রহ সম্প্রতি যে-হারে বেড়ে চলেছে তার সঙ্গে তাল রেখে চলবার মতো বলিষ্ঠ লেখক-গোষ্ঠি "গ্রন্থাগার" আজও গড়ে তুলতে পারেনি--এ-সত্য দুঃখের সঙ্গে স্বীকার না করে উপায় নেই। তাই ত্রৈমাসিক পর্যায়ে যে-পত্রিকার বৎসরে গড়ে ১৫০ পৃষ্ঠার বেশী পাঠ্যবস্তু প্রকাশ করা সম্ভব হয়ে উঠতোনা—মাসিক-পর্যায়ে রূপান্তরিত করে তাতে বৎসরে অন্ততঃ ৩০০ পৃষ্ঠাব্যাপী উপযুক্ত পাঠ্যবস্তু পরিবেশনের ভার গ্রহণ করাকে দুঃসাহসিকতা বলে কারুর কারুর মনে হয়েছে।

পত্রিকা-প্রকাশনের অভিজ্ঞতা যাঁদের রয়েছে তাঁরা জানেন পত্রিকার প্রথম বৎসরের প্রকাশনা কতই সমস্যা-সঙ্কুল। "গ্রন্থাগার" পত্রিকার ক্ষেত্রে যদিও এটা প্রথম বৎসর নয় তবুও এই নব-রূপায়নের মধ্যে নব-প্রকাশনের বহু সমস্যা জড়িত ছিল। পরিষদের সীমিত অর্থবলের উপর যথাসম্ভব কম চাপের সৃষ্টি করে, সর্বপ্রকার বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে আজ এই পত্রিকার দ্বাদশতম সংখ্যা প্রকাশিত হতে দেখে তাই পরিষদের, তথা গ্রন্থাগার-আন্দোলনের মঙ্গলকামী প্রত্যেকেই আনন্দবোধ করবেন, এবং তাঁদের

এই সন্তোষ-প্রকাশের মধ্যে "গ্রন্থাগার" পত্রিকার কর্মীবৃন্দ নতুন উৎসাহ ও প্রেরণা খুঁজে পাবেন।

"গ্রন্থাগারের" নিয়মিত পাঠকগোষ্ঠির মধ্যে একদিকে যেমন কুশলী গ্রন্থাগারিকগণ রয়েছেন অপরদিকে তেমনি রয়েছেন—পল্লী অঞ্চলের ছোট ছোট গ্রন্থাগারের পরিচালকবৃন্দ, রয়েছেন দেশের সামগ্রিক গ্রন্থাগার আন্দোলনের সাফল্যকামী শিক্ষা-সংস্কৃতি অনুরাগী ব্যক্তিবৃন্দ। গত এক বৎসরে প্রকাশিত বিষয়বস্তুর (পরিষদ সংবাদ ব্যতীত) যে পরিসংখ্যান নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলো তার মধ্য থেকে এই বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠকের চাহিদাকে সমভাবে মেটাবার আন্তরিক প্রচেষ্টার ইঙ্গিত রয়েছে :

গ্রন্থাগার-বিদ্যা বিষয়ক প্রবন্ধ	১৫ টি
গ্রন্থাগার-আন্দোলন বিষয়ক প্রবন্ধ	১৮ "
শিক্ষা-সংস্কৃতি মূলক জনপ্রিয় প্রবন্ধ	২৬ "
গ্রন্থাগার সংবাদ :	
পশ্চিমবঙ্গ	৮০ "
ভারতের অন্যান্য রাজ্য	১৮ "
পৃথিবীর অন্যান্য দেশ	১১ "
বিবিধ সংবাদ	১১ "
গ্রন্থ-সমালোচনা	২১ টি

সালতামামী করলে তাই দেখবো যে নব-রূপায়নের প্রারম্ভে যে অঙ্গীকার করা গিয়েছিলো তা সাধ্যমত প্রতিপালন করবার চেষ্টা নিশ্চয়ই করা হয়েছে। হয়তো লব্ধ ফল আমাদের আশানুরূপ হয়নি। কিন্তু সুদূর লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথে আপাতঃ দৃষ্টির এই ব্যর্থাবিদ্ধ আমাদের প্রচেষ্টার দুর্ব্বল অংশকে নির্দ্দেশ করে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্ম্মধারার নিরঙ্কুশ সাফল্যের সহায়ক হবে। "গ্রন্থাগার" প্রকাশের সেই সাফল্যকে সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব পত্রিকার সকল শুভার্থীই গ্রহণ করুন—এই আমাদের বর্ষশেষের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ।

রূপকথার রাজা দক্ষিণা রঞ্জন

বাংলার শিশু-সাহিত্যের দুটি দিকপালের পরপর জীবনাবসান শিশু-সাহিত্য ক্ষেত্রে এক অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি করল। সুনির্মল বসুর মৃত্যু-বেদনা মন থেকে মুছে যাবার আগেই শিশু-সাহিত্য সম্রাট দক্ষিণা রঞ্জন মিত্র মজুমদারের বিয়োগ-ব্যথা বাংলার সাহিত্য-দরদীদের মর্মাহত করে তুলেছে। বাংলার শিশু-সাহিত্যের ক্ষেত্রকে প্রাণরসে সিঞ্চিত করে রূপকথার প্রথম বীজ তিনি শুধু বপনই করেন নি ; সে বীজ হতে উৎপন্ন তরুকে তাঁর ইন্দ্রজালিক শক্তির সাহায্যে পত্রপল্লবে শোভিত বিটপীতে পরিণত করেন। 'স্বদেশের দিদিমা কোম্পানী একেবারে দেউলে' হয়ে পড়ায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'বাংলা দেশের আধুনিক দিদিমাদের জন্যে অবিলম্বে একটা স্কুল খোলা হউক এবং দক্ষিণা বাবুর বই অবলম্বন করিয়া শিশু-রাজ্যে পুনর্বার তাঁহারা নিজেদের গৌরবের স্থান অধিকার করিয়া বিরাজ করিতে থাকুন'। দক্ষিণাবাবু আজ আর আমাদের মধ্যে না থাকলেও তাঁর সৃষ্ট রাজপুত্র, কোটালপুত্র, সোনাকাঠি-রূপোকাঠি, ব্যাঙমা-ব্যাঙমী ও রাক্ষস-খোক্কসগণ শিশু মানসে যুগযুগান্তর ধরে আনন্দ-কৌতুক-বিস্ময়ের রস সঞ্চার করবে ; শিশু সমাজে আদর ও ভালবাসার বস্তু হয়ে থাকবে তাঁর চিরায়ত সাহিত্য-সম্পদ।